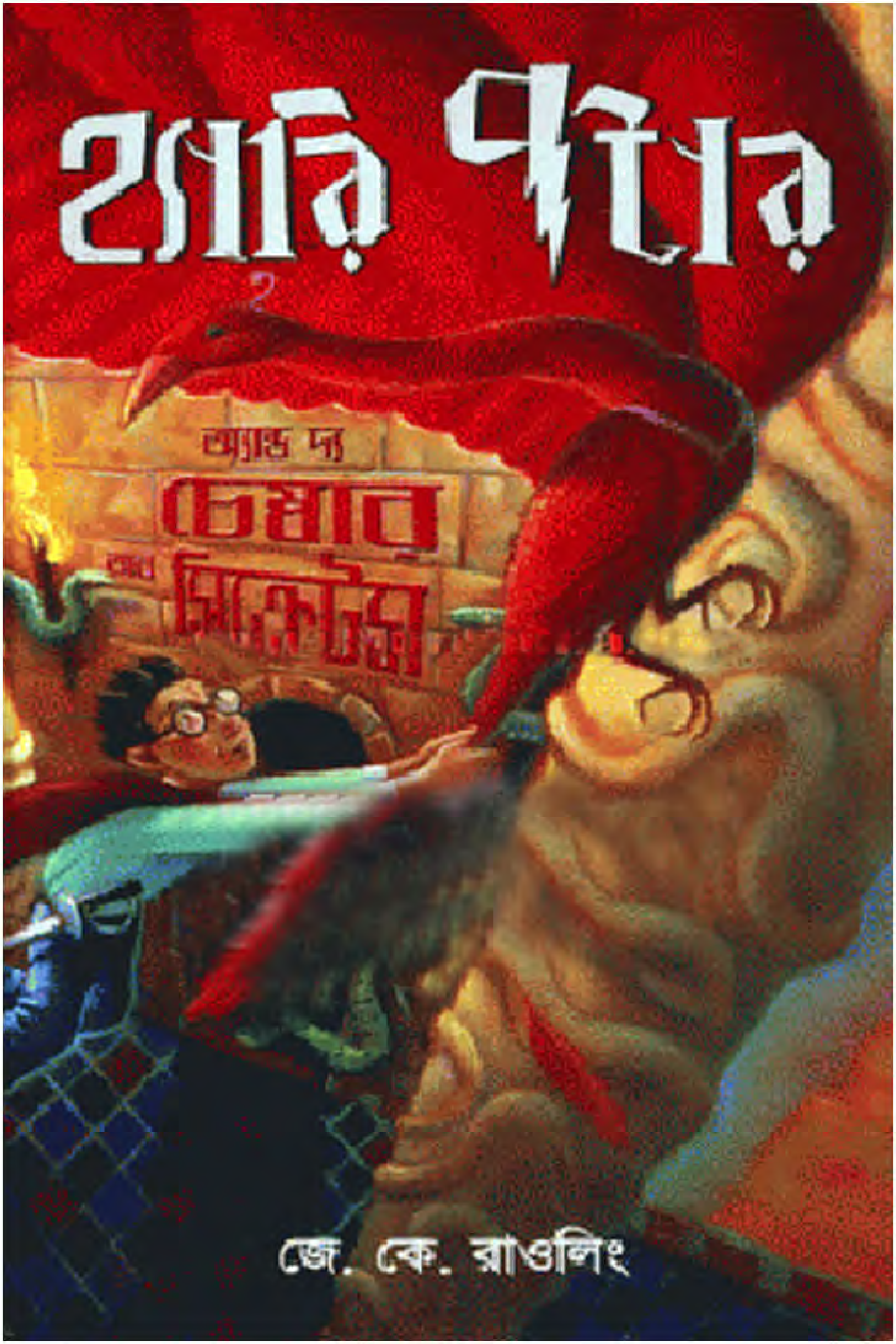
হ্যারি পটার
অ্যান্ড দ্য
চেম্বার
সিক্রেটস
জে. কে. রাওলিং

হ্যারি পটার

গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে আসতেই ডার্সলিরা হ্যারি পটারের সাথে এমন নিচ ও ভয়ানক আচরণ শুরু করলো যে, হ্যারি হোগার্টাস স্কুল অব উইচক্রাফট ও উইজারিতে ফিরে যেতে ছটফট করতে লাগলো। কিন্তু হ্যারি যখনই তার জিনিসপত্র গুছাতে লাগলো ঠিক তখনই, এক দুষ্ট প্রকৃতির অজানা জন্তু হ্যারিকে হোগার্টে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে সাবধান করে দিল যে, ভীষণ বিপদ হবে।

আসলেই বিপদ শুরু হল। হোগার্টে হ্যারির দ্বিতীয় বর্ষে নতুন সব ভয়ানক পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটতে থাকে, যার মধ্যে ছিল এক অত্যাচারী অধ্যাপক আর মেয়েদের বাথরুমে হানা দেয়া এক দুষ্টাত্মা। তারপর শুরু হল আসল বিপদ– কেউ যেন হোগার্টের ছাত্রদের পাথর বানিয়ে দিচ্ছে। সে কি হতে পারে ড্রাকো ম্যালফয়? সে কি হতে পারে হ্যাগ্রিড, যার অতীত রহস্যও অবশেষে এখানে উন্মোচিত হয় কিংবা হতে পারে কি, যাকে সবাই সন্দেহ করছে, হ্যারি পটার নিজেই!

জে.কে. রাওলিং

পুরোনাম জোয়ান ক্যাথলিন রাওলিং। তিনি বড় হন ইংল্যান্ডের ফরেষ্ট অব ডিন-এ। বর্তমানে তিনি এডিনবরাতে বাস করছেন। তিনি ব্রিটেনের এক্সিটার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। মূলত জীবিকার তাগিদেই উপন্যাস লেখা শুরু করেন তিনি। প্রথম উপন্যাস ব্যাবিট ভালো চলেনি। এর পর লেখেন ৬ খণ্ডের হ্যারি পটার। প্রথম খণ্ড হ্যারি পটার এন্ড দি ফিলসফারস স্টোন বের হতেই সারা বিশ্বে হৈচৈ পড়ে যায়। এরপর একেরপর এক প্রকাশ হতে থাকে এ সিরিজের আরও ৫টি বই। এ পর্যন্ত ৫৩টি ভাষায় অনুবাদ হয়ে ২০ কোটি কপিরও বেশি বিক্রি হয়েছে। হ্যারি পটার লিখে জে.কে. রাওলিং এখন ব্রিটেনের সেরা ধনী। যদিও তার প্রথম জীবনটা কেটেছে দারিদ্র্য ও দুঃখ কষ্টের মাঝে। তার বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই। মার জন্য রাওলিংয়ের আপসোস 'আমার পরম আনন্দের খবরটি তিনি শুনে যেতে পারলেন না।'

সূ চি প ত্র

নিকৃষ্টতম জন্মদিন	৯
ডব্বি'র হুঁশিয়ারি	১৯
দ্য বারো	৩০
ফ্লারিশ এবং ব্লটস-এ	৪৬
দ্য হোমপিং উইলো	৬৭
গিল্ডরয় লকহার্ট	৮৫
মাডব্লাড এবং মর্মর	১০১
মৃত্যুদিনের পার্টি	১১৭
দেয়াল লিখন	১৩৩
দ্য রোগ ব্লাজার	১৫২
দ্য ডুয়েলিং ক্লাব	১৭০
দ্য পলিজুস পোশন	১৯১
অতি গোপনীয় ডায়রী	২১০
কর্ণেলিয়াস ফাজ	২২৯
আরাগগ	২৪৩
দ্য চেম্বার অব সিক্রেটস	২৫৯
স্লিথারিনের উত্তরাধিকার	২৭৯
ডব্বি'র পুরস্কার	২৯৭

প্রথম অধ্যায়

নিকৃষ্টতম জন্মদিন

চার নম্বর প্রিভেট ড্রাইভের নাস্তার টেবিলে তর্কটা এই প্রথমবারের মতো বাধলো না। খুব ভোরেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল মিস্টার ডার্সলির, মানে ঘুমটা ভেঙ্গে দিয়েছিল তার ভাগ্নের ঘরের ওই অশুভ পেঁচাটার ডাক।

'এটা নিয়ে এই সপ্তাহের মধ্যেই এই ঘটনা তিনবার হলো!' খাওয়ার টেবিলের ওপার থেকে তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন হ্যারিকে। 'তুমি যদি ওই পেঁচাটাকে থামাতে না পারো তবে ওটাকে যেতেই হবে!'

আরো একবার হ্যারি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করল।

'ঘরে থেকে থেকে ওটা বিরক্ত হয়ে গেছে,' বলল হ্যারি। 'বাইরে সে উড়ে বেড়াতো চারদিকে। শুধু যদি আমি ওকে রাতে বের হতে দিতে পারতাম...'

'আমাকে কি বোকা মনে হচ্ছে?' দাঁত খিচালেন আঙ্কল ভার্নন, ওর গোঁফের ঝোপের মধ্যে ভাজা ডিমের খানিকটা তখনও ঝুলছে। 'ওই পেঁচাটাকে বাইরে

যেতে দিলে যে কি হবে সেটা আমার খুব ভাল করেই জানা আছে।'

কথাটা বলে তিনি স্ত্রী পেতুনিয়ার দিকে তাকালেন।

যুক্তি দিয়ে হ্যারি ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে চেয়েছিল, কিন্তু ডার্সলির পুত্র ডাডলির ইয়া বড় এক ঢেকুরের বিকট শব্দে ওর কথাগুলো চাপা পড়ে গেলো।

'আমাকে আরো বেকন দাও।'

'ফ্রাইং প্যানে আরো আছে মিষ্টি সোনা, 'বললেন আন্ট পেতুনিয়া, পুত্রের দিকে আদরে মন আচ্ছন্ন করা ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে। 'সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তোমাকে ভালো করে খাওয়ানো দরকার--. ওই স্কুলে খাওয়ানোর ব্যাপারটা আমার একেবারেই অপছন্দ....

'ননসেন্স, পেতুনিয়া কি বাজে কথা বলছ, স্মেলটিংস এ আমি কখনও খালি পেটে থাকিনি,' বললেন আঙ্কল ভার্নন। 'ডাডলি ও যথেষ্ট পাচ্ছে তাই না বেটা?'

ডাডলি, এত বিশাল যে তার পাছার দুই দিক কিচেন চেয়ারের দুই পাশে ঝুলে পড়েছে, দাঁত কেলিয়ে হ্যারির দিকে তাকাল।

'ফ্রাইং প্যানটা এদিকে দাও।'

'তুমি কি সেই ম্যাজিক শব্দটা ভুলে গেছ,'বলল হ্যারি বিরক্ত হয়ে।

পরিবারের অন্যদের ওপরও এই ছোট্ট কথাটার অবিশ্বাস্য রকমের প্রতিক্রিয়া হলো: দম বন্ধ হয়ে এলো ডাডলির, এমন প্রচণ্ড শব্দে চেয়ার থেকে নিচে পড়ল যে পুরো কিচেনটাই কেঁপে উঠল। মিসেস ডার্সলি'র মুখ থেকে ছোট্ট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, পরক্ষনেই হাত দিয়ে মুখচাপা দিলেন তিনি। মিস্টার ডার্সলি লাফিয়ে উঠলেন ,কপালের রগগুলো লাফাচ্ছে তার।

প্রতিক্রিয়া দেখে বেচারা হ্যারি গেছে ঘাবড়ে, তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করল,' আমি, মানে ম্যাজিক শব্দ বলতে প্লিজ শব্দটা বোঝাতে চেয়েছিলাম, আমি কোনো মানে আমি ....

'আমি তোমাকে কি বলেছি ,' গর্জন করে উঠলেন তার আঙ্কল ভার্নন সারা টেবিলে থুথু ছিটিয়ে,'আমার বাড়িতে এমন শব্দ বলার ব্যাপারে?'

'কিন্তু আমি মানে--'

'কোন সাহসে তুমি ডাডলিকে ভয় দেখাও? আবার গর্জে উঠে আঙ্কল হাত দিয়ে টেবিলে এক ঘা বসিয়ে দিলেন।

'আমি শুধু ...'

'আমি তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছি! এই ছাদের নিচে তোমার অস্বাভাবিক চরিত্রের কোনকিছু আমি সহ্য করব না!'

হ্যারি তার তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠা আঙ্কলের মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ফ্যাকাসে আন্টির দিকে তাকাল, তিনি ডাডলিকে টেনে ওর পায়ে দাঁড় করানোর

চেষ্টা করছিলেন।

'বেশ,' বলল হ্যারি,'বেশ ...'

গণ্ডারের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে আঙ্কল ভার্নন গিয়ে চেয়ারে বসে তার ছোট্ট কুতকুতে তীক্ষ্ণ চোখের কোণা দিয়ে হ্যারিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

যখন থেকেই গরমের ছুটিতে হ্যারি বাড়ি এসেছে, আঙ্কল ভার্নন হ্যারির সঙ্গে 'যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে' বোমার মতো আচরণ করছেন। সব সময় হ্যারির প্রতি কারণে-অকারণে রেগে ফুঁসে থাকবেন। তিনি মনে করেন হ্যারি কোনো স্বাভাবিক ছেলে নয়। বস্তুত যতটা সম্ভব স্বাভাবিক না হওয়া যায় হ্যারি ঠিক তাই।

হ্যারি পটার একজন যাদুকর– হোগার্টস স্কুল অব উইচক্র্যাফট অ্যান্ড উইজার্ড্রির প্রথম বর্ষ থেকে সদ্য এসেছে। ছুটিতে ওর আসাতে ডার্সলিরা যদি খুশি না হয়, তবে হ্যারির ওতে কিছু যায় আসে না।

সে দারুণভাবে হোগার্টসকে মিস করছে, যেন সারাক্ষণ পেট চিন চিন করছে। সে মিস করছে দূর্গ আর এর গোপন পথ, ভূতগুলো, পড়াশোনা যদিও সম্ভবত পোশন (জাদু পানীয়) শিক্ষক স্নেইপকে নয়, চিঠি নিয়ে আসা পেঁচাটা, গ্রেট হলে ডিনার খাওয়া, টাওয়ার-ছাত্রাবাসে চার-কোণা বিছানায় ঘুমানো, গেমকিপার হ্যাগ্রিড-এর সঙ্গে নিষিদ্ধ বনের পাশে তার কেবিনে দেখা করা এবং সর্বোপরি কিডিচ, উইজার্ডিং দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা (ছয়টি দীর্ঘ গোলপোস্ট, চারটি উড়ন্ত বল ঝাড়ু-লাঠিসহ চৌদ্দজন প্লেয়ার)।

হ্যারি বাড়ি পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে আঙ্কল ভার্নন তার জাদুর বই, জাদুর কাঠি, পোষাক, কলড্রন এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী নিম্বাস ২ হাজার ঝাড়ু-লাঠি সব সিঁড়ির নিচের কাবার্ডে তালা মেরে রেখেছেন। সারা গ্রীষ্ম প্র্যাকটিস না করার কারণে হ্যারি যদি হাউজ কিডিচ টিমে তার স্থানটি হারায় তবে ডার্সলিদের কি আসে যায়? কোনো হোম-ওয়ার্ক না করেই হ্যারি যদি স্কুলে ফিরে যায় তাতে ডার্সলিদের কি? ডার্সলিরা হচ্ছে, উইজার্ডরা যাদের মাগল বলে ঠিক তাই (তাদের ধমনীতে এক ফোটাও জাদুর রক্ত নেই) এবং মাগলদের বিবেচনায় পরিবারে একজন যাদুকর থাকা চরম লজ্জার ব্যাপার। আঙ্কল ভার্নন হ্যারির পেঁচাটাকেও তালা মেরে রেখেছেন, যেন জাদুর দুনিয়ায় ওটা কোনো খবরা-খবর না নিয়ে যেতে পারে।

হ্যারি মোটেই পরিবারের অন্যদের মতো দেখতে নয়। আঙ্কল ভার্নন বিশালদেহী এবং যেন ঘাড় নেই তার কিন্তু বিশাল কালো গোঁফ রয়েছে নাকের নিচে। আন্ট পেতুনিয়া ঘোড়ামুখো এবং শুকনো হাড্ডিসার। ডাডলি ব্লন্ড, গোলাপী এবং শুয়োরের মতো। অন্যদিকে হ্যারি হচ্ছে ছোটখাট এবং পাতলা

দুবলা, উজ্জ্বল সবুজ চোখ এবং এক মাথা ঘন কালো চুল, যা সব সময়ই আগোছালো থাকে। ওর চশমার কাঁচ গোল এবং কপালে রয়েছে চিকন বিদ্যুতের মতো দাগ।

এই দাগটাই হ্যারিকে এত ব্যতিক্রম করেছে যেমন অন্যদের কাছ থেকে তেমনি একজন যাদুকরের থেকেও। হ্যারির রহস্যজনক অতীতের এই দাগটাই ইঙ্গিত। যে কারণে এগারো বছর আগে তাকে ডার্সলিদের দরজায় রেখে দেওয়া হয়েছিল।

যখন তার বয়স এক, তখনও হ্যারি কোনরকমে রক্ষা পেয়েছিল, ভয়ে যার নাম কোনো যাদুকর নেয় না, সেই সর্বকালের সেরা কালোবিদ্যার যাদুকর লর্ড ভোলডেমর্ট-এর অভিশাপ থেকে। হ্যারির বাবা-মা এই ভোলডেমর্ট-এর হামলায়ই মারা গেছে, হ্যারি অবশ্য বেঁচে গিয়েছিল, কপালের ওই বিদ্যুতের মতো দাগটা রয়ে গেছে হামলার নিদর্শন হিসেবে এবং যেভাবেই হোক– কারণটা কারো জানা নেই। ভোলডেমর্ট-এর সমস্ত ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে হ্যারিকে হত্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার মুহূর্ত থেকে।

এরপর থেকে হ্যারিকে বড় করেছে তার মৃত মায়ের বোন এবং তার স্বামী। ডার্সলিদের সঙ্গে সে দশ বছর কাটিয়েছে; কিন্তু কখনই সে বুঝতে পারেনি– করতে না চাইলেও কেন সে অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা করে বসত। কেন সে বিশ্বাস করত ডার্সলিদের কথা, যে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে তার বাবা মা মারা গেছে, সেই অ্যাকসিডেন্ট থেকেই তার কপালের দাগটা এসেছে।

এবং ঠিক এক বছর আগে হোগার্টস থেকে যখন হ্যারির কাছে চিঠি আসছে, তারপরই তো পুরো কাহিনী প্রকাশিত হয়। জাদুবিদ্যার স্কুলে হ্যারি ভর্তি হলো, যেখানে সে আর তার দাগ দু'টোই বিখ্যাত... এখন স্কুলের দিনগুলো শেষ হয়েছে, গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে আবার সে ডার্সলিদের ওখানেই ফিরে এসেছে, দুর্গন্ধযুক্ত কোনকিছু বা আবর্জনার ওপর গড়াগড়ি খাওয়া কুকুরের মতো ব্যবহার পাওয়ার জন্যে।

আজ যে হ্যারির ১২তম জন্মদিন সেটাও ডার্সলিদের মনে নেই। অবশ্য এ ব্যাপারে তার খুব বড় কোনো আশা নেই; কেক তো দূরের কথা, ওরা কখনই তাকে ভাল কোনো প্রেজেন্টেশন দেয়নি... কিন্তু একেবারে উপেক্ষা করা...।

ঠিক সেই মুহূর্তে আঙ্কল ভার্নন বেশ গুরুত্বের সাথে কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন,'মানে, আমরা সবাই জানি, আজকের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন।'

হ্যারি অবাক মুখ তুলে, তার বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছে। তার জন্মদিনের কথা আঙ্কল বলছেন। কিভাবে হয়।

'যদি আজকের দিনটা এমন হয় যে আজকেই আমি আমার ব্যবসা ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ডিলটা করতে পারি।' বললেন আঙ্কল ভার্নন। হ্যারির আশ্চর্য হওয়া মুখমণ্ডলটি ম্লান হলো।

হ্যারি আবার টোস্টের দিকে মনোযোগ দিল। অবশ্যই, তিক্ততার সাথে। হ্যারি ভাবলো আঙ্কল ভার্নন ওই স্টুপিড ডিনার পার্টির কথা ভাবছেন। আগামী দু'সপ্তাহ তিনি যে একই কথা বার বার বলবেন এবং অন্য কোনকিছু নিয়ে কথা বলবেন না, এটাও নিশ্চিত। কোনো এক ধনী কন্ট্রাক্টর আর তার স্ত্রী আজকে ডিনারে আসছেন এবং তিনি আশা করছেন ওর কাছ থেকে বড় রকমের একটা অর্ডারও পাওয়া যাবে (আঙ্কল ভার্ননের কোম্পানি ড্রিল তৈরি করে)।

'আমার মনে হয় আমাদের আর একবার প্রোগ্রামটার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়া দরকার,' বললেন তিনি। 'রাত আটটার মধ্যে আমাদেরকে যার যার পজিশনে থাকতে হবে। পেতুনিয়া তুমিও থাকবে?

'লাউঞ্জে,' সঙ্গে সঙ্গে বললেন আন্ট পেতুনিয়া। 'তাদেরকে আমাদের বাড়িতে সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে অপেক্ষমান।'

'ভাল, ভাল। আর ডাডলি?'

'আমি দরজা খোলার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব,' ডাডলি জঘন্য রকমের একটি বোকা-হাসি উপহার দিল। 'আমি বলব, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মেসন আমি কি আপনাদের কোটগুলো নিতে পারি?' ডার্সলি বলল।

'ওরা ওকে নিশ্চয়ই ভালবাসবে,' ডার্সলির কথা শুনে অতি উৎসাহে চিৎকার করে উঠলেন আন্ট পেতুনিয়া।

'এক্সেলেন্ট, ডাডলি,' বললেন আঙ্কল ভার্নন। তারপর তিনি ফিরলেন হ্যারির দিকে, 'আর তুমি?'

'আমি বেড-রুমেই থাকব, কোনরকম শব্দ করব না এবং এমন ভান করব যেন আমি ওখানে নেই,' হ্যারি বলল কোনো ভাবাবেগ ছাড়াই। সে জানে কোনো অতিথি এলে তাকে কি করতে হয়।

'ঠিক তাই,' বললেন আঙ্কল ভার্নন মুখ বিকৃতি করে কুৎসিতভাবে। 'আমি তাদেরকে লাউঞ্জ পর্যন্ত নিয়ে আসব এবং পেতুনিয়া তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো এবং তাদেরকে ড্রিংকস দেবো। ঠিক সোয়া আটটায়-'

'আমি ডিনারে ডাকবো,' বললেন আন্ট পেতুনিয়া।

'এবং ডাডলি, তুমি বলবে—' 'আমি কি আপনাকে ডিনার টেবিলে নিয়ে যেতে পারি মিসেস মেসন?' অদৃশ্য এক মোটা মহিলার উদ্দেশ্যে বাহু বাড়িয়ে অভিনয় করে দিয়ে বলল ডাডলি।

'আমার ছোট্ট ভদ্রলোকটি,' আদুরে গলায় বললেন আন্ট পেতুনিয়া।

'আর তুমি?' বললেন আঙ্কল ভার্নন হ্যারির দিকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে। হ্যারির উত্তরের অপেক্ষা না করে স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ঠিক তাই। ডিনার টেবিলে অতিথিদের উদ্দেশে প্রশংসামূলক কিছু বলা দরকার, পেতুনিয়া তোমার কোনো আইডিয়া আছে?

'ভার্নন বলেছে, মিস্টার মেসন আপনি একজন চমৎকার গল্ফ প্লেয়ার... ড্রেসটা কোথা থেকে কিনলেন মিসেস মেসন...'

'একেবারে সঠিক... আর ডাডলি তুমি?'

'এটা কেমন হয়: যদি বলি স্কুলে যার যার হিরোকে নিয়ে আমাদেরকে রচনা লিখতে হয়েছিল। মিস্টার মেসন, আমি তোমার সম্পর্কে লিখেছি ...'

আন্ট পেতুনিয়া এবং হ্যারি দু'জনের জন্যই এটা বড় বেশি হয়ে গেলো। আন্ট পেতুনিয়া অবশ্য দু'জনের অনুভূতি ছিল ভিন্ন। কেঁদে ফেললেন, ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন আর ডাডলির ভাড়ামোর মত কথা শুনে হ্যারি গিয়ে লুকালো টেবিলের নিচে যেন ওর হাসি ওরা দেখতে না পায়।

'আর এই যে, তুমি?'

টেবিলের নিচে থেকে বের হবার সময় হ্যারি কষ্ট করে মুখ স্বাভাবিক রাখল।

'আমি আমার রুমে থাকব, কোনো শব্দ করব না এবং ভান করব যে আমি ওখানে নেই।' এক নাগাড়ে গড় গড় করে বলল হ্যারি।

'ঠিক বলেছ ওটাই তুমি করবে।' জোর দিয়ে বললেন আঙ্কল ভার্নন। 'মেসনরা তোমার সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং এটা এভাবেই থাকবে। ডিনার শেষ হলে পেতুনিয়া তুমি মিসেস মেসনকে নিয়ে যাবে আবার লাউঞ্জে বসে কফি পান করার জন্যে, আমি ড্রিল-এর বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসার চেষ্টা করব। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তবে দশটার খবরের আগেই চুক্তিসই এবং সিল মারা শেষ হয়ে যাবে। আর কাল এ সময় আমরা মেজরকায় ছুটির দিনের শপিং করে বেড়াবো।

এ ব্যাপারে হ্যারি খুব উৎফুল্ল হতে পারল না। তার মনে হয় না ডার্সলিরা প্রিভেট ড্রাইভে তাকে যেমন পছন্দ করে মেজরকায় তার চেয়ে বেশি পছন্দ করবে।

'ঠিক আছে-আমি শহরে যাচ্ছি ডাডলি আর আমার জন্যে ডিনার জ্যাকেট আনতে। আর তুমি!' হ্যারির দিকে ফিরে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন,'যতক্ষণ তোমার আন্টি ধোয়া মোছা করবে ততক্ষণ তুমি তার কাছ থেকে দূরে থাকবে।'

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসল হ্যারি। চমৎকার একটি রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। সে লনটা পার হলো, একটা গার্ডেন বেঞ্চে ধপ করে বসল, চাপা গলায়

গান গাইতে শুরু করল,' হ্যাপি বার্থ ডে টু মি.......হ্যাপি বার্থ ডে টু মি.......'

কোনো গ্রীটিংস কার্ড নেই, কোনো উপহারও নেই এবং সন্ধ্যাটা তাকে ভান করতে হবে যেন তার কোনো অস্তিত্বই নেই। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সামনের এক গাছের ঝোপটার দিকে তাকিয়ে রইল। কখনই তার এমন একাকী মনে হয়নি। হোগার্টস-এর দিনগুলোর কথা ভাবলো। হোগার্টস-এ অন্য কিছুর চেয়ে বেশি, কিডিচ খেলার চেয়েও বেশি হ্যারি মিস করছে তার সবচেয়ে কাছের দুই বন্ধু রন উইসলি এবং হারমিওন গ্রেঞ্জারকে। তার মনে হয় ওরা তাকে মোটেই মিস করছে না। সারা গ্রীষ্মে দু'জনের একজনও তাকে কোনো চিঠি লেখেনি, যদিও রন বলেছিল সে বাড়িতে গিয়ে হ্যারিকে তাদের সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ জানাবে।

অসংখ্যবার হ্যারি ভেবেছে জাদু দিয়ে হেডউইগের খাঁচা খুলে চিঠিসহ ওকে রন আর হারমিওনের কাছে পাঠায়, কিন্তু এটা একটু বেশিই হয়ে যাবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক জাদুকরদের স্কুলের বাইরে জাদু ব্যবহার করা নিষেধ। হ্যারি অবশ্য কখনই ডার্সলিদের কাছে তার এই ইচ্ছার কথা বলেনি, সে জানে ওদের এই একটাই ভয়, সে যদি ওদেরকে জাদু করে গোবরে পোকা বানিয়ে ফেলে। এই ভয়েই জাদুর কাঠি এবং ঝাড়ু-লাঠিসহ ওকে সিঁড়ির নিচের কাবার্ডে তালা মেরে রেখেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে নিচু স্বরে অর্থহীন কথা আওড়ানো এবং রুম থেকে ডাডলির– ওর মোটা পদযুগল যত জোরে ওকে বহন করতে পারে অর্থাৎ তীর বেগে-বেরিয়ে যাওয়া দেখতে ওর মজাই লাগত। কিন্তু রন এবং হারমিওনের দীর্ঘ নীরবতা তাকে ম্যাজিকের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে যে ডাডলিকে ক্ষেপানোও তার কাছে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে– আর এখন রন এবং হারমিওন তার জন্মদিনটাও ভুলে গেছে।

হোগার্টস-এর একটা খবরের জন্য সে কিইনা করতে পারে? যে কোনো উইচ বা উইজার্ডের কাছ থেকে খবর পেলেও সে খুশি। এমন কি তার সবচেয়ে বড় শত্রু ড্র্যাকো ম্যালফয়-এর দেখা পেলেও সে খুশি হতো, শুধু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে যে, সেসব স্বপ্ন ছিল না।

অবশ্য এমন নয় যে, তার হোগার্টস-এর পুরো বছরটা শুধু আনন্দেই কেটেছে। গত টার্মের একেবারে শেষে, হ্যারি, আর কারো সঙ্গে নয় একেবারে স্বয়ং লর্ড ভোলডেমর্টের একেবারে মুখোমুখি হয়েছিল। ভোলডেমর্টের এখন আর আগের শক্তি নেই। এখন হয়তো সে আগের ভোলডেমর্টের ধ্বংসাবশেষ কিন্তু এখনও ভীতিকর, এখনও ধূর্ত, এখনও ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ভোলডেমর্টের কবল থেকে দ্বিতীয়বারের মতো বেঁচে গেছে হ্যারি, একেবারে অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া বলতে হবে। এবং এখনও, কয়েক সপ্তাহ

পরও, হ্যারি ঘাম ভেজা শরীরে রাতের বেলায় জেগে ওঠে, ভাবে এখন ভোলডেমর্ট কোথায়, মনে পড়ে ওর ভয়ংকর ক্রুদ্ধ চেহারা, বড় বড় উন্মত্ত চোখ......

হ্যারি হঠাৎ গার্ডেন বেঞ্চে সোজা হয়ে বসল। সে অন্যমনস্কভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ঝোপের দিকে– হঠাৎ মনে হলো ঝোপটাও ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। পাতার মধ্যে দু'টো বড় সবুজ চোখ ভেসে উঠল।

হ্যারি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, এমনি সময় লনের ওপর দিয়ে ভেসে এলো বিদ্রূপভরা একটা কণ্ঠস্বর,'আমি জানি আজ কি দিন,' হেলে দুলে গেয়ে উঠল ডাডলি।

বড় সবুজ চোখ দুটো কেঁপে উঠেই মিলিয়ে গেলো।

'কী?' বলল হ্যারি, ও দু'টো চোখ যেখানে ছিল সেখানে চোখ রেখে।

'আমি জানি আজ কি দিন,' বলতে বলতে একেবারে সোজা হ্যারির কাছে চলে এলো।

'চমৎকার,' বলল হ্যারি। 'তাহলে শেষ পর্যন্ত তুমি সপ্তাহের দিনগুলি সম্পর্কে শিখে ফেলেছ।'

'আজ তোমার জন্মদিন,' অবজ্ঞাভরে বলল ডাডলি।'তুমি কোনো কার্ড পাওনি এটা কেমন কথা? ওই উদ্ভট যায়গাটায় তোমার একজনও বন্ধু নেই?'

'তুমি আমার স্কুল সম্পর্কে আলোচনা করছ এটা তোমার মা না শুনলেই ভাল,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল হ্যারি।

হ্যারির স্থূল পশ্চাদ্দেশ থেকে প্যান্টটা স্লিপ করে পড়ে যাচ্ছিল, হ্যাঁচকা টানে ওপরে তুলল ও।

'তুমি ঝোপটার দিকে তাকিয়ে আছো কেন,' সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল সে হ্যারিকে।

'আমি স্থির করার চেষ্টা করছিলাম ওটাতে আগুন লাগাতে হলে কোনো জাদুটা সবচেয়ে ভাল হবে,' বলল হ্যারি।

ডাডলি পেছন দিকে হোঁচট খেল, ওর ছোট্ট মুখে একটা ভীতির ছায়া।

'তু তুমি পারো না– ড্যাড তোমাকে বারণ করেছে তুমি ম্যা... ম্যাজিক করতে পারবে না– বলেছে তোমাকে বাড়ি থেকে ছুড়ে ফেলে দেবে- আর তোমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই– তোমার কোনো বন্ধুও নেই যে তোমাকে নিয়ে যাবে– ।'

'জিগারি! পকারি!' হ্যারি তীব্র কণ্ঠে বলল। 'হোকাস পোকাস... স্কুইগলি উইগলি....'

'মাআআআআআআম!' আর্তনাদ করে উঠল হ্যারি আর দ্রুত পদক্ষেপে

ঝাড়া দৌড় দিল ডাডলি। 'মাআআআআম! ও করছে, ইউ নো হোয়াট!'

এই এক মুহূর্ত মজা করার জন্যে হ্যারিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। ডাডলিও ব্যথা পায়নি ঝোপটারও কোনো ক্ষতি হয়নি। আন্ট পেতুনিয়া যদিও বুঝতে পেরেছিলেন হ্যারি কোনো যাদুর ধার দিয়েও যায়নি। তবুও আন্ট পেতুনিয়া এক ভারি প্যান নিয়ে হ্যারিকে মারতে তেড়ে আসলেন। আঘাত হানতে উদ্যত আন্ট পেতুনিয়ার ভারি ফ্রাইং প্যানটাকে এড়াবার জন্য হ্যারি মাথা নিচু করে পালাতে হয়েছিল। শাস্তি হিসেবে তার ওপর অনেকগুলো কাজ চাপিয়ে দেয়া হলো, এবং তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হলো যে, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে খাবে না।

চারিদিকে ডাডলি পায়চারি করছে, হ্যারির কাজ করা দেখছে আর আইসক্রিম খাচ্ছে। হ্যারি জানালা পরিষ্কার করেছে, গাড়ি ধুয়েছে, লন-এর ঘাস আর গোলাপের চারাগুলোকে ছেটেছে, পানি দিয়েছে এবং বাগানের বেঞ্চগুলোকে আবার রং করেছে। মাথার ওপর সূর্য গনগন করছে, ঘাড়ের পেছনটায় যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। হ্যারি জানত তাকে ডাডলির ফাঁদে পা দেয়া উচিত হয়নি। কিন্তু ডাডলি ঠিক ওই কথাটাই বলেছে যেটা সে নিজেও ভাবছিল..... হয়তো হোগার্টস-এ আসলেই তার কোনো বন্ধু নেই...

'এখন যদি তারা বিখ্যাত হ্যারি পটারকে এ অবস্থায় দেখতো,' ভাবল সে তিক্ততার সঙ্গে ফুলের বেডগুলোর উপর সার ছড়াতে ছড়াতে। পিঠ ব্যথা করছে, মুখ বেয়ে অঝোর ধারায় ঘাম ঝরছে।

একেবারে ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে অবশেষে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সে আন্ট পেতুনিয়ার ডাক শুনতে পেলো।

'হয়েছে এবার এসো! কাগজের ওপর দিয়ে হাটো!'

খুশিতে হ্যারি চকচকে কিচেনের ছায়ায় চলে এলো। কিচেন ফ্রিজের ওপরে রয়েছে রাতের বরাদ্দ পুডিংটা : তোলা মাখনের বড় একটা তাল এবং চিনি মাখানো ভায়োলেট। অভেনে গরম হচ্ছে রোস্টেড পর্ক।

'জলদি খেয়ে নাও! এক্ষুণি মেসনরা চলে আসবেন,' চড়া গলায় বললেন আন্ট পেতুনিয়া। দেখিয়ে দিলেন কিচেন টেবিলের উপর রাখা দু'স্লাইস রুটি আর এক দলা পনির। ইতোমধ্যেই তিনি নিজে পড়ে ফেলেছেন স্যামন-গোলাপী ককটেল ড্রেস।

হাতমুখ ধুয়ে হ্যারি ঝাপিয়ে পড়ল তার সকরুণ রাতের খাবারের উপর। শেষ হওয়া মাত্র আন্ট পেতুনিয়া দ্রুত তার প্লেটটা সরিয়ে ফেললেন। 'জলদি! ওপরে!'

লিভিং রুমের দরজা পেরোবার সময় এক ঝলক দেখতে পেলো আঙ্কল

ভার্নন এবং ডাডলির পরনে ডিনার জ্যাকেট এবং বো টাই। উপরের তালায় মাত্র পা দিয়েছে অমনি নিচের কলিং বেল বেজে উঠল, সিড়ির গোড়ায় আঙ্কল ভার্ননের রাগে-লাল চেহারাটা দেখা গেলো। ওর দিকে তাকিয়ে বললেন,

'মনে রেখ-একটা শব্দ ...'

পা টিপে টিপে হ্যারি তার বেডরুমে পৌঁছে গেলো, চুপিসারে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই অবসাদে গড়িয়ে পড়ল বিছানার ওপর।

কিন্তু মনে হলো কে যেন আগে থেকেই তার বিছানায় বসে আছে।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

ডব্বি'র হুঁশিয়ারি

হ্যারি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল। বিছানার ওপর বসা ছোট্ট জীবটার বাদুরের মতো বিরাট দু'টো কান আর কপালের নিচে বেরিয়ে আসা টেনিস বল সাইজের দু'টো চোখ। মুহূর্তের মধ্যে হ্যারি বুঝতে পারল এটাই তাকে সকালে বাগানের ঝোপ থেকে লক্ষ্য করছিল।

ওরা পরস্পরের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকল। নিচের হল থেকে ডাডলির গলা শোনা গেল।

'আমি কি আপনাদের কোট দু'টো নিতে পারি, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মেসন?'

জীবটা বিছানা থেকে নেমে হ্যারির উদ্দেশে এমন ঝুঁকে বো করল যে ওর দীর্ঘ সরু নাকটা মেঝের কার্পেট ছুঁয়ে ফেলল। হ্যারি খেয়াল করল ওটার পরনে বালিশের পুরনো ওয়াড়ের মতো জামা, হাত আর পায়ের জন্যে ফুটো করা।

'এই মানে— হ্যালো,' বলল হ্যারি সন্ত্রস্ত হয়ে।

'হ্যারি পটার,' বলল জীবটি, তীক্ষ্ণ উঁচু স্বরে, হ্যারি নিশ্চিত যে আওয়াজটা নিচতলা পর্যন্ত গেছে। 'এতদিন ধরে ডব্বি অপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে, স্যার ... এটা এমন একটি সম্মান ...'

'ধ-ধন্যবাদ', বলল হ্যারি দেয়ালের কিনারা ঘেষে এগিয়ে গিয়ে ডেস্ক চেয়ারে ডুবে গেল সে, পাশেই হেডউইগ, ওর বিরাট খাঁচায় ঘুমে বিভোর। হ্যারি জিজ্ঞাসা করতে চাইল,' তুমি কি করো?' কিন্তু ভাবল প্রথমেই এটা জিজ্ঞেস করা খুবই অভদ্রতা হয়ে যাবে, মত পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসা করল,'তুমি কে?'

'ডব্বি, স্যার শুধু ডব্বি। ডব্বি দি গৃহ-ডাইনী,' বলল জীবটি।

'ওহ— তাই নাকি?' বলল হ্যারি। 'আমি— মানে অভদ্র বা অমন কিছু হতে চাই না, কিন্তু বেড রুমে গৃহ-ডাইনী থাকার উপযুক্ত সময় আমার জন্যে এটা নয়।'

নিচের লিভিং রুম থেকে আন্ট পেতুনিয়ার উচ্চ স্বরের মেকি হাসি শোনা যাচ্ছিল। গৃহ-ডাইনী মাথা নিচু করে বসে রইল।

হ্যারি দ্রুত বলল, 'তোমাকে দেখে যে আমি খুশি হইনি তা নয়, কিন্তু, মানে, এখানে আসার কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?'

'ওহ, হ্যা, স্যার,' আন্তরিকভাবে বলল ডব্বি।'ডব্বি আপনাকে বলতে এসেছে, স্যার,...বেশ মুশকিল, স্যার....ডব্বি ভাবছে কোথা থেকে শুরু করা যায়...'

বিছানাটা দেখিয়ে হ্যারি নম্রভাবে বলল,'বসো।'

গৃহ-ডাইনীটা সশব্দে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, হ্যারি পেল ভয়।

ওর মনে হলো নিচের কণ্ঠস্বরগুলো যেন হোচট খেল। ওরা বোধহয় শুনতে পেয়েছে।

'আমি দুঃখিত,' ও ফিসফিস করে বলল,'আমি তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনি।'

'আমার মনে কষ্ট!' গৃহ-ডাইনীর গলা বুজে এলো। 'ডব্বিকে কখনও কোনো উইজার্ড বসতে বলেনি— তাদের সমান মনে করে—'

'সশশ' হ্যারি ওকে থামানোর চেষ্টা করল, সান্ত্বনা দিয়ে বিছানায় নিয়ে বসিয়ে দিল। হেঁচকি দিয়ে তখনও কান্না থামানোর চেষ্টা করছে ও। ওকে দেখতে লাগছে বড়সড় একটা কুৎসিত পুতুলের মতো। অবশেষে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলো সে, ওর বিশাল দু'টো চোখ সজল কোমল দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল।

'বোধহয় খুব বেশি ভাল উইজার্ডের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়নি,' ওকে চাঙ্গা করার চেষ্টায় বলর হ্যারি।

ডব্বি ওর মাথা নাড়ল। তারপর, হঠাৎ, কোনরকম আভাষ না দিয়েই সে লাফিয়ে উঠে জানালায় ওর মাথা ঠুকতে শুরু করল, সঙ্গে চিৎকার,'ডব্বি খারাপ! ডব্বি খারাপ!'

'না– কি করছ তুমি?' লাফিয়ে উঠে ওকে আবার বিছানায় টেনে আনতে আনতে চাপা গলায় হিসহিসিয়ে বলল হ্যারি। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে জেগে উঠে হেডউইক পাগলের মতো খাঁচার সঙ্গে ওর ডানা ঝাপটাতে লাগল।

'ডব্বি'র নিজেকে শাস্তি দিতে হবে, স্যার,' ডাইনীটা বলল। ও এখন সামান্য টেরা হয়ে গেছে। 'ডব্বি তার পরিবার সম্পর্কে প্রায় বদনাম করে ফেলেছিল, স্যার .....'

'তোমার পরিবার?'

'যে উইজার্ড পরিবারে ডব্বি কাজ করে স্যার..... ডব্বি গৃহ-ডাইনী .. চিরকালের জন্য একটি উইজার্ড পরিবারে অবশ্যই তাকে কাজ করতে হবে...'

'ওরা জানে যে তুমি এখানে?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি উৎসুক হয়ে।

ডব্বি শিহরিত হলো।

'ওহ্ না, স্যার, না... ডব্বি'র নিজেকে গুরুতরভাবে শাস্তি দিতে হবে আপনাকে দেখতে আসার জন্যে, স্যার। এর জন্যে ডব্বিকে ওভেনের দরজায় তার কান আটকে রাখতে হবে। যদি ওরা কখনও জানতে পারে, স্যার...'

'কিন্তু ওভেনের দরজায় কান আটকে রাখলে কি ওরা টের পাবে না?'

'এ ব্যাপারে ডব্বির সন্দেহ রয়েছে। সব সময়ই কোনো না কোনো কারণে ডব্বির নিজেকে শাস্তি দেয়ার দরকার পড়ে, স্যার। ওরা ডব্বিকে এটা করতে দেয়, স্যার। কখনও কখনও ওরা আমাকে অতিরিক্ত শাস্তি নেয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়...'

'তাহলে তুমি ওদেরকে ছেড়ে আসো না কেন? পালাও না কেন?'

'একজন গৃহ-ডাইনীকে মুক্তি দিতে হয়, স্যার। এবং ওই পরিবার কখনই ডব্বিকে মুক্তি দেবে না... ডব্বি আমৃত্যু ওই পরিবারের কাজ করে যাবে, স্যার...'

হ্যারি অপলক তাকিয়ে রইল।

'আর আমি ভাবছিলাম এখানে আরো চার সপ্তাহ আমাকে কী না কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হবে,' বলল সে। 'অবশ্য এখন তোমার কাহিনী শুনে ডার্সলিদের প্রায় মানবিক বলে মনে হবে। তোমাকে কি কেউই সাহায্য করতে পারে না? আমি পারি না?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি ভাবল, যদি সে কথা না বলত। ডব্বি আবার কৃতজ্ঞতার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

'প্লিজ,' হ্যারি পাগলের মতো ফিসফিস করে বলল,'প্লিজ চুপ করো। যদি ডার্সলিরা কিছু শোনে, যদি ওরা জানে তুমি এখানে...'

'হ্যারি পটার জিজ্ঞাসা করছে সে ডব্বিকে সাহায্য করতে পারে কি না...ডবিব তোমার মহানুভবতার কথা শুনেছে, স্যার, কিন্তু তোমার সদগুণের কথা কখনো জানত না...'

হ্যারির কান গরম হতে লাগল, বলল,'আমার মহানুভবতার কথা যাই শুনে থাকো না কেন সবটাই পাহাড় সমান বাজে। এমনকি আমি হোগার্টস-এ আমার ইয়ারে প্রথম পর্যন্ত হইনি, হয়েছে হারমিওন, সে...'

কিন্তু দ্রুত থেমে গেলো সে, কারণ হারমিওনের কথা ভাবা তার জন্যে বেদনাদায়ক।

'হ্যারি পটার বিনয়ী এবং ভদ্র,' বলল ডব্বি শ্রদ্ধার সঙ্গে, ওর গোলাকার চোখ দু'টো যেন জ্বলছে।'হ্যারি পটার ওর বিজয়ের কথা বলে না, তার বিজয় তার ওপর যার নাম নিতে হয় না।'

'ভোলডেমর্ট?' বলল হ্যারি।

বাদুড়ের মতো দু'টো কানের ওপর হাত চাপা দিয়ে গুঙ্গিয়ে উঠল ডব্বি,'আহ, নাম নেবেন না, স্যার! নাম নেবেন না!'

'সরি,' হ্যারি বলল দ্রুত।'আমি জানি অনেক লোক এটা পছন্দ করে না-আমার বন্ধু রন...'

আবার থামল হ্যারি। ভাবল রনের কথা ভাবাটাও কষ্টকর।

ডব্বি হ্যারির দিকে ঝুঁকল, ওর চোখ জোড়া গাড়ির হেডলাইটের মতো বিশাল।

'ডব্বি শুনেছে বলাবলি হচ্ছে,' বলল সে ভাঙ্গা গলায়, 'অন্ধকারের লর্ডের সঙ্গে হ্যারি পটারের দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছে, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে....এবং আবারো হ্যারি পটার রক্ষা পেয়েছে।'

হ্যারি সম্মতিতে মাথা নাড়ল এবং হঠাৎ করেই ডব্বির চোখ দু'টো জলে চকচক করে উঠল।

'আহ, স্যার,' ঘন ঘন শ্বাস নিল ডব্বি, পরনের বালিশের খোলটা দিয়ে মুখটা মুছে নিল।' হ্যারি পটার সাহসী এবং বীর! ইতোমধ্যেই তিনি অনেকগুলো বিপদ সাহসের সাথে মোকাবিলা করেছেন! কিন্তু ডব্বি এসেছে হ্যারি পটারকে রক্ষা করতে, তাকে সাবধান করতে, যদি তাকে পরে ওভেনের দরজায় কান বন্ধ করে রাখতে হয় তবুও....হ্যারি পটারের কিছুতেই হোগার্টস-

এ ফিরে যাওয়া উচিত হবে না।'

রুমে নীরবতা নেমে এলো। শুধু শোনা যাচ্ছে নিচের তলার ছুরি কাটার শব্দ এবং আঙ্কল ভার্ননের গম গম করা গলার শব্দ।

'কি-কি?' তোৎলাতে শুরু করল হ্যারি পটার। 'কিন্তু আমাকে তো ফিরে যেতে হবে– সেপ্টেম্বরের এক তারিখে টার্ম শুরু হচ্ছে। এই স্কুলই তো আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি তো জান না ওখানটায় কি-রকম। এটা আমার স্থান নয়। আমার স্থান তোমার দুনিয়ায়– হোগার্টস-এ।'

'না, না, না,' যেন যন্ত্রণায় কাতরে উঠল ডব্বি, এতো জোরে জোরে মাথা নাড়ল যে ওর কান দু'টো পাখার মতো ঝাপটালো।'হ্যারি পটারকে সেখানেই থাকতে হবে যেখানে তিনি নিরাপদ। তিনি খুবই মহৎ, খুবই ভাল, তাকে হারানো যাবে না। হ্যারি পটার যদি হোগার্টস-এ ফিরে যান তবে মরণ, বিপদে পড়বেন তিনি।'

'কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

'একটা ষড়যন্ত্র আছে, হ্যারি পটার। হোগার্টস স্কুল অফ উইচক্রাফট অ্যান্ড উইজারডি-তে এ বছর খুব ভয়ানক সব ঘটনা ঘটানোর ষড়যন্ত্র হয়েছে।' ফিস ফিস করে বলতে বলতে শিউরে উঠল ডব্বি। 'ডব্বি এটা কয়েক মাস ধরেই জানত, স্যার, হ্যারি পটারের নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলা উচিত হবে না। তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'কি ভয়ানক ঘটনা?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

ডব্বি একটা অদ্ভুত শব্দ করল যেন ওর গলা বুজে আসছে এবং তারপর পাগলের মতো দেয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করল।

'ঠিক আছে,' ওর বাহু খামচে ধরে চিৎকার করল হ্যারি।'আমি বুঝতে পারছি, তুমি বলতে পারছ না। কিন্তু তুমি আমাকে সাবধান করছ কেন?' হঠাৎ ওর মাথায় একটা অপ্রিয় চিন্তা খেলে গেল। 'দাঁড়াও– ভোল-দুঃখিত– তুমি জান ইউ নো হু-এর সঙ্গে তো এর কোনো সম্পর্ক নেই, আছে? তোমাকে মুখে কিছু বলতে হবে না, শুধু মাথা নাড়লেই চলবে,' ডব্বির মাথাটা আবার দেয়ালের দিকে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল হ্যারি।

ধীরে ধীরে ডব্বি ওর মাথা নাড়ল।

'না– না, যার নাম নেয়া যায় না তিনি নন,স্যার।'

কিন্তু ডব্বির চোখ জোড়া বড় বড় হয়ে গেলো, মনে হচ্ছে ও হ্যারিকে কোনো ইঙ্গিত করতে চাচ্ছে। অবশ্য হ্যারি তখনও একেবারে অথৈ সাগরে।

'ওর তো কোনো ভাই নেই, আছে?'

মাথা নাড়ল ডব্বি, ওর চোখ আরো বড় হলো।

'বেশ, আমি কিন্তু ভাবতে পারছি না আর কার হোগার্টস-এ ভয়ংকর সব ব্যাপার ঘটানোর সামর্থ্য রয়েছে,' বলল হ্যারি। 'মানে আমি বলতে চাইছি, ডাম্বলডোর রয়েছেন, তাদের মধ্যে একজন। তুমি জান ডাম্বলডোর কে, জান না?'

ডব্বি মাথা নোয়াল।

'অ্যালবাস ডাম্বলডোর এ যাবৎ হোগার্টস-এর সর্বশ্রেষ্ঠ হেডমাস্টার। ডব্বি জানে স্যার। ডব্বি শুনেছে, চূড়ান্ত পর্যায়ে ডাম্বলডোরের ক্ষমতা 'যার নাম নেয়া উচিত নয়' তার সমকক্ষ। কিন্তু স্যার,' ব্যাকুল ফিস ফিস মাত্রায় নেমে এলো ডব্বির গলার স্বর, 'এমন সব ক্ষমতা রয়েছে যেগুলো ডাম্বলডোরও...ক্ষমতা কোনো ভাল উইজার্ডের.....'

এবং হ্যারি তাকে থামানোর আগেই, ডব্বি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল, হ্যারির টেবিল ল্যাম্পটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মাথায় মারতে লাগল কান ফাটানো তীক্ষ্ণ চীৎকার করতে করতে।

হঠাৎ নীচতলায় সব কিছু নীরব হয়ে গেল। হ্যারির হার্ট বিট বেড়ে গেল, দু'সেকেন্ড পর শোনা গেল আঙ্কল ভার্নন হল রুমে এসছেন, বলছেন, 'নিশ্চয়ই ডাডলি আবার তার টেলিভিশন অন করে রেখেছে, নেড়ি কুত্তার বাচ্চা!'

'জলদি!' ওয়ার্ডরোবে!' হিসহিসিয়ে বলল হ্যারি, ডব্বিকে ওটার ভেতর ঠেসে ভরল, দরজা বন্ধ করে নিজেকে বিছানার ওপর ছুড়ে দিল। ঠিক তখনই দরজার হ্যান্ডেলটা ঘুরতে শুরু করল।

একেবারে হ্যারির মুখের কাছে মুখ নিয়ে দাঁত কড়মড় করে আঙ্কল ভার্নন বললেন, 'বদমাইশি করছিস? তুই আমার গল্পটাই মাটি করে দিলি, যেইমাত্র জাপানী গল্‌ফ-খেলোয়াড় জোকটার আসল জায়গায় এসেছি ঠিক তক্ষুণি সেটার বারোটা বাজিয়ে ছাড়লি.... আর একটা শব্দ যদি বের করিস তবে জন্মানোর জন্যে তোকে আফসোস করতে হবে!'

সশব্দে পা ফেলে রুম ছাড়লেন তিনি।

কাঁপতে কাঁপতে হ্যারি ডব্বিকে ওয়ার্ডরোব থেকে বের করে আনল।

'দেখেছ এখানে কি অবস্থা?' বলল সে। 'এবার বুঝেছ কেন আমাকে হোগার্টস-এ ফিরে যেতে হবে? ওই একটাই জায়গা রয়েছে আমার— তাছাড়া, আমার মনে হয় ওখানে আমার বন্ধুও রয়েছে।'

'বন্ধু, যারা হ্যারি পটারের কাছে চিঠিও লেখে না?' চতুরতার সঙ্গে বলল ডব্বি।

'আমি আশা করছি ওরা হয়তো-দাঁড়াও,' বলল হ্যারি বিরক্ত হয়ে। 'তুমি কিভাবে জান, আমার বন্ধুরা আমাকে চিঠি লিখছে না?'

পা বদল করে দাঁড়াল ডব্বি।

'ডব্বির সঙ্গে হ্যারির পটারের রাগ করা উচিত হবে না– ডব্বি এটা ভালর জন্যেই করেছে..'

'তুমি কি আমার সব চিঠি আটকে রাখছিলে?'

'ডব্বির কাছেই ওগুলো রয়েছে স্যার,' বলল ও। দ্রুততার সঙ্গে হ্যারির আওতার বাইরে চলে এলো। পরনের বালিশের ওয়াড়টার ভেতর থেকে সে একটা এনভেলাপের গোছা বের করল। হ্যারি হারমিওনের পরিষ্কার হাতের লেখা দেখতে পেল, রনের অপরিচ্ছন্ন লেখাও বোঝা যাচ্ছে, এমন কি কিছু হিজিবিজিও দেখতে একেবারে হোগার্টস-এর গেমকিপার হ্যাগ্রিডের হাতের রেখার মতো।

ডব্বি আগ্রহের সঙ্গে হ্যারির দিকে তাকালো।

'হ্যারি পটারের রাগ করা উচিত হবে না... ডব্বি আশা করেছিল.... যদি হ্যারি পটার ভাবেন যে তার বন্ধুরা তাকে ভুলে গেছে.... তাহলে হ্যারি পটার আর স্কুলে ফিরে যেতে চাইবেন না, স্যার...'

হ্যারি কিছুই শুনছিল না। চিঠিগুলো নেয়ার জন্য হাত বাড়ালো, কিন্তু ডব্বি লাফিয়ে ওর নাগালের বাইরে চলে গেল।

'হ্যারি পটার চিঠিগুলো পাবেন, স্যার, যদি তিনি ডব্বিকে কথা দেন যে, তিনি আর হোগার্টস-এ ফিরে যাবেন না। আহ্ স্যার! আপনার এই বিপদের মুখোমুখি হওয়া ঠিক হবে না! বলুন আপনি ফিরে যাবেন না, স্যার!'

'না,' রেগে বলল হ্যারি,' আমাকে আমার বন্ধুদের চিঠিগুলো দাও!'

'তাহলে হ্যারি পটার কোনো উপায় আর রাখল না,' মন খারাপ করে বলল ক্ষুদে ডাইনীটা।

হ্যারি নড়ার আগেই, ডব্বি বেডরুমের দরজার দিকে তীর বেগে ছুটল, দরজা খুলে– দৌড়ে সিড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল।

হ্যারির মুখ শুকিয়ে গেছে, পেট ভেতরে সেঁধিয়ে গেল, লাফ দিয়ে হ্যারি ওর পেছন পেছন ছুটল, তবে খেয়াল রেখেছে যেন শব্দ না হয়। সিড়ির শেষ তিনটা ধাপ এক লাফে পেরিয়ে সে একেবারে হলের কার্পেটের ওপর বেড়ালের-মতো পড়েই চারদিকে ডব্বিকে খুঁজল। শুনতে পেল খাবার ঘরে আঙ্কল ভার্নন বলছেন,'...পেতুনিয়াকে আমেরিকান জলকল-মিস্ত্রিদের সম্পর্কে সেই মজাদার গল্পটা বলুন মিঃ মেসন, ও না, শোনার জন্যে একেবারে অস্থির হয়ে গেছে...'

হ্যারি দৌড়ে হলটা পেরিয়ে রান্নঘরে চলে এলো এবং তার মনে হলো দেহের মাঝখান থেকে পেটটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আন্ট পেতুনিয়ার তৈরি মাস্টারপিস একটা পুডিং, ক্রিমের পাহাড় এবং চিনি

দেয়া ভায়োলেট সব ভাসছে, সিলিং এর কাছে বাতাসে ভাসছে। কোণায় একটা কাবার্ডের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে ডব্বি।

'না,' ককিয়ে উঠল হ্যারি। 'প্লিজ... ওরা আমাকে মেরে ফেলবে...'

'হ্যারি পটারকে বলতে হবে সে আর স্কুলে ফিরে যাবে না-'

'ডব্বি.... প্লিজ...'

'বলুন স্যার...'

'আমি বলতে পারি না!'

ট্র্যাজিক দৃষ্টিতে ডব্বি চাইল ওর দিকে।

'তাহলে ডব্বিকে এটা করতেই হবে স্যার, হ্যারি পটারের ভালর জন্যেই।'

পুডিংটা মেঝের ওপর পড়ল কান ফাটানো শব্দে। ক্রিম ছিটকে জানালা আর দেয়াল লেপটালো ডিশগুলো ভেঙ্গে খান খান হলো। চাবুকের একটা শপাং শব্দের মতোই অদৃশ্য হয়ে গেলো ডব্বি।

খাবার ঘর থেকে চিৎকার শোনা গেলো, আঙ্কল ভার্নন সজোরে ঢুকে হ্যারিকে দেখে শকে জমে কাঠ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত আন্ট পেতুনিয়ার পুডিং। প্রথমে মনে হয়েছিল আঙ্কল ভার্নন পুরো ব্যাপারটাই সামলে নেবেন ('এই আমাদের ভাগ্নে– খুবই বিরক্ত– অচেনা লোক দেখলে ঘাবড়ে যায়, এই জন্যে আমরা ওকে উপরতলায় থাকতে বলেছিলাম....' জাতীয় কথা দিয়ে), বিস্ময়ে পাথর মেসনদেরকে প্রায় ঠেলে আবার ডাইনিং রুমে নিয়ে যাওয়ার সময় হ্যারির হাতে ঘর মোছার একটা কাপড় গুজে দিয়ে তিনি বললেন মেসনদের যেতে দাও তারপর গায়ের ছাল তোলা হবে তোমার। আন্ট পেতুনিয়া ফ্রিজার থেকে আরো কিছু আইসক্রীম বের করলেন, হ্যারি তখনও কাঁপছে, রান্নাঘর পরিস্কার করতে শুরু করল।

আঙ্কল ভার্নন তারপরও হয়তো ওর সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পারতো, যদি ওই পেঁচাটা না থাকত।

ডিনার শেষ, যেই না আন্ট পেতুনিয়া মুখশুদ্ধির জন্য মিন্টের বাক্সটা বাড়িয়ে দিয়েছে ওমনি বিরাট একটা গৃহপালিত পেঁচা ডাইনিং রুমের জানালা দিয়ে উড়ে এলো, মিসেস মেসন-এর মাথায় একটা চিঠি ছেড়ে আবার জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেলো। অশরীরী প্রেতাত্মার মতো চিৎকার করে উঠলেন মিসেস মেসন এবং উচ্চস্বরে পাগল জাতীয় কথা বলতে বলতে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিস্টার মেসন ততক্ষণই সেই বাড়িতে থাকলেন যতক্ষণ বলতে সময় লাগে শুধু এই কথাটা যে, তার স্ত্রী ছোট-বড় সব মাপের সকল ধরনের পাখি সম্পর্কে একেবারে প্রাণঘাতি ভয়ে ভীত এবং তাই এটা কি তাদের একটা তামাশা ছিল?

হ্যারি দাঁড়িয়ে রইল কিচেনে, হাতে ঘর মোছার কাপড়টা দু'হাতে আকড়ে ধরে আছে যেন সাহস যোগাচ্ছে, আঙ্কল ভার্নন এগিয়ে যাচ্ছে ওর দিকে, চোখে দানবীয় চাহনী।

'এটা পড়!' পেঁচার আনা চিঠিটা ওর দিকে ছুড়ে দিয়ে দাঁতের ফাঁকে হিসিয়ে উঠলেন তিনি।

'নে পড় ওটা!'

হ্যারি চিঠিটা নিল। ওর মধ্যে জন্মদিনের কোনো শুভেচ্ছা নেই।

প্রিয় মিস্টার পটার,

গোয়েন্দা সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি আপনি যেখানে থাকেন সেখানে আজ রাত নয়টা বারো মিনিটে হোভার চার্ম মায়া বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে।

আপনি জানেন অপ্রাপ্তবয়স্ক জাদুকরদের স্কুলের বাইরে মায়া বিদ্যা প্রয়োগ করবার অনুমতি নেই এবং আপনার দিক থেকে এই বিদ্যার আরো প্রয়োগ হলে আপনাকে স্কুল থেকে বহিষ্কারও করা হতে পারে (অপ্রাপ্তবয়স্কদের মায়াবিদ্যা প্রয়োগের যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ডিক্রি, ১৮৭৫, অনুচ্ছেদ সি)

আমরা আপনাকে আরো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যে কোনো জাদু তৎপরতা যা অ-জাদুকর সম্প্রদায় (মাগল)-এর নজরে পড়বার ঝুঁকি রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ ওয়ারলকস' স্ট্যাটুট অফ সিক্রেসির ১৩ ধারা অনুযায়ী মারাত্মক অপরাধ।

আপনার ছুটি উপভোগ করুন!

আপনারই একান্ত,

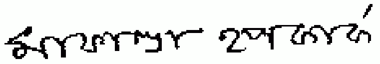

মাফাল্ডা হপকার্ক
ম্যাজিকের অসঙ্গত ব্যবহার সম্পর্কিত দপ্তর
ম্যাজিক মন্ত্রণালয়

চিঠি থেকে মুখ তুলে হ্যারি ঢোক গিলল।

'তুমি আমাদের জানাওনি যে স্কুলের বাইরে মায়া প্রয়োগ করা তোমার জন্য নিষেধ,' বললেন আঙ্কল ভার্নন চোখে পাগলামির বিচ্ছুরণ স্পষ্ট।'বলতে ভুলে গেছ.....তোমার মনে ছিল না ....'

তিনি বুলডগের মতোই হ্যারির সহ্যশক্তির ওপর চেপে বসছেন, সমস্ত দাঁত

মুখ খিঁচিয়ে। 'বেশ, তোমার জন্যে সুসংবাদ আছে.... আমি তোমাকে তালা মেরে রাখব, তুমি আর ওই স্কুলে ফিরে যাচ্ছ না.... কখনোই না.... আর তুমি যদি মায়া বিদ্যার প্রয়োগে নিজেকে মুক্ত করো তাহলে ওরাই তোমাকে স্কুল থেকে বের করে দেবে!'

উন্মাদের মতো হাসতে হাসতে তিনি হ্যারিকে টেনে হিঁচড়ে ওপরতলায় নিয়ে চললেন।

আঙ্কল ভার্ননের কথা বলার ধরন যেমন খারাপ তেমনি মানুষটিও খারাপ। পরদিন সকালে হ্যারির জানালায় লোহার শিক লাগানোর জন্যে তিনি লোক ধরে আনলেন। তিন বেলা হ্যারিকে সামান্য কিছু খাবার যেন দেয়া যায় তার জন্যে আঙ্কল ভার্নন নিজেই বেডরুমের দরজায় চৌকো ছিদ্র করে একটা ক্যাট-ফ্ল্যাপ লাগিয়ে নিলেন। সকাল-সন্ধ্যায় বাথরুম ব্যবহারের জন্যে হ্যারিকে দু'বার বের হতে দেয়া হতো। এ ছাড়া চব্বিশ ঘন্টাই তাকে রুমে আটকে রাখা হতো।

তিনদিন পরও ডার্সলিদের মধ্যে নরম হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না এবং হ্যারিও এই দশা থেকে বের হবার কোনো উপায় দেখতে পেলো না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালার শিকের ওপারে সূর্য অস্ত যেতে দেখে আর ভাবে ওর পরিণতি কি হবে।

ম্যাজিক অর্থাৎ মায়া বিদ্যা প্রয়োগ করে রুম থেকে নিজেকে বের করে কি লাভ, যদি ওটা করার জন্য হোগার্টস তাকে বহিষ্কার করে? প্রিভেট-ড্রাইভে জীবন যেন থেমে গেলো। এখন ডার্সলিরা জানে যে, তাদের সকালে বাঁদুড় হয়ে জেগে ওঠার আশঙ্কা নেই, এই ভাবে হ্যারি তার একমাত্র অস্ত্রটি হারালো। ডব্বি হয়তো হোগার্টস-এর সম্ভাব্য ভয়ংকর ঘটনাগুলি থেকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু যেভাবে চলছে তাতে সে হয়তো না খেতে পেয়েই মরবে।

ক্যাট-ফ্ল্যাপটা আওয়াজ করল। আন্ট পেতুনিয়ার হাত দেখা গেল, রুমের ভেতর এক বোল টিনড-স্যুপ ঠেলে দিল হাতটা। হ্যারির পেট তখন জ্বলছিল খিদায়, এক লাফে বিছানা থেকে নেমে প্রায় ছিনিয়ে নিল বোলটা। স্যুপটা ঠাণ্ডা বরফ, তবুও এক চুমুকে প্রায় অর্ধেকটা সাবাড় করে দিল হ্যারি। তারপর গেল হেডউইগের খাঁচার কাছে, বোলের নিচের সব্জিগুলো ওর শূন্য ট্রেতে দিয়ে দিল। পাখা আলোড়িত করল হেডউইগ, হ্যারির দিকে তাকাল চরম বিরক্তি নিয়ে।

'মুখ ফিরিয়ে লাভ নেই,' নির্মমভাবে বলল হ্যারি,'ওই যা কিছু জুটেছে ভাগ্যে।'

শূন্য বোলটা এবার সে ক্যাট-ফ্ল্যাপের কাছে মেঝেতে রেখে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। কেন জানি স্যুপটা খাওয়ার আগের চেয়ে এখন বেশি

খিদে লাগছে।

যদি ধরে নেয়া যায় সে চার সপ্তাহ পরও বেঁচে থাকে, এরপর যদি সে হোগার্টস-এ যেতে না পারে তাহলে কি হবে? ওরা কি কাউকে পাঠাবে তার না যাওয়ার কারণ জানার জন্যে? তারা কি ডার্সলিদের সম্মত করাতে পারবে যেন তারা তাকে যেতে দেয়?

ঘরটা অন্ধকার হয়ে আসছে। ক্লান্ত সে শ্রান্ত সে, পেট গুড় গুড় করছে, মনের মধ্যে জবাব না পাওয়া প্রশ্নগুলো বার বার ফিরে আসছে, একটা অস্বস্তি কর ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল হ্যারি।

সে স্বপ্ন দেখল, একটা চিড়িয়াখানার খাঁচার মধ্যে তাকে পুরে দেয়া হয়েছে, একটা ঝুলছে খাঁচাটায় তাতে লেখা 'অপ্রাপ্তবয়স্ক জাদুকর।' খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে বিস্ফোরিত চোখে দর্শকরা ওকে দেখছে, ও শুয়ে আছে খড়ের বিছানার উপর অভূক্ত দুর্বল। সে ভিড়ের মধ্যে ডব্বিকে দেখল, চিৎকার করে সাহায্য চাইল। 'হ্যারি পটার ওখানেই নিরাপদ, স্যার,' বলেই ডব্বি অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর এলো ডার্সলিরা। ওকে দেখে ডাডলি খাঁচার শিক ধরে ঝাঁকালো, বিদ্রূপের হাসি হাসল।

'থামো,' বিড় বিড় করে বলল হ্যারি। খাঁচা ঝাঁকানোর আওয়াজটা তার মাথায় যেন মুগুড় মারছে।'আমাকে একা থাকতে দাও.....বন্ধ কর....আমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করছি....'

চোখ খুলল হ্যারি। জানালার শিকগুলোর মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো গলে পড়ছে। এবং শিকের ফাঁক দিয়ে কেউ একজন তার দিকে বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে লাল চুল, লম্বা নাক আর মেচ্তায় ভরা মুখের কেউ।

হ্যারির জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রন উইসলি।

তৃতীয় অধ্যায়

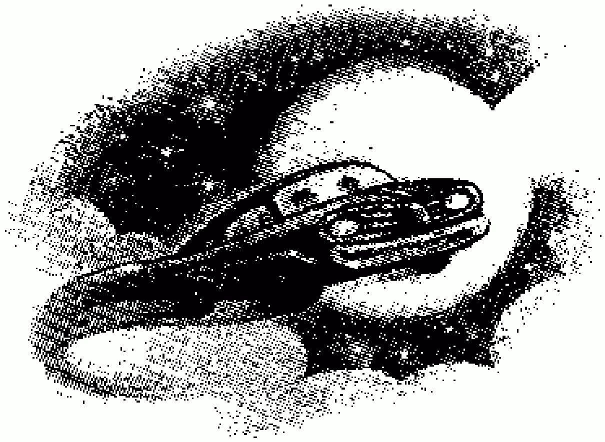

দ্য বারো

'রন!' নিঃশ্বাস ছাড়ল হ্যারি, হামাগুড়ি দিয়ে জানালার কাছে গেল সে, জানালাটাকে একটু তুলে ধরল যেন শিকের ফাঁক দিয়ে কথা বলা যায়।'রন তুমি কি ভাবে... কি ..?'

চোখে যা দেখছে তার পুরো অভিঘাতটা উপলব্ধি করে বিস্ময়ে হ্যারির মুখ হা হয়ে গেলো। পুরনো একটা ফিরোজা রঙের গাড়ির পেছনের জানালা দিয়ে রন বেরিয়ে আছে, গাড়িটা *'মধ্য-বাতাসে'* শূন্যের ওপর পার্ক করা। সামনের সিট থেকে হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসছে ফ্রেড এবং জর্জ। রনের বড় জমজ দুই ভাই।

'বেশ, হ্যারি? কি হচ্ছে?' বলল রন। 'তুমি আমার চিঠির জবাব দাওনি কেন? আমি তোমাকে প্রায় বারোবার লিখেছি আমাদের বাড়িতে থাকার জন্যে।

তারপর একদিন বাবা বাড়ি এসে বললেন মাগলদের সামনে জাদু বিদ্যা প্রয়োগ করার জন্যে তোমাকে সরকারিভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে...'

'আমি ওটা করিনি– আর উনি জানলেন কিভাবে?'

'উনি মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন,' বলল রন। 'তুমি তো জান স্কুলের বাইরে আমাদের জাদু বিদ্যা প্রয়োগ করার কথা নয়..'

'তোমাদের কাছ থেকে একটু ধনী ধনী ভাব আসছে,' ভাসমান গাড়িটার দিকে অপলকে তাকিয়ে বলল হ্যারি।

'ওহ!, ওটা কোনো ব্যাপার নয়,' বলল রন। ' আমরা এটা শুধু ধার করে নিয়ে এসেছি, এটা বাবার, আমরা এটা জাদু করিনি। কিন্তু যে মাগলদের সঙ্গে তুমি থাক তাদের সামনে জাদু বা মোহিনী বিদ্যার প্রয়োগ করা...'

'আমি তো বলেছি তোমাদের, আমি ওটা করিনি– কিন্তু এখন তোমাদের বোঝাতে অনেক সময় নেবে। দেখো, তোমরা কি হোগার্টস-এ ওদের বোঝাতে পারবে যে ডার্সলিরা আমাকে আটকে রেখেছে এবং আমাকে ওখানে ফিরে যেতে দেবে না এবং সঙ্গত কারনেই আমি জাদু করে নিজেকে বের করতেও পারছি না, কারণ এতে মন্ত্রনালয় ভাববে যে তিনদিনের মধ্যে আমি দু'বার জাদু বিদ্যা ব্যবহার করলাম, সুতরাং–'

'বকবকানি বন্ধ কর,' বলল রন, 'আমরা এসেছি তোমাকে আমাদের সঙ্গে বাড়ি নিয়ে যেতে।'

'কিন্তু তোমরাওতো আমাকে জাদু করে বের করতে পারবে না–'

'আমাদের করতেও হবে না, 'গাড়ির সামনের সিটের দিকে মাথা ঝাকিয়ে দাঁত বের করে বলল রন। 'তুমি ভুলে গেছ আমার সঙ্গে কে রয়েছে।'

হ্যারির দিকে একটা রশির এক মাথা ছুড়ে দিয়ে ফ্রেড বলল,'শিকের সঙ্গে ওটা কষে বাধো।'

'যদি ডার্সলিরা জেগে ওঠে তাহলে আমি শেষ,' বলতে বলতে হ্যারি রশিটা কষে বাধল শিকের সঙ্গে। ফ্রেড গাড়িটা পেছনে চালাবার উদ্যোগ নিল।

'ভয় পেয়ো না,' বলল ফ্রেড। 'পেছনে সরে দাঁড়াও।'

পেছনে ছায়ার মধ্যে হেডউইগের কাছে সরে গেলো হ্যারি। হেডউইগও বোধহয় বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটার গুরুত্ব, নিঃশব্দে স্থির হয়ে বসে আছে। গাড়ি এবার জোরে রশিটা টানল, জোর বাড়তে বাড়তে এক সময় মচ মচ শব্দে শিকগুলো জানালা থেকে বেরিয়ে এলো। ফ্রেড সোজা আকাশের দিকে উড়ে গেলো। দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে হ্যারি দেখল শিকগুলো মাটির কয়েক ফিট উপরে ঝুলছে। হাঁপাতে হাঁপাতে রন ওগুলোকে গাড়িতে তুলল। উদ্বিগ্ন হ্যারি কান পেতে শুনল, না, ডার্সলিদের বেডরুম থেকে কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে

না।

শিকগুলো গাড়ির পেছনের সিটে তোলা হয়ে গেলে হ্যারির জানালার যতখানি কাছে সম্ভব তত কাছে গাড়ির পেছন দিকটা নিয়ে এলো ফ্রেড।

'উঠে পড়ো,' বলল রন।

'কিন্তু আমার হোগার্টস-এর সব জিনিস.. আমার যাদুর কাঠি...আমার ঝাড়ুলাঠি...'

'কোথায় ওটা?'

'সিঁড়ির নিচের কাবার্ডে তালা মারা, কিন্তু আমি তো এই রুম থেকে বের হতে পারছি না—'

'কুছ পরোয়া নেই,' বলল জর্জ গাড়ির সামনের সিট থেকে। 'সামনে থেকে সরে দাঁড়াও হ্যারি।'

ফ্রেড আর জর্জ জানালা বেয়ে হ্যারির রুমে চলে এলো। ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল ভাবল হ্যারি। পকেট থেকে একটা সাধারণ হেয়ার-পিন বের করে জর্জ তালা খোলায় মন দিল।

'অনেক জাদুকর ভাবে এ ধরনের ছোটখাট মাগল কায়দাগুলো শেখাটা সময়ের অপচয়,' বলল হ্যারি। 'কিন্তু আমরা মনে করি একটু স্লো হলেও কায়দাগুলো শেখা থাকলে অনেক সময় কাজে লাগে।'

ছোট্ট একটা ক্লিক শব্দ করে, দরজাটা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

'তাহলে— আমরা তোমার ট্রাংকটা নিচ্ছি আর তোমার যদি এখান থেকে কিছু নেয়ার থাকে তবে রনের হাতে তুলে দাও,' ফিস ফিস করে বলল জর্জ।

'নিচের ধাপগুলো খেয়াল রেখো ওগুলো শব্দ করে,' সাবধান করে দিল হ্যারি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দুই জমজ ভাইয়ের উদ্দেশে।

হ্যারি দ্রুত ওর রুমের চারদিক থেকে জিনিসপত্র নিয়ে রনকে যোগান দিতে লাগল। তারপর গেল জর্জ আর ফ্রেডকে সিঁড়ি দিয়ে ওর ট্রাংক তোলার কাজে সাহায্য করতে। হ্যারি শুনতে পেল আঙ্কল ভার্ননের হাসির শব্দ।

অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে ওরা সিঁড়ির ওপরে পৌঁছল, হ্যারির রুমের মধ্য দিয়ে ট্রাংকটা বহন করে খোলা জানালাটার কছে নিয়ে গেল। ফ্রেড এবার চলে গেল গাড়িতে যেন রনের সাথে মিলে ট্রাংকটা নিজেদের দিকে টানতে পারে আর জর্জের সাথে মিলে হ্যারি রয়ে গেল বেডরুমের দিক থেকে ওটাকে ঠেলা মারার জন্যে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ট্রাংকটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল।

আঙ্কল ভার্ননের কাশির শব্দ পেল ওরা।

'আরেকটু,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ফ্রেড গাড়ির ভেতর থেকে ট্রাংকটা টানতে টানতে,'বড়সড় একটা ধাক্কা....'

হ্যারি আর জর্জ কাঁধ লাগিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে এক ধাক্কা দিতেই ট্রাংকটা গিয়ে পড়ল গাড়ির পেছনের সীটে।

'ওকে, এবার যাওয়া যাক,' ফিস্ ফিস করে বলল জর্জ।

কিন্তু যেই না হ্যারি জানালায় পা দিয়েছে অমনি পেছন থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ এক চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল আঙ্কল ভার্ননের বজ্রকণ্ঠ।

'ওই লালমুখো পেঁচাটা!'

'আমি হেডউইগের কথা একদম ভুলে গেছি!'

হ্যারি তীর বেগে আবার রুমে গিয়ে ঢুকল সঙ্গে সঙ্গে সিড়ি গোড়ার বাতিটাও জ্বলে উঠল। সে ছোমেরে হেডউইগের খাঁচাটা তুলে নিল, তীরের মতো জানালার দিকে ছুটে গিয়ে ওটা তুলে দিল রনের হাতে। ফিরে গিয়ে হ্যারি সবে চেষ্ট অফ ড্রয়ার্সটা বেয়ে উঠছিল সেই সময় আঙ্কল ভার্নন তালা খোলা দরজাটায় সবেগে ধাক্কা মারলেন– সজোরে খুলে গেল দরজাটা।

এক মুহূর্তের জন্যে আঙ্কল ভার্নন হতভম্ব হয়ে দরজার ফ্রেমে যেন আঁটকে রইলেন; একটু থমকে, রাগী ষাঁড়ের মতো হুংকার ছেড়ে হ্যারির দিকে দিলেন ডাইভ, হ্যারির গোড়ালি ধরে ফেললেন।

রন, ফ্রেড আর জর্জ হ্যারির হাত ধরে ফেলল, গায়ের জোরে টানল নিজেদের দিকে।

'পেতুনিয়া!' গর্জন করে উঠলেন তিনি। 'পালিয়ে যাচ্ছে! ও পালিয়ে যাচ্ছে!'

উইসলি ভাইয়েরা এমন এক হেঁচকা টান মারল যে হ্যারির পা আংকল ভারননের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল। যে মুহূর্তে হ্যারি গিয়ে গাড়িতে পড়ল আর সজোরে দরজাটা বন্ধ করল, সেই মুহূর্তে রন চিৎকার করে উঠল,'পা নিচের দিকে নামাও ফ্রেড!' হঠাৎ গাড়িটা সোজা চাঁদের দিকে ছুটতে আরম্ভ করল।

হ্যারি বিশ্বাস করতে পারল না– ও মুক্ত হয়ে গেছে। জানালার কাঁচটা নামালো হ্যারি, রাতের বাতাস ওর চুল কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, পেছন ফিরে ছোট হয়ে আসা প্রিভেট ড্রাইভের ছাদগুলোর দিকে তাকাল। আঙ্কল ভার্নন, আন্ট পেতুনিয়া আর ডাডলি সকলেই হতবাক হয়ে ঝুলে রয়েছে হ্যারির জানালা থেকে।

'আগামী গ্রীষ্মে দেখা হবে!' চিৎকার করে উঠল হ্যারি।

উইসলি ভাইয়েরা হাসিতে ফেটে পড়ল। হ্যারি নিজের সিটে জুৎসই হয়ে বসল, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল হাসি।

রনকে বলল,'হেডউইগকে ছেড়ে দাও। ও আমাদের পেছন পেছন উড়ে আসতে পারবে। অনেক দিন ধরেই পাখা মেলার সুযোগ পায়নি বেচারা।'

জর্জ হেয়ারপিনটা রনের দিকে এগিয়ে দিল, মুহূর্ত পরে হেডউইগ পাখা মেলে উড়ে গেলো আকাশে ওদের পাশাপাশি ছায়ার মতো।

'তাহলে— হ্যারি তোমার গল্পটা কি?' বলল রন অধৈর্য্য হয়ে। 'কি হচ্ছিল ওখানে?'

হ্যারি ওদের সব খুলে বলল। ডব্বি সম্পর্কে, ওর সাবধান করা সম্পর্কে আর ভায়োলেট পুডিংটা নিয়ে যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছে সেটা সম্পর্কেও। ও শেষ করবার পরও দীর্ঘ একটা নীরবতা ওদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

'বেশ রহস্যময়,' বলল ফ্রেড অবশেষে।

'নিশ্চয়ই কৌশলী,' একমত প্রকাশ করল জর্জ। 'তাহলে সে তোমাকে বলেনি কে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে?'

'আমার মনে হয় না সে বলতে পারত,' বলল হ্যারি। 'আমি বলেছি না তোমাদের, যতবার সে বলার চেষ্টা করেছে ততবারই সে দেয়ালে মাথা ঠুকেছে আর বলা হয়নি।'

হ্যারি লক্ষ্য করল ফ্রেড আর জর্জ দৃষ্টি বিনিময় করছে।

'কি, তোমরা মনে করো ও আমাকে মিথ্যা বলেছে?' বলল হ্যারি।

'মানে,' বলল ফ্রেড, 'এরকম ভাবা যেতে পারে গৃহ-ডাইনীদের নিজস্ব শক্তিশালী মায়াশক্তি রয়েছে, কিন্তু সাধারণত তারা ওটা তাদের মালিকের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারে না। আমার বিশ্বাস ডব্বিকে পাঠানো হয়েছিল তোমার হোগার্টস-এ ফিরে আসা ঠেকাতে। অন্য কারো বুদ্ধি এটা। 'তোমার বিরুদ্ধে আক্রোশ এমন কেউ স্কুলে রয়েছে বলে কি তোমার মনে পড়ে?'

'হ্যা,' বলল হ্যারি আর রন একসাথে।

'ড্রাকো ম্যালফয়,' হ্যারি বলল,'ও আমাকে ঘৃণা করে।'

'ড্রাকো ম্যালফয়?' পিছন ফিরে বলল জর্জ। 'লুসিয়াস ম্যালফয়ের ছেলে না?'

'হতেই হবে, এরকম নাম খুব একটা শোনা যায় না, যায় কি?' বলল হ্যারি। 'কিন্তু কেন?'

'বাবাকে ওর সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছি,' বলল জর্জ, 'ও তুমি জান ইউ নো হু'র একজন বড় সমর্থক।'

'আর যখন ইউ নো হু গায়েব হয়ে গেলো', গলা বাড়িয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল ফ্রেড। 'লুসিয়াস ম্যালফয় বলা শুরু করল ওসবের সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগ নেই। একেবারে গোবরে মিথ্যে-বাবা বিশ্বাস করেন সে একেবারে ইউ নো হু'র ভেতরের সার্কেলের লোক।'

ম্যালফয় পরিবার সম্পর্কে এ সব গুজব হ্যারি আগেও শুনেছে, সেজন্যে মোটেই আশ্চর্য হলো না। কারণ সে হাড়ে হাড়ে জানে ড্র্যাকো ম্যালফয় কেমন ছেলে। সন্দেহ নেই ড্র্যাকো ম্যালফয়-এর তুলনায় ডাডলি একটি দয়ালু, চিন্তাশীল আর সংবেদনশীল বালক।

'আমি অবশ্য জানি না ম্যালফয়দের গৃহ-ডাইনী রয়েছে কি না,,,' বলল হ্যারি।

ফ্রেড বলল,'আচ্ছা যে-ই ওর মালিক হোক না কেন, পরিবারটি হবে প্রাচীন একটি উইজার্ডিং পরিবার এবং অবশ্যই ধনী।'

'আমার মায়েরও সব সময়ের ইচ্ছা কাপড় ইস্ত্রী করার জন্যে একটা গৃহ-ডাইনী রাখা,' বলল জর্জ। 'কিন্তু আমাদের চিলেকোঠায় একটা বিরক্তিকর মরা খেকো ভূত আর বাগান ভর্তি বাসন ভূত আছে। গৃহ-ডাইনীদের দেখতে পাওয়া যায় বড় বড় তালুকে, প্রাসাদে এবং ওরকম জায়গায়, আমাদের মতো বাড়িতে ওর দেখা পাবে না তুমি...'

হ্যারি চুপচাপ ভাবছিল। ড্র্যাকো ম্যালফয় সাধারণত সবকিছুর সর্বোত্তমটাই পেয়ে থাকে, ওর পরিবার উইজার্ড সোনার ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে; সে দিব্য দেখতে পাচ্ছে ম্যালফয় সদর্পে পদচারণা করছে ওমন একটা প্রাসাদোপম বাড়িতে। হ্যারিকে হোগার্টস-এ যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বাড়ির চাকরকে পাঠানোর মতো কাজ ম্যালফয়ই করবে। ডব্বিকে গুরুত্ব দিয়ে হ্যারি কি ভুল করল।

'অবশ্য আমি খুশি যে তোমাকে নিতে এসেছিলাম,' বলল রন। 'তুমি আমার একটি চিঠিরও জবাব দাওনি দেখে সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম এটা এরলের দোষ...'

'এরল কে?'

'আমাদের পেঁচা। খুবই পুরনো। আমি ভেবেছিলাম চিঠি নিয়ে যাওয়ার সময় পথে সে অবসাদে ভেঙ্গে পড়ে থাকতে পারে, তবে এটাই প্রথম ছিল না সে আগেও এ রকম করেছে কি-না তাই ভেবেছিলাম। তারপর আমি হারমেসকে ধার করবার চেষ্টা করলাম-'

'কে?'

'পার্সি প্রিফেক্ট হওয়ার পর মা-বাবা ওকে যে পেঁচাটা কিনে দিয়েছিল,' সামনের সিট থেকে বলল ফ্রেড।

'কিন্তু ওর পেঁচা আমাকে ধার দেবে না,' বলল রন। 'ওর নাকি কি কাজ আছে বলেছে।'

'এই গ্রীষ্মে পার্সি কেমন যেন খাপছাড়া আচরণ করছে,' বলল জর্জ ভ্রু

কুচকে। 'এবং সে অনেক অনেক চিঠি পাঠাচ্ছে এবং নিজের বন্ধ রুমে অনেক সময় ব্যয় করছে... মানে আমি বলতে চাচ্ছি কতবার আর নিজের প্রিফেক্ট ব্যাজটা পলিশ করা যায়... ফ্রেড তুমি অনেকখানি পশ্চিমে চলে এসেছ,' ড্যাশবোর্ডের কম্পাসটা দেখিয়ে যোগ করল সে। ফ্রেড স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে গাড়ির গতিপথ ঠিক করল।

'তো, তোমার বাবা জানেন যে তোমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছ?' প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি জবাবটাও আন্দাজ করতে পারছিল।

'ইয়ে মানে, না,' বলল রন। 'আজ রাতে তিনি কাজে বাইরে ছিলেন। আশা করছি মা জানার আগেই আমরা গাড়িটা গ্যারেজে রেখে দিতে পারব।'

'ভাল কথা তোমার বাবা মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে কি করেন?'

'উনি সবচেয়ে বিরক্তিকর বিভাগে কাজ করেন। মাগলদের তৈরি কৃত্রিম জিনিসের অপব্যবহার রোধ সংক্রান্ত দপ্তরে।'

'কোন্ দপ্তরে?'

'মাগলদের তৈরি ম্যাজিক বস্তুগুলো সম্পর্কিত দপ্তর আর কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যিকার যাদুর জিনিস আবার গিয়ে পড়ে মাগলদের দোকানেই, বিক্রির জন্যে। গত বছর, এক বুড়ি উইচ মারা গেলেন আর তার টি-সেটটা অ্যান্টিকস-এর দোকানে বিক্রি হয়ে গেলো। এক মাগল মহিলা ওটা কিনে নিয়ে যান তার বাসায়। ওটা দিয়ে বন্ধুদের চা দিতে গেলেন। একটা দুঃস্বপ্ন আর কি-বাবাকে কয়েক সপ্তাহ্ ওভারটাইম করতে হয়েছিল।'

'কি হয়েছিল?'

'টিপটটা হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে পাগলামি শুরু করে দিল, চারদিকে গরম পানি ছিটাতে শুরু করে দিল এবং এক লোককে তো হাসপাতালেই যেতে হয়েছিল চিনি তোলার টংটা নাকে নিয়ে। বাবার তো পাগল হয়ে যাওয়ার যোগাড়, অফিসে তখন শুধুমাত্র বাবা আর এক পুরনো যুদ্ধাভিজ্ঞ নাম পারকিন্স এবং তাদেরকে 'মেমরি চার্মস'সহ্ আরো কত কি করতে হয়েছিল পুরো ঘটনাটা সামাল দেয়ার জন্যে...'

'কিন্তু তোমার বাবা..... এই গাড়ি....'

ফ্রেড হাসল.... 'ইয়ে, মাগলদের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয় সম্পর্কেই বাবা অতি উৎসাহী, আমাদের চালাঘরটা ভর্তি হয়ে আছে মাগলদের জিনিসপত্রে। বাবা এসব খুলে নিয়ে যায় ওগুলোর ওপর জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে আবার রেখে দেয়। আমাদের নিজেদের বাড়ি তল্লাশি করলে বাবার নিজেই নিজেকে সোজা গ্রেফতার করতে হবে। মা এতে ভীষণ রাগ করেন।'

'ওটাই বড় রাস্তা,' বলল জর্জ, উইন্ড স্ক্রীনের ভেতর দিয়ে নিচে তাকিয়ে।

'দশ মিনিটের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাব....ভালোই হলো, দিনের আলোও ফুটে উঠছে....'

পূর্ব দিগন্তে হাল্কা একটা গোলাপী আভা দেখা যাচ্ছে।

ফ্রেড গাড়িটাকে নিচে নামালো। হ্যারি দেখতে পেলো ঘনকালো মাঠ আর গাছের ঝাড়।

'আমরা গ্রামের একটু বাইরে রয়েছি এখনও,' বলল জর্জ। 'অটেরি স্ট্রিটক্যাচপোল...'

নিচে এবং আরো নিচে নামল ফ্লাইং-কার। গাছের ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল সূর্যের কিনারাটা তখন ফুটে উঠেছে।

'মাটি স্পর্শ করছি,' বলল ফ্রেড, ছোট্ট একটা ঝাকি খেয়ে গাড়িটা মাটি স্পর্শ করল। ছোট্ট উঠোনে ওরা নামল নুয়ে পড়া একটা গ্যারেজের পাশে। রনের বাড়ির দিকে হ্যারি প্রথমবারের মতো তাকালো।

বাড়িটা দেখতে এমন মনে হয় এক সময় এটা পাথরের তৈরি বড়সড় একটা শুয়োরের খোঁয়াড় ছিল। পরে এর সঙ্গে এখানে আরো ঘর তৈরি করা হয়, এইভাবে কয়েক তলা উঁচু হয়েছে বাড়িটা। এবং এত বাঁকা হয়েছে বাড়িটা যে মনে হয় ওটাকে কোনো ম্যাজিক দাঁড় করিয়ে রেখেছে (হ্যারি নিজেকে মনে করিয়ে দিল ব্যাপারটা বোধহয় ঘটেছেও তাই)। লাল ছাদটার ওপর দিয়ে পাঁচ অথবা ছয়টা চিমনি সোজা উঠে গেছে। গেটের কাছে একটা সাইনবোর্ড ঝুলে আছে, লেখা 'দ্য বারো।' সামনের দরজার পাশে ওয়েলিংটন বুটের একটা পাহাড় জমে আছে, রয়েছে একটা ভীষণ রকমের জং ধরা কড়াই। উঠোনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা মোটা তাজা ব্রাউন চিকেন।

'তেমন কিছু নয়,' তাদের বাড়ি সম্পর্কে বলল রন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রিভেট ড্রাইভের কথা মনে পড়ে গেলো হ্যারির, বলল,'কি এটা তো অপূর্ব!'

গাড়ি থেকে নামল ওরা।

'এখন আমরা একেবারে চুপি চুপি উপরে চলে যাব,' বলল ফ্রেড। 'এবং নাস্তার জন্য মায়ের ডাকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকব। তারপর রন তুমি লাফাতে লাফাতে নিচে নেমে বলবে, মা দেখো কে এসেছে রাতের বেলায়, হ্যারিকে দেখে মা যারপরনাই খুশি হবেন, কারো জানারও দরকার হবে না যে আমরা গাড়ি উড়িয়েছিলাম।

'ঠিক,' বলল রন।' এসো হ্যারি, আমি ঘুমাই...'

বলতে বলতেই রন জঘন্য রকমের সবুজ হয়ে গেল, ওর চোখ বাড়ির দিকে স্থির। অন্য তিনজনও ঘুরে দাঁড়াল।

উঠোনের ওপর দিয়ে তেড়ে আসছেন মিসেস উইসলি, মুরগীর বাচ্চাগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে, তার মতো একজন বেটে, মোটা-সোটা, নরম চেহারার মানুষের চেহারা যখন রাগী বাঘিনীর মতো হয় তখন সেটা দেখবার মতো বৈকি।

'আহ!' বলল ফ্রেড।

'ওহ্ ডিয়ার!' বলল জর্জ।

তেড়ে আসা মিসেস উইসলি ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, দুই হাত কোমরে, একটি অপরাধী মুখ থেকে আরেকটির দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাচ্ছেন। পরনে ফুল আঁকা এপ্রনের পকেটে তার জাদুর কাঠি।

'তাহলে?' বললেন তিনি।

'মর্নিং মাম,' বলল জর্জ। বলার ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস রয়েছে, মনে হচ্ছে জিতে গেছে।

'আমি কি রকম পেরেশান হয়েছিলাম তোমাদের কি কোনো ধারণা আছে?' মিসেস উইসলি বললেন ফিস ফিস করে। গলার স্বর দারুণ শীতল।

'সরি মাম, কিন্তু আমাদেরকে-'

মিসেস উইসলির তিন ছেলেই তার চেয়ে লম্বা, কিন্তু মায়ের রাগের সামনে তিনজনই যেন কেমন ভয়ে সিটিয়ে গেল।

'বিছানা খালি! কিন্তু কোনো চিরকুট নেই! গাড়িও নেই....অ্যাকসিডেন্ট হতে পারত....দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়ার দশা....তোমাদের তো এসবের পরোয়া নেই? আমি যতদিন বেঁচে আছি কখনো না....আজ আসুক তোমাদের বাবা, বিল বা চার্লি বা পার্সি কখনো আমাদের এমন সমস্যায় ফেলেনি...'

'একেবারে পারফেক্ট পার্সি,' বিড় বিড় করল ফ্রেড।

পার্সির বুকে আঙুলের খোঁচা মেরে মিসেস উইসলি চিৎকার করে বললেন,'পার্সির খাতা থেকে একটা পাতা বের করে নিয়ে তোমরা লিখতে পারতে। তোমরা মারা যেতে পারতে, তোমরা ধরাও পড়তে পারতে এবং তোমাদের জন্যেই হয়তো তোমাদের বাবাকে তার চাকরিও হারাতে হতো-'

মনে হচ্ছিল এভাবেই হয়তো চলবে ঘন্টার পর ঘন্টা। চিৎকার করতে করতে মিসেস উইসলির গলাটাই ভেঙ্গে গেল। হ্যারির দিকে এবার ফিরলেন তিনি। ও ততক্ষণে পিছু হটে গেছে।

'তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি হ্যারি ডিয়ার,' বললেন তিনি। 'ভেতরে এসো আর নাস্তাটা সারো।

ঘুরে তিনি বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন, আর নার্ভাস হ্যারিও রনের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক ইশারা পেয়ে তাকে অনুসরণ করল।

রান্নাঘরটা ছোট এবং অপ্রশস্ত। মাঝখানে ঘষে পরিষ্কার করা চেয়ার আর টেবিল। হ্যারি একটা চেয়ারের কিনারায় বসে চারদিকে তাকাল। এর আগে কখনো সে কোনো উইজার্ডের বাড়িতে যায়নি।

ওর উল্টোদিকের দেয়াল ঘড়িটা একটি মাত্র কাটা আর কোনো সংখ্যা সেখানে লেখা নেই। ধারগুলিতে কিছু লেখা রয়েছে, যেমন, 'চা বানাবার সময়', 'মুরগীর বাচ্চাগুলিকে খাওয়ানোর সময়,' এবং 'তুমি লেট'। চুল্লির ওপরের তাক-এ তিন সারি বই রাখা রয়েছে। বইগুলোর নামও বিচিত্র, যেমন– তোমার নিজের পনিরকে জাদুগ্রস্ত করো, রুটি বেক করায় জাদু এবং এক মিনিটে ভোজ-এটা ম্যাজিক! এবং হ্যারির যদি শুনতে ভুল না হয়ে থাকে তবে সিঙ্কের পাশের রেডিওতে এই মাত্র একটা ঘোষণা শোনা গেল, পরের অনুষ্ঠান হচ্ছে 'জাদুর সময়, সঙ্গে রয়েছে সেলেস্টিনা ওয়ারবেক'।

মিসেস উইসলি কাজ করছেন সশব্দে, এলোমেলোভাবে নাস্তা তৈরি করছেন, ফ্রাইং প্যানে সসেজ ছুড়ে দেয়ার সময় তার ছেলেদের দিকে তাকাচ্ছেন ভ্রুকুটি করে। বিড় বিড় করছেন, 'জানি না বাপু তোমরা কি ভাবছ' এবং 'এমন হতে পারে কখনও বিশ্বাস করতাম না'।

'আমি তোমাকে দুষছি না, ডিয়ার,' হ্যারির প্লেটে আট-নয়টা সসেজ ফেলে দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলেন তিনি। 'আর্থার আর আমি তোমার সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করছিলাম ঠিকই। এই গতরাতেই আমরা বলাবলি করছিলাম শুক্রবারের মধ্যে রনের চিঠির জবাব না দিলে আমরা নিজেরাই তোমাকে নেয়ার জন্যে আসতাম। (ওর প্লেটে তিনটা ডিম ভাজা দিতে দিতে) কিন্তু সত্যি, দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে একটা অবৈধ গাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়া– যে কেউ তোমাদের দেখতে পারতো–'

সিঙ্কের দিকে এবার জাদুর কাঠিটা একটু তাক করলেন, অমনি ওখানে রাখা প্লেটগুলো পরিষ্কার হতে শুরু করলো, মৃদু ঠুন ঠুন শব্দ শোনা যেতে লাগল।

'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, মাম!' বলল ফ্রেড।

'খাবার সময় মুখ বন্ধ রাখবে!' সঙ্গে সঙ্গে বললেন মিসেস উইসলি।

'ওরা ওকে না খাইয়ে রাখছিল, মাম!' বলল জর্জ।

''আর তুমি!' বললেন মিসেস উইসলি, এবার অবশ্য তার গলার স্বর একটু নরম হয়ে এসেছে। হ্যারির জন্যে রুটি কেটে তাতে মাখন লাগাচ্ছেন তখন তিনি।

এমন সময় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল লম্বা নাইট ড্রেসের লাল-মাথা ছোট্ট একটি মানুষ, রান্নাঘরে ঢুকে ছোট্ট একখানা চিৎকার দিয়েই দিল ভো দৌড়।

'জনি,' মৃদুস্বরে হ্যারিকে বলল রন। 'আমার বোন, সারা গ্রীষ্ম শুধু তোমার কথাই বলেছে।'

'ও কিন্তু তোমাকে অটোগ্রাফের জন্য পাগল করে ফেলবে,' দাঁত বের করে হেসে বলল ফ্রেড, কিন্তু মায়ের চোখে চোখ পড়ে যাওয়ায় আর কোনো কথা না বলে প্লেটের ওপর মাথা নোয়াল। ওদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কোনো কথা শোনা গেল না এবং বিস্ময়ের ব্যাপর হলো ওটা হতে বেশিক্ষণ লাগল না।

'বিশ্বাস করো, আমি খুবই ক্লান্ত,' হাই তুলে বলল ফ্রেড, প্লেটের ওপর ছুরি কাটা রাখল।'আমি শুতে চললাম—'

'না, তুমি যাবে না,' চাবুকের মতো কণ্ঠ মিসেস উইসলির। ' সারা রাত জেগেছ, এটা তোমার দোষ। বাগান থেকে বাসন-ভূতগুলোকে এখন তাড়াবে, একেবারে বাগান ছেয়ে ফেলেছে ওগুলো আবার।'

'ওহ, মাম—'

'আর তোমরা, দু'জনও,' রন আর ফ্রেডের দিকে চোখ লাল করে তাকালেন।

'তুমি ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়তে পারো, ডিয়ার,' হ্যারির দিকে ফিরে বললেন তিনি। 'তুমি তো আর ওদেরকে গাড়ি উড়িয়ে যেতে বলোনি।'

কিন্তু হ্যারির তো তখন ঘুম পাচ্ছিল না,বলল,' আমি রনকে সাহায্য করতে পারি। কখনও বাসন-ভূত তাড়ানো দেখিনি কি না—'

'খুব ভালো কথা ডিয়ার, কিন্তু এটা খুবই বিরক্তিকর কাজ,' বললেন মিসেস উইসলি। 'দেখা যাক এ বিষয়ে লকহার্ট-এ কি লেখা রয়েছে।'

চুল্লির উপরের তাক থেকে একটা ভারি বই তিনি টেনে নামালেন। কঁকিয়ে উঠল জর্জ।

'মাম, বাগান থেকে বাসন-ভূত তাড়াতে আমরা জানি।'

মিসেস উইসলির হাতে ধরা বইটা দেখছে হ্যারি। মলাট জুড়ে সুন্দর সোনালী অক্ষরে লেখা : গিল্ডরয় লকহার্ট এর হাউজহোল্ড পেটস। প্রথমেই রয়েছে চমৎকার দেখতে একজন উজ্জ্বল নীল চোখ আর ঘন রুপালী চুলের জাদুকরের বড়সড় ছবি। জাদুর দুনিয়ার যেমন সবখানে, এখানেও ছবিটা নড়ছে, হ্যারি ধারণা করল এই-ই গিল্ডরয় লকহার্ট। ওদের সকলের দিকেই চোখ পিট পিট করে তাকাচ্ছেন তিনি। মিসেস উইসলি ছবিটার দিকে ডগোমগো হয়ে তাকালেন তিনি।

'ওহ, সে বিস্ময়কর,' বললেন তিনি, 'সে জানে এইসব বাড়িঘরের পোকামাকড়ের বিষয়ে, এটা একটা চমৎকার বই..'

'ওকে মা' খুব পছন্দ করেন,' নিচুস্বরে বলল ফ্রেড।

'ওমন উদ্ভট কথা বলো না, ফ্রেড,' বললেন মিসে উইসলি, অবশ্য বলার সময় তার গাল দু'টো একটু গোলাপীও হয়েছে। 'বেশ, তোমরা যদি লকহার্টের চেয়ে বেশি জান, যাও গিয়ে নিজেরাই করোগে, কিন্তু আমি এসে দেখার সময় যদি একটাও বাসন-ভূত পাওয়া যায় তবে তোমাদের কপালে দুর্ভোগ আছে।'

হাই তুলে গাল ফুলিয়ে, উইসলিরা বাইরে বেরিয়ে এলা, পেছনে হ্যারি। বাগানটা বড় এবং যেমনটা হওয়া উচিত হ্যারির চোখে ঠিক তেমনই লাগল। ডার্সলিরা নিশ্চয়ই এ রকম একটি বাগান পছন্দ করত না। আগাছা ভর্তি, ঘাসগুলি কাটা দরকার- চারদিকের দেয়াল ঘেসে আঁকাবাঁকা সব পুরনো গাছ, ফুলের প্রত্যেকটি কেয়ারি থেকে চারা উপচে পড়ছে এমনটি হ্যারি কখনও দেখেনি আর বড় একটা সবুজ ডোবা তাতে ব্যাঙ ভর্তি।

'জানো মাগলদেরও বাগানে বাসন-ভূত থাকে,' রনকে বলল হ্যারি।

'হ্যা, আমিও ওগুলো দেখেছি যেগুলোকে ওরা বাসন-ভূত বলে,' বড় গোল লাল-গোলাপী-সাদা ফুল গাছের ঝাড়টার উপর উবু হয়ে বসে বলল রন। 'যেন ছিপসহ মোটাসোটা ছোটখাট ফাদার ক্রিসমাস এক একটা....'

প্রচণ্ড হুটোপুটির আওয়াজ হলো একটা, ঝাড়টা কেঁপে উঠলে রন সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'এটাই হচ্ছে বাসন-ভূত,' নির্মমভাবে বলল সে।

'আমাকে ছাড়! আমাকে ছাড়!' তীক্ষ্ণ আর্তধ্বনি করে উঠল বাসন-ভূত।

এটা দেখতে মোটেও ফাদার ক্রিসমাসের মতো নয়। ছোট্ট, চামড়ার মতো দেখতে, বিশাল আলুর মতো চকচকে টেকো মাথা। হাত মেলে রন ওটাকে ধরে রাখল দূরে, ছোট ছোট শক্ত পা দিয়ে রনের দিকে লাথি ছুড়ে দিচ্ছে ওটা। রন ওটার গোড়ালি ধরে উল্টো ঝুলিয়ে রাখল।

'এখন এটাকে নিয়ে এরকম করতে হবে,' বলে সে বাসন-ভূতটাকে মাথার ওপর তুলে শূন্যে (ওটা তখনও চিঁ চিঁ করছে আমাকে ছাড়ো) ঘোরাতে শুরু করল। হ্যারির চোখে মুখে দুঃখ পাওয়ার অভিব্যক্তি দেখে আবার বলল,'এতে ওরা ব্যথা পায় না-ওদের শুধু মাথা ঘুরিয়ে হতবুদ্ধি করে দিতে হয়, তাহলেই ওরা আর ফিরে যাওয়ার জন্যে ওদের গর্ত খুঁজে পাবে না।'

ঘোরাতে ঘোরাতে হাত থেকে বাসন-ভূতের গোড়ালিটা ছেড়ে দিল রন। আকাশের দিকে সোজা বিশ ফিট উঠে গেল ওটা, তারপর ঝোপের আরেক পাশে পড়ল থপ করে।

'আহা,' বলল ফ্রেড। 'বাজি ধরে বলতে পারি আমারটা আরো দূরে ওই স্টাম্পের ওপারে যাবে।'

খুব দ্রুতই শিখে গেলো হ্যারি, বাসন-ভূতগুলোর জন্যে দুঃখ পাওয়ার

দরকার নেই। সে ঠিক করল, প্রথম যেটাকে ধরবে শুধু ঝোপের ওপারে ফেলে দেবে। কিন্তু বাসন-ভূতটা হ্যারির দুর্বলতা বুঝতে পেরে ওর তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁত বসিয়ে দিল হ্যারির আঙুলে, ওটাকে ঝেড়ে ফেলতে হ্যারির দারুণ কষ্ট হয়েছিল–'

'ও হ্যারি– ওটা নিশ্চয়ই পঞ্চাশ ফিট...'

অল্পক্ষণের মধ্যেই উড়ন্ত বাসন-ভূতে বাতাস ভারী হয়ে এলো।

'দেখেছ ওগুলো খুব চালাক নয়,' একসঙ্গে পাঁচ ছয়টা বাসন-ভূত ধরে বলল জর্জ। 'যে মুহূর্তে ওরা জানতে পারে ওদের তাড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে অমনি সবাই ঝড়ের গতিতে উপরে উঠে আসে কি ঘটছে দেখার জন্যে। তুমি হয়তো ভাবছ এর মধ্যে ওদের শিখে নেয়া উচিত যে ওদেরকে গর্তের ভেতরেই থাকতে হবে।'

এক সময় মাঠের বাসন-ভূতগুলো বিশৃংখল লাইনে হেটে যেতে শুরু করল, ওদের ছোট্ট কাঁধগুলো সব ঝুলে পড়েছে।

'ওরা আবার ফিরে আসবে,' মাঠের অপর দিকে ওগুলোকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখতে দেখতে বলল রন। 'এখানে থাকতে ওরা ভালবাসে.....বাবা ওদের প্রতি একটু সদয়, তিনি ভাবেন ওরা বেশ মজার...'

ঠিক সেই সময়, বাড়ির সামনের দরজা দড়াম করে খুলে গেলো।

'উনি এসে পড়েছেন!' বলল জর্জ। 'বাবা বাড়িতে!'

বাগানের ভেতর দিয়ে দ্রুত ওরা বাড়ি ফিরে এলো।

মিস্টার উইসলি কিচেনে একটা চেয়ারের উপর গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, বন্ধ চোখে চশমা নেই। তিনি একহারা, মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু যে টুকু চুল রয়েছে, সব ছেলেমেয়ের মতোই লাল। সবুজ রঙের গাউন পরনে, ভ্রমণে ধুলি ধূসরিত ওটা।

'কি যে একটা রাত গেল,' অস্ফুট স্বরে বললেন তিনি। ওরা সবাই ওর চারদিকে এসে বসেছে ততক্ষণে। 'নয়টা তল্লাশী। নয়টা! এবং যেই আমি পিছন ফিরেছি তখনই বুড়ো মানডাংগার ফ্লেচার আমার উপর একটা....'

'কিছু পেলে, ড্যাড?' ফ্রেড আগ্রহভরে জানতে চাইল।

'পেয়েছি, কয়েকটা সংকুচিত হয়ে আসা দরজার-চাবি আর কামড় দেয় এমন একটি কেটলি,' হাই তুললেন মিস্টার উইসলি। 'আরো কয়েকটা জঘন্য নোংরা জিনিস ছিল, ওগুলো অবশ্য আমার ডিপার্টমেন্টের নয়। কিছু অস্বাভাবিক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে মর্টলেককে ধরে নিয়ে গেছে, ভাগ্যকে ধন্যবাদ ওটা ছিল পরীক্ষামূলক মায়াবিদ্যা প্রয়োগ বিষয়ক কমিটি...'

জর্জ জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু দরজার চাবি সংকোচন করার ঝামেলা কেন

একজন পোহাবে?'

'শুধু মাগলদেরকে টোপে ফেলবার জন্যে আর কিছু নয়,' মিস্টার উইসলি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ওদের কাছে এমন একটা চাবি বিক্রি করা যেটা নাকি ছোট হতে হতে একেবারে নেই হয়ে যাবে, যেন প্রয়োজনের সময় ওরা ওটা কিছুতেই খুঁজে না পায়.....অবশ্য এ ব্যাপারে কাউকে শাস্তি দেয়া খুবই কঠিন, কারণ কোনো মাগলই স্বীকার করবে না যে, তার চাবিটি ছোট হয়ে যাচ্ছে–ওরা জোর দিয়ে বলবে খালি ওটা হারিয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর তাদের মঙ্গল করুন, ম্যাজিক উপেক্ষা করার জন্যে তারা কী না করতে পারে, এমনকি ওটা যদি তাদের নাকের ডগায় ঘটে তবুও....কিন্তু জাদু প্রয়োগ করার জন্য কত রকমের জিনিস যে ব্যবহার করা হচ্ছে তোমরা ভাবতেও পারবে না-'

'যেমন গাড়ি?'

মিসেস উইসলি উদয় হলেন হাতে তলোয়ারের মতো করে একটা লম্বা লোহার শলাকা ধরা। যেন একটা ধাক্কা খেয়ে মিস্টার উইসলির চোখ এক ঝটকায় খুলে গেল। অপরাধীর মতো স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

'গা-গাড়ি, মলি ডিয়ার?'

'হ্যা, আর্থার গাড়ি,' বললেন মিসেস উইসলি। ওর চোখ জ্বলছে। 'ভাব তো এক জাদুকর একটা পুরনো জং ধরা গাড়ি কিনল, স্ত্রীকে বুঝ দিল ওর ইচ্ছা গাড়িটা খুলে দেখে ওটা কি ভাবে কাজ করে, আসলে সে সারাক্ষণ গাড়িটাকে জাদু দিয়ে ওড়াবার চেষ্টা করে আসছিল।'

মিস্টার উইসলির চোখ পিট পিট করে উঠল।

'কিন্তু ডিয়ার আমার মনে হয় ওরকম কিছু করলেও সেটা আইনের মধ্যেই পড়ে, অবশ্য, মানে, ভালো হতো যদি সে তার স্ত্রীকে সত্যি কথাটা বলত....আইনের মধ্যেই একটা ফাঁক রয়েছে, তুমি দেখবে...যতক্ষণ না সে গাড়িটা ওড়াতে ইচ্ছা করছে, তেমন অবস্থায় গাড়িটা উড়তে পারে এটা প্রমাণিত...'

'আর্থার উইসলি, আইনটা করবার সময়ই তুমি নিশ্চিত করেছিল যেন ওতে ফাঁক থাকে!' চিৎকার করে উঠেছিলেন মিসেস উইসলি। 'যেন তুমি ওই সব মাগল-র‍্যাবিশ তোমার শেডে রাখতে পারো! আর তোমার জানার জন্যে জানাচ্ছি, যে গাড়িটা তোমার মোটেই চালাবার ইচ্ছা নেই সেই গাড়িটা চড়েই আজ সকালে হ্যারি এখানে এসেছে!'

'হ্যারি?' কেমন যেন ফাঁকা স্বরে বলল মিস্টার উইসলি। 'হ্যারি কে?'

চারদিকে তাকাল। হ্যারিকে দেখে লাফিয়ে উঠল।

'হায় খোদা, এ কি হ্যারি পটার? তোমাকে দেখে খুবই খুশি হয়েছি। রন

তোমার সম্পর্কে এতো কথা বলেছে-'

'তোমার ছেলেরা গত রাতে ওই গাড়ি চালিয়ে হ্যারির বাসায় গিয়েছে আবার ফিরেও এসেছে!' চিৎকার করে বললেন মিসেস উইসলি। 'এ ব্যাপারে তোমার কি বলবার আছে, বলো?'

'সত্যিই তোমরা?' আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলেন মিস্টার উইসলি। 'ওটা কি ঠিকমতো চলেছিল? আমি মানে আমি,' তোতলাতে শুরু করলেন তিনি, মিসেস উইসলির চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে, ' বলতে চাইছি তোমরা অন্যায় করেছ, সাংঘাতিক অন্যায় ...সত্যিই সাংঘাতিক...'

'এই ব্যাপারের ফায়সালাটা ওদের হাতেই ছেড়ে দেয়া যাক,' রন বিড় বিড় করে হ্যারিকে বলল, মিসেস উইসলি মর্দা ব্যাঙের মতো তখনও ফুলছে। 'চলে এসো, তোমাকে আমার বেডরুমটা দেখাচ্ছি।'

রান্নাঘর থেকে চুপিসারে বেরিয়ে ওরা সরু প্যাসেজ ধরে নেমে এলো অসমান সিঁড়িতে। উপরে উঠে গেছে সিঁড়িটা এঁকেবেঁকে বাড়ির ভেতর দিয়ে। তৃতীয় ল্যান্ডিং-এ একটা দরজা একটু ফাঁক করা। দরজাটা চট করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে হ্যারি এক জোড়া উজ্জ্বল বাদামী চোখ দেখতে পেলো।

'জিনি,' বলল রন। 'তুমি জান না এভাবে নিজেকে বন্ধ করে রাখা ওর জন্য যে কতটা অস্বাভাবিক, সাধারণত ও এরকম করে না-'

আরো দুই ধাপ উপরে উঠে ওরা আরো একটা দরজার সামনে এলো, ওটার রং পড়ছে খসে। দরজায় একটা ছোট্ট নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে, 'রোনাল্ড-এর ঘর।'

হ্যারি ভেতরে পা রাখল, ঢালু হয়ে আসা ছাদে ওর মাথা ছুঁই ছুঁই, চোখ পিট পিট করল ও। মনে হচ্ছে যেন একটা অগ্নিকুণ্ডে ঢুকল ওরা: রনের রুমের প্রায় সবকিছুই উগ্র কমলা রঙে রাঙানো; বিছানার চাদর, দেয়াল, এমনকি সিলিংটাও। হ্যারি দেখল ছেড়াখোড়া মলিন ওয়াল পেপারের প্রতিটা ইঞ্চি ভরেছে সাত ডাইনী আর জাদুকরের পোস্টার দিয়ে, সবাই পড়ে রয়েছে উজ্জ্বল কমলা রঙের পোষাক, হাতে ঝাড়ুলাঠি নাড়ছে জোরে জোরে।

'তোমার কিডিচ টিম?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

'দি শাডলি ক্যাননস,' বলল রন, কমলা রঙের বিছানার চাদরের দিকে দেখিয়ে বলল। ওটার ওপর দুটো বিশাল আকৃতির 'সি' বর্ণ এবং কামানের একটি ধাবমান গোলা বসানো রয়েছে। 'লীগে নবম।'

রনের স্কুল যাদুবিদ্যার বই এক কোণে পড়ে আছে অযত্নে, পাশেই পড়ে রয়েছে এক গাদা অ্যাডভেঞ্চারস অফ মার্টিন মিগস, দি ম্যাড মাগল জাতীয় কমিক। রনের জাদুর কাঠিটা পড়ে রয়েছে কাঁচের মধ্যে ব্যাঙাচি ভর্তি একটা

মাছের অ্যাকুইরিয়ামের ওপরে। পাশেই ওর নাদুস নুদুস ধূসর ইঁদুর স্ক্যাবার্স এক টুকরো রোদে শুয়ে ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে নিচ্ছিল।

মেঝেতে রাখা এক প্যাকেট স্ব-সাফলিং তাস পেরিয়ে হ্যারি ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। অনেক নিচে মাঠে দেখতে পেলো এক দল বাসন-ভূত নিঃশব্দে চোরের মতো একটা একটা করে উইসলিদের ঝোপের ভেতর দিয়ে ফিরে আসছে। তারপর ও ফিরে তাকাল রনের দিকে, রন অপেক্ষা করছিল, ওর মতামতের জন্যে। একদম নার্ভাস।

'একটু ছোট,' বলল রন দ্রুত। 'মাগলদের ওখানে তোমার যে রুম মোটেই এটা ওর মতো নয়। আর আমি ঠিক ওই চিলেকোঠার মড়াখেকো ভূতটা নিচে, ওটা সব সময় পাইপের ওপর দড়াম করে পিটছে আর গোঙাচ্ছে...'

কিন্তু হ্যারি দাঁত বের করে হেসে বলল,'আমি যত বাড়িতে গেছি এটাই তার মধ্যে সবচাইতে ভাল।'

কিছু স্বস্তি ও কিছু লজ্জায় রনের কান গোলাপী হয়ে গেল।

চতুর্থ অধ্যায়

ফ্লারিশ এবং ব্লটস-এ

রনদের বাড়ি দ্য বারো'তে জীবন প্রিভেট ড্রাইভের চেয়ে একেবারেই আলাদা। ডার্সলিদের পছন্দ সবকিছু হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টিপটপ আর উইসলিদের বাড়িতে সব সময়ই কোনো না অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত ব্যাপার-স্যাপার ঘটছে। প্রথম আঘাতটা হ্যারি পেলো যখন ও রান্নাঘরে চুল্লির উপরের তাকে উপরে রাখা আয়নাটার দিকে তাকিয়েছিল। ওটা চিৎকার করে উঠেছিল : 'শার্ট প্যান্টের ভেতর গুঁজে রাখ, হতচ্ছাড়া।' যখনই চিলেকোঠার পিশাচটা যখন দেখতো চারদিক বেশি নীরব হয়ে গেছে তখনই হুংকার দিয়ে উঠতো আর পাইপ ফেলতো উপর থেকে।

আর ফ্রেড ও জর্জের বেড রুম থেকে আসা ছোটখাট বিস্ফোরণের আওয়াজকে এ বাড়িতে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়া হয়। রনদের বাড়িতে

সবচেয়ে বেশি অস্বাভাবিক যেটা হ্যারির লাগত সেটা কথা বলা আয়নাও নয়, বা বিকট শব্দ করা পিশাচটা নয়। তার কাছে অবাক লাগত যে ওখানে সবাই তাকে বেশ পছন্দ করে।

তার মোজার দশা দেখে মিসেস উইসলি খুঁৎ খুঁৎ করতেন। খাওয়ার বেলায় চার চারবার খাওয়া তুলে নেয়ার জন্য জোর করতেন। মিস্টার উইসলি চাইতেন হ্যারি যেন খাওয়ার টেবিলে ঠিক তার পাশে বসে। তাহলে মাগলদের জীবন সম্পর্কে তিনি ওকে অনেক রকম প্রশ্ন করতে পারবেন। জিজ্ঞাসা করতে পারবেন মাগলদের ডাক বিভাগ বা প্লাগ কিভাবে কাজ করে।

'চমৎকার!' মুগ্ধ কণ্ঠে তিনি হ্যারিকে বলতেন। 'বিচক্ষণ', সত্যিই ম্যাজিক ছাড়াই মাগলরা যে কতভাবে দিন চালাচ্ছে।'

দ্য বারোতে আসবার সপ্তাহ খানেক পর হ্যারি হোগার্টস থেকে চিঠি পেলো। সে আর রন নিচে নাস্তার টেবিলে গিয়ে দেখে মিস্টার ও মিসেস উইসলি এবং জিনি এরই মধ্যে টেবিলে বসে গেছে। হ্যারিকে দেখা মাত্রই জিনি যেন হঠাৎ করেই পরিজের বোলটা মাটিতে ফেলে দিলো, পড়ে ওটা জোরে খ্যান খ্যান শব্দ করে উঠল। হ্যারিকে যখনই দেখে তখনই যেন জিনি কোনো না কোনো জিনিস ফেলে দেয়ার ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠে। ধা করে টেবিলের নিচে চলে গেলো জিনি পরিজের বোলটা তুলে আনবার জন্য উঠল। কিন্তু যখন তখন ওর মুখটা লাল, একেবারে অস্তগামী সূর্যের আভার মতো। না দেখার ভান করে হ্যারি একটা চেয়ারে বসল, মিসেস উইসলির বাড়িয়ে দেয়া টোস্ট হাত বাড়িয়ে নিল।

'স্কুল থেকে চিঠি এসেছে', বললেন মিস্টার উইসলি। হ্যারি আর রনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন একই রকম দেখতে পার্চমেন্টের দুটো হলুদাভ খাম, ওতে ঠিকানা লেখা সবুজ কাগজে। 'ডাম্বলডোর এরই মধ্যে জেনে গেছেন যে তুমি এখানে আছো হ্যারি- লোকটা কোনো কৌশলেই পিছিয়ে নেই। আমাদেরও চিঠি রয়েছে, শেষে যোগ করলেন তিনি ফ্রেড আর জর্জকে উদ্দেশ্য করে। দু'জন সবেমাত্র ঢুকলো ঘরে, এখনো পড়ে রয়েছে ঘুমোবার পাজামা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য রান্নাঘরটা একেবারে নীরব। ওরা সকলেই ওদের চিঠি পড়ছে। হ্যারির চিঠিতে লেখা রয়েছে নিয়ম মতো তাকে সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে কিং-ক্রস থেকে হোগার্টস এক্সপ্রেস ধরতে হবে। আগামী বছরের জন্য যেসব নতুন বই লাগবে তারও একটা তালিকা তার চিঠিতে রয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের দরকার হবেঃ

দ্য স্ট্যান্ডার্ড বুক অফ স্পেলস, গ্রেড ২ – মিরান্ডা গোশোওক
ব্রেক উইথ আ বানশিই – গিল্ডরয় লকহার্ট
গ্যাডিং উইথ ঘাউলস – গিল্ডরয় লকহার্ট
হলিডেজ উইথ হ্যাগস – গিল্ডরয় লকহার্ট
ট্রাভেলস উইথ ট্রলস – গিল্ডরয় লকহার্ট
ওয়ান্ডারিংস উইথ ওয়েরউলভস – গিল্ডরয় লকহার্ট
ইয়ার উইথ দি ইয়েটি – গিল্ডরয় লকহার্ট

ফ্রেড নিজের তালিকাটা শেষ করে হ্যারিরটা দেখবার জন্য উঁকি দিল।

'তোমাকেও সব লকহার্ট বই কিনতে বলা হয়েছে,' বলল ও। 'কালো জাদুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বিষয়ক শিক্ষক নিশ্চয়ই ওর ফ্যান— বাজি ধরে বলতে পারি ও একজন ডাইনি। এই সময় মায়ের চোখে পড়ে গেলো ফ্রেডের চোখ, অমনি সে তার প্লেটের মার্মলেড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'বইগুলো কিন্তু খুব সস্তা হবে না,' বল জর্জ, মা-বাবার দিকে এক লহমা তাকিয়ে। 'লকহার্ট-এর বই সত্যিই বড় দামী...'

'ঠিক আছে, আমরা ম্যানেজ করে নেবো,' বললেন মিসেস উইসলি। কথাটা সহজভাবে বললেও কিন্তু তাকে দেখাচ্ছিল উদ্বিগ্ন। 'আশা করি জিনির কিছু জিনিস আমরা পুরনোই কিনতে পারবো।'

'ওহো, তুমি। এবার হোগার্টস-এ ভর্তি হয়েছো কি?' হ্যারি জিজ্ঞাসা করল জিনিকে।

জিনি মাথা নাড়ল, লজ্জায় তার মুখ আগুনের শিখার মতো লাল, চুলের একেবারে গোড়া পর্যন্ত আরও লাল হয়ে গেলো। এবার সে মাখনের ডিশে কনুই ডুবিয়ে দিল। সৌভাগ্য তার যে হ্যারি ছাড়া আর কেউ এটা দেখেনি। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে রনের বড় ভাই পার্সি ঢুকল রুমে। সে ইতোমধ্যেই কাপড় চোপড় পরে রেডি, তার হোগার্টস-এর প্রিফেক্ট ব্যাজটা বুকে লাগালো।

'সুপ্রভাত, সকলকে,' দ্রুত বলল পার্সি। 'চমৎকার দিন।' টেবিলে একটি মাত্র চেয়ার খালি ছিল ওখানেই বসল পার্সি। বসেই আবার লাফ দিয়ে উঠল তার চেয়ার থেকে নতুন পালক ঘসা, ধূসর রঙের একটা ডাস্টার হাতে তুলে নিল— মানে হ্যারি ওই জিনিসটাকে যা ভেবেছিল আর কি, যতক্ষণ না দেখল যে ওটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

'এরল!' চেঁচিয়ে উঠল রন, খোড়া পেঁচাটাকে পার্সির হাত থেকে নিয়ে। ওটার পাখার নিচে থেকে একটা চিঠি বের করল রন। অবশেষে— সে

হারমিওন-এর জবাব নিয়ে এলো। আমি ওকে লিখেছিলাম ডার্সলিদের ওখান থেকে তোমাকে উদ্ধারের চেষ্টা আমরা করবো।'

ভেতরের দরজার পাশেই টুপি রাখার লম্বা পার্চে এরলকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করল ও, কিন্তু এরল পড়ে গেলো পার্চ থেকে। রন ওকে নিচে বোর্ডে শুইয়ে রাখল বরং। স্বগোক্তি করল, 'দুঃখজনক।' তারপর হারমিওনের চিঠিটা খুলে রন জোরে জোরে পড়তে শুরু করল :

প্রিয় রন এবং হ্যারি,

যদি তুমি ওখানে থাকো, আশা করছি সব কিছুই ঠিক মতো হয়েছে ও হ্যারি ভালই আছে এবং ওকে বের করে আনতে গিয়ে তোমরা বেআইনি কিছু করোনি। কারণ তাহলে হ্যারিকেও সমস্যায় পড়তে হবে। আমি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং যদি হ্যারি ভাল থাকে, তুমি কি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে, রন, প্লিজ। অবশ্য ভাল হয় যদি তোমরা ভিন্ন একটা পেঁচা ব্যবহার করো, কারণ আমার বিশ্বাস আর একটি চিঠি দিতে গেলে তোমারটা একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

আমি খুবই ব্যস্ত, অবশ্যই স্কুলের কাজ নিয়ে।

'কিভাবে পারে ও?' অবাক হয়ে বলল রন। 'আমরা তো ছুটিতে।'

আগামী বুধবার আমরা লন্ডনে যাচ্ছি আমার নতুন বই কিনতে। আমরা কেন ডায়াগন অ্যালি'তে মিলিত হই না?'

যত তাড়াতাড়ি পারো আমাকে সব জানাও।

ভালবাসাসহ,
হারমিওন।

'বেশ, চমৎকারভাবে মিলে গেলো, আমরাও ওইদিনই গিয়ে তোমাদের সব জিনিস কিনে আনতে পারি,' বললেন মিসেস উইসলি, টেবিল পরিষ্কার করতে করতে। 'আজ তোমরা সব কি করছো?'

হ্যারি, রন, ফ্রেড আর জর্জ প্ল্যান করছিল ঢাল বেয়ে ওপরে উঠবে, যেখানে উইসলিদের ছোট্ট একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ রয়েছে। মাঠটার চারদিকে গাছ দিয়ে ঘেরা। নিচের গ্রামগুলো থেকে ঐ মাঠের কিছুই দেখা যায় না। তার মানে, ওরা ওখানে কিডিচ প্র্যাকটিস করতে পারবে, যতক্ষণ না খুব বেশি ওপরে উঠছে। ওরা সত্যিকারের কিডিচ বল ব্যবহার করতে পারবে না; বিশেষ করে

বলগুলো যদি খুবই উঁচুতে উঠে একেবারে গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যায় তাহলে গ্রামবাসীদের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। তার চেয়ে তারা আপেল ব্যবহার করবে লোফালুফি করার জন্য। ওরা পালাক্রমে হ্যারির নিম্বাস দুই হাজার ঝাড়ুলাঠি ব্যবহার করে, ওটাই সবচেয়ে ভাল ঝাড়ুলাঠি; রনের পুরনো শ্যুটিং স্টার এতো স্লো যে মাঝে মাঝে প্রজাপতিরাই হারিয়ে দেয়। ওটা খুবই স্লো।

পাঁচ মিনিট পর ওরা ঢাল বেঁয়ে মার্চ করে উপরে উঠতে শুরু করলো, কাঁধে ঝাড়ুলাঠি। ওদের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য পার্সিকেও বলা হয়েছিল, কিন্তু ও বলল ও অনেক ব্যস্ত। এখন পর্যন্ত হ্যারি পার্সিকে শুধু খাবার সময়ই দেখেছে, অন্য সময় সে তার দরজা বন্ধ করেই থাকে।

'আমি যদি জানতে পারতাম ও কি করছে ওখানে,' ভ্রূ কুঁচকে বলল ফ্রেড। 'ও আর ওর মধ্যে নেই। তোমার আসার একদিন আগে ওর পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে; বারোটা ও. ডব্লিউ. এল, ওর আত্মতৃপ্তির কোনো অবকাশ ছিল না।'

'ও. ডব্লিউ. এল মানে অর্ডিনারী উইজার্ডিং লেভেল অর্থাৎ সাধারণ জাদু মান,' হ্যারির বিভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে জর্জ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল। 'বিলও বারো পেয়েছে। আমরা যদি এখন থেকেই সাবধান না হই তবে পরিবারে আরও একজন হেড বয় পেয়ে যেতে পারি। আমার মনে হয় না আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতাম।' তামাশা করেই জর্জ কথাটা বলল। পার্সি ছিল ক্লাশের হেড বয়। হ্যারি এখন বুঝতে পেরেছে পার্সি কেন তার রুম থেকে বের হয় না।

বিল হচ্ছে উইসলি ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। সে আর তার পরের ভাই চার্লি এরই মধ্যে হোগার্টস থেকে বেরিয়ে এসেছে। হ্যারির সঙ্গে কারো সাক্ষাৎ হয়নি মানে যে চার্লি রোমানিয়ায়, ড্রাগন সম্পর্কে পড়াশোনা করছে, আর বিল করেছে মিশরে, ওখানে জাদুকরদের ব্যাংক গ্রিংগটস-এ কাজ করে।

কিছুক্ষণ পর জর্জ বললো, 'এ বছর আমাদের স্কুলের জিনিসপত্র মা-বাবা যে কিভাবে কিনবে সেটাই আমার মাথায় আসছে না। লকহার্ট-এর বইয়ের পাঁচ পাঁচটি সেট! এছাড়াও রয়েছে জিনির রোব, একটা জাদুর কাঠি এবং সব কিছুই...।'

হ্যারি কিছু বলল না। একটু বিব্রত হলো। লন্ডনের গ্রিংগট-এ ভূ-গর্ভের ভল্টে তার মা-বাবা তার জন্য অল্প একটু সম্পদ রেখে গেছেন। অবশ্য একমাত্র জাদুকরদের দুনিয়ায় তার কিছু অর্থ রয়েছে, মাগলদের দোকানে গ্যালিয়ন,

সিকল এবং নস্টস এসব যাদুকরদের মুদ্রা সে ব্যবহার করতে পারবে না। ডার্সলিদের কাছেও কখনোই তার গ্রিংগটস অ্যাকাউন্টের কথা বলেনি। সে মনে করে না যে ম্যাজিকের দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের আতঙ্ক শেষ পর্যন্ত সোনার একটা বড় স্তূপ পর্যন্ত গড়াবে। তারা নিশ্চয়ই ভাবতে পারে না যে হ্যারির কোনো উত্তরাধিকারী সম্পদ আছে।

* * * *

পরের বুধবার মিসেস উইসলি তাদের সবাইকে সকালে ঘুম থেকে তুলে দিলেন। প্রত্যেকে দ্রুত অর্ধ ডজন বেকন স্যান্ডউইচ দিয়ে নাস্তা সারল। কোট পরল। মিসেস উইসলি রান্নাঘরের চুল্লির ওপরের তাক থেকে একটা ফুলের টব নামালেন। ভেতরে দেখলেন। 'কমে গেছে আর্থার', দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস উইসলি। 'আজ আবার কিনতে হবে... আহ বেশ, সবাই তৈরি। প্রথমে মেহমান! তোমার পরে হ্যারি ডিয়ার!

তিনি ফুলের টবটা হ্যারির দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

হ্যারি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। সবাই ওকে দেখছে।

'আমি-মানে-আমাকে-কি-কি-করতে হবে?' তোতলাতে তোতলাতে বলল হ্যারি।

'ও কখনো ফ্লু পাউডার ব্যবহার করে যাতায়াত করেনি' বলল রন। 'দুঃখিত হ্যারি, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কখনোই না?' বললেন মিস্টার উইসলি। 'কিন্তু গত বছর ডায়াগন অ্যালি'তে স্কুলের জিনিসপত্র নিয়েছিলে কিভাবে?'

'আমি টিউবে করে গিয়েছিলাম–'

'সত্যি?' আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলেন মিস্টার উইসলি।

'ওখানে কি এসকেপেটার রয়েছে? ঠিক কিভাবে–' 'এখন নয় আর্থার;' বললেন মিসেস উইসলি। 'ফ্লু পাউডার দিয়ে অনেক বেশি দ্রুত যাওয়া যায় ডিয়ার, কিন্তু হায় আমার কপাল, তুমি যদি আগে কখনো ব্যবহার না করে থাকো!'

'ও ঠিক হয়ে যাবে মাম,' বলল ফ্রেড। 'হ্যারি, প্রথমে আমাদের দেখো।'

ফুলের টব থেকে এক চিমটি চকচকে পাউডার নিল সে, ফায়ারপ্লেসের আগুনের কাছে এগিয়ে গেলো এবং পাউডারটা আগুনের মধ্যে ছুড়ে ফেলল।

একটা গর্জন করে, আগুনটা পান্নার মতো সবুজ হয়ে গেলো এবং উঁচু হয়ে গেলো ফ্রেড-এর চেয়েও বেশি। সে সোজা আগুনের মধ্যে ঢুকে গেলো, চিৎকার করল 'ডায়াগন অ্যালি।' এবং অদৃশ্য হয়ে গেলো।

'তোমাকে খুব পরিষ্কারভাবে গন্তব্যের নামটা উচ্চারণ করতে হবে, ডিয়ার,' হ্যারির উদ্দেশে বললেন মিসেস উইসলি। জর্জ এবার এক টিপ পাউডার নিল।' এবং মনে রেখো তোমাকে সঠিক উনুনটাতে নামতে হবে—'

'সঠিক কি?' ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো হ্যারি। আগুন ততক্ষণে গর্জন করে জর্জকেও চোখের আড়ালে অদৃশ্য করে ফেলেছে।

'মানে তুমি তো জান অনেকগুলো জাদুআগুন রয়েছে যেগুলোর মধ্য থেকে তোমাকে সঠিকটা বাছাই করতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ তুমি পরিষ্কারভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করছ—'

'ওর কোনো অসুবিধা হবে না জনি, অস্থির হয়ো না,' ফ্লু পাউডার নিতে নিতে স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন মিস্টার উইসলি।

'কিন্তু ও যদি হারিয়ে যায় আমরা ওর আঙ্কল আন্টিকে কি বলে বোঝাবো?'

'ওরা কিছু মনে করবে না;' হ্যারি তাকে নিশ্চিত করলো।' 'আমি যদি চিমনির মধ্যে হারিয়ে যাই তবে ডাডলি ভাববে এটা একটা তুখোড় জোক, ও নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না।'

'বেশ... ঠিক আছে তবে... তুমি তাহলে আর্থারের পরে যাবে,' বললেন মিসেস উইসলি। 'আগুনে প্রবেশ করার পর, তোমাকে বলতে হবে তুমি কোথায় যাচ্ছো—'

'আর তোমার কনুই দু'টো গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে রাখবে,' রনের উপদেশ।

'আর চোখ একদম বন্ধ রাখবে,' বললেন মিসেস উইসলি। 'কালিঝুলি...'

'অস্থির হয়ে নড়াচড়া করবে না, বলল রন। ভুল ফায়ারপ্লেস দিয়ে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে—'

'কিন্তু ভয়ে ভীত হয়েও আবার আগে ভাগে বেরিয়ে গেলে কিন্তু..., ফ্রেড এবং জর্জকে না দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে—'

এতসব উপদেশ মনে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে এক টিপ ফ্লু পাউডার নিয়ে হ্যারি আগুনের কিনারায় দাঁড়াল। সে একটা গভীর শ্বাস নিল। পাউডার ছিটিয়ে দিল আগুনে। সামনে পা বাড়ালো। আগুনটাকে মনে হলো গরম বাতাস। মুখ খুলতেই এক দলা গরম ছাই ওর মুখের ভেতর প্রবেশ করল।

'ও-ডায়াগন অ্যালি', বলতে বলতে কেঁদে ফেলল হ্যারি। মনে হলো তাকে কে যেন বিশাল একটা নালীর মধ্যে টেনে নামাচ্ছে। তীব্র গতিতে পাক খাচ্ছে সে... কান ফাটানো গর্জন চোখ খোলা রাখার চেষ্টা করলো কিন্তু সবুজ অগ্নিশিখার ঘূর্ণি দেখে তার অসুস্থ বোধ হলো– কনুইয়ে কোনকিছু খুব জোরে লাগল, সে পাক খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে,... এখন মনে হচ্ছে যেন ঠাণ্ডা হাত তার মুখে চাপড় মারছে... জোড়া ট্যারা করে চশমার ভেতর দিয়ে সে দেখলো ফায়ারপ্লেসের ঝাপসা স্রোত এবং পেছনে অনেকগুলো রুম- পেটের ভেতর তার বেকন স্যান্ডউইচ মথিত হচ্ছে– আবার চোখ বন্ধ করে ভাবল থামার কথা- পরক্ষণেই সে ধড়াস করে পড়ে গেলো উপুড় হয়ে ঠাণ্ডা পাথরের ওপর এবং চশমার কাচ দু'টো ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো।

মাথা ঘুরছে, ক্ষতবিক্ষত হ্যারি। পুরো শরীর চিমনীর কালিতে লেপা। ভাঙা চশমা চোখে ধরে সতর্কতার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। একেবারেই একা। কিন্তু কোথায়? এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সে একটা পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেস-এ দাঁড়িয়ে, বড় সড় উইজার্ড শপ-এর মাঝখানে। দোকানটায় আলো জ্বলছে টিম টিম করে। কিন্তু এখানে এমন কিছু নেই যা কিনা ওর হোগার্টস স্কুলের কাজে লাগাতে পারে।

কাছেই কাঁচের কেস-এ রয়েছে কুশনের ওপর বিবর্ণ একটি হাত। রক্ত মাখানো এক প্যাকেট তাস। অপলকে তাকিয়ে থাকা কাঁচের একটি চোখ। দেয়াল থেকে ঝুলছে শয়তানের মতো সব মুখোশ, কাউন্টারে রয়েছে মানুষের বাছাই করা হাড়গোড় এবং সিলিং থেকে ঝুলছে মরচে পড়া তীক্ষ্ণ শলাযুক্ত যন্ত্রপাতি। সবচেয়ে খারাপ দিকটি হলো দোকানটার জানালার ধূলি ধূসরিত কাঁচের মধ্য দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হ্যারি যা দেখলো সেটা আর যাই হোক কিছুতেই ডায়াগন অ্যালি নয়।

এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরনো যায় ততই মঙ্গল। পতনের ফলে থেতলে যাওয়া নাকটা তখনো জ্বলছে, নীরবে দ্রুততার সঙ্গে হ্যারি দরজার দিকে এগোলো, কিন্তু দরজার অর্ধেক পথ যাওয়ার আগেই, কাঁচের ওপারে দু'জন লোককে দেখা গেলো– তাদের মধ্যে একজনকে দেখে সে চমকে উঠল। পথ হারিয়ে কালি লেপা আর ভাঙা চশমা পরা অবস্থায় যদি কারো সামনে পড়তে চায় তবে সে হবে সব শেষ ব্যক্তি : তার নাম ড্র্যাকো ম্যালফয়।

চারদিকে তাকিয়ে হ্যারি বাঁয়ে বড়সড় কালো একটা আলমারী দেখতে পেলো। চট করে ওটার ভেতরে ঢুকেই দরজা টেনে দিল একটু খানি ফাঁক

রেখে, যেন সে বাইরে দেখতে পায়। মুহূর্ত পরেই, দরজার বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে কেউ ঢুকলে বা বের হলে ঘণ্টা বাজে। হ্যারি তাকালো দরজার দিকে। ম্যালফয়, হ্যাঁ ম্যালফয় ঢুকল দোকানে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত পোহায়।

পেছনের লোকটি ওর বাবা না হয়েই যায় না। একই রকম ফ্যাকাসে চোখা চেহারা এবং অভিন্ন ঠাণ্ডা ধূসর চোখ। মিস্টার মালফয় দোকানের ভেতরটা ঘুরে ফিরে দেখছেন। নেড়ে- চেড়ে ঝোলানো জিনিসগুলো এদিক ওদিক দেখলো। দোকানী ভেতরে তাই মিস্টার ম্যালফয় কাউন্টারের বেলটা বাজালো, তারপর ঘুরে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছুই ধরবে না, ড্রাকো।'

ম্যালফয়, কাঁচের চোখটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে একটা গিফট কিনে দেবে।

'আমি বলেছি আমি তোমাকে একটা রেসিং ঝাড়ুলাঠি কিনে দেবো,' আঙুলগুলো কাউন্টারের ওপর বাজাতে বাজাতে বললেন তার বাবা।

'আমি যদি হাউজ টিমেই জায়গা না পাই, তবে ওটা আর কোন কাজে লাগবে?' গাল ফুলিয়ে বলল ম্যালফয়, ওর মেজাজ বেশ চড়ে গেছে। 'গত বছর হ্যারি পটার একটা নিম্বাস দুই হাজার পেয়েছে। ডাম্বলডোরের কাছ থেকে বিশেষ অনুমোদনে, যেন সে গ্রাইফিন্ডর-এর পক্ষে খেলতে পারে। সে অত ভালোও খেলে না যেহেতু সে বিখ্যাত... বিখ্যাত ওর কপালের ওই স্টুপিড দাগটার জন্যে...'

মাথার খুলি ভরা একটা তাকে ভাল করে দেখবার জন্যে ম্যালফয় ঝুকলেন।

'...সবাই ভাবে সে খুব স্মার্ট, চমৎকার পটার কপালের দাগ আর ঝাড়ু লাঠিটা নিয়ে...'

'কথাটা তুমি আমাকে ইতিমধ্যেই বহুবার বলেছে,' দৃষ্টিটা মিস্টার ম্যালফয়ের শাসনের। 'আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই-হ্যারি পটারকে পছন্দ না করাটা বিচক্ষণতার লক্ষণ নয়, বিশেষ করে আমাদের মতো যারা তাকে যখন হিরো গণ্য করে যে কিনা অন্ধকারের প্রভুকে অদৃশ্য হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।' তারপর কাউন্টারের দিকে আসা লোকটিকে দেখে বলল,

'আ মিস্টার বর্গিন।'

কাউন্টারের পেছনে যে লোকটি এসে দাঁড়ালো সে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটে। তেলালো চুলগুলো হাত দিয়ে সমান করছে সে।

'মিস্টার ম্যালফয়, আবার আপনাকে দেখে আনন্দিত হলাম,' বলল মিস্টার

বর্গিন তার তেলালো চুলের মতোই মসৃণ কণ্ঠস্বরে। 'সত্যিই আনন্দিত— এবং মাস্টার ম্যালফয়কে দেখেও— একেবারে মুগ্ধ। আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? আপনাকে দেখানো দরকার, আজই এসেছে, দামেও সস্তা—

'আমি আজ কিছু কিনছি না মিস্টার বর্গিন, আমি আজ বিক্রি করবো,' বললেন মিস্টার ম্যালফয়।

'বিক্রি করবেন?' মিস্টার বর্গিনের মুখ থেকে আলগা হাসিটা মুছে গেলো।

'তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, মন্ত্রণালয় আরও তল্লাশি চালাবে,' বললেন মিস্টার ম্যালফয়, পকেট থেকে পার্লামেন্টের একটা রোল বের করে মিস্টার বর্গিনের পড়ার জন্য মেলে ধরলেন।

'বাড়িতে আমার অল্প কিছু জিনিস রয়েছে, মন্ত্রণালয় তল্লাশি চালাতে এলে যেগুলোর জন্য আমি বিব্রতবোধ করতে পারি মানে যদি ওরা আসে...।' নাকের আগায় চশমাটা বসালেন মিস্টার বর্গিন। লম্বা তালিকাটা দেখলেন।

'মন্ত্রণালয় আপনাকে সমস্যায় ফেলার কথা ভাববেও না স্যার নিশ্চিতভাবেই?'

মিস্টার ম্যালফয়-এর ঠোঁট বাঁকানো।

'এখনও আমার ওখানে ওরা আসেনি। ম্যালফয় নামটাই এখনও যথেষ্ট সম্মানের। তারপরও বলা তো যায় না, মন্ত্রণালয় দিন দিন নাক গলানো স্বভাবের হয়ে যাচ্ছে। একটা নতুন মাগল রক্ষা আইনের কথা শোনা যাচ্ছে— সন্দেহ নেই সেই মাছি-কামড়ানো বোকাটা আর্থার উইসলি এর পেছনে রয়েছে—'

মিস্টার ম্যালফয়ের কথা শুনে হ্যারির ভেতরটা রাগে উত্তপ্ত হলো। '-এবং এই যে দেখো এর কয়েকটি বিষ দেখে এমন মনে হতে পারে যে...'

'বুঝতে পারছি, স্যার, নিশ্চয়ই,' বললেন মিস্টার বর্গিন।

'আচ্ছা আমি দেখছি—'

'আমি কি ওটা পেতে পারি?' ড্রাকো ওদের কথায় বাধা দিল। কুশনের ওপর অদৃশ্য হয়ে যায় এমন একটি হাত দেখিয়ে বলল ও।

'আহ, সেই গৌরবের হাত!' বলল মিস্টার বর্গিন, মিস্টার ম্যালফয়ের তালিকাটা ছেড়ে দ্রুত পায়ে ড্র্যাকো'র কাছে চলে গেলেন। 'একটা মোমবাতি ঢোকাও তাহলে যে ধরে আছে শুধু তাকেই ওটা আলো দেবে! চোর এবং লুটেরাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু! আপনার ছেলের পছন্দ আছে, স্যার—'

'আমি আশা করি আমার ছেলে চোর এবং লুটেরার চেয়ে বেশি মূল্য পাবে

মিস্টার বর্গিন', কঠিন শীতল স্বরে বললেন মিস্টার ম্যালফয়। তাড়াতাড়ি মিস্টার বর্গিন বললেন, 'অপরাধ নেবেন না, স্যার, আমি আপনার মনে আঘাত করতে চাইনি—'

'যদি ওর স্কুলের ফলাফল আর উন্নত না হয়', বললেন মিস্টার ম্যালফয়, কণ্ঠস্বর আরও শীতল, 'ও হয়তো তবে এটা ওরই উপযুক্ত হবে।'

'আমার দোষ কী!' প্রতিবাদ করল ড্রাকো। 'সব টিচারেরই প্রিয় ছাত্র থাকে, ওই হারমিওন গ্রেঞ্জারটা—

'আমি ভেবেছিলাম, একটা মেয়ে, যেকোন জাদুকর পরিবার থেকে আসেনি। তোমাকে প্রতিটি পরীক্ষা হারিয়ে দিচ্ছে এতে তুমি লজ্জিত হবে,' যেন চাবুক মারলেন মিস্টার ম্যালফয়।

'হ্যা!' দম আটকেও কোনো শব্দ না করে বলল হ্যারি, ও খুব খুশি ড্রাকোকে বিব্রত এবং রাগ হতে দেখে।

'সব জায়গাই এক রকম,' বললেন মিস্টার বর্গিন তার তেলালো স্বরে। 'যাদুকরদের রক্ত এখন সবখানে কম মূল্য পাচ্ছে—'

'আমার কাছে না,' বললেন মিস্টার ম্যালফয়, তার লম্বা নাক দু'টো স্ফুরিত হচ্ছে।

'না, স্যার, আমার কাছেও নয় স্যার,' মিস্টার বর্গিন কুর্নিশ করে বললেন।

'তাহলে, আমরা, আমার তালিকায় আবার ফিরে যেতে পারি।' বললেন মিস্টার ম্যালফয়। 'আমরা একটু তাড়া আছে, বর্গিন, আমাকে অন্যত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারতে হবে আজ।'

ওরা দু'জন দরকষাকষি শুরু করল। এদিকে ড্র্যাকো বিক্রির জন্য রাখা জিনিসগুলো দেখতে দেখতে হ্যারি যেখানে লুকিয়ে ছিল সেখানে সে এগুচ্ছে। ব্যাপারটা হ্যারি লক্ষ্য করছে আর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে। একটা ফাঁসির দড়ির কয়েল পরীক্ষা করার জন্য ও থামল। নির্বোধের মতো আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে ড্র্যাকো বর্ণালি পাথরের তৈরি চমৎকার নেকলেস থেকে উঁকি দেয়া কার্ডটা পড়ল : সাবধান : ধরবেন না। অভিশপ্ত এখন পর্যন্ত উনিশজন মাগল যারা এর মালিক ছিল, তাদের জীবন নিয়েছে।

ড্র্যাকো ঘুরে দাঁড়ালো, ঠিক ওর সামনেই আলমারীটা ও দেখতে পেলো। সামনের দিকে এগোলো... হাত বাড়ালো হ্যান্ডলটা ধরার জন্য। আলমারীর ভেতর হ্যারির দম বন্ধ হয়ে এলো। ঘেমে উঠেছে সে।

'হয়ে গেলো,' কাউন্টারে বললেন মিস্টার ম্যালফয়। 'এসো, ড্র্যাকো।'

ড্র্যাকো ঘুরে দাঁড়াতেই হ্যারি জামার হাতায় ঘাম মুছল।

'আচ্ছা চলি, শুভদিন, মিস্টার বর্গিন, কাল তোমাকে আমি বাসায় আশা করবো, জিনিসগুলো নিয়ে আসার জন্য।'

ওদের পেছনে দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার বর্গিনের চেহারা থেকে তোয়াজ করবার ভাবটা উবে গেলো।

'আপনাকেও শুভ দিন মিস্টার ম্যালফয়, এবং যা শুনছি তা যদি সত্যি হয়। আপনার বাড়িতে যা লুকানো রয়েছে তার অর্ধেকও আপনি আমার কাছে বিক্রি করেননি...'

বিড় বিড় করতে করতে পেছনের রুমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন মিস্টার বর্গিন।

হ্যারি মিনিটখানেক অপেক্ষা করল, বলা তো যায় না, আবার যদি ফিরে আসে, তারপর, যত নিঃশব্দে সম্ভব আলমারিটা থেকে সে বের হয়ে দোকানের বাইরে রাস্তায় চলে এলো।

ভাঙা চশমাটা মুখের ওপর চেপে ধরে ও চোখ মেলে চারদিকে তাকালো ঃ মনে হচ্ছে সে একটা পুরনো মলিন গলিতে উঠে এসেছে, চারদিকের সবগুলো দোকানেই কালা জাদুর জিনিসপত্র। এই দোকানগুলোর মধ্যে যেটা থেকে সে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে– বর্গিন অ্যান্ড বার্কস মনে হচ্ছে সবচেয়ে বড়। কিন্তু এর উল্টো দিকে জঘন্য একটা জানালায় দেখা যাচ্ছে সংকুচিত সব মাথার খুলি। এর দুই দোকান পরে বিরাট এক খাঁচাভর্তি দৈত্যাকার কালো মাকড়সা। একটা দরজায় আড়াল থেকে মলিন বেশের দুই জাদুকর ওকে লক্ষ্য করছে, নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। নার্ভাস হয়ে পড়ছে হ্যারি, দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। নিরাশার মধ্যেও আশা করছে সে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা পথ খুঁজে পাবে।

বিষাক্ত মোমবাতি বিক্রির একটা দোকানের ওপর ঝুলে থাকা বোর্ড থেকে জানতে পারল ও নকটার্ন অ্যালিতে রয়েছে। এতে অবশ্য ওর কোনো সাহায্য হলো না, কারণ বাপের জন্মেও হ্যারি এই জায়গার নাম শোনেনি। এখন ওর মনে হচ্ছে মুখে ছাই থাকায় ও উইসলিদের আগুনে প্রবেশ করে পরিষ্কার করে রাস্তার নামটা বলতে পারেনি। নিজকে স্থির রাখার চেষ্টা করল ও, ভাবছে কি করা যায়।

'তুমি কি পথ হারিয়েছ, ডিয়ার?' কানের কাছে কেউ যেন বলল, চমকে লাফিয়ে উঠল হ্যারি।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে একজন বয়স্ক ডাইনি, তার হাতে আঙুলের নখ ভর্তি

একটা ট্রে। ভয়ঙ্কর দেখতে, ঘোলাটে হলুদ দাঁত বের করে নোংরা একটা হাসি দিল ডাইনিটা। হ্যারি আৎকে উঠে পেছনে সরে গেল।

'আমি বেশ ভাল আছি, ধন্যবাদ', ও বলল। 'আমি শুধু-'

'হ্যারি! তুমি ওখানে কি করছ?'

পরিচিত গলার শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। ডাইনিটা কেঁপে উঠলো। ওর পায়ের ওপর এক গাদা নখ গড়িয়ে পড়ল। শাপান্ত করল ডাইনিটা। দৈত্যাকার হ্যাগ্রিড লম্বা পদক্ষেপে ওদের দিকে এগিয়ে এলো, ওর তীব্র কালো চোখ জোড়া লম্বা দাঁড়ির ওপর জ্বলছে।

'হ্যাগ্রিড।' হাঁফ ছেড়ে বাঁচল হ্যারি। 'আমি হারিয়ে... ফ্লু পাউডার...'

দ্রুত হ্যারির ঘাড় ধরে হ্যাগ্রিড ওকে ডাইনিটার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিল, একই সঙ্গে ওর হাত থেকে ট্রেটাও ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। আঁকাবাঁকা গলিটা ধরে চলে যাচ্ছে ওরা উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে, ডাইনিটার তীক্ষ্ণ চিৎকার ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করল। পরিচিত একটি বরফ সাদা মার্বল পাথরের বিল্ডিং দেখতে পেলো হ্যারি : গ্রিংগটস ব্যাংক। হ্যাগ্রিড ওকে সোজা ডায়াগন অ্যালিতে নিয়ে এসেছে।

'তুমি একটা হচপচ।' জোরে জোরে হ্যারির কাপড় থেকে কালি ঝুলি মুছতে মুছতে হ্যাগ্রিড কর্কশ স্বরে বলল। এমন জোরে হ্যারির জামার ময়লা ঝাড় ছিল যে ওকে প্রায় ওষুধের দোকানের সামনে রাখা ব্যারেল ভর্তি ড্রাগন গোবরের ওপর প্রায় ফেলেই দিয়েছিল হ্যাগ্রিড। কংকালপূর্ণ নকটার্ন অ্যালিতে ঘোরাফেরা করা, আমি জানি না– এমন ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায়, হ্যারি– আমি চাই না এখানে তোমাকে আর কখনো কেউ দেখুক-'

'আমি সেটা বুঝতে পেরেছি, বলতে বলতে হ্যারি মাথা নিচু করে কালি মোছার জন্য হ্যাগ্রিডের বাড়ানো হাতটা এড়িয়ে গেলো।' আমি আপনাকে বলেছি, আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম– কিন্তু সে যাই হোক আপনি ওখানে কি করছিলেন?

'আমি একটা মাংস– খেকো কীটনাশক খুঁজছিলাম,' গর্জন করল হ্যাগ্রিড। 'তুমি কি একাই এসেছ?'

'আমি এখন উইসলিদের সঙ্গে থাকি। কিন্তু আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি,' হ্যারি বলল। 'আমাকে যেতে হবে, ওদের খুঁজতে হবে...'

দু'জনে এক সাথে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

'কি ব্যাপার তুমি আমাকে একটা চিঠিও লিখলে না?' বলল হ্যাগ্রিড পাশে

জগিংরত হ্যারির দিকে তাকিয়ে। হ্যাগ্রিডের এক পা'র সঙ্গে হ্যারিকে তিন পা চলতে হচ্ছে। হ্যাগ্রিডের সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটতে হলে জগিং করা ছাড়া উপায় নেই। হ্যারি তাকে ডব্বি এবং ডার্সলিদের বিষয়ে বিস্তারিত বলল।

'ওই মাগলগুলো,' হ্যাগ্রিডের গর্জন। 'খালি যদি জানতাম—'

'হ্যারি! হ্যারি! এই যে এদিকে!'

উপরের দিকে তাকিয়ে হ্যারি দেখল হারমিওন গ্রেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে গ্রিংগটস-এর সাদা সিঁড়িগুলোর একেবারে ওপরেরটায়। দৌড়ে নেমে আসছে ওদের কাছে, ওর বুনো বাদামী চুল উড়ছে পেছন পেছন।

'তোমার চশমার কি হয়েছে? হ্যালো হ্যাগ্রিড— ওহ! তোমাদের দু'জনকে আবার দেখে কি যে ভাল লাগছে.. তুমি কি গ্রিংগটস-এ আসছ হ্যারি?'

'উইসলিদের খুঁজে পাওয়ার পর।'

'তোমাকে আর খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না,' দাঁত বের করে হাসল হ্যাগ্রিড।

হ্যারি আর হারমিওন চারদিকে তাকাল, রাস্তার ভিড় ঠেলে দৌড়ে আসছে রন, ফ্রেড, জর্জ, পার্সি এবং মিস্টার উইসলি।

'হ্যারি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন মিস্টার উইসলি। 'আমরা মনে করছিলাম তুমি হয়তো খুব বেশি দূরে চলে যাওনি...' রুমাল দিয়ে চকচকে টাকটা মুছলেন তিনি 'মলি তো তোমাকে না দেখতে পেয়ে পাগলের মতো করছে- ওই যে সে আসছে।'

'কোথায় বেরিয়েছিল?' জিজ্ঞাসা করল রন।

'নকটার্ন অ্যালি।' গম্ভীর মুখে বলল হ্যাগ্রিড।

'ব্রিলিয়ান্ট', এক সঙ্গে বলে উঠল ফ্রেড এবং জর্জ।

'আমাদেরকে কখনোই ওখানে যেতে দেয়া হয়নি,' ঈর্ষার স্বরে বলল রন।

'ঠিক কাজটাই হয়েছে,' হ্যাগ্রিডের গর্জন।

মিসেস উইসলিকে দেখা গেলো দৌড়ে আসছেন, তার হাত ব্যাগটা এক হাতে বিক্ষিপ্তভাবে দুলছে, অন্য হাতে কোনরকমে ঝুলে আছে জিনি।

'ওহ হ্যারি, ওহ ডিয়ার, তুমি যে কোনো জায়গায় হারিয়ে যেতে পারতে-'

দম নিয়ে ব্যাগ থেকে বড়-সড় একটা কাপড় ঝাড়ার ব্রাশ বের করলেন, হ্যাগ্রিড যে কালি-ধূলো হ্যারির কাপড় থেকে ঝাড়তে পারেনি সেগুলো ঝাড়তে শুরু করলেন। মিস্টার উইসলি হ্যারির চশমাটা নিলেন, নিজের যাদুর দণ্ডটি দিয়ে ছোট্ট একটা ছোঁয়া, ফিরিয়ে দিলেন হ্যারির কাছে, একেবারে নতুন চশমা

জোড়া।

'এখন যাওয়া যাক,' বললেন হ্যাগ্রিড। মিসেস উইসলি ওর হাত মর্দন করেন আচ্ছাসে 'নকটার্ন অ্যালি! যদি তুমি ওকে না পেতে হ্যাগ্রিড!'

'হোগার্টস-এ দেখা হবে।' বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন হ্যাগ্রিড। ওর মাথা এবং কাঁধ জনাকীর্ণ রাস্তার আর সকলের ওপরে।

'বলতে পারো বর্গিন অ্যান্ড বার্কস-এ কাকে দেখেছি?' গ্রিংগটস-এর সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে হ্যারি রন আর হারমিওনকে জিজ্ঞাসা করল। 'ম্যালফয় আর তার বাবাকে।'

'লুসিয়াস ম্যালফয় কি কিছু কিনেছে?' পেছন থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলেন মিস্টার উইসলি।

'না, বিক্রি করছিলেন।'

'গুড, তাহলে ঘাবড়েছে,' বললেন মিস্টার উইসলি নির্মম আত্মপ্রসাদে। 'ওহ যে কোন কিছুর বিনিময়েই হোক লুসিয়াস ম্যালফয়কে ধরতে পারলে আমি...'

'সাবধান আর্থার,' ধারালো কণ্ঠে বললে মিসেস উইসলি ব্যাংকে ঢুকতে ঢুকতে। 'ওই পরিবারটা সাংঘাতিক যতটা সামলাতে পারবে ততটাই করো।'

'তাহলে তুমি মনে করছে আমি লুসিয়াস ম্যালফয়-এর সমকক্ষ?' ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন মিস্টার উইসলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হল ঘরটার লম্বা কাউন্টার-এর কাছে হারমিওনের বাবা-মার দিকে তার চোখ পড়ল। ওরা দু'জন দাঁড়িয়েছিলেন, নার্ভাস, অপেক্ষা করছেন হারমিওন ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে।

'কিন্তু আপনারা তো মাগল।' আনন্দ কণ্ঠে বললেন মিস্টার উইসলি। 'চলুন ড্রিংকস হয়ে যাক! আপনার হাতে ওটা কি? ওহ, আপনি মাগলদের টাকা ভাঙিয়ে নিচ্ছেন। মলি দেখো!' উত্তেজিতভাবে তিনি মিস্টার গ্রেঞ্জারের হাতে ধরা দশ পাউন্ডের নোটটা দেখালেন।

'আবার এখানেই দেখা হবে।' রন বলল হারমিওন-এর উদ্দেশে। গ্রিংগটস-এর আরেকজন গবলিন এসে হ্যারি আর উইসলিদের ভূগর্ভস্থ ভল্ট-এ নিয়ে যাচ্ছিল তখন।

ব্যাংকের ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে মিনি ট্রেন লাইনের ওপর গবলিন চালিত ছোট ছোট গাড়িতে চড়ে নিচের ভল্টে যাওয়াটা খুবই উপভোগ করল হ্যারি, কিন্তু উইসলিদের ভল্ট খোলা হলে সে এমনই আতঙ্কিত হলো যা নকটার্ন অ্যালির চেয়েও অনেক বেশি। ভেতরে রুপার সিকল মাত্র কয়েকটি এবং মাত্র

একটি সোনার গ্যালিয়ন পড়ে রয়েছে। সবগুলো ব্যাগে ভরবার আগে মিসেস উইসলি একটু হতচকিত হলেন এবং দেখে নিলেন আরো পড়ে আছে কি না। ওদের কাজ শেষে ওরা যখন হ্যারির ভল্টের দিকে অগ্রসর হলো হ্যারির কাছে খুবই খারাপ লাগলো। যতটা সম্ভব তাদের থেকে আড়াল করে সে তার চামড়ার ব্যাগে মুঠোভর্তি মুদ্রা ভরে নিল।

ফিরে গেলো মার্বল সিঁড়িতে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো ওরা। পার্সি কাউকে উদ্দেশ্য না করে নতুন একটা লেপের কথা বলল। ফ্রেড আর জর্জের সাথে দেখা হয়ে গেলো ওদের হোগার্টস-এর বন্ধু লি জর্ডনের সঙ্গে। মিসেস উইসলি আর জিলি গেলো পুরনো পোশাকের দোকানে, মিস্টার উইসলি গ্রেঞ্জার পরিবারকে ড্রিংক-এর জন্য লিকি কলড্রনে নিয়ে যেতে চাইলেন।

জিনিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে মিসেস উইসলি বললেন, 'এক ঘণ্টার মধ্যে ফ্লারিশ অ্যান্ড ব্লটস-এ আমাদের আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের স্কুলের বই কেনার জন্য। এবং মনে থাকে যেন নকটার্ন অ্যালির দিকে এক পাও নয়।' অপসৃয়মান- যমজ দুই পুত্রকে উদ্দেশ্য করে শেষের কথাটা বললেন।

হ্যারি, রন এবং হারমিওন পাথর বাঁধানো আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল। হ্যারির পকেটের সোনা, রূপা আর পিতলের কয়েনগুলো খরচ হওয়ার জন্য ঝন মন করছে; তিনটা বড় স্ট্রবেরি এবং চিনেবাদাম মাখনের তৈরি আইসক্রিম কিনল সে। রাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্রচুর শব্দ করে তৃপ্তির সাথে খেলো ওরা। অনেকক্ষণ হাভাতের মতো কোয়ালিটি কিডিচ সাপ্লাইয়ের দোকানে ঝুলানো শাডলি ক্যালন পোশাকের পুরো সেটটার দিকে তাকিয়ে থাকল। হারমিওন এসে ওকে টেনে নিয়ে গেলো পাশের দোকানে কালি আর পার্চমেন্ট কেনার জন্য। ফ্রেড, জর্জের আর লি জর্ডানের সঙ্গে ওদের দেখা হলো গ্যাম্বল অ্যান্ড জেপস উইজার্ডিং জোক শপ-এ। ড. ফিলিপস্টার্স ফ্যাবুলাস ওয়েট-স্টার্ট, নো-হিট ফায়ার ওয়ার্কস' থেকে ওরা তিনজনে মিলে যেন জোকস মুখস্থ করছিল। আর ভাঙা জাদুকাঠি ব্রাসের নড়বড়ে দাঁড়িপাল্লা আর জাদুর ওষুধের দাগে ভরা পুরনো পোশাকের ছোট্ট একটা পুরনো জিনিসপত্রের দোকানে ওরা দেখতে পেলো পার্সিকে, গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে খুবই বিরক্তিকর বই 'প্রিফেক্টস যারা ক্ষমতা লাভ করতে পেরেছে।' বইয়ের পেছনের মলাট থেকে রন জোরে জোরে পড়ল, 'হোগার্টস-এর প্রিফেক্ট এবং তাদের পরবর্তী ক্যারিয়ার সম্পর্কে পর্যালোচনা। হু বেশ চমকপ্রদ লাগছে...'

'ভাগো এখান থেকে,' পার্সি চেচিয়ে উঠল। 'খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ওই পার্সিটা, ওর সব কিছুই প্লান করা... ও মিনিস্টার অফ ম্যাজিক হতে চায়...' যেতে যেতে হ্যারি আর হারমিওনকে বলল রন নিচু স্বরে।

ঘণ্টাখানেক পর ওরা ফ্লারিশ অ্যান্ড ব্লটস-এর ওই দিকে রওয়ানা হলো। শুধু ওরাই বইয়ের দোকানটার দিকে যাচ্ছিল না। কাছাকাছি পৌছে ওরা অবাক হয়ে দেখলো রীতিমতো একটা ভিড় দোকানের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করছে। কারণটা হলো দোকানের বাইরে বিরাট একটা ব্যানারের লেখা :

গিল্ডরয় লকহার্ট

তাঁর আত্মজীবনী কপিতে স্বাক্ষর দেবেন

ম্যাজিক্যাল সি

আজ দুপুর ১২ঃ৩০ থেকে বিকেল ৪ঃ৩০টা পর্যন্ত

'আমরা সত্যি সত্যিই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবো,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল হারমিওন। 'মানে ওই তো বুকলিস্টের প্রায় সবটা লিখেছেন।'

ভিড়ের প্রায় সবটাই মিসেস উইসলির বয়সী ডাইনি। দরজায় দাঁড়ালো এক লোক, চেহারাটা বলছে খুব হেনস্তা হয়েছে, বলছে, শান্তভাবে প্লিজ, লেডিজ.. ধাক্কা দেবেন না... ওই যে... বইগুলোর দিকে খেয়াল রাখবেন... এখন...'

হ্যারি, রন এবং হারমিওন ঠেলে ঠুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দোকানের একেবারে পেছন পর্যন্ত লম্বা একটা লাইন গেছে, ওখানে গিল্ডরয় নকহার্ট বই স্বাক্ষর করছিলেন। ওরা তিনজন একটা করে 'ব্রেক উইট অফ বানশি' নামের বই ছো মেরে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে লাইনে যেখানে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গ্রেঞ্জারের সঙ্গে অন্য উইসলিরা দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে চলে এলো।

'ওহ, তোমরাও চলে এসেছো, ভালই হলো', বললেন মিসেস উইসলি। মনে হচ্ছে তিনি আর শ্বাস নিতে পারছে না, চুল ঠিকঠাক করছেন বারে বারে। 'এক মিনিটের মধ্যেই আমরা ওঁকে দেখতে পাবো...'

ধীরে ধীরে গিল্ডরয় লকহার্ট ওদের নজরে এলো, টেবিলে বসে, চারদিকে তার নিজেরই ছবি। দর্শকদের দিকে চোখ পিট পিট করছে, উজ্জ্বল সাদা দাঁত বার বার দেখাচ্ছে। আসল লকহার্ট তার চোখের সঙ্গে মেলানো ফরগেট-মি-নট নীলের পোশাক পরে রয়েছেন, ঢেউ খেলানো চুলের ওপর তার জাদুকরের

চোখা হ্যাটটা বাঁকা করে বসানো।

বেটে খাটো অত্যন্ত বিরক্তিকর এক লোক তাঁর চারদিক নেচে নেচে ছবি তুলছে। ওর বিশাল কালো ক্যামেরাটা যতবার চোখ ধাঁধানো ফ্ল্যাশ করছে ততবারই বেগুনি রঙের ধোঁয়া বের হচ্ছে ওটা থেকে।

'সামনে থেকে সরো,' দাঁত খিচিয়ে রনকে বলল সে। পেছন দিকে সরে গেলো ছবিটা ভালো করে তুলবার জন্য। 'এটা ডেইলি প্রফেট-এর জন্য।'

'বড় একটা কম্মো,' বলল রন, ফটোগ্রাফার যেখানে ওর পা মাড়িয়েছে, সেখানে একটু মালিশ করে ও।

গিল্ডরয় লকহার্ট ওর মন্তব্যটা শুনতে পেলেন। চোখ তুলে তাকালেন। তিনি রনকে দেখলেন- এবং তারপর হ্যারিকে দেখলেন। তাকিয়ে আছেন তিনি। লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। নিশ্চিত স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'হ্যারি পটার না হয়েই যায় না?'

দর্শকদের ভিড়টা দুইভাগ হয়ে গেলো, উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করছে। লকহার্ট সামনের দিকে লাফ দিলেন, হ্যারির একটা বাহু ধরে ওকে একেবারে সামনে নিয়ে গেলেন। হাততালিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা। হ্যারির মুখ শরমে গরম হয়ে গেলো, লকহার্ট ওর হাত ঝাঁকাচ্ছেন ফটোগ্রাফারের জন্য পোজ দিতে দিতে। আর ফটোগ্রাফার পাগলের মতো শাটার টিপছে উইসলির ওপর বেগুনি ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে।

'বড়সড় একটা চমৎকার হাসি দাও হ্যারি, বললেন লকহার্ট, নিজের চকচকে দাঁতের মধ্য দিয়ে।' তুমি আর আমি এক সঙ্গে যে কোনো পত্রিকার সামনের পাতারই যোগ্য।'

শেষ পর্যন্ত যখন তিনি শক্ত করে ধরা হ্যারির হাত ছাড়লেন, ততক্ষণে তার আঙুলগুলি অসাড় হয়ে গেছে। ও পিছিয়ে উইসলিদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু লকহার্ট ওর কাঁধ জড়িয়ে ওঁর পাশে শক্ত করে ধরে থাকলেন।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান,' শান্ত হওয়ার জন্য হাত নেড়ে জোরে বললেন লকহার্ট।' এক অসাধারণ মুহূর্ত এখন! আমার একান্ত নিজের ছোট্ট একটা ঘোষণা দেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়!'

'যখন হ্যারি ফ্লারিশ অ্যান্ড ব্লটস-এ এসেছিল আজকে, সে শুধু আমার অটোগ্রাফ নিতেই এসেছিল- আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ওকে সেটা উপহার দেবো, বিনামূল্যে—' দর্শকরা আবার হাততালি দিয়ে উঠল। 'ওর কোনো ধারণাই নেই,' বলে চললেন লকহার্ট, হ্যারিকে একটু নাড়া দিলেন, ওর চশমাটা নাকের আগায় চলে এলো, 'যে খুব শিগগিরই সে শুধু আমার বই ম্যাজিকাল

সি-এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি পেতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, আমি অনেক আনন্দে এবং গৌরবের সাথে ঘোষণা করছি যে, এই সেপ্টেম্বর থেকেই আমি হোগার্টস স্কুল অফ উইচক্রাফট অ্যান্ড উইজার্ড্রি'র কালা জাদুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বিষয়ক শিক্ষকের পদটি গ্রহণ করতে যাচ্ছি!'

ক্রেতা-দর্শকদের ভিড়টা উল্লাসে ফেটে পড়ল, হাততালি দিল। হ্যারি দেখতে পেলো সে গিল্ডরয় লকহার্টের সবগুলো বইই প্রেজেন্ট হিসেবে পেয়ে গেছে। বইয়ের ভারে হ্যারির টালমাটাল অবস্থা। কোনরকমে পাদপ্রদীপ থেকে নিজেকে সরিয়ে, যে কোণায় জিনি তার নতুন বড় কড়াইটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে চলে এলো।

'তুমি এগুলো নাও,' বইগুলো গিনির কড়াইয়ের ভেতর রাখতে রাখতে অস্ফুট স্বরে বলল হ্যারি। 'আমি আমার জন্য কিনে নেবো—'

'বাজি ধরে বলতে পাড়ি তুমি ওটা পছন্দই করেছো পটার, করোনি?' যে বলল তাকে চিনতে মোটেও কষ্ট হলো না হ্যারির। বই রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ড্র্যাকো ম্যালফয়-এর মুখোমুখি হলো হ্যারি। মুখে বিদ্রূপ আর অবজ্ঞার হাসি ম্যালফয়-এর।

'বিখ্যাত হ্যারি পটার,' বলল ম্যালফয়। পত্রিকার প্রথম পাতার খবর না হয়ে একটা বইয়ের দোকানেও যেতে পারে না।'

'ওকে বিরক্ত করো না, ওতো এসব কিছুই চায়নি,' বলল জিনি। এই প্রথম সে হ্যারির সামনে কথা বলল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রয়েছে ম্যালফয়-এর দিকে।

'পটার, তুমি একটি গার্ল ফ্রেন্ড পেয়ে গেছ,' টেনে টেনে বলল ম্যালফয়। টকটকে লাল হয়ে গেলো জিনির মুখ। ওদিকে ঠেলে ঠুলে রন আর হারমিওন এদিকেই এগিয়ে আসছে। দু'জনের হাতেই লকহার্ট-এর বইয়ের পাহাড়।

'ওহ, তুমি,' বলল রন, ম্যালফয়ের দিকে তাকিয়ে, যেন ও জুতোর গোড়ালিতে অস্বস্তিকর কিছু। বাজি ধরে বলতে পারি, তুমি হ্যারিকে এখানে দেখে অবাক হয়েছো, না?'

'তোমাকে একটা দোকানে দেখে যতটা অবাক হয়েছি উইসলি, ততটা নয়,' পালটা জবাব দিল ম্যালফয়, 'আমার মনে হয় অতগুলো বইয়ের দাম দিতে গিয়ে তোমার মা-বাবাকে মাসখানেক না খেয়ে থাকতে হবে।'

জিনির মতো রনও লাল হয়ে গেলো। বড় কড়াইটায় বইগুলো ঝপ করে ফেলে, ম্যালফয়ের দিকে ছুটল, হ্যারি আর হারমিওন ওর জ্যাকেটের পেছন দিকটা ধরে ফেলল।

'রন!' ফ্রেড আর জর্জের সঙ্গে পড়ি মরি ছুটে আসতে আসতে মিস্টার উইসলি বললেন। 'কি করছো তুমি? এখানে এটা পাগলামি, চলো আমরা বাইরে যাই।'

'বেশ, বেশ, বেশ– আর্থার উইসলি।' বললেন মিস্টার লুশিয়াস ম্যালফয়। পুত্র ড্র্যাকোর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, হাসছেন একই রকম বিদ্রূপের হাসি। 'লুসিয়াস', বললেন মিস্টার উইসলি, ঠাণ্ডাভাবে একটু মাথাও নাড়লেন।

'মন্ত্রণালয়ের খুবই ব্যস্ততা যাচ্ছে শুনি', বললেন মিস্টার ম্যালফয়। 'অত রেইডে বেরোতে হচ্ছে যে... আশা করি ওরা তোমাকে ওভারটাইম দিচ্ছে।'

হাত বাড়িয়ে জিনির কলড্রন কড়াই থেকে চকচকে লকহার্ট বইগুলোর মাঝ থেকে 'আ বিগিনার্স গাইড টু ট্রান্সফিগিউরেশন'-এর একটি জীর্ণ কপি কপি হাতে তুলে নিলেন মিস্টার ম্যালফয়।

'অবধারিতভাবে না,' আবার বলল মিস্টার ম্যালফয়। 'ওরা যদি তোমাকে ভালো পয়সা না দেয় তবে উইজার্ড নামের কলঙ্ক হওয়ারই বা কি দরকার।'

মিস্টার উইসলি রন বা জিনির থেকে বেশি লাল হয়ে গেলেন।

'উইজার্ড-এর নাম কিসে কলঙ্কিত হয় সে সম্পর্কে আমাদের ভিন্ন ধারণা রয়েছে, ম্যালফয়;' বললেন তিনি।

'একেবারে জলবৎ তরলং' ওর অনুজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি মিস্টার অ্যান্ড গ্রেঞ্জার-এর ওপর দিয়ে ঘুরে এলো, ওরা ভীতভাবে সবটাই লক্ষ্য করছিলেন। 'তোমাদের যে সঙ্গ উইসলি... আমি মনে করেছিলাম তোমার পরিবার এতটা নিচে নামবে না...'

একটা ভোতা ধাতব শব্দ শোনা গেলো, জিনির কড়াইটা উড়ে গেলো। মিস্টার উইসলি ঝাপিয়ে পড়লেন মিস্টার ম্যালফয়ের ওপর, ওকে পেছন দিকে একটা বুকসেলফ-এর ওপর নিয়ে ফেললেন। ডজন ডজন মায়াবিদ্যার বই ওদের মাথায় সজোরে পড়ল। ফ্রেড আর জর্জের চিৎকার শোনা গেলো, 'ওকে ধরো, ওকে ধরো ড্যাড।' মিসেস উইসলি তীক্ষ্ণ চিৎকারে বলছেন, 'না, আর্থার না!' ভিড়টা পড়ি মরি করে পেছন দিকে সরে যাওয়ার সময় আরও বুকশেলফ ফেলে দিল; 'প্লিজ ভদ্র মহোদয়গণ প্লিজ!' চিৎকার করে উঠল দোকান সহকারী, এরপর বিরাট এক গর্জন শোনা গেলো, 'সরে যান, ভদ্র মহোদয়গণ সরে যান–'।

বইয়ের সমুদ্র পেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে হ্যাগ্রিড। মুহূর্তের মধ্যে তিনি মিস্টার উইসলি আর মিস্টার ম্যালফয়কে বিচ্ছিন্ন করলেন। মিস্টার উইসলির ঠোঁট কেটে গেছে আর এনসাইক্লোপেডিয়া অফ টোডস্টুলস পড়ায়

চোখে আঘাত পেয়েছেন মিস্টার ম্যালফয়। তার হাতে তখনও জিনির পুরানো ট্রান্সফিগিউরেশন বইটা। ওর হাতে ওঠা ঠেলে দিলেন তিনি, চোখে তখনও বিদ্বেষ।

বললেন, 'এই নাও মেয়ে– তোমার বই নাও– এটাই সবচেয়ে ভাল যা তোমার বাবা তোমাকে দিতে পারেন।' নিজেকে হ্যাগ্রিডের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে ড্র্যাকোকে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'ওকে পাত্তা না দেওয়াটাই উচিত ছিল আর্থার,' বললেন হ্যাগ্রিড। ওকে প্রায় মাটি থেকে উপরে তুলেন হ্যাগ্রিড। নিজের পোশাক ঠিকঠাক করছেন মিস্টার উইসলি। 'একেবারে ভেতর পর্যন্ত পঁচা, পুরো পরিবারটাই ও রকম, সবাই সেটা জানে। কোনো ম্যালফয়ই কথা বলার উপযুক্ত নয়। ওদের রক্তই দূষিত, এটাই হচ্ছে আসল কথা। চলুন এখন বাইরে যাওয়া যাক।' বলল হ্যাগ্রিড।

দোকান সহকারীকে মনে হলো ওদের বাইরে যাওয়াটা আটকাতে চাচ্ছে, কিন্তু উচ্চতায় ও হ্যাগ্রিডের কোমরেরও সমান নয়, মত বদলে নিবৃত্ত হলো সে। রাস্তায় বেরিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন ওরা। গ্রেঞ্জার পরিবার তখনও ভয়ে কাঁপছে। রাগে কাঁপছেন মিসেস উইসলি। 'ছেলেমেয়েদের সামনে চমৎকার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে প্রকাশ্যে ঝগড়া করে– কি ভাবলেন গিল্ডরয় লকহার্ট...'

'উনি খুশিই হয়েছেন,' বলল ফ্রেড। 'তুমি শোননি আমরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম উনি ডেইলি প্রফেটের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন ঝগড়াটা ওর রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে কিনা– বললেন এর সবটাই প্রচার।'

কিন্তু লিকি কলড্রন-এর ফায়ারসাইডের কাছে যখন পৌঁছল পুরো দলটি ততক্ষণে শান্ত হয়েছে। ওখান থেকে ফ্লু পাউডার ব্যবহার করে হ্যারি, উইসলিরা এবং তাদের পুরো শপিংটাই 'দ্য বারো'তে পৌঁছে যাবে। গ্রেঞ্জারদের বিদায় জানানো হলো, ওরা পাব থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে উলটো দিকে মাগল স্ট্রিটে যাবে। মিস্টার উইসলি ওদের জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন কিভাবে একটা বাস স্টপ কাজ করে, কিন্তু মিসেস উইসলির চেহারা দেখে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলেন।

হ্যারি ওর চশমা খুলে ফেলল চোখ থেকে, নিরাপদে পকেটে রাখল, ফ্লু পাউডার ব্যবহারের আগে। এটা কিছুতেই যাতায়াতে তার প্রিয় ব্যবস্থা নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

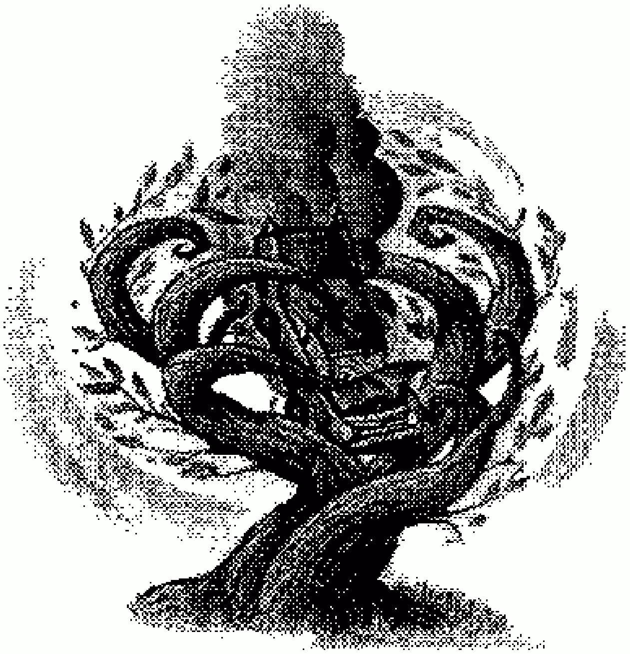

দ্য হোমপিং উইলো

গ্রীষ্মের ছুটিটা দ্রুতই শেষ হয়ে গেলো। এটাই হ্যারি চায়। হোগার্টস-এ ফিরে যাওয়ার জন্যে সে অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এটাও ঠিক যে দ্য বারোতে কাটানো এই এক মাসই ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। যখনই সে ডার্সলিদের কথা মনে করে আর এর পরে প্রিভেট ড্রাইভে ফিরে গেলে তার সম্বর্ধনার কথা ভাবে তখনই রনের প্রতি একটু হলেও ঈর্ষা বোধ করে।

শেষের সন্ধ্যায় মিসেস উইসলি আয়োজন করলেন ব্যয়বহুল এক ডিনারের, হ্যারির প্রিয় ডিশ সবগুলোই ছিল ওতে, আর শেষে ছিল মুখে জল আসা গুড়ের পুডিং। সন্ধ্যায় ফ্রেড আর জর্জ ফিলিবাস্টার আতশবাজি দেখালো, কিচেনে তাদের তৈরি লাল-নীল তারাগুলো অন্তত আধঘন্টা ধরে দেয়াল আর সিলিং জুড়ে নাচানাচি করল। সবশেষে এক মগ গরম চকলেট খেয়ে বিছানায় গেলো ওরা।

পরদিন সকালে রওয়ানা হতে হতেই অনেক দেরী হয়ে গেলো। সেই মোরগ-ডাকা ভোরে উঠল ওরা, তারপরও যেন গোছানোই শেষ হয় না। মিসেস উইসলির মেজাজ খারাপ, খুঁজছেন অতিরিক্ত জোড়া মোজা এবং বড় পালক। সবাই অতি ব্যস্ত সিঁড়িতে এ ও'র সাথে ধাক্কা খাচ্ছে, কারো কাপড় পরা হয়েছে অর্ধেক হাতে টোস্টের একটু টুকরো, জিনির ট্রাংক নিয়ে উঠোন পেরোবার সময় হঠাৎ মুরগীর বাচ্চা সামনে পড়ায় টপকাবার সময় মিস্টার উইসলি তো নিজের ঘাড়টাই মটকাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

হ্যারি ভাবতেই পারছে না কি করে আটজন মানুষ, ছয়টা বড় ট্রাংক, দু'টো প্যাঁচা আর একটা ইঁদুর ছোট্ট একটা ফোর্ড অ্যাংলিয়া'র মধ্যে আঁটবে। অবশ্য মিস্টার উইসলি যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য গাড়িতে যোগ করেছেন সেগুলো হিসাবে নিলে অন্য কথা।

'মলিকে একটি শব্দও বলা যাবে না,' ফিস ফিস করে বললেন তিনি, গাড়ির পেছনের ডালাটা তুললেন, হ্যারি দেখল জাদুবলে ওটা এত বড় হয়েছে যে ট্রাংকগুলো সহজেই ওতে ধরে গেছে।

সবাই গাড়িতে উঠল, মিসেস উইসলি পেছনের সিটের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, ওখানে হ্যারি, রন, ফ্রেড, জর্জ এবং পার্সি পাশাপাশি খুব আরামেই বসেছে, বললেন,'আমরা যতটা ভাবি মাগলরা এর চেয়ে বেশি জানে তাই না?' তিনি আর জিনি সামনের সিটে ওঠে বসলেন, ওটাও এতই লম্বা হয়ে গেছে যেন পার্কের বেঞ্চ একটা।'আমি বলতে চাচ্ছি বাইরে থেকে তুমি ভাবতেও পারো না যে এতে এত জায়গা রয়েছে, পারো?'

মিস্টার উইসলি গাড়ির ইঞ্জিন চালু করলেন, উঠোন থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়ে বের হলো গাড়ি, ঘাড় ঘুরিয়ে হ্যারি শেষবারের মতো বাড়িটা দেখে নিল। ফিরে এসে কখন যে আবার বাড়িটাকে দেখতে পাবে ভাববারও সময় পেলো না হ্যারি: জর্জ তার ফিলিবাস্টার আতশবাজির বাক্সটা ছেড়ে এসেছে, থামতে হলো। এর পাঁচ মিনিট পর আবার গাড়ি থামাতে হলো, এবার ব্রেকটা জোরেই কষতে হলো বলে পিছলে গেলো গাড়িটা, ফ্রেড দৌড়ে গিয়ে ওর ঝাড়ুলাঠিটা নিয়ে এলো। বড় সড়কে প্রায় যখন পৌঁছে গেছে ওরা তখন জিনির তীক্ষ্ণ চিৎকার ডায়রি ফেলে এসেছে ও। এরপরে এসে ও যখন গাড়িতে উঠল, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে ওদের এবং মেজাজ সবার চড়তে শুরু করেছে।

মিস্টার উইসলি একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন একবার স্ত্রীর দিকে।

'মলি, ডিয়ার—'

'না, আর্থার।'

'কেউ দেখতে পাবে না। এই ছোট্ট বোতামটা এখানে আমি লাগিয়েছি এটা

একটা অদৃশ্য বুস্টার— ওটা আমাদের শুন্যে তুলে দেবে— এরপর আমরা মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যাবো। দশ মিনিটে ওখানে পৌঁছে যাবো এবং কেউ এটা ভাবতেও পারবে না—'

'আর্থার না, প্রকাশ্যে দিনের বেলা না।'

পৌনে এগারোটায় ওরা কিংস ক্রসে পৌঁছল। মিস্টার উইসলি ছুটলেন ওদের ট্রাংকগুলোর জন্য ট্রলি আনতে বাকীরা সব দ্রুত স্টেশনে ঢুকল।

গতবছরও হ্যারি হোগার্টস এক্সপ্রেস-এ চড়েছে। ও জানে কৌশলটা। প্লাটফর্ম নম্বর পৌনে দশ-এ যেতে হবে এবং মাগলদের চোখে ওটা ধরা পড়ে না। প্লাটফর্ম নয় এবং দশ এর মাঝখানের পাকা দেয়ালের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। ব্যথা পাওয়া যায় না ঠিকই কিন্তু সাবধান হতে হবে যেন মাগলরা অদৃশ্য হতে না দেখে ফেলে।

'প্রথমে পার্সি, মাথার ওপরের ঘড়িটার দিকে নার্ভাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন মিসেস উইসলি। মাত্র পাঁচ মিনিট রয়েছে ওদের দেয়ালের মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হওয়ার।

পার্সি দ্রুত সামনে হেঁটে গিয়ে অদৃশ্য গয়ে গেলো। পরে গেলেন মিস্টার উইসলি, তাকে অনুসরণ করল ফ্রেড এবং জর্জ।

'আমি জিনিকে নিয়ে যাচ্ছি, আর তোমরা দু'জন ঠিক আমার পেছন পেছন এসো,' মিসেস উইসলি হ্যারি এবং রনকে বললেন। জিনির ডান হাত ধরে তিনি চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রন হ্যারিকে বলল,'আমাদের হাতে আর মাত্র এক মিনিট রয়েছে, চলো আমরা একসঙ্গে যাই।'

হ্যারি নিশ্চিত হয়ে নিল যে হেডউইগের খাঁচাটা ওর ট্রাংকের ওপর নিরাপদেই রয়েছে তারপর ট্রলিটাকে এগিয়ে নিয়ে দেয়ালের মুখোমুখি হওয়ার উপক্রম হলো। ও মোটামুটি আত্মবিশ্বাসী ছিল, এটা ফ্লু পাউডার ব্যবহারের মতো অস্বস্তিকর ছিল না। ওরা দু'জনেই ওদের ট্রলির হ্যান্ডেলের ওপর ঝুঁকে সোজা দেয়াল লক্ষ্য করেই এগিয়ে গেল, গতি বাড়িয়ে দিল। কয়েক ফিট দূরে থাকতে দৌড়াতে শুরু করল ওরা এবং—

ক্র্যাশ! বিকট শব্দ।

দু'টো ট্রলিই দেয়ালের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল এবং ফিরে এলো। প্রচণ্ড শব্দে রনের ট্রাংকটা গেল পড়ে, হ্যারি নিজেই পড়ে গেল মাটিতে, হেডউইগের খাঁচাটা উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে এবং অপমানে তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে সে গড়িয়ে গেল। বিস্ময়ে চারদিকের সব লোক ওদের দিকে তাকিয়ে রইল, ওদের কাছে দাঁড়ানো গার্ডটা চিৎকার করে উঠল,'দোজখের কসম! এই যে তোমরা

দু'জন কি করছ?'

ট্রলিটা হাত ফস্কে গিয়েছিল,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হ্যারি। উঠতে উঠতে পাঁজরের হাড় চেপে ধরল ব্যথায়। রন দৌড়ে গেলো হেডউইগকে তোলার জন্য, এরই মধ্যে যা সিন ক্রিয়েট করে ফেলছে ওটা, উপস্থিত লোকজন পশু-পাখির প্রতি নিষ্ঠুরতা নিয়ে এরই মধ্যে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

'আমরা যেতে পারছি না কেন?' চাপা স্বরে হ্যারি জিজ্ঞাসা করল রনকে।

'আমি জানি না–'

রন এদিক ওদিক তাকাল তখনও ডজন খানেক কৌতূহলী ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'আমরা ট্রেনটা মিস করছি,' রন ফিস ফিস করে বলল। 'বুঝতে পারছি না প্রবেশপথটা কেন নিজেকে বন্ধ করে দিয়েছে–'

বিশাল ঘড়িটার দিকে তাকাল হ্যারি, ওর পেটে যেন কে সুড়সুড়ি দিল। দশ সেকেন্ড..... নয় সেকেন্ড...

ও এবার ট্রলিটাকে সাবধানে একেবারে দেয়ালের মুখোমুখি নিয়ে দাঁড় করাল, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল। ধাতব দেয়ালটা অটল রইল।

তিন সেকেন্ড...দুই সেকেন্ড...এক সেকেন্ড...

'চলে গেছে,' বলল রন 'চলে গেছে,' বলল রন পাথরের স্বরে। 'ট্রেনটা চলে গেছে। মাম আর ড্যাড যদি আমাদের কাছে গেট দিয়ে ফিরে না আসতে পারে তাহলে কি হবে? তোমার কাছে কি কোনো মাগল টাকা রয়েছে?'

অর্থহীনভাবে হাসল হ্যারি। বলল, 'প্রায় ছয় বছর হয়ে গেলো ডার্সলিরা আমাকে কোনো পকেট খরচা দেয়নি।'

শীতল নীরব দেয়ালটার গায়ে কান ঠেকাল রন।

'কোনকিছুই শুনতে পাচ্ছি না,' চাঁপা উত্তেজনায় বলল ও। 'আমরা এখন কী করব? জানি না মাম আর ড্যাড-এর ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগবে।'

চারদিকে তাকাল ওরা। লোকজন তখনও ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, বিশেষ করে হেডউইগের বিরামহীন চিৎকারের জন্য।

'আমার মনে হয় আমদের গাড়ির কাছে গিয়েই অপেক্ষা করা উচিত,' বলল হ্যারি। 'এখানে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত হয়েছি-'

'হ্যারি!' বলল রন, ওর চোখ জোড়া চক চক করছে। 'গাড়িটা!'

'ওটার আবার কি হলো?'

'আমরা গাড়িটা উড়িয়ে হোগার্টস-এ যেতে পারি!'

'কিন্তু আমার মনে পড়ছে–'

'আমরা এখানে আঁটকে গেছি, ঠিক তো? এবং আমাদের স্কুলে যেতেই

হবে, তাই না? আর অপ্রাপ্তবয়স্ক উইজার্ডরাও জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করতে পারে, রেস্ট্রিকশন অফ থিঙ্গি... আইনের উনিশ ধারা বা ওরকমই একটা কিছু..'

হ্যারির ভয় হঠাৎ করেই যেন আগ্রহ আর উত্তেজনায় পরিণত হলো।

'তুমি ওটা ওড়াতে পারবে?'

'কোনো সমস্যা নেই,' বলল রন, ট্রলিটা ঘোরালো বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। 'এসো, চলো যাই, তাড়াতাড়ি করলে আমরা হোগার্টস এক্সপ্রেসকে অনুসরণ করতে পারব।'

কৌতূহলী মাগলদের ভীড় ঠেলে ওরা বেরিয়ে গেলো, স্টেশনের বাইরে, গলিটার ওখানে, একেবারে যেখানে পুরনো ফোর্ড অ্যাংলিয়াটা পার্ক করা রয়েছে।

হাতের জাদুদণ্ডটার কয়েকটা টোকায় রন গুহার মতো দেখতে ওটার পেছনের ডালাটা খুলল। ওদের ট্রাংকগুলো ওখানে রাখল, হেডউইগকে রাখল পেছনের সীটে, নিজেরা বসল সামনের সীটে।

'লক্ষ্য করো কেউ আমাদের খেয়াল করছে কি না,' বলল রন। জাদুদণ্ডের আরেক টোকায় গাড়ি স্টার্ট করল। জানালা দিয়ে মাথা বের করে হ্যারি দেখল সামনের বড় রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলছে কিন্তু ওদের গলিটা একেবারে খালি।

'ঠিক আছে,' বলল সে।

ড্যাশবোর্ডের একটা ছোট্ট রুপালি বোতামে চাপ দিল রন। ওদের গাড়ি আর ওরা অদৃশ্য হয়ে গেলো। হ্যারি অনুভব করছে ওর সীটটা কাঁপছে। ইঞ্জিনের শব্দও শুনতে পেলো। হাঁটুর ওপর নিজের হাত দু'টেকে অনুভব করতে পারল ও। নাকের ডগায় চশমাটাও রয়েছে বুঝতে পারল। কিন্তু যা দেখল তা হচ্ছে ও নিজে এক জোড়া চোখ হয়ে গেছে, ভাসছে মাটি থেকে কয়েক ফিট ওপরে পার্ক করা গাড়ি ভর্তি ছোট্ট একটা নোংরা রাস্তায়।

'চলো যাওয়া যাক,' ওর ডান দিক থেকে শোনা গেল রনের স্বর।

গাড়িটা উপরে উঠতেই নিচের মাটি আর দু'পাশের নোংরা বিল্ডিংগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো, মুহূর্তের মধ্যেই ওদের নিচে গোটা লন্ডন নগরী ধোঁয়াটে আর চিকমিক করছে।

তারপর একটা ফট শব্দ, আবার দৃশ্যমান হলো হ্যারি, রন এবং গাড়িটা।

'আহ, ওহ,' চিৎকার করে উঠল রন. অদৃশ্য হওয়ার বুস্টারটি থাপড় মেরে। 'এটা খারাপ-'

ওরা দু'জনেই ওটার উপর উপর্যুপরি ঘুষি মারল। গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। আবার দৃশ্যমান হলো।

'দাঁড়াও!' রন চিৎকার করল, অ্যাকসেলেটার দাবিয়ে ধরল, সোজা নীচু পেজার মতো মেঘের ভেতর প্রবেশ করল ওরা। সবকিছুই নিস্প্রভ আর কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেলো।

'এখন কী?' বলল হ্যারি, চারদিকের ঘনিয়ে আসা ঘন মেঘের দিকে তাকিয়ে।

'ট্রেনটাকে দেখতে হবে, তাহলে বোঝা যাবে কোনদিকে যেতে হবে,' বলল রন।

'আবার নিচে নামো-দ্রুত—'

মেঘের নিচে নামল ওরা', সীটের ওপর বাঁকা হয়ে চোখ কুঁচকে নিচে মাটিতে দেখার চেষ্টা করল-

'আমি ওটাকে দেখতে পাচ্ছি!' চিৎকার করে উঠল হ্যারি। 'একেবারে সোজা-ওইখানে!'

ওদের নিচে দৌড়চ্ছে হোগার্টস এক্সপ্রেস টকটকে লাল একটা সাপের মতো।

'উত্তর দিকে যাচ্ছে,' বলল রন, ড্যাশবোর্ডের কম্পাসটা দেখে নিয়ে। 'ঠিক আছে, আধ ঘন্টা পর পর ওটার গতিপথ চেক করলেই চলবে। দাঁড়াও—' ওরা আবার মেঘের উপরে উঠে গেল এবং চোখ ধাঁধানো রোদের বন্যায় গিয়ে পড়ল ওরা।

যেন এক ভিন্ন জগত। গাড়ির চাকা তুলোর মতো মেঘ কাটছে, উজ্জ্বল আকাশ সীমাহীন নীল চোখ ধাঁধানো সাদা সূর্যের নিচে।

'আমাদের এখন একটাই দুশ্চিন্তা, অ্যারোপ্লেন,' বলল রন।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল, হাসিতে ফেটে পড়ল; অনেকক্ষণ ওদের হাসি থামল না।

যেন ওরা একটা অবিশ্বাস্য স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। এটাই, ভাবল হ্যারি, হোগার্টস-এ যাওয়ার একমাত্র নিশ্চিত উপায়। তুষার সদৃশ মেঘের ঘূর্ণি পেরিয়ে, উষ্ণ উজ্জ্বল সূর্যালোকে আলোকিত গাড়িতে, হাতমোজা রাখার ঘোপে বড়সড় একটা টফির প্যাকেট। হোগার্টস দুর্গের সামনে ওদের দর্শনীয় অবতরণে ফ্রেড আর জর্জের ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টির সম্ভাবনার কথা কল্পনা করছিল হ্যারি।

আরো আরো উত্তরে উড়ে যেতে যেতে ওরা ট্রেনটাকে নিয়মিত চেক করল, যতবার মেঘের নিচে নেমেছে ততবারই একটা নতুন দৃশ্য দেখেছে। দ্রুতই লন্ডন ওদের চোখের আড়ালে চলে গেল, তার জায়গায় দেখা যেতে লাগল

পরিষ্কার সবুজ মাঠ, তারপর প্রশস্ত গোলাপি পতিত জমি, গ্রাম, খেলনার মতো ক্ষুদ্র চার্চ এবং এরপর একটি বড় নগরী বহুবর্ণের পিঁপড়ার মতো অসংখ্য গাড়ি।

কোনরকম অঘটন ছাড়াই কয়েক ঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর হ্যারিকে মনে মনে স্বীকার করতেই হলো, আনন্দের অনেকখানিই উবে গেছে। টফি খেতে খেতে ওদের যারপরনাই তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু পান করবার কিছুই নেই। সে আর রন গা থেকে ওদের জাম্পার খুলে ফেলেছে, কিন্তু হ্যারির টি-শার্ট সীটের পেছনে লেগে যাচ্ছিল আর চশমাটা বার বার পিছলে তার ঘামে ভেজা নাগের ডগায় চলে আসছিল। এখন আর মেঘের অপূর্ব আকৃতি দেখছে না সে, বরং নিচের ট্রেনটার কথাই ভাবছিল, যেখানে মোটসোটা ডাইনীরা ট্রলিতে করে বরফ-শীতল কদুর জুস বিক্রি করে। কি হয়েছিল? কেন ওরা প্লাটফরমে পৌনে দশ-এ ঢুকতে পারল না?

'আর খুব বেশি দূরে হবে না, কি বলো?' যেন যন্ত্রণায় কাতরে বলল রন, কয়েক ঘন্টা পর, সূর্য যখন মেঘের মধ্যে ডুবতে শুরু করেছে ঘন গোলাপী রঙ্গে রাঙিয়ে। 'ট্রেনটাকে আরেকবার চেক করবার জন্য প্রস্তুত?'

তখনও ওটা ওদের নিচেই রয়েছে, এঁকে-বেঁকে একটি তুষার আবৃত পাহাড় পেরোচ্ছে। মেঘের আচ্ছাদনের নিচে অনেক বেশি অন্ধকার।

একসেলেটারে পা দাবিয়ে রন আবার উপরে উঠে এলো, সঙ্গে সঙ্গে কঁকিয়ে উঠল ইঞ্জিন।

হ্যারি আর রন সন্ত্রস্ত দৃষ্টি বিনিময় করল।

'সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে গেছে,' বলল রন। 'এর আগে কখনো এতদূরে আসেনি গাড়িটা-'

গাড়ির আর্তনাদের শব্দ ক্রমেই বাড়ছে, ওরা না শোনার ভান করল। আকাশ ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে। একটা দু'টো করে তারা ফুটছে। হ্যারি ওর আবার জাম্পার গায়ে চড়ানো। গাড়ির উইন্ডস্ক্রীন ওয়াইপারগুলো ধীরে ধীরে দুর্বলভাবে নড়ছে, যেন প্রতিবাদ করছে। না দেখার ভান করল হ্যারি।

'আর খুব বেশি দূর নয়,' বলল রন, যতটা না হ্যারিকে তার চেয়েও বেশি গাড়িটাকে শোনাবার জন্যে। 'এখন আর দূরে নেই', ড্যাশবোর্ডে আস্তে করে চাপড় মারছে রন বিচলিতভাবে।

একটু পরে আবার যখন ওরা মেঘের নিচে নেমে এলো, অন্ধকারের মধ্যে চোখ কুঁচকে ওদেরকে পরিচিত চিহ্নগুলো খুঁজতে হলো।

'ওই যে! ওখানে!' হ্যারি চিৎকার করে উঠল, লাফিয়ে উঠল রন আর

হেডউইগ। 'সোজা নাক বরাবর!'

অন্ধকার দিগন্তের পটভূমিতে আবছা, লেকের ধারে খাড়া পাহাড়টার ওপরে দাঁড়িয়ে হোগার্টস ক্যাসল-এর টাওয়ারগুলো।

কিন্তু গাড়ি ততক্ষণে কাঁপতে শুরু করেছে, গতি কমছে।

'এই তো এসে পড়েছি,' বলল রন আদর করে, স্টিয়ারিংটাকে ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে,'প্রায় পৌঁছে গেছি , অমন করে না --'

ইঞ্জিনটা আর্তনাদ করে উঠল। বনেটের নিচ থেকে ধোঁয়ার সরু কুণ্ডলী বেরুচ্ছে সবেগে। লেকের দিকে উড়ে যাচ্ছে ওরা। হ্যারি খুব জোরে ওর সীটের ধার আঁকড়ে ধরল।

গাড়িটা বিচ্ছিরিভাবে এপাশ-ওপাশ নড়ে উঠল। জানালার বাইরে তাকিয়ে মাইলখানেক নিচে হ্যারি দেখতে পেল মসৃণ, কালো কাঁচের মতো স্বচ্ছ পানি। প্রাণপনে ঠেসে ধরার কারণে স্টিয়ারিং-এর উপর রনের আঙুলের নখ সাদা হয়ে গেছে। গাড়িটা আবার প্রবলভাবে এপাশ-ওপাশ ঝাঁকি খেলো।

'এই তো এসে গেছি,' বিড় বিড় করে বলল রন।

ওরা এখন লেকের উপর.. হোগার্টস ঠিক বরাবর সামনে... রন ওর পা দাবালো একসেলিটারে।

প্রচণ্ড জোরে একটা ধাতব শব্দ হোলো। ফুত ফুত শব্দ করে ইঞ্জিন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেলো।

'আহ ওহ,' নীরবতার মধ্যে বলল রন।

গাড়ির সামনের দিকটা নিচের দিকে খাড়া ডাইভ দিল। ওরা পড়ছে, গতি বাড়ছে, একেবারে হোগার্টস ক্যাসেলের কঠিন দেয়ালের দিকে।

'না আ আ আ আ!' চেঁচিয়ে উঠল রন, স্টিয়ারিং ঘোরালো; গাড়িটা বিরাট একটা বাক নেয়াতে মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য ওরা পাথরের দেয়ালটা এড়িয়ে যেতে পারল। অন্ধকার গ্রিনহাউজগুলোর উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে সব্জির মাঠগুলো পেরিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা কালো লনগুলোর ওপর। যত এগোচ্ছে তত নিচে নামছে ওরা।

স্টিয়ারিংটা পুরোপুরি হাত থেকে ছেড়ে দিল রন। পেছনের পকেট থেকে জাদুদণ্ডটা বের করল।

'থামো! থামো! চীৎকার করে উঠল সে, দণ্ড দিয়ে গাড়ির ড্যাশবোর্ড আর উইন্ডস্ক্রীনে টোকা দিতে দিতে। কিন্তু তখনও ওরা দ্রুত নিচে নামছে, মাটি যেন ওদের দিকে উড়ে আসছে...

'সাবধান ওই গাছটা খেয়াল রেখো!' এবার হ্যারি চিৎকার করে উঠল, লাফ

দিয়ে স্টিয়ারিংটা ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে-

ক্রাংক!

ধাতু আর কাঠের সংঘর্ষের কান ফাটানো শব্দের মধ্য দিয়ে তারা গাছের গুড়িটাতে গিয়ে সজোরে আঘাত করল, মাটিতে যখন পড়ল কেঁপে উঠল গাড়িটা। তোবড়ানো বনেটের নিচ থেকে প্রচুর বাষ্প বেরুচ্ছে; ভয়ে কাঁপছে হেডউইগ, উইন্ডস্ক্রীনের সঙ্গে যেখানে হ্যারির মাথার সংঘর্ষ হয়েছে সেখানে গল্ফ বলের সাইজের একটা আলু দপ দপ করছে, ডান দিকে শোনা গেল রনের নিচু স্বরের হতাশাকাতর যন্ত্রণার আওয়াজ।

'তুমি ঠিক আছো তো?' বিচলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

'আমার জাদুদণ্ড,' বলর রন, ওর স্বর কাঁপছে। 'আমার জাদুদণ্ডটা খোঁজ।'

ওটা ভেঙ্গে গেছে, প্রায় দুই ভাগ, কোনরকমে জোড়া লেগে আলগাভাবে ঝুলছে।

হ্যারি বলতে যাচ্ছিল ওটা নিশ্চয়ই স্কুলে ঠিক করা যাবে, কিন্তু বলতে পারল না। ঠিক সেই মুহূর্তে তার দিকে কে যেন আক্রমণ করল তেড়ে আসা ষাড়ের মতো। ছিটকে পড়ল সে রনের দিকে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একই শক্তিতে গাড়ির ছাদেও হামলা হলো।

'কি হচ্ছে-?

ঘন ঘন শ্বাস টানছে রন। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করছে। আর হ্যারি যেন সময়মতোই মাথা ঘুরিয়েছিল পাইথনের মতো গাছের ডালটাকে উইন্ডস্ক্রীন চুরমার করতে দেখার জন্যে। যে গাছটাকে ওরা গাড়ি দিয়ে মেরেছে ওই গাছটাই ওদের আক্রমণ করেছে। ওটার গুড়িটা বাঁকা হয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে, ওটার গাঁটযুক্ত শাখাগুলো গাড়ির যেখানে যেখানে নাগাল পাচ্ছে সেখানেই উপর্যপুরি ঘুষি মারছে।

'আ আ র ঘ!' বলল রন, ওর দিকের দরজাটা দাবিয়ে দিল আরেকটি বাঁকানো শাখা; আঙুলের গাঁটের মতো গাছের ছোট ছোট ডাল ঘুষি মারছে ক্রমাগত আর উইন্ডস্ক্রীনটা কাঁপছে, লোহার মুগুরের মতো মোটা আর একটি শাখা পিটছে গাড়ির ছাদটাকে, ওটা দেবে যাচ্ছে-

'বাঁচতে হলে দৌড়াও!' নিজের দিকের দরজায় ঝাপিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠল রন, পর মুহূর্তেই আক্রোশে আরেকটি বৃক্ষ শাখা মারল এক আপারকাট উড়ে গিয়ে হ্যারির কোলের উপর আছড়ে পড়ল ও!

'আমাদের কাজ সারা!' গুঙিয়ে উঠল ও, গাড়ির ছাদটা নিচে ঝুলে পড়েছে, কিন্তু হঠাৎ গাড়ির মেঝেটা কাঁপতে শুরু করল-ইঞ্জিনও আবার স্টার্ট হয়ে গেলো।

'পেছন দিকে!' চেঁচিয়ে উঠল হ্যারি, গাড়িটা তীরের মতো পেছনে ছুটল। গাছটা তখনও ওদের আঘাত করবার চেষ্টা করছে; ওরা শুনতে পেলো ওটার শেকড় মড়মড় করে মাটি থেকে যেন উপড়ে আসছে, গাছটা ওদের ধরার জন্য ধেয়ে আসতে আসতে ওরা নাগালের বাইরে চলে গেলো ।

'প্রায়,' হাঁপাচ্ছে রন,'গিয়েছিলাম আর কি! সাবাশ, বাছা গাড়ি।'

ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌছে গেছে গাড়িটা। দু'বার ঘটাং ঘটাং করে দরজাগুলো খুলে গেলে হ্যারির মনে হলো ওর সীটটা একদিকে কাত হয়ে গেছে। এরপর সে যা মনে করতে পারল সেটা হচ্ছে সে ভেজা মাটিতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। জোরে জোরে ভোতা আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল গাড়িটা ওদের বাক্স পেটরা পেছন থেকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলছে। বাতাসে উড়তে উড়তে হেডউইগের খাঁচাটা খুলে গেলো; ক্ষিপ্ত পাখিটা বিকট একটা চিৎকার দিয়ে একেবারে সোজা উড়ে চলে গেলো হোগার্টস ক্যাসল-এর দিকে, একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। তারপর তোবড়ানো, খামচানো গাড়িটা বাষ্প ছাড়তে ছাড়তে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো পেছনের বাতিগুলো জ্বল জ্বল করছে রাগে ।

'ফিরে এসো!' চিৎকার করে ডাকল রন ওর ভাঙ্গা জাদু দণ্ডটা দিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল। 'ড্যাড মেরে ফেলবে আমাকে।'

কিন্তু গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। চোখের আড়াল হওয়ার আগে অবশ্য একজস্ট পাইপে শেষ বারের মতো একবার ফোঁস করে গেলো।

'ভাগ্য আর কাকে বলে?' বলল রন, নিচু হয়ে ওর ইঁদুর স্ক্যাবারসকে তুলে নিল। 'এত গাছ থাকতে কি না আমরা ওই গাছটাকেই মারলাম যেটা পাল্টা মারতে আসে।'

কাঁধের ওপর দিয়ে গাছটার দিকে তাকাল ও, ওটা তখনও মারার জন্য ভীতিকরভাবে তড়পাচ্ছে।

'চলে এসো,' বলর হ্যারি ক্লান্তভাবে, 'এর চেয়ে আমাদের স্কুলে চলে যাওয়াই উচিত ...'

ওরা মনে মনে যে ছবি এঁকে রেখেছিল সে রকম বিজয়ীর আগমন তাদের হচ্ছে না। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ও ক্ষত-বিক্ষত শরীরে ট্রাংকের প্রান্ত টেনে ঢাল বেয়ে হোগার্টস-এর বিশাল ওক কাঠের সম্মুখ দরজার দিকে অগ্রসর হলো।

'আমার মনে হচ্ছে এরই মধ্যে ফিস্ট শুরু হয়ে গেছে,' বলতে বলতে রন সামনের সিঁড়িতে ওর ট্রাংকটা ফেলে নীরবে এগিয়ে গেলো উজ্জ্বল আলোজ্বলা একটি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখার জন্য। 'এই হ্যারি, দেখবে এসো - সর্টিং হচ্ছে!'

দ্রুত এগিয়ে হ্যারি রনের সঙ্গে উঁকি মারল গ্রেট হলটার ভেতরে।

চারটে লম্বা ঠাসা টেবিলের উপর বাতাসে অসংখ্য জ্বলন্ত মোমবাতি ঝুলছে, সোনালি প্লেট আর পানপাত্রগুলো জ্বলজ্বল করছে। মাথার উপর জাদু করা সিলিংটায় সব সময়ই আয়নার মতো আকাশ দেখা যায়, এখন ওখানে তারা জ্বল জ্বল করছে।

হোগার্টস-এর সরু হ্যাট-এর ভীড়ের মধ্য দিয়ে ওরা দেখতে পেলো দীর্ঘ একটা ভীত-সন্ত্রস্ত প্রথম বর্ষ লাইন। ওর মধ্যে জিনিও রয়েছে, সহজেই চোখে পড়ছে ওর বিশেষ উইসলি চুলের জন্য। ইতোমধ্যে, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, চশমা পরা এক ডাইনী চুল টানা করে বাধা পেছনে, নবাগতদের সামনে একটা টুলের ওপর হোগার্টস-এর বিখ্যাত সর্টিং হ্যাটটা রাখছেন।

প্রতি বছর এই পুরনো তালি দেয়া, ক্ষয়ে যাওয়া এবং ময়লা হ্যাটটাই নবাগত ছাত্রদের জন্য চারটি হোগার্টস হাউজে (গ্রিফিন্ডর, হাফলপাফ, র‍্যাভেনক্ল এবং স্লিদারিন) ওদের স্থান নির্ধারণ করে থাকে। হ্যারির খুব মনে পড়ছে, এক বছর আগে ও নিজেও ওটা পড়েছিল মাথায়, ভয়ে জড়সড় হয়ে অপেক্ষা করছিল, ওর কানে কানে জোরে হ্যাটটা ওর সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। কয়েক ভয়াবহ মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হয়েছিল হ্যাটটা বোধহয় ওকে স্লিদারিন হলে পাঠাচ্ছে, যে হাউজ অন্য যে কোনো হাউজের চেয়ে বেশি সংখ্যায় কালোজাদুর জাদুকর এবং ডাইনী তৈরি করেছে– কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যে জুটেছিল রন, হারমিওন এবং অন্যান্য উইসলিদের সঙ্গে গ্রিফিন্ডর হাউজ। গত টার্মে স্লিদারিন হাউজকে গত সাত বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো হারিয়ে গ্রিফিন্ডর হাউজের চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করতে সে আর রন অবদান রেখেছে।

একটি খুব ছোট, ইঁদুর-চুলো ছেলেকে ডাকা হলো মাথায় হ্যাট পড়বার জন্যে। হ্যারির চোখ ওকে পেরিয়ে চলে গেলো যেখানে প্রধান শিক্ষক, প্রফেসর ডাম্বলডোর, স্টাফ টেবিলে বসে সর্টিং দেখছিলেন, ওঁর দীর্ঘ রূপালি শ্মশ্রু আর অর্ধ চন্দ্র চশমা মোমের আলোয় চকচক করছে। কয়েক সীট পর হ্যারি দেখতে পেলো গিল্ডরয় লকহার্টকে, অ্যাকোয়ামেরিন রঙের পোষাক পড়েছেন। সব শেষে বসে আছেন হ্যাগ্রিড, বিশাল এবং লম্বা চুল, গভীর চুমুক দিয়ে পান করছেন।

'দাঁড়াও...' বিড় বিড় করে হ্যারি বলল রনকে। 'স্টাফ টেবিলে একটি চেয়ার খালি রয়েছে...স্নেইপ কোথায়?'

প্রফেসর সেভেরাস স্নেইপ হচ্ছে হ্যারির সবচেয়ে কম পছন্দের শিক্ষক। হ্যারিও অবশ্য প্রফেসর স্নেইপ-এর সবচেয়ে কম পছন্দের ছাত্র। নিষ্ঠুর,

ব্যঙ্গাত্মক এবং সবার অপছন্দের, শুধু তার নিজের হাউজ স্লিথেরিনের ছাত্র ছাড়া, স্নেইপ পড়ান পোশন অর্থাৎ বিষ জাতীয় জাদুবিদ্যার উপাচার সম্পর্কে ।

'সম্ভবত তিনি অসুস্থ!' বলল রন।

'হয়তো তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন' বলল হ্যারি। 'কারণ কালোজাদুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার চাকরিটা আবার তিনি উপভোগ করতে পারেননি।'

'অথবা তাকে হয়তো চাকরি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে', উৎসাহের সঙ্গে বলল রন। 'মানে সবাইতো তাকে ঘৃণা করে–'

'অথবা হয়তো,' ঠিক ওদের পেছন থেকে বলল একটি শীতল কণ্ঠস্বর, 'তোমরা দু'জন কেন স্কুলের ট্রেনে আসোনি' এটা শোনার জন্য তিনি হয়তো অপেক্ষা করছেন।

চট করে ঘুরে দাঁড়াল হ্যারি। ওই যে, তার কালো পোষাক ঠাণ্ডা বাতাসে এলোমেলো, দাঁড়িয়ে আছেন সেভেরাস স্নেইপ। চিকন মানুষ, গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে, বাঁকা নাক এবং কাঁধ পর্যন্ত লম্বা তেলতেলা চুল। এই মুহূর্তে এমনভাবে হাসছেন যে তার হাসিটাই হ্যারিকে বলছে ও আর রন অনেক গভীর সমস্যায় পড়েছে।

'আমার পেছন পেছন আসো,' বললেন স্নেইপ।

পরস্পরের দিকে তাকাবার পর্যন্ত সাহস নেই ওদের, হ্যারি আর রন স্নেইপকে অনুসরণ করে সিঁড়ি দিয়ে মশালের আলোয় আলোকিত বিশাল এন্ট্রান্স হলটায় প্রবেশ করল। গ্রেট হল থেকে সুস্বাদু চমৎকার খাবারের গন্ধ আসছে, কিন্তু স্নেইপ আলো আর উষ্ণতা থেকে সরিয়ে ওদেরকে সরু পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কক্ষে নিয়ে গেলো।

'ভেতরে', নিচের ঠাণ্ডা পথের দিকে দরজাটা অর্ধেক খুলে আঙুল তুলে বললেন তিনি।

ওরা স্নেইপ-এর অফিসে ঢুকল, ভয়ে কাঁপছে। আবছা দেয়ালগুলোতে শেলফ ভর্তি কাঁচের জার, ওগুলোর ভেতর ভাসছে এমন সব ঘৃণ্য জিনিস যেগুলোর নাম এই মুহূর্তে হ্যারি জানতেও চায় না। ঘর উষ্ণ রাখার ফায়ারপ্লেসটা অন্ধকার এবং শূন্য। স্নেইপ দরজাটা বন্ধ করে ওদের মুখোমুখি হলেন।

'তাহলে', নরম সুরে বললেন তিনি,'বিখ্যাত হ্যারি পটার এবং তার বিশ্বস্ত অনুচর উইসলি'র জন্য ট্রেনটা যথেষ্ট ভাল ছিল না। দর্শনীয়ভাবে আসতে চেয়েছিলে তাই কি?

'না, স্যার, মানে কিংস ক্রসের রেলওয়ে স্টেশনের দেয়ালটা, ওটা-'

'চুপ!' ঠাণ্ডা গলায় বললেন স্নেইপ। 'গাড়িটার কি করেছ তোমরা?'

রন ঢোক গিলল। স্নেইপ মানুষের মন পড়তে পারেন, এই ধারণাটা হ্যারির এই প্রথম হলো না। কিন্তু মুহূর্ত পর স্নেইপ যখন আজকের ইভিনিং প্রফেট'টা মেলে ধরলেন, তখন হ্যারির কাছে সব কিছুই পরিষ্কার হলো।

'তোমাদেরকে দেখেছে,' হেড লাইনটা ওদের দেখিয়ে হিসহিসিয়ে বললেন স্নেইপ : **উড়ন্ত ফোর্ড অ্যাংলিয়া মাগলদেরকে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছে।**

জোরে জোরে পড়তে লাগলেন তিনি :

"লন্ডনের দু'জন মাগল নিশ্চিত করেছেন যে, ওরা দেখেছেন পোস্ট অফিস টাওয়ারের উপর দিয়ে ওরা একটি পুরনো গাড়িকে উড়তে দেখেছেন...দুপুরে নরফক-এ, মিসেস হেটি বেলিস, যখন বাইরে তার ধোয়া কাপড় নাড়ছিলেন...পিবলস-এর মিস্টার অ্যাঙ্গাস ফ্লিট পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছেন...ছয় থেকে সাতজন মাগল সব মিলিয়ে।

আমার বিশ্বাস তোমার বাবা মাগল দ্রব্য অপব্যবহার সংক্রান্ত অফিসে কাজ করেন? রনের দিকে তাকিয়ে আরো নোংরাভাবে হেসে বললেন তিনি। 'আহা আহা... তার নিজের ছেলে...'

হ্যারির মনে হলো পাগল গাছগুলোর একটি সজোরে তার পেটে আঘাত করল। যদি কেউ জানতে পারে মিস্টার উইসলি গাড়িটাকে জাদু করেছে...সে এই সম্ভাবনার কথা একবারও ভাবেনি...

'পার্কে তল্লাশি করবার সময় দেখেছি একটি অত্যন্ত মূল্যবান হোমপিং উইলো গাছের প্রচুর ক্ষতি করা হয়েছে,' বলে চলেছেন স্নেইপ।

'ওই গাড়িটা আমাদের অনেক বেশি ক্ষতি করেছে আমরা—' রনের মুখ ফস্কে বের হয়ে গেলো।

'চুপ করো!' আবার ধমক দিল স্নেইপ। 'আফসোসের ব্যাপার হলো তোমরা আমার হাউজে নেই, তোমাদের বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি এখন ওদের ধরে নিয়ে আসছি যাদের এই আনন্দের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তোমরা এখানেই অপেক্ষা করবে।'

মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো হ্যারি আর রনের, দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারির ক্ষিধে গায়েব হয়ে গেছে। খুব অসুস্থ বোধ করছে সে। স্নেইপ যেখানে বসেন তার পেছনে একটা শেলফে সবুজ তরলের মধ্যে বিরাট একটি সরু জিনিস ঝোলানো রয়েছে। হ্যারি চেষ্টা করছে যেন ওটার উপর চোখ না পড়ে। স্নেইপ যদি গ্রিফিন্ডর হাউজের প্রধান প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে আনতে গিয়ে থাকেন, তবে তাদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল কিছু হওয়া মুশকিল। তিনি হয়তো স্নেইপ-এর চেয়ে ভাল, কিন্তু তিনি সাংঘাতিক রকমের কড়া।

দশ মিনিট পর স্নেইপ ফিরে এলেন এবং নিশ্চিতভাবেই প্রফেসর

ম্যাকগোনাগল রয়েছেন তার সঙ্গে। হ্যারি এর আগেও প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে রাগতে দেখেছে, কিন্তু হয় সে মনে করতে পারছে না রেগে গেলে প্রফেসরের মুখ এত সরু হতে পারে অথবা সে এর আগে তাকে এমন রাগ হতে দেখেনি। ঘরে ঢোকা মাত্র তিনি তার জাদুদণ্ড তুললেন। হ্যারি আর রন দু'জনই ভয়ে কুচকে গেল। কিন্তু তিনি ওটা শুধু শূন্য ফায়ারপ্লেসটার দিকে নিশানা করলেন, হঠাৎ করেই ওটায় আগুন জ্বলে উঠল।

'বসো,' বললেন তিনি। দু'জনেই আগুনের পাশে চেয়ারে বসল।

'ব্যাখ্যা করো,' তিনি বললেন, অশুভ লক্ষণের মতো তার চশমা জোড়া চকচক করছে।

রন বলতে শুরু করল, স্টেশনে দেয়ালটা যে তাদের ভেতরে যেতে দেয়নি সেখান থেকে শুরু করল।

'...সে কারণেই আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না প্রফেসর, আমরা ট্রেনে উঠতে পারিনি।"

'পেঁচাকে দিয়ে আমাদের কাছে চিঠি পাঠালে না কেন? আমার বিশ্বাস তোমার একটা পেঁচা রয়েছে' বললেন তিনি হ্যারিকে উদ্দেশ্য করে ঠাণ্ডা স্বরে।

হ্যারি ঢোক গিলল। এখন যে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, মনে হচ্ছে সেটাই করা উচিত ছিল।

'আমি-আমি ভাবিনি-'

'সেটা,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ,'বোঝাই যাচ্ছে।'

দরজায় টোকা পড়ল এবং প্রফেসর স্নেইপ, যাকে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এই মুহূর্তে বেশি খুশি দেখাচ্ছিল, দরজাটা খুললেন। দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রধান শিক্ষক প্রফেসর ডাম্বলডোর।

হ্যারির শরীর যেন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলল। ডাম্বলডোরকে অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর দেখাচ্ছে। ডাম্বলডোর তার লম্বা বাঁকা নাক বরাবর তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। হ্যারির ইচ্ছে হলো এখনও যদি সে আর রন উইলো গাছটার মার খেতো তাহলেই বরং ভাল ছিল।

দীর্ঘ একটা নীরবতা। তারপর ডাম্বলডোর বললেন,'প্লিজ, ব্যাখ্যা করো, তোমরা এমন করলে কেন?'

ভাল হতো তিনি যদি চিৎকার করতেন, বকতেন। কিন্তু তার স্বরে হতাশার সুরটা হ্যারিকে বেশি কষ্ট দিল। কোনো কারণে সে প্রফেসর ডাম্বলডোরের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না, নিজের হাঁটুর দিকে তাকিয়ে কথা বলছে সে। সে ডাম্বলডোরকে সবই বলল, শুধু মিস্টার উইসলি যে গাড়িটার মালিক সে কথাটা বাদ দিয়ে। যে চিত্রটা সে দিল তাতে মনে হতে পারে যেন আর রন

স্টেশনের বাইরে একটা উড়ন্ত গাড়ি পার্ক করা অবস্থায় পেয়ে গিয়েছিল। সে জানত ডাম্বলডোর ওটা ঠিকই ধরতে পারবেন, কিন্তু তিনি গাড়ির ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করলেন না। হ্যারি তার বক্তব্য শেষ করার পর তিনি শুধু তার চশমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইলেন।

'যাই আমাদের জিনিসগুলো নিয়ে আসি,' হতাশার সুরে বলল রন।

'কি বলছ তুমি, উইসলি?' ধমকে উঠলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

'আপনারা তো আমাদের বহিস্কার করছেন, করছেন না?' জিজ্ঞাসা করল রন।

হ্যারি দ্রুত প্রফেসর ডাম্বলডোরের দিকে তাকাল।

'আজকে নয়, মাস্টার উইসলি,' বললেন ডাম্বলডোর। 'কিন্তু তোমাদের দু'জনই, আজকে তোমরা যা করেছ তার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে চাই। তোমাদের গার্ডিয়ানদের আজ রাতে চিঠি লেখা হবে। তোমাদেরও আমি সাবধান করে দিচ্ছি এরপর যদি এ ধরনের কিছু তোমরা করো, তোমাদের বহিস্কার করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকবে না।'

সেভেরাসের মনে হলো যেন ক্রিস্টমাস উৎসব বাতিল করা হয়েছে। একটু কেশে তিনি বললেন,'প্রফেসর ডাম্বলডোর, এই ছেলে দু'টো অপ্রাপ্তবয়স্কদের জাদুপ্রয়োগের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আইন ভঙ্গ করেছে, একটি প্রাচীন এবং মূল্যবান গাছের ব্যাপক ক্ষতি করেছে...এই ধরনে আচরণ নিশ্চয়ই আ...'

'এই ছেলেগুলির শাস্তির ব্যাপারে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল স্থির করবেন, সেভেরাস,' শান্তভাবে বললেন প্রফেসর ডাম্বলডোর। 'ওরা তার হাউজের ছাত্র, এবং সে কারণে তার দায়িত্ব।' তিনি প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের দিকে ফিরলেন। 'আমাকে ভোজসভায় ফিরতে হচ্ছে মিনারভা, কয়েকটা নোটিস জারি করতে হবে। আসুন সেভেরাস, সু-স্বাদু এবং দেখতে চমৎকার একটি কাস্টার্ড চাটনি রয়েছে ওটা চেখে দেখতে হবে।'

বিষের দৃষ্টিতে হ্যারি আর রনের দিকে তাকালেন স্নেইপ, তারপর নিজের অফিস থেকে বের হয়ে গেলেন। ওরা এখন প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের মুখোমুখি। তখনও তিনি চেয়ে আছেন ওদের দিকে দৃষ্টিটা ক্ষিপ্ত ঈগলের।

'তোমার রক্তক্ষরণ হচ্ছে, উইসলি, হাসপাতাল উইং-এ যাওয়াই ভাল।'

'খুব বেশি না,' বলল রন দ্রুত চোখের ওপরে কাটাটা জামার হাত দিয়ে মুছতে মুছতে। 'প্রফেসর, আমি বরং আমার বোনের হল বাছাইটা দেখতে চেয়েছিলাম-'

'হল বাছাই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। 'তোমার বোনও গ্রিফিন্ডরেই।'

'ওহ, খুব ভাল হলো।' রন বলল।

'আর গ্রিফিন্ডরের কথা বলতে গেলে-' তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন প্রফেসর কিন্তু হ্যারি মাঝখানে বাধা দিল,'প্রফেসর, আমরা যখন গাড়িটা নিয়েছিলাম তখন স্কুলের টার্ম তখনও শুরু হয়নি, তাহলে এর জন্যে গ্রিফিন্ডরের পয়েন্ট কাটা উচিত হবে না, কাটা উচিত?' শেষ করে সে আগ্রহভরে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর দিকে তাকাল।

প্রফেসর তার দিকে একটি অন্তর্ভেদি দৃষ্টি দিলেন, কিন্তু হ্যারি নিশ্চিত যে তিনি প্রায় হাসলেন। তবে ওর মুখটা আর আগের মতো সরু নেই।

'গ্রিফিন্ডর থেকে কোনো পয়েন্ট নিতে আমি দেব না,' বললেন প্রফেসর, হ্যারির বুকটা একটু হালকা হলো। 'তবে তোমাদের দু'জনকেই আটক থাকার শাস্তি পেতে হবে।'

হ্যারি যত ভয় পেয়েছিল ততখানি হয়নি। ডার্সলিদের কাছে ডাম্বলডোর চিঠি লিখলেই বাকি, কিছুই হবে না। হ্যারি ভাল করেই জানে ওরা বরং যারপরনাই হতাশ হবে এই ভেবে যে কেনুইলো গাছটা ওকে পিটিয়ে কেন তক্তা বানায়নি।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আবার তা জাদুদন্ডটা তুললেন ওটাকে স্নেইপ-এর ডেস্কের দিকে তাক করলেন। বিরাট এক প্লেট স্যান্ডউইচ, দুটো রূপালি পানপাত্র আর এক জগ ভর্তি বরফ মেশানো কদুর রস এসে গেলো টেবিলে।

'তোমরা এখানেই খাবে, তারপর সোজা হোস্টেলে যাবে, আমাকেও ভোজসভায় ফিরতে হবে।'

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর পেছনে দরজাটা বন্ধ হতেই রন নিচু স্বরে একটা দীর্ঘ শিষ বাজালো।

একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে ও বলল, 'আমি মনে করেছিলাম আমাদের এখানেই শেষ হয়ে গেলো।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' বলল হ্যারিও একটি স্যান্ডউইচ উঠিয়ে নিতে নিতে।

'আমাদের মন্দ ভাগ্যকে কি বিশ্বাস কর?' মুখ ভর্তি চিকেন আর হ্যাম এর মধ্যে দিয়ে বলল রন। 'ফ্রেড আর জর্জ কমপক্ষে ছয় সাত বার গাড়িটা চালিয়েছে কিন্তু কোনো মাগল ওদের দেখতে পায়নি।' মুখের খাবারটা পেটে চালান করে দিয়ে আর এক কামড় মুখে পুরল সে। 'আমরা কেন স্টেশনের বাধা পেরোতে পারলাম না?'

কাঁধ ঝাকাল হ্যারি। 'এখন থেকে আমাদেরকে দেখেশুনে সাবধানে চলতে হবে,' বলল ও কদুর জুসের একটা চুমুক নিয়ে। 'যদি আমরা ভোজে যেতে

পারতাম...'

'তিনি চাননি যে আমরা জাহির করি,' রন বলল দার্শনিকের মতো। 'চাননি যে লোকে ভাবুক উড়ন্ত গাড়িতে করে আসাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ।'

পেটপুরে স্যান্ডউইচ খেয়ে (প্লেটটা খালি হলে নিজে নিজেই আবার পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল) ওরা অফিস ত্যাগ করল, পরিচিত পথ ধরে গ্রিফিন্ডর হাউজের দিকে এগিয়ে গেলো। পুরো মহলটাই চুপচাপ; মনে যেন ভোজ শেষ হয়ে গেছে। ওরা বিড়বিড় করা ছবি, ক্যাচম্যাচ করা ধাতব বর্মের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল। পাথরের সিঁড়ির সরু ধাপ বেয়ে উঠল। এক সময় গ্রিফিন্ডর হাউজের গোপন পথটা যেখানে গোলাপী সিল্কের পোষাক পরিহিত স্থুল মহিলার অয়েল পেইন্টিং-এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে সেখানে পৌছল।

'পাসওয়ার্ড," বলল স্থুল মহিলা, ওরা ওখানে পৌছতেই।

'ইয়ে মানে—' বলল হ্যারি।

ওরা নতুন বছরের পাসওয়ার্ড জানে না। কোনো গ্রিফিন্ডর প্রিফেক্ট এর সঙ্গে ওদের তখনও দেখা হয়নি ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যও হাজির হলো। ওরা দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পেলো ওদের পেছনে। ঘুরে দেখল ওদের দিকে দৌড়ে আসছে হারমিওন।

'এই যে তোমরা! কোথায় ছিলে? অবিশ্বাস্য সব গুজব— একজন বলল উড়ন্ত একটি গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করার জন্যে তোমাদেরকে স্কুল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।'

'আমাদেরকে স্কুল থেকে বহিস্কার করা হয়নি,' হ্যারি ওকে নিশ্চিত করল।

'তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাচ্ছ না যে তোমরা এখানে উড়ে এসেছ?' জিজ্ঞাসা করল হারমিওন, একেবারে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর মতো সিরিয়াস।

'বক্তৃতা বাদ দাও এখন আমাদের নতুন পাসওয়ার্ডটা বলো দেখি,' বলল রন অধৈর্য্য হয়ে।

'ওয়টলবার্ড,' হারমিওনও বলল অধৈর্য্য হয়ে, 'কিন্তু সেটা কোনো কথা নয়—'

ওরা কথাটা কেটে গেল। স্থুল মহিলার অয়েল পেইন্টিংটা সড়াৎ করে সরে গেলো এবং হাততালির একটা ঝড় ওদের কানে এলো। মনে হচ্ছে যেন পুরো গ্রিফিন্ডর হাউজটাই এখনও জেগে আছে, বৃত্তাকার কমন রুমে, ভারসাম্যহীন টেবিলে, গাদাগাদি করে আরাম কেদারায়, অপেক্ষা করছে ওদের আগমনের জন্যে। পেইন্টিং-এর গর্তটার মধ্য দিয়ে হাত বের হয়ে হ্যারি আর রনকে ভেতরে টেনে নিল। হারমিওনকে অবশ্য ওদের পেছনে নিজে নিজেই হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলো।

'ব্রিলিয়ান্ট,' চিৎকার করে উঠল লি জর্ডান। 'দারুণ ব্যাপার! কি একটা আসা! উওমপিং উইলোর একেবারে ওপরে গাড়ি চালিয়ে অবতরণ, মানুষ বহু দিন এ ঘটনা আলোচনা করবে!'

'তোমার ভালো হোক,' বলল পঞ্চম বর্ষের একজন, যার সঙ্গে হ্যারি কোনদিন কথাই বলেনি। কেউ একজন ওর পিঠ চাপড়ে দিল যেন সে এই মুহূর্তে ম্যারাথন জয় করে এসেছে। ফ্রেড আর জর্জ ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে এসে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, তোমরা আমাদের ফোন করনি কেন?' লাল টকটকে হয়ে গেলো রনের চেহারা, বিব্রত। কিন্তু হ্যারি দেখতে পারছ একজনকে যে মোটেই খুশি নয়। পার্সিকে দেখা যাচ্ছে উত্তেজিত কয়েকজন প্রথম বর্ষীয়র মাথার ওপর দিয়ে, ওদের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে, এখন বলবে ওদের রুমে যেতে। হ্যারি রনের পাঁজরে গুতো মারল, পার্সিকে দেখিয়ে মাথা নাড়ল। ইশারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল রন।

'আমরা ক্লান্ত উপরে যেতে হবে-রুমে,' বলল ও, দুজনে রুমের অপর দিকে দারজাটার দিকে অগ্রসর হলো ভিড় ঠেলে। দরজার বাইরে ঘোরানো সিঁড়ি রয়েছে রুমে যাওয়ার জন্য।

'শুভ রাত্রি,' হ্যারি হারমিওনের উদ্দেশে বলর, পার্সির মতো ওর চোখেও ক্রুদ্ধ চাহনি।

কোনরকমে ওরা কমনরুমের আরেক প্রান্তে যেতে পারল। যেত যেতে পিঠে উৎসাহের চাপড়ও পড়েছে। সিঁড়ির ধাপটাও পেয়ে গেলো। দ্রুত উপরে উঠল ওরা, একেবারে উপরে, অবশেষে পৌঁছল ওদের সেই পুরনো রুমে, এখন ওটার দরজায় 'দ্বিতীয় বর্ষ' । সেই পরিচিত বৃত্তাকার রুমটায় ঢুকল ওরা, পাঁচটি চার স্ট্যান্ড-ওয়ালা খাটে মখমল ঝোলানো, উঁচু সরু জনালা। তাদের ট্রাংকগুলো আগেই নিয়ে আসা হয়েছে এবং বিছানার কিনারায়ই রাখা।

হ্যারির দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল রন, অপরাধীর হাসি।

'আমি জানি ওসব বা অন্য কিছু আমার এনজয় করা অনুচিত হয়েছে, কিন্তু'

রুমের দরজাটা সজোরে খুলে গেলো এবং ঢুকল আরো তিনজন গ্রিফিন্ডর ছাত্র সিমাস ফিনিগান, ডিন থমাস এবং নেভিল লংবটম।

'অবিশ্বাস্য' খুশিতে জ্বল জ্বল করছে সিমাস।

'শান্ত হও,' সিমাসের উত্তেজনা দেখে বলল ডিন।

'বিস্ময়কর,' বলল নেভিল অভিভূত হয়ে।

হ্যারিও আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না। দাঁত বের করে হাসল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

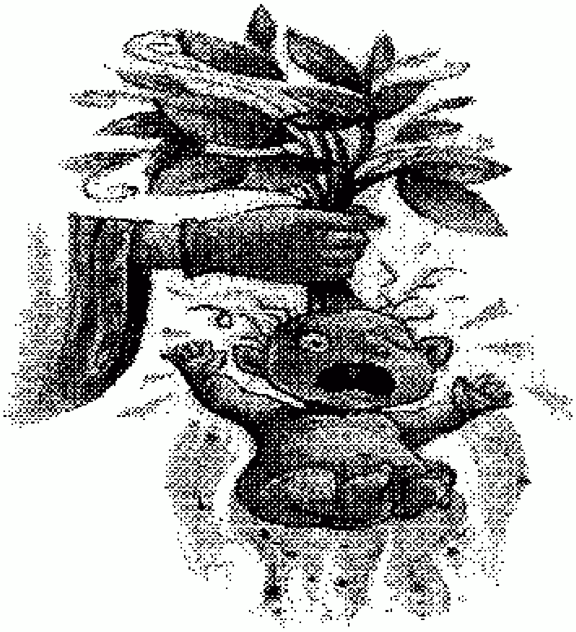

গিল্ডরয় লকহার্ট

পরদিন অবশ্য হ্যারি একবারও হাসে নাই। গ্রেট হলে নাস্তার সময় থেকেই কেমন যেন সব গোলমাল পাকাতে শুরু করে। জাদু-করা সিলিংটার (আজ, অবশ্য অনুজ্জ্বল, মেঘ ধূসর) নিচে পাতা চারটে লম্বা হাউজ টেবিল সাজানো, ওতে রয়েছে পরিজ ভর্তি ভাণ্ড, নোনা শুটকির প্লেট, টোস্টের পাহাড় এবং ডিম আর বেকন। হ্যারি আর রন যেয়ে বসল গ্রিফিন্ডর টেবিলে হারমিওনের পাশে, ওর ভয়েজেস উইথ ভ্যাম্পায়ার বইটি খোলা অবস্থায় একটা দুধের জগের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা। ও যেমন শুকনো গম্ভীর গলায় ওদের 'মর্ণিং' বলেছে, তাতে মনে হয় ও এখনো ওদের ওইভাবে গাড়িতে উড়ে আসাটা মেনে নিতে পারছে না। অন্যদিকে নেভিল লংবটম ওদের বেশ আনন্দের সঙ্গেই শুভেচ্ছা জানালো। নেভিল হলো গোলমুখো দুর্ঘটনা প্রবণ এবং হ্যারির দেখা সবচেয়ে কম স্মরণ-শক্তির ছেলে।

নেভিল বলল, 'যে কোন মুহূর্তে ডাক চলে আসবে— মনে হয় যে কয়েকটা

জিনিস ভুলে বাড়িতে ফেলে এসেছি সেগুলো দাদী পাঠিয়ে দেবে।'

সবেমাত্র হ্যারি তার পরিজটা মুখে দিয়েছে ঠিক সেই সময় মাথার ওপরে দ্রুত কিছু ওড়ার শব্দ শোনা গেল এবং প্রায় একশ'র মতো পেঁচা সাঁ করে উড়ে এলো এবং ঘরটা চক্কর দিতে দিতে নিচের খোশগল্পরতদের মাঝে চিঠি আর প্যাকেট ফেলতে শুরু করল। একটা বড়সড় প্যাকেট নেভিলের মাথায় পড়ে বাউন্স করল, এক মুহূর্ত পরেই বড় এবং ধূসর একটা কিছু পড়ল হারমিওনের জগের মধ্যে, ওদের গায়ে দুধ আর পাখা ছড়িয়ে সারা।

'এরল!' বলল রন, পা ধরে নোংরা হয়ে যাওয়া পেঁচাটাকে টেনে তুলল ও। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল এরল টেবিলের ওপর। ওর পা আকাশের দিকে, ঠোঁটে একটা ভেজা লাল খাম।

'ওহ না—' দম বন্ধ হয়ে এলো রনের।

'সব ঠিক আছে, ও এখনো বেঁচে আছে,' আঙুলের মাথা দিয়ে আস্তে করে এরলকে খোঁচা দিয়ে বলল হারমিওন।

'ওই কথা না— ওটার কথা বলছি।'

রনের আঙুল তাক করে দেখাল লাল খামটার দিকে। হ্যারির কাছে ওটা আর দশটা সাধারণ খামের মতোই লাগছে কিন্তু রন আর নেভিল এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে যেন এক্ষুণি ওটা বিস্ফোরিত হবে বা এমন সাংঘাতিক কিছু।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

'আমাকে— আমাকে একটা হাউলার পাঠিয়েছে মা,' অস্ফুটস্বরে বলল রন।

'তোমার ওটা খোলাই ভাল,' বলল ফিস ফিস করে ভীত নেভিল। 'তুমি যদি না খোল তবে আরো খারাপ হবে। আমার দাদু একবার আমাকে পাঠিয়েছিলেন, আমি ওটা পাত্তা দিইনি আর তারপর—' ঢোক গিলল নেভিল, 'ভয়াবহ।'

ওদের ভীত চেহারা থেকে লাল খামটার দিকে চোখ ফেরাল হ্যারি।

'হাউলারটা কি?' জানতে চাইল ও।

কিন্তু রনের সমস্ত মনোযোগ চিঠিটার ওপর, ওটার এক কোণ থেকে এরই মধ্যে ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে।

'খোল ওটা,' নেভিলের আর্জি। 'কয়েক মিনিটেই ব্যাপারটা চুকে বুকে যাবে...'

কাঁপা হাত বাড়িয়ে রন এরলের ঠোঁট থেকে আস্তে করে খামটা বের করল, এরপর ভয়ে ভয়ে খুলল। নেভিল কানে আঙুল দিল। মুহূর্ত পরই, হ্যারি জানতে পারল কেন। প্রথমে সে ভাবল একটা বিস্ফোরণ হয়েছে; একটা বিকট গর্জন পুরো হল ঘরটা কাঁপিয়ে দিল, সিলিং থেকে ধুলা পর্যন্ত পড়ল।

'... গাড়ি চুরি করা, ওরা যদি তোমাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করত আমি অন্তত অবাক হতাম না, দাঁড়াও তোমাকে পেয়েনি, যখন দেখা গেল গাড়িটা নেই তখন তোমার বাবা আর আমার যে কি অবস্থা হয়েছিল নিশ্চয়ই সেটা একবারও ভাবোনি ... '

মিসেস উইসলির চিৎকার স্বাভাবিকের চেয়ে এক'শ গুণ বেশি জোরে হচ্ছে, টেবিলের ওপর প্লেট আর চামচ কাঁপছে, দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। হলের মধ্যে সবাই চেয়ার ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করছে হাউলারটা পেয়েছে কে। আর রন চেয়ারের ভেতর এতটাই সেঁধিয়ে গেলো যে শুধু ওর কপালের টকটকে লাল চুলই শুধু দেখতে পাওয়া গেল।

'... গতরাতে ডাম্বলডোরের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি, মনে হচ্ছিল লজ্জায় তোমার বাবা মারাই যাবেন, এ রকম ব্যবহার পাওয়ার আশায় নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বড় করিনি, তুমি আর হ্যারি দু'জনেই মারাও যেতেও পারতে ...'

হ্যারি ভাবছিল কখন যে তার নামটা আসে, শেষ পর্যন্ত এলো। সে ভান করল যেন কানের পর্দা ফাটানো শব্দাবলী ও শুনতেই পাচ্ছে না।

' ... একেবারেই বিরক্তিকর, অফিসে তোমার বাবাকে ইনকোয়ারির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, পুরোটাই তোমার দোষ, এরপর যদি কখনও বেলাইনে এক পাও দাও তবে নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনব।'

স্তব্ধতা নেমে এলো হল ঘরে। রনের হাত থেকে পড়ে লাল খামটায় আগুন ধরে গেলো, দেখতে দেখতে ওটা ছাই হয়ে গেলো। পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল হ্যারি আর রন যেন এইমাত্র ওদের ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড সমুদ্র-জোয়ারের ঢেউ ধাক্কা দিয়ে ওদের বিধ্বস্ত করে গেছে। দু'একজন হাসল এবং ক্রমশ আবার শুরু হলো বকবকানি।

হারমিওন ভয়েজেস উইথ ভ্যামপায়ার বন্ধ করে রনের দিকে অবজ্ঞাভরে তাকাল।

'বেশ, আমি ঠিক জানি না তুমি ঠিক কি আশা করেছিলে, রন, কিন্তু তুমি'

'এখন বলো না আমার এটা পাওনা ছিল,' চট করে বলল রন।

পরিজটা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল হ্যারি। ভেতরটা তার অপরাধবোধে পুড়ে যাচ্ছে। মিস্টার উইসলির বিরুদ্ধে অফিসে তদন্ত হচ্ছে। গ্রীষ্মে তার জন্যে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস উইসলি কত কিছু না করেছেন...

কিন্তু এটা নিয়ে ভাববার সময় পেলো না সে, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল

গ্রিফিন্ডর টেবিল ধরে এগিয়ে আসছেন, রুটিন বিলি করছেন। হ্যারি ওরটা নিল, দেখল ওদের রয়েছে হাফলপাফস প্রথমের সঙ্গে ডাবল হারবলজি।

হ্যারি, রন আর হারমিওন এক সঙ্গে ক্যাসল থেকে বেরিয়ে এলো, শব্জির ক্ষেত্রটা পেরিয়ে গ্রীন হাউজের দিকে অগ্রসর হলো, যেখানে ম্যাজিক্যাল চারাগুলো রাখা রয়েছে। হাউলারটা অন্তত একটি ভাল কাজ করেছে : হারমিওন মনে হচ্ছে ভাবছে যে তাদের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে এবং আবার খাঁটি বন্ধুতে পরিণত হয়েছে।

গ্রিন হাউজের কাছে গিয়ে দেখল ক্লাসের অন্যরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে, প্রফেসর স্প্রাউট-এর জন্যে অপেক্ষা করছে। হ্যারি, রন আর হারমিওন সবেমাত্র অন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, দেখা গেল উনি আসছেন লনটার ওপর দিয়ে হেঁটে সঙ্গে গিল্ডরয় লকহার্ট। প্রফেসর স্প্রাউটের হাত পুরোপুরি ব্যান্ডেজ করা, আরেকটি অপরাধবোধে আহত হলো হ্যারি, উইলো গাছটা দেখতে পেলো একটু দূরে, ওটার কয়েকটা শাখা এখন স্লিং-এ ঝুলছে।

প্রফেসর স্প্রাউট ছোটখাট স্থুলকায়া ডাইনী, উড়ন্ত চুলের ওপর একটা তালি দেয়া টুপি পরনে; ওঁর কাপড়ে প্রচুর কাদা লেগে রয়েছে, এবং ওঁর আঙুলের নখ দেখলে আন্ট পেতুনিয়াকে অজ্ঞান করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। গিল্ডরয় লকহার্ট অবশ্য অনবদ্য ওর ফিরোজার পোষাকে, একবারে মাপমত বসানো সোনা সুবিন্যস্ত ফিরোজার হ্যাটের নিচে ওর সোনালি চুল চকচক করছে।

'হ্যালো, এই যে সব!,' বললেন লকহার্ট সমবেত ছাত্রদের দিকে উৎফুল্লভাবে তাকিয়ে। 'এই মাত্র প্রফেসর স্প্রাউটকে সঠিকভাবে উওমপিং উইলোর চিকিৎসা করা দেখছিলাম! কিন্তু আমি চাই না যে তোমরা ভাবো হারবলজিতে আমার জ্ঞান ওঁর চেয়ে ভালো! আমার শুধু ভ্রমণের সময় এরকম কিছু উদ্ভট গাছের সঙ্গে দেখা হয়েছিল...

'আজ গ্রিনহাউজ তিন,' বললেন প্রফেসর স্প্রাউট, ওঁকে আজ একেবারেই বিরক্ত আর হতাশ দেখাচ্ছিল মোটেই তার স্বাভাবিক আনন্দময়ীর মতো দেখাচ্ছিল না।

মৃদু গুঞ্জন শোনা গেলো। এর আগে ওরা শুধু গ্রিণহাউজ এক এ কাজ করেছে– গ্রিনহাউজ তিনে রয়েছে আরো অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং বিপদজনক গাছ। বেল্ট থেকে একটা বড় চাবি বের করে প্রফেসর স্প্রাউট দরজা খুললেন। হাওয়ায় ভেসে এলো সোঁদা মাটি আর সারের এক ঝলক গন্ধ, সঙ্গে মেশানো ছাতার মতো দেখতে দৈত্যাকার ফুলের ঘন গন্ধ, ফুলটা ঝুলছে সিলিং থেকে। রন আর হারমিওনকে অনুসরণ করে সেও ভেতরে ঢুকতে

যাচ্ছিল এমন সময় লকহার্টের হাত ওকে ধরে ফেলল।

'হ্যারি! তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল– ওর যদি কয়েক মিনিট দেরি হয় তাহলে আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না, প্রফেসর স্প্রাউট, করবেন কি?

প্রফেসরের ভ্রুকুটি দেখে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে অবশ্যই তিনি মনে অনেক কিছু করবেন, কিন্তু লকহার্ট, 'ওই টিকেট সম্পর্কে' বলেই প্রফেসরের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

'হ্যারি,' বললেন লকহার্ট, ওর বড় বড় দাঁতগুলো সূর্যালোকে চকচক করল ওর মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। 'হ্যারি, হ্যারি, হ্যারি।'

সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ্যারি কিছুই বলল না।

'যখন শুনলাম– মানে, নিশ্চয়ই ওটা আমারই দোষ ছিল। নিজেকে চড় মারা উচিত ছিল।'

হ্যারির কোনো ধারণাই নেই কি যে বলছেন লকহার্ট। সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল যখন আবার লকহার্ট বলে উঠলেন,'জানি না এর চেয়ে বেশি মর্মাহত আর কখনও হয়েছিলাম কি না। উড়ন্ত গাড়ি চালিয়ে হোগার্টস-এ আসা! আমি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারছিলাম তুমি কেন এটা করেছ। সবার চেয়ে একেবারে এক মাইল এগিয়ে গেছ। হ্যারি, হ্যারি, হ্যারি।'

লক্ষ্যণীয় যে যখন কথা বলেন না তখনও তিনি তার অপূর্ব দাঁতগুলো সবাইকে দেখাতে পারেন।

'আমি তোমাকে প্রচারের একটা স্বাদ পাইয়ে দিয়েছিলাম, তাই না?' বললেন লকহার্ট। পোকাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম মাথায়। আমার সঙ্গে পত্রিকার প্রথম পাতায় ছবি, আবার ওটার লোভ ছাড়তে পারনি।'

'ওহ্– না, প্রফেসর, দেখুন–'

'হ্যারি, হ্যারি, হ্যারি,' বললেন লকহার্ট, হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধটা ধরলেন। 'আমি বুঝতে পারি। প্রথম স্বাদের পর আরো একটু পাওয়াটা স্বাভাবিক– এবং আমি নিজেকেই দোষ দিচ্ছি তোমাকে প্রথম স্বাদটা দেওয়ার জন্যে, কারণ ওটা তোমার মাথা বিগড়ে দেবেই– কিন্তু দেখো, ইয়ং ম্যান, নজরে পড়ার জন্যে তুমি উড়ন্ত গাড়ি চালাতে পারো না। শান্ত হও, বুঝতে পারছ? বড় হলে ওসব করার জন্যে অনেক সময় পাবে। হ্যা, হ্যা, আমি জানি তুমি কি ভাবছ! "ওঁর জন্যে এসব কিছু ঠিকই আছে, এরই মধ্যে তিনিতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাদুকর!" কিন্তু যখন আমার বয়স বারো ছিল তখন আমি তোমরই মতো তুচ্ছ ব্যক্তি ছিলাম, এখনকার তোমার মতো। বস্তুত আমার বলা উচিত আরও বেশি তুচ্ছ ছিলাম! আমি বলতে চাচ্ছি কিছু লোক তোমার কথা শুনেছে, শোনেনি? ওই যে যার নাম নেয়া যাবে না সেই তার সাথে সব ঘটনা!' হ্যারির কপালের

দাগটার ওপর চোখ বোলালেন তিনি। 'আমি জানি, আমি জানি, পর পর পাঁচবার উইচ উইকলি'র সবচেয়ে-মনোহর-হাসি'র পদক জেতার মতো নয়, যেমন আমি জিতেছিলাম-কিন্তু এটাতো শুরু, হ্যারি, এটা শুরু।'

তিনি হ্যারির উদ্দেশে একটা উষ্ণ দৃষ্টি ছুড়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করলেন। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকল হ্যারি কয়েক মুহূর্ত, মনে পড়ল তার তো গ্রিনহাউজে থাকা উচিত, দরজাটা খুলে চুপিসারে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

গ্রিনহাউজের মাঝখানে কাঠের পায়ার ওপর তক্তা বসিয়ে বানানো একটা বেঞ্চের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রফেসর স্প্রাউট। বিভিন্ন রঙের প্রায় কুড়ি জোড়া 'ইয়ারমাফ' বেঞ্চের ওপর ছড়ানো। রন এবং হারমিওনের মাঝখানে বসলে, তিনি বললেন,' আমরা আজ ম্যান্ড্রেক পুনঃ পটিং করবো, এখন কে আমাকে ম্যান্ড্রেকের গুণাবলী সম্পর্কে বলতে পারে?'

হারমিওনের হাত প্রথমেই উঠল, কেউ অবাক হলো না।

'ম্যান্ড্রেক অথবা ম্যান্ড্রাগোরা একটি শক্তিশালী সঞ্জিবনী,' বলল হারমিওন , এমনভাবে যেন সে বইটাই গিলে খেয়েছে। 'এটা ব্যবহার করা হয় আত্মিকভাবে পরিবর্তিত বা অভিশপ্ত মানুষকে তাদের আদি অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে।'

'চমৎকার। গ্রিফিন্ডরের জন্য দশ পয়েন্ট,' বললেন প্রফেসর স্প্রাউট। 'প্রায় সব প্রতিষেধকেরই অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে ম্যান্ড্রেক। এটা আবার বিপদজনকও বটে। কে বলতে পারে কেন?'

হারমিওনের হাত আবার দ্রুত ওপরে উঠার সময় অল্পের জন্যে হ্যারির চশমাটায় লাগেনি। অল্পের জন্য বেঁচে গেল ওর চশমাটা।

'যে কেউ শুনবে তার জন্যেই ম্যান্ড্রেকের কান্না মৃত্যুর কারণ হবে,' দ্রুত বলল সে।

'একেবারে সঠিক। আরো দশ পয়েন্ট পেলে।' বললেন প্রফেসর স্প্রাউট। 'এখন, যে ম্যান্ড্রেকগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলো এখনো খুব কচি।'

এক সারি গভীর ট্রের দিকে দেখালেন তিনি, ভাল করে দেখবার জন্যে সকলেই এগিয়ে এলো। প্রায় এক'শর মতো গুচ্ছবদ্ধ ছোট ছোট চারা, সবুজাভ রক্তবর্ণ, সারিবদ্ধভাবে জিয়ে উঠছে। হ্যারির কাছে গাছগুলোকে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বলে মনে হলো না, ম্যান্ড্রেকের 'কান্না' বলতে হারমিওন কি বোঝাতে চেয়েছে এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

'কান বন্ধ করার জন্য প্রত্যেকে এক জোড়া করে ইয়ারমাফ নাও,' বললেন প্রফেসর স্প্রাউট।

টানাটানির শব্দ শোনা গেল, প্রত্যেকেই একটা করে জোড়া নেয়ার চেষ্টা

করছে, অবশ্য গোলাপী এবং তুলতুলে জোড়াটা বাদ দিয়ে।

'যখন বলব তখন ওগুলো কানে লাগাবে এবং কান যেন সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে,' বললেন প্রফেসর স্প্রাউট। 'যখন ওগুলো কান থেকে সরানো নিরাপদ হবে তখন আমি বুড়ো আঙুল ওপর দিকে করবো, ঠিক আছে– ইয়ারমাফ লাগাও।'

হ্যারি ওর কানের ওপর ইয়ারমাফগুলো লাগালো। প্রফেসর স্প্রাউট তার নিজের কানে এক জোড়া গোলাপী তুলতুলে ইয়ারমাফ লাগালেন। জামার হাতা গুটিয়ে নিলেন। একটা গুছো চারা ধরলেন দৃঢ়ভাবে আর টানলেন।

বিস্মিত শ্বাস ছাড়ল একটা হ্যারি, আশ্চর্য্য কেউই শুনতে পারছে না।

মাটির ভেতর থেকে শেকড়ের পরিবর্তে একটা ছোট্ট, কাঁদা মাখা খুবই কুৎসিৎ দেখতে শিশু বেরিয়ে এলো। ওটার একেবারে মাথা থেকে পাতা বেরোচ্ছে। ফ্যাকাসে সবুজ, বিচিত্রবর্ণের চামড়া চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে।

প্রফেসর স্প্রাউট টেবিলের নিচে থেকে একটা বড় ফুলের টব নিলেন, ম্যান্ড্রেকটাকে ওটার ভেতরে ছুঁড়ে মারলেন, কালো স্যাঁতস্যাঁতে জৈবসারের নিচে প্রোথিত করে দিলে, শুধু গোছাবদ্ধ পাতাগুলি শুধু দৃশ্যমান থাকল। হাত ঝেড়ে নিলেন প্রফেসর, বুড়ো আঙুল ওপরের দিকে ইশারা করলেন এবং তার নিজের ইয়ার-মাফটা কান থেকে সরালেন।

'যেহেতু আমাদের ম্যান্ড্রেকগুলো এখনও বাচ্চা, ওদের কান্না তোমাদের মেরে ফেলবে না,' বললেন তিনি শান্তভাবে, যেন এই মহূর্তে বেগোনিয়ার শেকড়ে পানি দেয়ার চেয়ে বেশি কিছু করেননি। 'অবশ্য কয়েক ঘণ্টার জন্যে তোমাদেরকে অজ্ঞান করে রাখতে পারে ওরা, এবং আমি নিশ্চিত যে প্রথম দিনটাকে তোমরা কেউই মিস করতে চাও না, সে কারণে কাজ করার সময় তোমাদের ইয়ার-মাফ সঠিক জায়গায় থাকে এটা নিশ্চিত করে নিও। শেষ হলে আমিই তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।'

'এক ট্রেতে চারজন– ওখানে অনেক টব রয়েছে– আর ওইদিকে ছালাতে জৈব সার রয়েছে– আর বিষাক্ত টেন্টাকুলার থেকে সাবধান, ওটার দাঁত বেরোচ্ছে।

কথা বলতে বলতে চুপি চুপি কাঁধ বেয়ে উঠে আসা ঘন লাল চাড়াটাকে একটা চড় লাগিয়ে দিলেন প্রফেসর, চাড়াটা ওর লম্বা শুঙ্গগুলো সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে নিল।

হ্যারি, রন আর হারমিওনের সঙ্গে ট্রেতে যোগ দিল কোকড়ানো চুলের একটি হাফলপাফ ছেলে, যার সঙ্গে হ্যারি কোনদিনই কথা বলেনি।

'জাস্টিন ফিঞ্চ-ফ্লেচলি,' বলল সে সপ্রতিভভাবে হ্যারির হাত ঝাঁকিয়ে।

'জানি তুমি কে, অবশ্যই বিখ্যাত হ্যারি পটার... আর তুমি হচ্ছো হারমিওন গ্রেঞ্জার– সব কিছুতেই প্রথম... (উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেলো হারমিওনের মুখখানা, যখন তার সাথেও হ্যান্ডশেক করা হলো) আর রন উইসলি। ওটা তো তোমারই উড়ন্ত গাড়ি ছিল?'

রন হাসল না। মায়ের পাঠানো হাউলারটা তখনও ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

'উনি লকহার্ট কিছু একটা, তাই না? বলল জাস্টিন আনন্দের সঙ্গে, ওরা তাদের চারাগাছের টবগুলো ড্রাগনের গোবরের সার দিয়ে ভরছে। 'অসাধরণ সাহসী ব্যক্তি। তোমরা ওর বই পড়েছ? ভয়েই আমি মরে যেতাম যদি আমাকে টেলিফোন বক্সে কোনঠাসা করে রাখত একটা নেকড়ে মানুষ (নেকড়েতে রূপান্তরিত মানব সন্তান)। কিন্তু উনি ছিলেন একেবারে অকম্পিত– জাপ– একেবারেই দারুণ তাই না।'

'জানো ইটনেও আমার নাম পাঠানো হয়েছিল, ইটনের বদলে এখানে এসে আমি যে কত খুশি তোমাদের বলে বোঝাতে পারব না। অবশ্য মা সামান্য হতাশ হয়েছিলেন, কিন্তু যখন থেকে তাকে লকহার্টের বই পড়িয়েছি তখন থেকে মা বুঝতে পেরেছে পরিবারে একজন পুরোদস্তুর প্রশিক্ষণ নেয়া জাদুকর থাকা দরকার...'

এরপর কথা বলার তাদের আর সুযোগ হয়নি। আবার পড়তে হয়েছে ইয়ার-মাফ আর মনোযোগ দিতে হয়েছে ম্যান্ড্রেক্স এর দিকে। প্রফেসর স্প্রাউট ব্যাপারটাকে একেবারে সহজ করে বুঝিয়ে ছিলেন কিন্তু আসলে ততটা সোজা ছিল না। ম্যানড্রেক্সগুলো যেমন মাটি থেকে বেরোতে চাচ্ছিল না তেমনি আবার মাটির ভেতর যেতেও চাচ্ছিল না। ওরা শরীর মোঁচড়ালো, লাথি মারল, ছোট ছোট মুষ্টিগুলো ছুঁড়ল, দাঁত খিঁচালো: একটা বেশ মোটা ম্যান্ড্রেক্সকে টবে ঢোকাতে হ্যারির পাক্কা দশ মিনিট লাগল।

ক্লাসের শেষ দিকে আর সবার মতো হ্যারিও ঘেমে নেয়ে একাকার, সারা গায়ে ব্যথা আর মাটিতে মাখা। ক্যাসেলে ফিরে গেলো ওরা ক্লান্ত পায়ে শুধু দ্রুত গা ধোয়ার জন্য, তারপর গ্রিফিন্ডররা দৌড় লাগাল ট্রান্সফিগিউরেশনে।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের ক্লাসে প্রচুর খাটতে হয়, কিন্তু আজ একেবারেই অনেক বেশি। গত বছর যা কিছু হ্যারি শিখেছিল মনে হচ্ছে গ্রীষ্মে সব যেন বেরিয়ে গেছে মাথার ফুটো দিয়ে। একটা গুবড়ে পোকাকে বোতাম বানাবার কথা তার, কিন্তু সে শুধু পোকাটাকে ব্যায়ামই করাতে পারল, কারণ ওটা বার বারই ওর জাদুদণ্ডটা এড়িয়ে টেবিলের ওপর দিয়ে দ্রুত এদিক ওদিক সটকে পড়তে লাগল।

রনের সমস্যা আরো খারাপ। সে ওর জাদুদণ্ডটাকে ধার করা টেপ দিয়ে জোড়া লাগিয়েছে ঠিকই কিন্তু মনে হলো ওটা আর সারাবার যোগ্য নেই। বেখাপ্পা মুহূর্তে ওটা পট পট শব্দ আর স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় এবং যতবারই রন ওর গুবরেপোকাকে অন্য কিছু বানাতে চেয়েছে ততবারই ওটা ডিম পচা গন্ধে ভরা ঘন ধোঁয়া ঢেকে দিয়েছে। না দেখে রন একবারতো কনুই দিয়ে ওর গুবরেপোকাটা পিষেই ফেলল। আরেকটি চাইতে হলো তাকে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল খুব খুশি হলেন না।

লাঞ্চের ঘণ্টা বাজল। হ্যারি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনে হচ্ছে ওর মাথাটা মুচড়ে দেয়া স্পঞ্জের মতো হয়ে গেছে। সে আর রন ছাড়া আর সকলেই ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। তখনও রন ওর জাদুদণ্ডটা পাগলের মতো ওর ডেস্কের দিকে বার বার তাক করছে।

'স্টুপিড...ফালতু...জিনিস...'

'বাড়িতে আরেকটার জন্যে লেখো,' হ্যারি বুদ্ধি দিল, জাদুদণ্ডটা আতশবাজির মতো অনেকগুলো বাজি ছুড়ল।

'হ্যা ঠিকই বলেছ, চেয়ে পাঠাই আর একটা হাউলার পাই আর কি,' বলল রন, হিস হিস করা জাদুদণ্ডটা নিজের ব্যাগে ঠেসে ধরতে ধরতে। 'তোমার জাদুদন্ড ভেঙেছে তোমার নিজের দোষে।'

ওরা দুপুরের খাবার খেতে গেল। ওখানে হারমিওনের দেখানো ট্রান্সফিগিউরেশনে ওর তৈরি কোট বোতাম দেখেও রনের মেজাজ ঠিক হলো না।

'আজ দুপুরে কি ক্লাস হচ্ছে? বলল হ্যারি দ্রুত বিষয় পরিবর্তন করে।

'কালো জাদুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হারমিওন।

'কেন,' জানতে চাইল রন, ওর রুটিনটা হাত থেকে সজোরে নিয়ে,'তুমি কি লকহার্টের সব পড়া মনে গেঁথে নিয়েছ?'

ওর থেকে রুটিনটা আবার ছিনিয়ে নিল হারমিওন। রাগে লাল হয়ে গেছে ও।

দুপুরের খাবার শেষ করে ওরা বাইরে ছায়ায় ঢাকা উঠোনে গেল। হারমিওন একটা পাথরের ধাপে বসল, নাক ডুবিয়ে দিল আবার ওর ভয়েজেস উইথ ভ্যাম্পয়ার-এ। হ্যারি আর রন কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে কিডিচ খেলা সম্পর্কে কথা বলল, এক সময় ওর মনে হলো ওর দিকে কে যেন খুব কাছে থেকে নজর রাখছে। মুখ তুলে ও দেখতে পেলো গতরাতের সর্টিং হ্যাট পরবার সময়কার ইঁদুর-চুলো ছোট্ট ছেলেটা চেয়ে আছে ওর দিকে একেবারে পাথরের মতো। ওর হাতে ধরা মাগল ক্যামেরার মতো দেখতে কি একটা, এবং যেই

হ্যারি সরাসরি ওর দিকে তাকাল ছেলেটা একেবারে লাল হয়ে গেলো।

'বেশ হ্যারি? আমি– আমি কলিন ক্রিভি,' সে বলল একদমে, সামনের দিকে দ্বিধাগ্রস্ত এক পা অগ্রসর হলো। 'আমিও গ্রিফিন্ডরে। আমি কি তোমার একটা ছবি তুলতে পারি– কি বলো– কোনো অসুবিধা হবে না তো?' বলল সে ক্যামেরাটা তুলল আশা করে।

'একটা ছবি?' হ্যারি পুনরাবৃত্তি করল অনিশ্চিতভাবে।

'যেন আমি প্রমাণ করতে পারি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল,' আগ্রহভরে বলল কলিন ক্রিভি, আরো একটু অগ্রসর হয়ে। 'তোমার সম্পর্কে আমি সব কিছু জানি। সবাই আমাকে বলেছে। যখন ইউ নো হু তোমাকে মারবার চেষ্টা করেছিল তখন কিভাবে বাঁচলে এবং কিভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল আর সব কিছু এবং কিভাবে তোমার কপালে বিদ্যুতের মতো দাগ হলো' ওর চোখ যেন হ্যারির চুল আঁচরে দিল, এবং আমার হোস্টেলের একটি ছেলে বলেছে আমি যদি ফিল্মটা সঠিকভাবে ডেভেলপ করতে পারি তবে ছবিগুলো নড়াচড়া করবে।' উত্তেজনায় কলিন একটি গা কাঁপানো শ্বাস নিল, বলল, 'এ জায়গাটা চমৎকার, তাই না? হোগার্টস থেকে চিঠি না পেলে আমি জানতামই না যে বেখাপ্পা জিনিসগুলো আমি করছি ওগুলো ম্যাজিক। আমার বাবা একজন গোয়ালা, উনি নিজেও সেরকম কিছু বিশ্বাস করেনি। সে কারণে আমি অনেক ছবি তুলছি বাড়িতে ওঁকে পাঠাবার জন্যে। এবং খুব ভাল হবে যদি তোমার একটি ছবি আমি পাঠাতে পারি–' সে অনুনয়ের ভঙ্গিতে হ্যারির দিকে তাকাল,'হয়তো তোমার বন্ধুই ছবিটা তুলতে পারবে আর আমি দাঁড়াব তোমার পাশে? এরপর তুমি ছবিটায় স্বাক্ষর দিতে পারবে?'

'স্বাক্ষর করা ছবি? তুমি স্বাক্ষর করা ছবি বিলিয়ে বেড়াচ্ছ, পটার?'

উচ্চস্বরে এবং কঠোর উপহাসে, ড্র্যাকো ম্যালফয়ের কথা উঠোনজুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সে থামল একেবারে কলিনের পেছনে, দুই পাশে, যেমন হোগার্টস-এ বরাবর সে চলে তেমনি তার দুই বিশালকায় বদমায়েশের মতো দেখতে অনুগত অনুচর-ক্র্যাব আর গোয়েল।

'এই সবাই লাইন ধরে দাঁড়াও!' ম্যালফয় ভিড়ের উদ্দেশে চিৎকার করে জানালো। 'হ্যারি পটার স্বাক্ষর করা ছবি বিলিয়ে বেড়াচ্ছে!'

'না, আমি বিলি করছি না,' হ্যারি রেগে বলল, ওর হাত মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে। 'চুপ করো, ম্যালফয়।'

'তুমি বড় হিংসুটে,' চিকন স্বরে বলল কলিন, যার গোটা শরীরটা ক্র্যাব-এর গলার সমান মোটা।

'হিংসা?' বলল ম্যালফয়, ওর আর চিৎকার করবার দরকার নেই, উঠোনের

অর্ধেকটা ওর কথা এমনিতেই শুনতে পাচ্ছে। 'কিসের? আমি আমার কপাল জুড়ে একটা খারাপ দাগ চাই না, ধন্যবাদ। আমি মনে করি না মাথাটা অর্ধেক কাটা গেলে বিশেষ কেউ হওয়া যায়।'

ক্র্যাব আর গোয়েল দুজনেই বোকার মতো বিদ্রুপের চাপা হাসি হাসছিল।

'পোকা খাও, ম্যালফয়,' রনের ক্রুদ্ধ প্রতি উত্তর। হাসি বন্ধ হয়ে গেলো ক্র্যাবের, ও এখন গাছের গাটের মতো ওর গাটগুলোর ওপর ভীতিজনিতভাবে হাত বুলাচ্ছে ।

'সাবধান উইসলি,' দাঁত খিচালো ম্যালফয়। 'তুমি নিশ্চয়ই এখন কোনো ঝামেলা বাঁধাতে চাও না, বাঁধালেই তোমার মা এসে তোমাকে স্কুল থেকে নিয়ে যাবে।' তীক্ষ্ণ কর্ণবিদারী স্বরে আরো যোগ করল। 'যদি তুমি আর এক পা তোমার গণ্ডির বাইরে দাও—'

স্লিথারিন পঞ্চম-বর্ষীয়দের একটা দল হেসে উঠল কাছে থেকে।

'উইসলি একটা স্বাক্ষর করা ছবি চাচ্ছে পটার,' আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল ম্যালফয়। 'ওর পুরো পারিবারিক বাড়িটার চেয়েও ওটার দাম বেশি হবে।'

রন ওর সেলোটেপ দিয়ে জোড়া লাগানো জাদুদণ্ডটা একটানে বের করে আনল, কিন্তু হারমিওন চট করে তার ভয়েজেস উইথ ভ্যামপায়ার বন্ধ করে ফিসফিস করে বলল, 'কে আসছে দেখো!'

'কি হচ্ছে, কি হচ্ছে এ সব?' গিল্ডরয় লকহার্ট এগিয়ে আসছেন ওদের দিকে দীর্ঘ পদক্ষেপে, ওর ফিরোজা রঙের পোষাকটা উড়ছে ওর পেছনে। 'কে ছবিতে স্বাক্ষর করছে?'

কথা বলতে শুরু করেছিল হ্যারি কিন্তু পারল না, ওর কাঁধের ওপর দিয়ে একটা ঘুরিয়ে এনে হাসিখুশি লকহার্ট বললেন,'জিজ্ঞাসা করাই উচিত ছিল না! আবার হ্যারির সঙ্গে আমাদের দেখা হলো!'

হ্যারি দেখল লকহার্টের কথায় বিদ্ধ হয়ে অপমানে পুড়তে পুড়তে ম্যালফয় বিদ্রুপের হাসি মুখে নিয়ে অন্যদের দিকে সরে যাচ্ছে।

'তাহলে, মিস্টার ক্রিভি ছবি তোলা যাক,' বললেন লকহার্ট, কলিনের দিকে উজ্জ্বল হাসি দিয়ে। 'একটা ডাবল ছবি, এর চেয়ে ভাল কিছু বলা গেল না, আর আমরা দু'জনেই ওটা তোমাকে স্বাক্ষর করে দেব।'

কলিন আনাড়ির মতো ওর ক্যামেরা হাতড়িয়ে ঠিক-ঠাক করে ছবিটা যখন তুলল তখন ক্লাসের বেল বাজতে শুরু করেছে। দুপুরের পরের ক্লাসগুলি শুরু হবে।

'তোমরা এখন যাও, ওখান থেকে সরে যাও,' লকহার্ট জটলাটার উদ্দেশে বললেন এবং তিনি নিজেও হ্যারিকে নিয়ে রওয়ানা হলেন, তখনও ও লকহার্টের

পাশেই ধরা, আর আশা করছে যদি অদৃশ্য হওয়ার একটা ভাল বিদ্যা জানা থাকত।

'জ্ঞানীর উদ্দেশে একটা কথা, হ্যারি,' বললেন লকহার্ট পিতৃসুলভ স্বরে পার্শ্ব দরজা দিয়ে বিল্ডিং-এ ঢুকতে ঢুকতে। 'ওখানে ক্রিভির সামনে আমি তোমাকে আড়াল করলাম বটে– ও যদি আমার ছবিও তোলে, তাহলে তোমার স্কুলের বন্ধুরা ভাববে না যে তুমি নিজেই নিজেকে এত উপরে ওঠাচ্ছো...'

হ্যারি তোতলাতে তোতলাতে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কে দেয় কান তার কথায়, একদল ছাত্রের চোখের সামনে দিয়ে করিডোর দিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠালো ওকে লকহার্ট।

'আমাকে একটা কথা খোলাখুলি বলতে দাও হ্যারি, তোমার ক্যারিয়ারের এই সময় ছবি স্বাক্ষর করে দেয়ার কোনো মানে হয় না– মানে ইঁচড়ে পাকা। একটা সময় আসবে, আমার মতো, তুমি যেখানেই যাবে, সেখানেই এক বোঝা স্বাক্ষর করা ছবি তোমাকে বইতে হবে, কিন্তু–' ছোট করে খল খল হাসলেন তিনি, 'আমার মনে হয় না তুমি ওখানে পৌঁছে গেছো।'

ওরা লকহার্টের ক্লাসের সামনে পৌঁছল। তিনি এবার ওকে মুক্ত করে দিলেন। হ্যারি ওর পোষাক সমান করে ক্লাসের একেবারে পেছনের একটা বেঞ্চের দিকে রওয়ানা হলো। লকহার্টের সাতটা বইই স্তুপ করে নিজের সামনে রাখল হ্যারি, যেন আসল লোকটাকে দেখতে না হয়।

ক্লাসের অন্যরা ঢুকল বকবক করতে করতে এবং রন আর হারমিওন দু'জনে হ্যারির দু'পাশে বসল।

'তোমার মুখের ওপর এখন একটা ডিম ভাজা যাবে,' বলল রন। 'দোয়া কর যেন ক্রিভির সঙ্গে জিনির দেখা না হয়ে যায়, তাহলে ওরা একটা হ্যারি পটার ফ্যান ক্লাব খুলে বসবে।'

'শাট আপ,' ধমকে উঠল হ্যারি। সে যেটা একেবারেই পছন্দ করেন সেটাই হচ্ছে 'হ্যারি পটার ফ্যান ক্লাব'– কথাটা লকহার্টের কানে যাক আর কি।

পুরো ক্লাস আসন গ্রহণ করলে লকহার্ট জোরে গলা খাকারি দিলেন, নিরবতা নেমে এলো ক্লাসে। হাত বাড়িয়ে তিনি নেভিল লংবটমের সামনে থেকে ট্র্যাভেল উইথ ট্রলস বইটা তুলে নিলেন এবং ওর নিজের চোখ পিট পিট করা ছবিটা দেখানোর জন্যে সামনে মেলে ধরলেন।

'আমি.' ওটার দিকে আঙুল তাক করে বললেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে চোখেরও ইশারা করলেন,'গিল্ডরয় লকহার্ট, অর্ডার অফ মারলিন, তৃতীয় শ্রেণী, ডার্ক ফোর্স ডিফেন্স লীগের অবৈতনিক সদস্য এবং পাঁচবার উইচ উইকলি'র সবচেয়ে-মনোহর-হাসি পদক বিজয়ী– কিন্তু আমি ও নিয়ে কথা বলি না। কিন্তু

হাসি দিয়ে আমি ব্যান্ডন বানশি'কে এড়াতে পারিনি!'

অপেক্ষা করলেন লকহার্ট ওরা যেন হাসে; দু'একজন দুর্বলভাবে হাসল।

'দেখা যাচ্ছে তোমরা সবাই আমার বইয়ের পুরো সেট কিনেছ– ভাল করেছ। একটা ছোট্ট কুইজ দিয়ে আজকের ক্লাস শুরু করব। ঘাবড়াবার কিছু নেই– তোমরা বইগুলো কত ভালোভাবে পড়েছ, কতটা বুঝতে পেরেছ, শুধু সেটাই একটু পরখ করে নেয়া আর কি...'

সবার হাতে প্রশ্নপত্র দিয়ে তিনি ক্লাসের সামনে এসে বললে তোমাদের সময় তিরিশ মিনিট, শুরু করো– এখন!'

হ্যারি ওর প্রশ্নপত্রটা দেখল :

১। গিল্ডরয় লকহার্টের প্রিয় রং কি?
২। গিল্ডরয় লকহার্টের গোপন আকাঙ্ক্ষা কি?
৩। তোমার মতে এ পর্যন্ত গিল্ডরয় লকহার্টের সবচেয়ে বড় অর্জন কি?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কাগজের তিন দিকে একেবারে শেষ প্রশ্নটা :

৫৪। গিল্ডরয় লকহার্টের জন্মদিন কবে এবং তার জন্য উপযুক্ত উপহার কি হবে?

আধ ঘণ্টা পর, লকহার্ট উত্তরপত্রগুলো সংগ্রহ করলেন এবং ক্লাসের সামনেই ওগুলো নিরীক্ষা করলেন।

'টাট, টাট– তোমাদের একজনও যে মনে রাখতে পেরেছ আমার প্রিয় রং হচ্ছে লাইলাক (বেগুনি গোলাপী) এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এটা আমি লিখেছি ইয়ার উইথ আ ইয়েটি বইয়ে। এবং তোমাদের কয়েকজনের ওয়ান্ডারিংস উইথ ওয়েরউল্ফ বইটা আরো যত্নের সাথে পড়তে হবে-আমি পরিষ্কারভাবে ওখানে লিখেছি যে আমার জন্মদিনের আদর্শ উপহার হবে ম্যাজিক এবং নন-ম্যাজিক মানুষের মধ্যে মিল– যদিও আমি ওগডেন-এর পুরনো ফায়ারহুইস্কির একটা বড় বোতলে না বলবো না!'

আবার একটা বদমায়েশি চোখ ঠারলেন তিনি। রন এখন তাকিয়ে আছে লকহার্টের দিকে ওর চোখে অবিশ্বাস; সামনে বসা সিমাস ফিনিগান আর ডিন থমাস নীরব হাসিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। অন্যদিকে অখন্ড মনোযোগ দিয়ে লকহার্টের প্রতিটি কথা শুনছে হারমিওন, তার নাম কানে যেতেই চমকে উঠল।

'... কিন্তু মিস হারমিওন গ্রেঞ্জার জানে যে আমার গোপন আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে

দুনিয়া থেকে সব খারাপ দূর করা এবং আমার নিজের মাপের হেয়ার-কেয়ার পোশন (ঐন্দ্রজালিক উপাচারের মাত্রা) তৈরি করা– ভাল মেয়ে! বস্তুত-' ওর উত্তরপত্রের পাতাগুলো ওল্টাচ্ছেন লকহার্ট, 'পুরো নম্বর! মিস হারমিওন গ্রেঞ্জার কোথায়?'

একটা কাঁপা হাত তুলল হারমিওন।

' চমৎকার!' উজ্জ্বল হাসি লকহার্টের। 'অতি চমৎকার! গ্রিফিন্ডরের জন্য দশ পয়েন্ট! তাহলে এবার কাজে কথায় আসা যাক...'

ডেস্কের পেছনে উবু হয়ে একটা বড় খাঁচা তুললেন, খাঁচাটা আবরণ দিয়ে ঢাকা।

'এখন– সাবধান হও! আমার কাজ হচ্ছে জাদুর জগতের সবচেয়ে খারাপ জীবের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করা! তোমরা এ রুমে সবচেয়ে খারাপ ধরনের ভয়ের মুখোমুখি হতে পারো। শুধু এটুকু জেনে রাখো আমি যতক্ষণ রয়েছি ততক্ষণ তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমি শুধু তোমাদেরকে শান্ত থাকার জন্যে অনুরোধ করব।'

হ্যারি আর নিজেকে সামলাতে পারল না, বইয়ের স্তূপের পাশ দিয়ে উঁকি দিল খাঁচাটাকে আরো ভালো করে দেখাবার জন্যে। লকহার্ট খাঁচাটার আবরণে হাত রাখল। ডিন এবং সিমাসের হাসি ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। নেভিল ওর সামনের সীটে কুঁকড়ে গেছে।

'আমি তোমাদের বলব চিৎকার না করার জন্যে,' বললেন লকহার্ট নিচু স্বরে। 'চিৎকার ওদের উস্কে দিতে পারে।'

সমস্ত ক্লাস দম বন্ধ করে আছে, লকহার্ট এক ঝটকায় খাঁচার আবরণটা সরিয়ে নিলেন।

'হ্যা,' নাটকীয়ভাবে বললেন তিনি। **'সদ্য ধরা কর্ণিশ পিক্সি (ক্ষুদে পরী)।'**

সিমাস ফিনিগান নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলো না। একটা নাঁকি হাসি দিল সে, লকহার্টও ভুলে একে ভয়ের চিৎকার ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারলেন না ।

'হ্যা?' সিমাসের দিকে তাকালেন তিনি।

'মানে, ওগুলো– ওগুলো তো আর ততটা-বিপদজনক নয়, তাই না?' শ্বাসরুদ্ধ সিমাস বলল।

'অত নিশ্চিত হয়ো না!' বিরক্ত ভরে সিমাস এর দিকে আঙুল সঞ্চালন করে বললেন লকহার্ট। শয়তানের মতো চালাক সব ক্ষুদে সর্বনাশীও হতে পারে ওগুলো!'

পিক্সিগুলো বৈদ্যুতিক নীল, আট ইঞ্চি লম্বা, সরু মুখ থেকে নির্গত শব্দ এত

কর্কশ আর গগণবিদারী যে মনে হবে অসংখ্য টিয়া এক সঙ্গে কথা বলছে। খাঁচার আবরণ সরানো হতেই পিক্সিগুলো হুড়বড়াতে শুরু করল, এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করল, খাঁচার শিকগুলো ধরে ঝাঁকাতে লাগল আর কাছে যারা বসে আছে ওদের দিকে তাকিয়ে উদ্ভট মুখভঙ্গি করতে লাগল।

'ঠিক আছে তাহলে,' উচ্চস্বরে বললেন লকহার্ট। 'দেখা যাক তোমরা ওদের কি করতে পারো!' খাঁচাটা খুলে দিলেন লকহার্ট।

এরপর শুধু বিশৃঙ্খলা। রকেটের মতো ছুটছে পিক্সিগুলো এদিক-ওদিক সবদিক। দু'জন আবার কান ধরে নেভিলকে একেবারে শূন্যে তুলে ফেলল। কেউ কেউ আবার সোজা জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলো, পেছনের সারির বেঞ্চগুলোতে ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে। বাদবাকি যে ক'জন ছিল তারা লেগে গেলো ক্লাস রুমটাকে ভাঙচুর করার কাজে, এমনভাবে যে একটা তেড়ে আসা গণ্ডারও করতে পারবে না। কালির বোতল তুলে পুরো ক্লাসে ছড়িয়ে দিল। বই আর কাগজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিল ক্লাস জুড়ে। দেয়াল থেকে ছবি ছিঁড়ে, বর্জ্য ফেলার পাত্রটাকে উল্টিয়ে, খপ করে বই আর ব্যাগ নিয়ে কাচ ভাঙ্গা জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্লাসের অর্ধেক ডেস্কের নিচে গিয়ে আশ্রয় নিল আর নেভিলকে দেখা গেল ঝুলছে সিলিং থেকে মোমের ঝাড়টায়।

'ওগুলোকে ধরো, ধরো, ওগুলো তো শুধু পিক্সি...' চিৎকার করে উঠলেন লকহার্ট।

জামার হাতা গুটিয়ে, জাদুদণ্ড নেড়ে তিনি চিৎকার করে আওড়ালেন,'পেসকিপিকসি পেস্টেরনমি!'

কিন্তু ওতে কিসসুই হলো না; একটা পিক্সি লকহার্টের জাদুদণ্ডটাই ছিনিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। লকহার্ট ঢোক গিলল এক ডাইভ দিল সোজা একেবারে নিজের ডেস্কের নিচে, অল্পের জন্য নেভিলের ওজনে চ্যাপ্টা হওয়া থেকে বেঁচে যান, এক সেকেন্ড পরেই সেখানে নেভিল পড়ে, মোমবাতির ঝাড়টা ছিঁড়ে যাওয়ায়।

ঘণ্টা বাজল। দরজার দিকে পাগলের মতো ছুটল সবাই। রুমে একটু শান্তি ফিরে এলে, লকহার্ট উঠে দাঁড়ালেন, দেখলেন হ্যারি, রন আর হারমিওন দরজা দিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছে। ওদেরকে বললেন,'বাকি পিক্সিগুলোকে খাঁচায় পোরার জন্যে আমি তোমাদের তিনজনকে বলছি।' ওদের বেরিয়ে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন লকহার্ট।

'অবিশ্বাস্য! কি বলে গেলেন লকহার্ট?' গর্জন করে উঠল রন, একটা পিক্সি ওর কান কামড়ে দিয়েছে, ব্যথা করছে প্রচণ্ড।

'উনি আমাদের কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ দিয়েছেন,' বলতে বলতে হারমিওন চতুর একটা 'ফ্রিজিং' মায়া প্রয়োগ করে দুটো পিক্সিকে নিশ্চল করে খাঁচায় পুরে ফেলল।

'হাত লাগাও?' বলল হ্যারি, হাতের নাগালের বাইরে জীব বের করা নৃত্যরত একটা পিক্সিকে ধরবার চেষ্টা করছিল ও। 'হারমিওন ও কি করছে সে সম্পর্কে ওর কোনো ইঙ্গিত ছিল না।'

'রাবিশ,' বলল হারমিওন। 'তুমি ওর বই সব পড়েছ-চিত্তাকর উনি যে কত আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিয়েছেন...'

'উনি বলেন উনি করেছেন,' বিড় বিড় করে বলল রন।

সপ্তম অধ্যায়

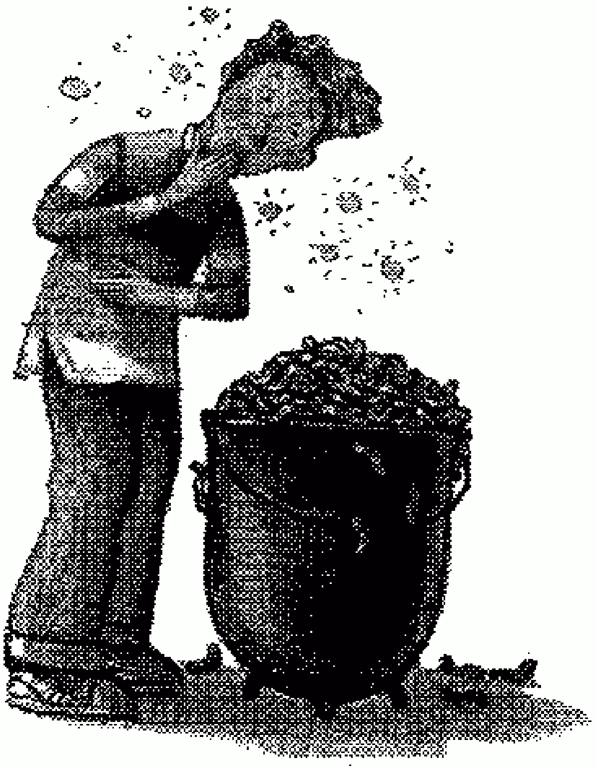

মাডব্লাড এবং মর্মর

পরের কয়েকটা দিন হ্যারি কাটালো গিল্ডরয় লকহার্টকে এড়িয়ে। যখনই সে দেখেছে গিল্ডরয় লকহার্টকে করিডোর দিয়ে আসছে তখনই সে তার দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার জন্যে সচেষ্ট থেকেছে। তবে কঠিন ছিল কলিন ক্রিভিকে এড়ানো। ও যেন হ্যারির সময়গুলো মুখস্থ করে রেখেছে। ওকে দিনে কয়েকবার, 'ঠিক আছে, হ্যারি?' বলা আর জবাবে, 'হ্যালো, কলিন,' শোনা কলিনের কাছে যেন বিরাট একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার। হ্যারির গলার স্বরে যতই ধৈর্যচ্যুতি বোঝাক না কেন।

হেডউইগ তখনও রেগে আছে হ্যারির ওপর। কারণ সেই গাড়িতে করে বিপর্যয়কর যাত্রাটা। রনের জাদুদণ্ডটা এখনও ঠিকমত কাজ করছে না। শুক্রবার সকালে রনের হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সোজা গিয়ে বেঁটেখাটো প্রফেসর ফ্লিটউইকের দুই চোখের মাঝখানে আঘাত করল। ফুলে গেল জায়গাটা সবুজ

হয়ে যাওয়া। এই ভাবে একটা না আরেকটা ঘটনার মধ্য দিয়ে যখন উইকএন্ড এলো তখন হ্যারি খুশিই হলো। সে, রন আর হারমিওন প্ল্যান করল শনিবার সকালে হ্যাগ্রিডের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। হ্যারিকে অবশ্য তার ওঠার কয়েক ঘণ্টা আগেই গ্রিফিন্ডর কিডিচ টিমের ক্যাপ্টেন অলিভার উড ঝাঁকিয়ে ঘুম থেকে জাগাল।

'কি হয়েছেএএএ?' আলসে গলায় বলল হ্যারি।

'কিডিচ প্র্যাকটিস!' বলল উড। 'এসো!'

চোখ কুচকে হ্যারি জানালার দিকে তাকাল। গোলাপী এবং সোনালি আকাশ থেকে ক্ষীণ একটা কুয়াশা ঝুলে রয়েছে। এখন সে সম্পূর্ণ জেগে আছে, সে বুঝতে পারছে না কি করে সে পাখীর কলকাকলির মধ্যে সে ঘুমাতে পেরেছে।

'অলিভার, মাত্র তো ভোর হয়েছে,' হ্যারির গলা থেকে কোলা ব্যাঙের স্বর বের হলো।

'একেবারে ঠিক, বলল উড। লম্বা এবং স্থূলকায় ও, উন্মাদ উৎসাহে চোখ জোড়া জ্বলছে। 'এটা আমাদের নতুন ট্রেনিং কর্মসূচির অংশ। জলদি ওঠো, ঝাড়ু নাও, চলো যাওয়া যাক,' বলল উড উৎসাহের সঙ্গে। 'অন্য কোন টিমই প্র্যাকটিস শুরু করেনি, আমরাই এ বছর সবার আগে শুরু করবো...'

হাই তুলতে তুলতে আর একটু কেঁপে উঠতে উঠতে হ্যারি বিছানা ছেড়ে উঠল এবং ওর কিডিচ পোশাক খোঁজার চেষ্টা করল।

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে,' বলল উড। 'পনরো মিনিটের মধ্যে পিচে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।'

টকটকে লাল টিম পোশাকটা পেয়ে আলখাল্লাটাও গায়ে চাপিয়ে নিল হ্যারি। সে কোথায় কোথায় যাচ্ছে সে ব্যাপারে রনের উদ্দেশে একটা ছোট্ট চিরকুট লিখল। নিম্বাস দু'হাজারটা কাঁধে ফেলে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে একেবারে কমন রুমে। ছবির গর্তটার কাছে যেই পৌঁছেছে পেছনে ঠনঠন শব্দ শুনতে পেলো হ্যারি। দৌড়ে আসছে কলিন ক্রিভি পাগলের মতো। ওর ক্যামেরাটা ঝুলছে গলায়। হাতে যেন কি ধরা।

'সিঁড়িতে কে যেন তোমার সম্পর্কে কথা বলছে হ্যারি! এটা দেখো ডেভেলপ করিয়েছি, তোমাকে দেওয়ার জন্যে এনেছি—'

ওর নাকের নিচে ছবিটা দোলাচ্ছে কলিন, হ্যারিকে হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে।

সাদা কালো ছবিতে নড়ছেন লকহার্ট, একটা হাতকে সবলে টানছেন তিনি, চিনতে পারল হ্যারি, হাতটা ওর নিজের। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ও আসতে চাচ্ছে না, ক্যামেরার সামনে টানার বিরুদ্ধে বেশ বাধাই দিচ্ছে, খুশি হলো হ্যারি ।

হ্যারি দেখছে, লকহার্ট শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হলেন এবং ছবির সাদা কোণাটায় গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ধপ করে বসে পড়লেন।

'তুমি কি এটা সই করবে?' আগ্রহের সঙ্গে বলল কলিন।

'না।' সোজাসাপটা বলল হ্যারি। ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিল, সত্যিই কেউ নেইতো। 'সরি কলিন, আমাকে যেতে হবে– কিডিচ প্র্যাকটিস আছে।'

ছবির গর্তের ভেতর উঠে গেল হ্যারি।

'ওহ্ ওঔ! আমার জন্যে অপেক্ষা করো! আমি কখনো আগে কিডিচ খেলা দেখিনি!'

কলিনও ওর পেছন পেছন গর্তে উঠল।

'সত্যি ওটা একেবারেই বিরক্তিকর হবে,' বলল হ্যারি, কিন্তু কলিন ওর কথায় কান দিল না, ওর চোখমুখ উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করছে।

'একশ বছরের মধ্যে তুমিই তো সর্বকনিষ্ঠ প্লেয়ার, তাই না হ্যারি? তাই না? বলল কলিন তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে। 'তুমি নিশ্চয়ই অসাধারণ। আমি কখনও উড়িনি। ব্যাপারটা কি সহজ? ওটা কি তোমার নিজের ঝাড়ু? এখানে যতগুলো আছে ওর মধ্যে ওটাই কি সবচেয়ে ভাল?'

ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হ্যারির জানা ছিল না। যেন একটা সাংঘাতিক রকমের বাচাল ছায়া।

'আমি সত্যিই কিডিচ খেলাটা বুঝি না,' বলল কলিন এক নিঃশ্বাসে। 'এটা কি সত্যি যে এই খেলায় চারটি বল ব্যবহার হয়? এবং এর মধ্যে দুটো আকাশে উড়তে থাকে প্লেয়ারদেরকে তাদের ঝাড়ু থেকে ফেলে দেয়ার জন্যে?'

'হ্যা,' ভারি গলায় বলল হ্যারি, হাল ছেড়ে দিয়ে কিডিচ খেলার জটিল নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হলো। 'ওগুলোকে ব্লাজার্স বলে। প্রত্যেক টিমে দু'জন করে বিটার থাকে, ওদের কাজই হলো ওদের দিক থেকে ব্লাজার্স দু'টোকে পিটিয়ে দূরে রাখা। গ্রিফিন্ডরের দু'জন বিটার হচ্ছে ফ্রেড এবং জর্জ উইসলি।'

'অন্য বল দু'টো কি জন্যে?' কলিন জিজ্ঞাসা করল। হোঁচট খেল সে, হা করে হ্যারির দিকে চেয়ে হাঁটছিল বলে।

'বেশ, কোয়াফল মানে– ওই বড় লাল বলটা– ওটাই গোল করে। এক এক টিমের তিনজন করে চেসার, নিজেদের মধ্যে কোয়াফলটা ছুড়ে পিচের শেষ প্রান্তের পোস্টে গোল করার চেষ্টা করে– গোল পোস্টে তিনটি লম্বা খুঁটি মাথায় ধাতব বলয় আঁটকানো থাকে।'

'আর চতুর্থ বলটা–'

'—এটা হচ্ছে গোল্ডেন স্নিচ,' বলল হ্যারি, 'এটা খুবই ছোট, খুবই দ্রুত এবং ধরা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ওই কাজটিই সিকারদের করতে হয়, কারণ কিডিচ খেলা কখনই শেষ হয় না যতক্ষণ না স্নিচটা ধরা হচ্ছে। যখনই একজন সিকার স্নিচটাকে ধরবে, তখনই সে তার দলের জন্যে অতিরিক্ত দেড়শত পয়েন্ট অর্জন করবে।'

'এবং তুমিই হচ্ছো গ্রিফিন্ডরের সিকার, তাই না? বলল কলিন বিস্ময়ে।

'হ্যা,' বলল হ্যারি, প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ওরা শিশির ভেজা মাঠ পেরোতে শুরু করল। 'একজন কীপারও রয়েছে, সে গোলপোস্ট রক্ষা করে। ব্যস এটাই কিডিচ খেলা।'

কিন্তু লন পেরিয়ে একেবারে কিডিচ পিচ পর্যন্ত যেতে যেতে কলিনের প্রশ্ন থামল না কিছুতেই, শুধু মাত্র ড্রেসিং রুমে যাওয়ার সময় হ্যারি ওকে পিছু ছাড়া করতে পারল। তবুও ওকে পেছন থেকে চিকন গলায় ডেকে বলল কলিন,'যাই আমি একটা ভাল বসার জায়গায় যাই, হ্যারি!' দ্রুত চলে গেলো ও স্ট্যান্ডের দিকে।

গ্রিফিন্ডর টিমের অন্যরা আগেই ড্রেসিং রুমে চলে এসেছে। এর মধ্যে উডই একমাত্র ব্যক্তি যাকে দেখা যাচ্ছিল সম্পূর্ণ জাগ্রত। ফ্রেড আর জর্জ উইসলি বসে আছে, চোখ ফোলা আর উস্কোখুস্কো চুল, পাশেই ফোর্থ ইয়ারের অ্যালিসিয়া স্পিনেট, মনে হচ্ছে ও ঘুমেও ঢলেই পড়ে যাবে। ওর সাথের চেসার ক্যাটি বেল আর অ্যাঞ্জেলিনা জনসন পাশাপাশি বসে হাই তুলছে।

'এই যে হ্যারি, এত দেরি হলো যে?' উড বলল দ্রুত। 'পিচে যাওয়ার আগে তোমাদের সকলে সঙ্গে আমি জরুরি কিছু কথা বলে নিতে চাই, কারণ এই গ্রীষ্মে আমি ট্রেনিং-এর একটা সম্পূর্ণ নতুন কর্মসূচি বের করেছি, আমার মনে হয় এটাই একেবারে অন্য স্তরে নিয়ে যাবে...'

কিডিচ পিচের একটা বড়সড় ডায়গ্রাম বোর্ড উডের হাতে, বিভিন্ন রঙের কালিতে লাইন টেনে, তীর আর ক্রস আঁকা হয়েছে। জাদুদণ্ডটা বের করে বোর্ডের ওপর টোকা দিতেই তীরগুলো ডায়গ্রামের ওপর শুয়োপোকার মতো চলতে শুরু করল। এবার উড তার নতুন কৌশল সম্পর্কে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিতে শুরু করতেই অ্যালিসিয়ার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ল ফ্রেড উইসলির মাথা এবং নাক ডাকতে শুরু করল তার।

প্রথম বোর্ডটা বোঝাতে প্রায় কুড়ি মিনিট লেগে গেল, এর নিচে আরো একটি বোর্ড ছিল এবং তারও নিচে তৃতীয় আরো একটা বোর্ডও ছিল। উড একঘেয়ে স্বরে বলে যেতেই লাগল এদিকে হ্যারিকে মনে হচ্ছে প্রায় অচেতন।

'তাহলে,' বলল উড অবশেষে, হ্যারিকে একটা স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে, বেচারা

হ্যারি এইমাত্র স্বপ্ন দেখছিল ক্যাসল-এ বসে সে কি নাস্তা খাবে, 'সব পরিষ্কার তো, কোন প্রশ্ন আছে?'

'আমার একটি প্রশ্ন আছে, অলিভার,' বলল জর্জ, চমকে উঠে। 'কাল যখন আমরা জেগে ছিলাম তখন এসব আমাদের কেন বললে না?'

খুব খুশি হলো না উড।

'এখন, আমার কথা শোন সবাই,' ক্রুদ্ধভাবে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'গত বছরই আমাদের কিডিচ কাপ জেতা উচিৎ ছিল। আমরাই ছিলাম সবার সেরা টিম। কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের সব অবস্থার জন্যে...'

হ্যারি অপরাধীর মতো নিজের সিটে নড়ে বসল। সে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে ছিল, তার মানে গ্রিফিন্ডর হাউজকে একজন প্লেয়ার কম নিয়ে খেলতে হয়েছে। এবং গত তিন'শ বছরের ইতিহাসে তাদেরকে সবচেয়ে বিপর্যকরভাবে হারতে হয়েছিল।

এক মুহূর্ত ব্যয় করল উড নিজেকে সামলে নিতে। সর্বশেষ পরাজয়টা ওকে এখনও পীড়া দিচ্ছে।

'তাহলে, এ বছর আমরা আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি প্র্যাকটিস করবো...ও.কে. এখন চলো আমাদের নতুন থিওরিগুলো প্র্যাকটিস করে দেখি!' উড চিৎকার করে উঠল, নিজের ঝাড়ুদণ্ডটা সবেগে তুলে নিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে সকলকে ড্রেসিং রুমের বাইরে নিয়ে গেল। পা তখনও জমে আছে হাই তুলতে তুলতে তার টিম অনুসরণ করল।

এত দীর্ঘ সময়ের জন্য ওরা ড্রেসিং রুমে ছিল যে ততক্ষণে সূর্য উঠে গেছে। যদিও স্টেডিয়ামের মাঠের ঘাসে এখনও কুয়াশার পাতলা আবরণ লেগে আছে। পিচে গিয়ে হ্যারি দেখল রন আর হারমিওন ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

'তোমাদের এখনও শেষ হয়নি?' জানতে চাইল রন অবিশ্বাসের সঙ্গে।

'শুরুই হয়নি এখনও,' বলল হ্যারি, গ্রেট হল থেকে আনা রন আর হারমিওনের টোস্ট আর মোরব্বার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে। 'উড আমাদের নতুন কিছু কৌশল শেখাচ্ছিল।'

ঝাড়ুদণ্ডে চড়ে মাটিতে লাথি মারল হ্যারি, সা করে অনেক উঁচুতে উঠে গেলো। সকালের ঠান্ডা বাতাস ওকে একেবারে পুরোপুরি জাগিয়ে দিল, উডের দীর্ঘ আলোচনার চেয়ে অন্তত বেশি কার্যকরভাবে। কিডিচ পিচে ফিরে এসে চমৎকার লাগছে। ফ্রেড আর জর্জের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে ডান দিকে ঘুরে পূর্ন গতিতে স্টেডিয়াম চক্কর দিল।

'ওই অদ্ভুত শব্দটা কি ক্লিক করছে?' জিজ্ঞাসা করল ফ্রেড কোনাটা সবেগে

ঘুরে আসতে আসতে।

হ্যারি স্ট্যান্ডের দিকে তাকাল। সবচেয়ে উঁচু সিটগুলোর একটাতে কলিন বসে আছে। ছবির পর ছবি তুলছে। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দটা প্রায় জনশূন্য স্টেডিয়ামে অদ্ভুতভাবে বহুগুণে বর্ধিত হয়ে যাচ্ছে।

'এদিকে তাকাও, হ্যারি! এদিকে!' চিকন গলায় চিৎকার করছে ও।

'কে ওটা?' বলল ফ্রেড।

'কোন ধারণা নেই,' মিথ্যা বলল হ্যারি, গতি বাড়িয়ে দিল যে কলিনের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে যাওয়া যায়।

'কি হচ্ছে এখানে?' উড জিজ্ঞাসা করল, ভ্রু কুঁচকে, বাতাস কেটে ওদের দিকে যেতে যেতে। 'ওই ফার্স্ট-ইয়ারটা ছবি তুলছে কেন? আমার এটা পছন্দ হচ্ছে না। ও স্লিথারিনদের চরও হতে পারে, আমাদের নতুন ট্রেনিং প্রোগ্রাম সম্পর্কে জেনে নিচ্ছে।'

'গ্রিফিন্ডরেই আছে ও,' তাড়াতাড়ি বলল হ্যারি।

'এবং গ্রিফিন্ডরদের কোন চরেরও দরকার হবে না, অলিভার,' বলল জর্জ।

'কি দেখে ওরকম বলছ,' বলল উড।

'কারণ, ইতোমধ্যে ওরা সশরীরেই এখানে চলে এসেছে,' বলল জর্জ ওদেরকে দেখিয়ে।

সবুজ পোশাক পরা কয়েকজন পিচে চলে আসছে হেটে, কাঁধে ঝাড়ুদণ্ড।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!' রাগে হিসহিস করে উঠল উড। 'আমি সারা দিনের জন্য পিচটা বুক করেছি! ঠিক আছে দেখা যাবে!'

উড মাটির দিকে সবেগে নামল, রাগের কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি জোরে। একটু টলমল করে ঝাড়ু থেকে নামল ও। হ্যারি, ফ্রেড এবং জর্জ ওকে অনুসরণ করল।

'ফ্লিন্ট!' স্লিথারিনের ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে গর্জন করে উঠল উড। 'এটা আমাদের প্র্যাকটিসের সময়! এর জন্যে আমরা মাঠে এসেছি! তোমরা এখন যেতে পারো!'

মার্কাস ফ্লিন্ট উডের চেয়েও বিশাল। জবাব দেয়ার সময় দুর্বৃত্তসুলভ ধূর্ততা ওর মুখে, 'আমাদের সকলের জন্যেইতো অনেক জায়গা রয়েছে,উড।'

অ্যাঞ্জেলিনা, আলিসিয়া এবং কেটিও এগিয়ে এসেছে। স্লিথারিন টিমে এমন কোন মেয়ে নেই– যারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, গ্রিফিন্ডরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অপাঙ্গে তাকাতে পারে।

'কিন্তু আমিই তো পিচটা বুক করেছি!' বলল উড, রাগের সঙ্গে থুতু ফেলে। 'আমি বুক করেছি।!'

'আহ,' বলল ফ্লিন্ট, ' কিন্তু আমার কাছে তো রয়েছে প্রফেসর স্নেইপ-এর বিশেষভাবে স্বাক্ষর করা একটি চিরকুট। *আমি প্রফেসর এস.স্নেইপ, স্লিথারিন টিমকে, ওদের নতুন সিকারকে ট্রেনিং দেয়ার প্রয়োজনে কিডিচ পিচে আজ প্র্যাকটিস করবার জন্যে অনুমতি দিচ্ছি।'*

'তোমরা একজন নতুন সিকার নিয়েছ?' বলল উড মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে। 'কোথায়?'

এবং দশাসই মানুষের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো সপ্তম জন, ছোট্ট একজন বালক, পান্ডুর সূচালো মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। বালকটি ড্র্যাকো ম্যালফয়।

'তুমি কি লুসিয়াস ম্যালফয়-এর পুত্র নও?' বলল ফ্রেড, ম্যালফয়ের দিকে তাকিয়ে, দৃষ্টিতে পরিষ্কার অপছন্দের ছাপ।

'মজার ব্যাপার তুমি ড্র্যাকো'র বাবার নামটাই বললে,' বলল ফ্লিন্ট, পুরো স্লিথারিন টিমটারই মুখের হাসি আরো চওড়া হলো।'তিনি স্লিথারিন টিমকে যে সহৃদয় উপহারটা দিয়ছেন দাঁড়াও সেটা তোমাকে দেখাই।'

সাতজনই তাদের ঝাড়ুলাঠি বাড়িয়ে ধরল। সাতটি অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে চকচক করা, একেবারে নতুন হ্যান্ডল এবং সাত সেট চমৎকার সোনালি অক্ষরে লেখা 'নিম্বাস দুই হাজার এক' সকালের রোদ্দুরে ঝলসে উঠল গ্রিফিন্ডরদের নাকের সামনে।

'একেবারে লেটেস্ট মডেলের। মাত্র বেরিয়েছে গত মাসে,' বলল ফ্লিন্ট নিস্পৃহভাবে, ওর নিজের ঝাড়ুলাঠির প্রান্ত থেকে এক কণা ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে। 'আমার বিশ্বাস এটা বেশ উল্লেখযোগ্যভাবেই পুরনো নিম্বাস দুই হাজার'কে ছাড়িয়ে যাবে। আর পুরনো ক্লিনসুইপগুলো,' সে নোংরাভাবে ফ্রেড আর জর্জের দিকে তাকিয়ে হসল, ওরা দু'জনেই ওদের ক্লিনসুইপ পাঁচ আঁকড়ে ধরল, 'নিশ্চয়ই ওদের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের বোর্ডও মুছে।'

এক মুহূর্তের জন্যে গ্রিফিন্ডরের কেউই বলার মতো কথা খুঁজে পেলো না। ম্যালফয়ের আত্মতৃপ্তির হাসিটা বড় হতে হতে, ওর চোখ জোড়া একেবারে সরু হয়ে গেছে।

'ওহ! দেখো,' বলল ফ্লিন্ট। 'পিচ দখলের হামলা।'

রন আর হারমিওন ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে, কি ঘটছে তা পরখ করার জন্যে।

'কি হচ্ছে?' রন জিজ্ঞাসা করল হ্যারিকে। 'তোমরা খেলছ না কেন? আর ও এখানে কি করছে?'

ম্যালফয়ের দিকে তাকিয়ে আছে ও, চোখটা স্লিথারিন কিডিচ জার্সির

দিকে।

'আমি নতুন স্লিথারিন সিকার, উইসলি,' বলল ম্যালফয় তৃপ্ত স্বরে।'আমার বাবা আমাদের টিমের জন্য যে ঝাড়ুগুলো কিনে দিয়েছেন সকলেই সেগুলোর প্রশংসা করছে।'

রন ঢোক গিলল, হা করে তাকিয়ে থাকল তার সামনের সাতটি অপূর্ব ঝাড়ুলাঠির দিকে।

'ভাল, তাই না? আস্তে করে বলল ম্যালফয়। 'হয়তো গ্রিফিন্ডর টিমও হয়তো কিছু স্বর্ণমুদ্রা জোগাড় করে নতুন কিনে নিতে পারবে। ওই ক্লিনসুইপ পাঁচ গুলোকে এবার ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে। আমার মনে হয় হয়তো কোন জাদুঘর ওগুলোর নেয়ার জন্যে আগ্রহী হবে।'

স্লিথারিন টিম এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

'গ্রিফিন্ডর টিমে অন্তত কাউকে পয়সা দিয়ে নিজের জায়গা কিনতে হয় না।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল হারমিওন। 'তারা জায়গা পায় শুধু প্রতিভার জোরে।'

ম্যালফয়ের চেহারা থেকে আত্মতৃপ্তির হাসিটা নিভে গেল।

'তোমার মতামত কেউ চায়নি, নোংরা মাডব্লাড,' থু থু ফেলল ম্যালফয়।

সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি বুঝতে পারল, ম্যালফয় সাংঘাতিক খারাপ কিছু বলেছে। কারণ ওর কথা শেষ না হতেই তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। ফ্লিন্টকে ম্যালফয়ের সামনে ঝাপিয়ে পড়ে ওকে ফ্রেড আর জর্জের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলো। অ্যালিসিয়া চিৎকার করে উঠল,'*তোমার এত বড় সাহস!*' রন পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল, বের করে আনল ওর জাদুদণ্ডটা, চিৎকার করে উঠল, 'তোমাকে এর জন্যে মূল্য দিতে হবে, ম্যালফয়!' ফ্লিন্টো হাতের নিচ দিয়েই ওটা সে ম্যালফয়ের মুখের দিকে তাক করল ক্ষিপ্ত রন।

আকস্মিক প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল গোটা স্টেডিয়াম জাদুদণ্ডের উল্টো দিক থেকে সবুজ আলোর একটা তীব্র ঝলক বেরিয়ে রনেরই পেটে আঘাত করে ওকে একেবারে ঘাসের ওপর আছড়ে ফেলল।

'রন! রন! তুমি ঠিক আছো তো?' আর্ত চিৎকার করে উঠল হারমিওন।

কথা বলার জন্যে মুখ খুলল রন, কিন্তু কোন কথা বের হলো না। পরিবর্তে সর্বশক্তি দিয়ে ঢেকুর দিল রন আর তার মুখ দিয়ে কয়েকটা অসম আকৃতির বুলেট বেরিয়ে কোলের উপর পড়ল।

হাসিতে যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেলো স্লিথারিন টিম। হাসির দমকে বেঁকে একেবারে দ্বিগুণ হয়ে গেলো ফ্লিন্ট, ভর করে আছে নতুন ঝাড়ুলাঠিটার ওপর। চার হাতপায়ে ভর করে মাটিতে সজোরে ঘুবি মারছে ম্যালফয়। গ্রিফিনরা রনকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, আরো বড় বড় চকচকে বুলেট মুখ দিয়ে

উদগিরণ করছে সে। তবুও কেউ যেন ওকে ধরতে চাইছে না।

'ওকে হ্যাগ্রিডের কাছেই নিয়ে যাওয়া ভাল, কারণ ওর বাসাটাই কাছে,' বলল হ্যারি হারমিওনকে, সাহসের সঙ্গে মাথা নাড়ল সে, ওরা দু'জন মিলে রনকে হাত ধরে টেনে তুলল।

'কি হয়েছে, হ্যারি? কি হয়েছে? ও কি অসুস্থ কিন্তু তুমি তো ওকে সুস্থ করে তুলতে পারবে, পারবে না?' আসন ছেড়ে দৌড়ে এসে ওরা যখন পিচ ত্যাগ করছে তখন ওদের পাশে যেতে যেতে বলছে কলিন। রন একটা শ্বাস ছাড়ল আরো কয়েটা বুলেট ওর মুখ গলে সামনে পড়ল।

'উহ্‌হহ,' বলল চমৎকৃত কলিন ক্যামেরা তুলে,'ওকে একটু স্থির করে ধরতে পারো?'

'সামনে থেকে সরো কলিন!' ক্ষেপে গেছে হ্যারি। সে আর হারমিওন রনকে ধরে স্টেডিয়াম থেকে বের করে বনের কিনারার দিকে নিয়ে এলা।

'ওই তো ওর কাছেই, রন,' বলল হারমিওন, যখন খেলার শিক্ষকের কেবিনটা নজরে পড়ল। 'এক মিনিটের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে...প্রায় পৌঁছে গেছি...'

ওরা যখন হ্যাগ্রিডের বাসার কুড়ি গজের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন সামনের দরজাটা খুলে গেলো, কিন্তু যিনি বেরিয়ে এলে তিনি হ্যাগ্রিড নন। গিল্ডরয় লকহার্ট উজ্জ্বল বেগুনি রঙের সবচেয়ে ফ্যাকাসে পোশাকটা পড়ে বেরিয়ে এলেন।

'জলদি করো, এই যে এখানে,' চাপা স্বরে বলল, হ্যারি, রনকে টেনে কাছের একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে যেতে যেতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হারমিওন ওকে অনুসরণ করল।

'তুমি যদি জানো ঠিক কি করছ, তবে ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ!' লকহার্ট উচ্চস্বরে হ্যাগ্রিডের উদ্দেশে বলছেন। 'যদি সাহায্যের দরকার হয়, তুমি জানো আমি কোথায় থাকব! আমার বইয়ের একটা কপি তোমাকে দেবো– আশ্চর্য তুমি এখনও পাওনি। আজ রাতে স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, বিদায়!' হেঁটে প্রাসাদের দিকে চলে গেলেন লকহার্ট।

লকহার্ট দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, রনকে ঝোপ থেকে তুলে বের করে হ্যাগ্রিডের দরজা পর্যন্ত নিয়ে এলো। দ্রুত নক করল।

হ্যাগ্রিড এলো সঙ্গে সঙ্গে। মেজাজ খারাপ। কিন্তু দরজা খুলে আগন্তুককে দেখে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল।

'ভাবছিলাম তোমরা কখন আমাকে দেখতে আসবে– ভেতরে এসো, ভেতরে এসো, ভেতরে এসো– ভেবেছিলাম প্রফেসর লকহার্টই আবার

এসেছেন।

হ্যারি আর হারমিওন দরজা দিয়ে রনকে নিয়ে গেল এক রুমের কেবিনের ভেতরে। এক কোণায় একটি মাত্র বিশাল একটা খাট আরেক কোণায় চুল্লীতে আগুন জ্বলছে শব্দ করে। রনের সমস্যায় হ্যাগ্রিডকে খুব একটা বিচলিত দেখালো না। এর আগে হ্যারি রনকে একটা চেয়ারে বসিয়ে সমস্যাটা সংক্ষেপে হ্যাগ্রিডের কাছে ব্যাখ্যা করেছে।

'ভেতরে থাকার চেয়ে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল,' খোশ মেজাজে বললেন হ্যাগ্রিড, রনের সামনে বড় একটা তামার গামলা বসাতে বসাতে। 'সবগুলো বের করে দাও।'

'আমার মনে হয় না ওগুলো নিজে থেকে সব বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই,' উদ্বেগের সাথে বলল হারমিওন। রন আবার উবু হলো গামলার ওপর। 'ভাল সময়ই অমন একটা শাপ কার্যকর করা খুবই কঠিন আর একটা ভাঙ্গা জাদুদণ্ড দিয়ে...'

এদিক ওদিক ব্যস্ত হ্যাগ্রিড। ওর কুকুর ফ্যাং হ্যারির দিকে তাকিয়ে লালা ঝরাচ্ছে।

'ফ্যাঙের কান চুলকে দিয়ে হ্যারি জিজ্ঞাসা করল,'প্রফেসর লকহার্ট আপনার কাছে কি চেয়েছিল, হ্যাগ্রিড?'

'আমাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, কি করে কুয়া থেকে সামুদ্রিক গুল্ম তুলতে হয়,' ক্ষিপ্ত হ্যাগ্রিড বললেন। টেবিলের ওপর থেকে অর্ধেক পাখা তোলা মুরগীটা সরিয়ে টি-পটটা রাখলেন। 'যেন আমি জানি না আরকি। যেন কোন অশরিরী আত্মা যাকে সে নির্বাসিত করেছে তার ওপর আমি ঝাঁপিয়ে পড়ছি। এর এক বর্ণও যদি সত্যি হয় তাহলে আমি আমার কেটলি খাব।'

হোগার্টস-এর কোন শিক্ষকের সমালোচনা করা, হ্যাগ্রিডের জন্য অস্বাভাবিক বটে, অবাক হয়ে হ্যারি তাকিয়ে রইল। হারমিওনও কথা বলল, তবে তার চেয়ে যা স্বাভাবিক তার চেয়ে উচ্চস্বরে,'আমার মনে হচ্ছে আপনিও ঠিক করছেন না। প্রফেসর ডাম্বলডোর স্বাভাবিকভাবেই ভেবেছেন তিনিই কাজটির জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত—'

সেই কাজটার জন্যে *একমাত্র* ব্যক্তি,' বললেন হ্যাগ্রিড ওদের দিকে এক প্লেট গুড়ের সন্দেশ এগিয়ে দিতে দিতে, রন তখনও গামলার ভেতর উগড়ে চলেছে। 'এবং আমি বোঝাতে চাইছি *একমাত্রই*। কালো জাদু প্রতিরোধ বিষয়ে কাউকে খুঁজে পাওয়াও কঠিন। দেখো এই বিষয়টা পড়ার ব্যাপারে কেউ খুব বেশি আগ্রহীও নয়। সবাই ভাবতে শুরু করেছে বিষয়টা দুর্লক্ষণযুক্ত, দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। এখন আর কেউ এ বিষয়ে বেশিদিন টেকে না। এখন আমাকে

বলো তো,' বলল হ্যাগ্রিড, রনের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে,'ও কাকে শাপগ্রস্ত করতে যাচ্ছিল?'

'ম্যালফয় হারমিওনকে গালি দিয়েছে, গালিটা নিশ্চয়ই খুব খারাপ হবে, কারণ ওটা শোনার পর সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।'

'সত্যিই খারাপ ছিল বলল,' টেবিলের ওপর মাথা তুলে ভাঙ্গা গলায় বলল রন, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা ঘাম ঝরছে। "ম্যালফয় ওকে 'মাডব্লাড' বলে গালি দিয়েছে, হ্যাগ্রিড—"

রন আবার উবু হয়ে ভেতর থেকে উঠে আসা ধাতব গুলি ওগলাতে শুরু করল। হ্যাগ্রিডকে ক্ষিপ্ত দেখাচ্ছে।

'দিয়েছে!' হারমিওনের দিকে চেয়ে গর্জে উঠল হ্যাগ্রিড।

'হ্যা দিয়েছে,' বলল সে, 'কিন্তু আমি এর মানে জানি না। আমি শুধু বলতে পারি সত্যি অভদ্র ছিল ওর আচরণ, অবশ্য—'

'ওটা ছিল সবচেয়ে অপমানকর ব্যাপার,' দম নিয়ে বলল রন, আবার সোজা হয়ে বসেছে সে। 'মাডব্লাড হচ্ছে মাগল পরিবারে মানে যার বাবা-মা জাদুকর নয়, তেমন এক বাবা-মায়ের সন্তানের জন্য সবচেয়ে জঘন্য খারাপ গালি। কোন কোন জাদুকর রয়েছে— যেমন ম্যালফয়ের ফ্যামিলি-যারা ভাবে যে তারা হচ্ছে ওই যে কি বলে না বিশুদ্ধ রক্ত— সে জন্যেই অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' একটা ঢেকুর দিল রন, ওর বাড়ানো হাতে একটা গুলি পড়ল। ওটা গামলায় ফেলে ও বলতে লাগল,'অবশ্য অবশিষ্ট আমরা জানি এর কোন মানে নেই এবং এর ফলে কোন পার্থক্যও হয় না। নেভিল লংবটমকে দেখো— ও তো বিশুদ্ধ রক্ত তবুও তো একটা বড় কড়াই পর্যন্ত সঠিকভাবে খাড়া করে রাখতে পারে না।'

'এবং এখনও এমন কোন মায়া আবিস্কৃত হয়নি যা কি না হারমিওন করতে পারে না,' হ্যাগ্রিড বলল গর্বভরে, সঙ্গে সঙ্গে হারমিওনের চেহারাটা একেবারে টকটকে লাল।

'খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার কাউকে,' কাঁপা হাতে ঘামে ভেজা ভ্রু দুটো মুছে বলল রন। 'বদ রক্ত, মানে সাধারণ রক্ত। এটা পাগলামি। আজকাল বেশিরভাগ জাদুকর যেভাবেই হোক মিশ্রিত রক্তের। আমরা যদি মাগলদের বিয়ে না করতাম, তাহলে কবে মরে ভূত হয়ে যেতাম।'

আবার উবু হয়ে মাথা নোয়ালো সে।

'বেশ, ওকে শাপ দেয়ার চেষ্টা করবার জন্যে আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না রন,' বলল হ্যাগ্রিড উচ্চস্বরে, গামলায় ধাতব গুলি পড়ার শব্দকে ছাপিয়ে। 'ভালই বোধহয় হয়েছে যে তোমার জাদুদণ্ডটা উল্টো তোমাকেই শাপগ্রস্ত

করেছে। না হলে, লুসিয়াস ম্যালফয় দৌড়ে স্কুলে চলে আসত, তুমি ওর ছেলেকে শাপগ্রস্ত করলে। আর যাই হোক তুমি মুশকিলে তো পড়নি।'

হ্যারি বলতে চেয়েছিল সমস্যা যা হয়েছে তা শুধু মুখ দিয়ে ধাতব গুলি ওগলানো এর বেশি কিছু নয়, কিন্তু বলতে পারল না, হ্যাগ্রিডের মিষ্টি টফি ওর চোয়ালগুলো যেন আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে।

'হ্যারি,' বলল হ্যাগ্রিড হঠাৎ, যেন কোন আকস্মিক চিন্তা ওর মনে খেলে গিয়েছে, 'তোমার কাছে কি খোঁচা দেয়ার মতো কাঁটা রয়েছে। শুনেছি তুমি আজকাল ছবিতে সই দিতে শুরু করেছো। আমি একটাও পেলাম না এটা কেমন কথা?'

এতই রাগ হলো হ্যারির যে, যেন চোয়াল টেনে দাঁত আলাদা করল সে।

'আমি কোন ছবিতে সই দিইনি,' উত্তপ্ত স্বরে বলল সে। 'যদি এখনও লকহার্ট ওসব বলে বেড়াতে থাকে—'

এতক্ষণে খেয়াল করল সে, হ্যাগ্রিড হাসছে।

'আমি জোক করছিলাম,' বলল সে, আদর করে হ্যারির পিঠে চাপড় দিয়ে। ওকে টেবিলের দিক মুখ করে ঠেলে দিয়ে যোগ করল,' আমি জানি তুমি সে রকম কিছু করনি। আমি লকহার্টকে বলেছি তোমার ওরকম করারই দরকার নেই। চেষ্টা না করেই তুমি ওর চেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়ে গেছ।'

'বাজি ধরে বলতে পারি তিনি সেটা পছন্দ করেননি।,' উঠে বসে বলল হ্যারি, এক হাতে থুতনিটা ঘষতে ঘষতে।

'মনে হয় না পছন্দ করেছে,' বলল হ্যাগ্রিড ওর চোখ পিট পিট করছে। 'এরপর আমি বললাম ওর একটাও বই পড়িনি এবং সে চটে গেল। গুড়ের টফি?' শেষের কথাটা রনের উদ্দেশে বলা, উবু হয়ে থাকা রন আবার সোজা হয়ে মাথা তুলেছিল।

'না ধন্যবাদ,' বলল রন,'ঝুঁকি না নেয়াই ভাল।'

হ্যারি আর হারমিওন ওদের চা শেষ করল, হ্যাগ্রিড ডাকল ওদের,'এসে দেখে যাও আমি যে শব্জির চাষ করছি।'

বাড়ির পেছনের শব্জির ছোট্ট বাগানটায় প্রায় এক ডজন মিষ্টি কুমড়ো, এক একটার সাইজ বিরাট বিরাট পাথরের চাঁইয়ের সমান। হ্যারি এত বড় কুমড়ো আগে কোনদিন দেখেনি।

'বেশ বড়সড় হয়েছে তাই না?' বলল হ্যাগ্রিড খুশি হয়ে। 'ওগুলো হ্যালোঈন উৎসবের জন্যে... ততদিনে যথেষ্ট বড় হয়ে যাবে সন্দেহ নেই।'

'গাছ গুলোকে কি খাওয়াচ্ছো?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল হ্যাগ্রিড ওরা একা কি না।

'খাওয়া, মানে আমি ওদেরকে দিচ্ছিলাম– তুমি জানোতো মানে– এই একটু বাড়তি সাহায্য আর কি।'

হ্যারি লক্ষ্য করেছে হ্যাগ্রিডের ফুল ছাপানো গোলাপী ছাতাটা কেবিনের পেছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। হ্যারির বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে হ্যারির ছাতাটা যা দেখায় শুধু তাই নয় অর্থাৎ শুধু ছাতা নয়; বস্তুত, ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে হ্যাগ্রিডের পুরনো স্কুল-জাদুদণ্ডটা ওটার ভেতরেই লুকনো রয়েছে। হ্যাগ্রিডের ম্যাজিক ব্যবহার করার কথা নয়। থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়ই হোগার্টস থেকে তাকে বের করে দেয়া হয়েছিল। হ্যারি অবশ্য কোন সময়ই কারণটা জানতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে কখনও কথা উঠলেই হ্যাগ্রিড জোরে গলা খাকারি দিত এবং প্রসঙ্গ পাল্টানো না পর্যন্ত রহস্যজনকভাবে চুপ হয়ে যেত।

'আমার মনে হয় ভেতর থেকে বড় করার জাদুর প্রয়োগ করা হয়েছে? বলল হারমিওন, অর্ধেক অননুমোদন অর্ধেক মজা পাওয়ার স্বরে। 'বেশ, কাজটা ভালই করেছ।'

'তোমার ছোট বোনটিও ঠিক তাই বলেছিল,' রনের দিকে মাথা নেড়ে বলল হ্যাগ্রিড। 'গতকালইমাত্র ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে।' হ্যাগ্রিড বাঁকা চোখে হ্যারির দিকে একটু তাকাল, ওর দাঁড়ি মোচড়াচ্ছে। 'আমাকে অবশ্য ও বলেছিল ও শুধু জায়গাটা দেখে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় ও আশা করেছিল আমার বাড়িতে অন্য কারো দেখা পাবে।' ও হ্যারির দিকে চেয়ে চোখ টিপল। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহলে, ও স্বাক্ষর করা একটা–'

'ওহ, চুপ করো তো,' বলল রন। রন হেসে উঠল, মাটিতে অনেকগুলো বুলেট ছড়িয়ে পড়ল।

'সাবধান! দেখে,' হ্যাগ্রিড চিৎকার করে উঠল, রনকে ওর মহামূল্যবান কুমড়ার কাছ থেকে সরিয়ে আনল।

দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, সকালে হ্যারি একটা মাত্র গুড়ের পিঠা খেয়েছে, খিদেয় ওর পেট চোঁ চোঁ করছে, খাওয়ার জন্যে স্কুলে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারেই এখন ওর আগ্রহ বেশি। হ্যাগ্রিডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা ক্যাসলের ফিরে এলো। মাঝে মাঝে কাশছে রন। মাত্র দু'টো খুবই ছোট বুলেট বের হলো ওর পেট থেকে।

সবেমাত্র ওরা হলে পা রেখেছে, অমনি শোনা গেলো কণ্ঠস্বর।'এই যে পটার এবং উইসলি,' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ওদের দিকে হেটে আসছেন, চেহারায় কাঠিন্য ফুটে রয়েছে। 'আজ সন্ধ্যাতেই তোমাদের শাস্তি শুরু হচ্ছে।'

'আমাদের কি করতে হবে প্রফেসর?' রন জিজ্ঞাসা করল, নার্ভাস সে, পেট থেকে উঠে আসা আরেকটা ধাক্কা সামলে নিল কোনরকমে।

'মিস্টার ফিলচের সঙ্গে ট্রফি রুমের রূপার ট্রফিগুলো পলিশ করবে,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। 'কিন্তু কোন ম্যাজিক নয়, উইসলি—'

রন ঢোক গিলল। অরগাস ফিল্‌চ, কেয়ারটেকার, স্কুলের সব ছাত্রই যাকে ঘৃণা করে।

'আর তুমি পটার, প্রফেসর লকহার্টকে তার চিঠির জবাব দিতে সাহায্য করবে।'

'ওহ না—' আমিও কি ট্রফি রুমে যেতে পারি না? হ্যারি মরিয়া হয়ে বলল।

'নিশ্চয়ই না,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ভ্রু কুঁচকে। 'প্রফেসর লকহার্ট ঠিক তোমার জন্যেই অনুরোধ জানিয়েছেন । ঠিক কাটায় কাটায় আটটায়, তোমরা দু'জনেই।'

গভীর হতাশায় শ্রান্ত দু,জন দাঁড়িয়ে রইল, ওদের পেছনে হারমিওন, তোমরা-সকালের-নিয়ম- গোছের ভাব চেহারায়। হ্যারির কাছে খাবার আর ভাল লাগল না, খাওয়ার ইচ্ছেটাই যেন উবে গেছে। সে আর রন দু'জনেই ভাবল সবচেয়ে খারাপ শাস্তিটাই ওরা পেয়েছে।

'ফিল্‌চ তো আমাকে সারারাতই খাটাবে,' রন বলল ভারি গলায়। 'কোনো ম্যাজিক নয়! ওই রুমে নিশ্চয়ই এক,শ কাপ রয়েছে। মাগল বস্তু পরিস্কার করার ব্যাপারে আমি কোন দক্ষ নই।'

'আমি যে কোন সময়ই আমাদের কাজ বদল করব,' বলল হ্যারি ফাঁকা স্বরে। 'ডার্সলিদের ওখানে আমার এ ব্যাপারে প্রচুর প্র্যাকটিস হয়েছে। কিন্তু লকহার্টের হয়ে ভক্তদের চিঠির জবাব দেওয়া... ওটা একটা দুঃস্বপ্ন হবে...'

শনিবারের বিকেলটা যেন দ্রুত চলে গেল চুপিসারে এবং মনে হলো যেন কোন সময় না দিয়েই রাত আটটা বাজতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল। দ্বিতীয় তলার করিডোর দিয়ে হ্যারি পা টেনে রওয়ানা হলো লকহার্টের অফিসের উদ্দেশে। দাঁত কামড়ে সে লকহার্টের অফিসের দরজায় নক করল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। লকহার্ট ওর দিকে তাকালো সহাস্যে।

'আহ, এই যে এসেছে অপদার্থটা!' বললেন তিনি। 'ভেতরে এসো, হ্যারি, ভেতরে এসো।"

অনেক মোমবাতির আলো য় উজ্জ্বল, ফ্রেমে বাঁধানো লকহার্টের অসংখ্য ছবি। কয়েকটি আবার স্বাক্ষরও করেছেন তিনি। ডেস্কের ওপর আরেটি স্তুপ পড়ে রয়েছে।

'তুমি এনভেলাপগুলিতে ঠিকানা লিখতে পারো!' লকহার্ট এমনভাবে বললেন হ্যারিকে যেন বিরাট একটা মজার ব্যাপার। 'প্রথমটা যাবে গ্লাডিস গাজিওনের কাছে, ইশ্বর তার মঙ্গল করুন— আমার বিরাট ভক্ত।

শম্বুকের গতিতে সময় পার হচ্ছে। লকহার্ট বক বক করে যাচ্ছে, হ্যারি শুধু মাঝে মাঝে 'হুমম' এবং 'ঠিক' এবং 'ইয়েহ' করছে। কখনও সখনও হ্যারি কানে একটা দু'টো বাক্যাংশ আসছে, যেমন, 'খ্যাতি হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, হ্যারি' অথবা 'মনে রাখবে খ্যাতিমান হচ্ছে যেমন করবে তেমন।'

মোমবাতি পুড়তে পুড়তে ছোট হয়ে এসেছে। আলো নাচছে লকহার্টের ছবিগুলোর ওপর, ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে লকহার্টকেই দেখছে। ব্যাথায় জর্জর আঙুল, হ্যারি সম্ভবত হাজারতম এনভেলাপে ভেরোনিকা স্মেথলি'র ঠিকানা লিখেছে। এখন নিশ্চয়ই প্রায় যাবার সময় হয়ে এসেছে। হ্যারি, বিমর্ষভাবে ভাবল, এখনই যাওয়ার সময় হোক...

এবং তারপর সে যেন কি শুনতে পেলো– নিভু নিভু মোমবাতির আওয়াজ এবং ভক্তদের সম্পর্কে লকহার্টের বকবকের চেয়ে আলাদা কিছু।

একটা গলার স্বর, এত শীতল যে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট, একটা স্বর বরফ-শীতল বিষের চেয়েও ভয়ংকর, শ্বাসরুদ্ধকর।

'এসো...আমার কাছে এসো... তোমাকে একটানে ছিঁড়ে ফেলি...তোমাকে ছিঁড়ে...তোমাকে হত্যা করি...'

লাফিয়ে উঠল হ্যারি এবং ভেরোনিকা স্মেথলি'র স্ট্রীটে বিশাল একটা লাইলাকের ছাপ ভেসে উঠল।

'কি হলো?' জোরে বলল সে।

'আমি জানি!' বললেন লকহার্ট। 'ছয় মাস ধরে বেস্ট-সেলার তালিকার শীর্ষে! সব রেকর্ড ভঙ্গ হয়ে গেছে!'

'না,' বলল হ্যারি উন্মত্তের মতো,'ওই কণ্ঠস্বরটা!'

'সরি?' বলল লকহার্ট, ওঁকে বিমূঢ় দেখাচ্ছে। 'কোন কণ্ঠস্বর?'

'ওই– ওই যে কণ্ঠস্বর যে বলল– আপনি শোনেন নি?'

অপার বিস্ময়ে লকহার্ট তাকিয়ে রইল হ্যারির দিকে।

'তুমি কি বলছ, হ্যারি?' মানে তোমার ঝিমুনি আসছে? হা ঈশ্বর– সময় দেখো কত হয়ে গেছে! আমরা এখানে প্রায় চার ঘন্টা! আমার কখনই বিশ্বাস হয় না– সময় সত্যিই যেন উড়ে চলে গেছে, তাই না?'

হ্যারি কোন জবাব দিল না। ওই ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে হ্যারি কান পেতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কোন কিছুই সে শুনতে পেল না। শুধু শুনল লকহার্ট বলছেন, পরবর্তীকালে শাস্তির এ রকম ভাল ব্যবহার সে আশা করতে পারে না। ঘুম পাচ্ছে, হ্যারি চলে এলো লকহার্টের অফিস থেকে।

এত রাত হয়েছে যে গ্রিফিন্ডর কমন রুম প্রায় খালি হয়ে গেছে। হ্যারি সোজা হোস্টেলে চলে গেলো। রন তখনও ফেরেনি। পাজামা পরে হ্যারি

বিছানায় চলে গেলো। অপেক্ষা করছে হ্যারি। আধঘণ্টা পর রন এলো, ডান হাত মালিশ করতে করতে, অন্ধকার ঘরটায় পলিশের তীব্র গন্ধ নিয়ে।

'আমার সবগুলো মাসল জাম হয়ে গেছে,' কঁকিয়ে উঠল বিছানায় শুয়ে। 'চোদ্দবার সে আমাকে দিয়ে ওই কিডিচ কাপটা মুছিয়ে তারপর সন্তুষ্ট হয়েছে। তারপর আবার বুলেট-বমি হতে শুরু করল সবগুলো গিয়ে পড়ল, স্কুলে সার্ভিস দেয়ার জন্যে বিশেষ পদকটির উপর। এক যুগ লেগে গেল সব পরিস্কার করতে...লকহার্টের ওখানে কেমন ছিল?'

গলা খাটো করে, যেন নেভিল, ডিন এবং সিমাস জেগে না উঠে, রনকে বলল হ্যারি সে যা শুনেছে।

'আর লকহার্ট বললেন যে ওই কথাগুলো শুনতেই পাননি?' রনের জিজ্ঞাসা। চাঁদের আলোয় হ্যারি দেখতে পেলো যে সে ক্ষুব্ধ হচ্ছে। 'তোমার কি মনে হয় উনি মিথ্যা বলছেন' কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারছি না– এমনকি যিনি অদৃশ্য তাকেও ঘরে ঢুকতে হলে দরজাটা খুলতে হয়।'

'আমি জানি,' বলল হ্যারি, ওর মশারী টানানোর চার খুটিওয়ালা খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে তার মাথার ওপরের চাদোয়াটার দিকে অপলকে তাকিয়ে থেকে। 'আমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

অ ষ্ট ম অ ধ্যা য়

মৃত্যুদিনের পার্টি

অক্টোবর এসে গেলো। মাটির ওপর দিয়ে স্যাঁৎস্যাতে ঠাণ্ডা ছড়াতে ছড়াতে ক্যাসল পর্যন্ত ছড়ালো। ছাত্র এবং কর্মচারীদের মধ্যে হঠাৎ করেই ঠান্ডা লাগার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে মেট্রন ম্যাডাম পমফ্রে'র কাজ বেড়ে গেলো। ওঁর পেপারআপ পোশন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, যদিও এই মহৌষধ যিনিই পান করছেন কয়েক ঘণ্টা ধরে তার কান দিয়ে সমানে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেল। জিনি উইসলির শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল, ভয় দেখিয়ে পার্সি ওকেও খানিকটা খেতে বাধ্য করল। তার সজীব চুলের নিচ থেকে ধোঁয়া বেরোলে মনে হলো যেন তার পুরো মাথাটায়ই আগুন লেগে গেছে।

বুলেটের সাইজের বৃষ্টির ফোটা ক্যাসল-এর জানালায় পড়ছে দিনের পর দিন; লেকের পানি বাড়ছে, ফুলের কেয়ারিগুলো কাদার স্রোতধারায় পরিণত হলো এবং হ্যাগ্রিডের কুমড়োগুলো এক একটা বাগানের শেড-এর সমান বড় হলো। নিয়মিত ট্রেনিং নেয়ার ব্যাপারে অলিভার উডের উৎসাহ নিভে যায়নি।

এবং এ কারণেই হ্যালোঈন উৎসবের কয়েকদিন আগে এক ঝড়ো শনিবারের বিকেলে, হ্যারিকে দেখা গেল গ্রিফিন্ডর হাউজে ফিরছে ভিজে চুবচুবে এবং কাদায় মাখামাখি।

বৃষ্টি আর বাতাসের কথা বাদ দিলেও এই সময়টা প্র্যাকটিসের জন্যে খুব ভাল না। ফ্রেড আর জর্জ স্লিথারিন টিমের ওপর নজরদারি করছে, নিজের চোখে দেখেছে ওই নিম্বাস দুই হাজার এক ঝাড়ুগুলোর যে কী দুর্দান্ত গতি। ওরা জানালো স্লিথারিন টিমটা সাতটি অস্পষ্ট বিন্দু ছাড়া যেন আর কিছুই নয়, বাতাস কেটে জাম্প-জেটের মতো সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

হ্যারি করিডোর দিয়ে পেচ পেচ শব্দ করে হেঁটে যেতে যেতে যার সামনে পড়ল সেও তারই মতো কোন একটা বিষয়ে চিন্তামগ্ন হয়েই ছিল। প্রায় মস্তক বিহীন নিক, গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের ভূত, জানালা দিয়ে গোমড়া মুখে বাইরে তাকিয়ে ছিল, ফিস ফিস করে বলছে, '...ওদের প্রয়োজন পূরণ করো না...অর্ধেক ইঞ্চি, যদি সেটা...'

'হ্যালো, নিক,' বলল হ্যারি।

'হ্যালো, হ্যালো,' বলল প্রায়-মস্তকবিহীন নিক, চারদিক তাকিয়ে। লম্বা কোকড়ানো চুলের ওপর ও একটা চোখ ধাঁধাঁনো পালক লাগানো হ্যাট পরেছে, জ্যাকেট পরেছে একটা যার মধ্যে রয়েছে পালকের মোড়ক, ওর গলাটা যে প্রায় বিচ্ছিন্ন তা ঢেকে রেখেছে এই মোড়কটা। ধোঁয়ার মতোই ফ্যাকাশে ও, একেবারে ওর দেহের ভেতর দিয়েই হ্যারি বাইরের অন্ধকার আকাশ এবং মুষলধারার বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে।

'তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে, পটার,' বলতে বলতে নিক, একটি স্বচ্ছ চিঠি ভাজ করে ভেতরের বুক পকেটে রাখল।

'তোমাকেও তো,' বলল হ্যারি।

'আহ,' প্রায়-মস্তকবিহীন নিক ওর অভিজাত হাতটা নাড়ল, 'কোন জরুরি ব্যাপার নয়...এমন নয় যে সত্যি সত্যি আমি যোগ দিতে চেয়েছিলাম... ভেবেছিলাম দরখাস্ত করব, কিন্তু আসলে আমি 'যোগ্যতার শর্তগুলো পূরণ করি না।'

তার কথায় হাল্কা ভাব থাকলেও, তার চেহারায় ফুটে উঠেছে তিক্ততা।

'কিন্তু তুমি চিন্তা করবে, করবে না,' ক্ষেপেই উঠল সে হঠাৎ, পকেট থেকে আবার চিঠিটা বের করল,'যে ঘাড়ে ভোতা কুড়ালের পয়তাল্লিশটি আঘাত তোমাকে মুণ্ডহীন শিকারে যোগ দেয়ার উপযুক্ততা দেবে?'

'হ্যা– নিশ্চয়ই,' বলর হ্যারি যে একমত হওয়ার জন্য তৈরি হয়েই ছিল।

'আমি বোঝাতে আমার চেয়ে বেশি তো আর কেউ চায় না যে ব্যাপার দ্রুত

এবং একেবারে পরিস্কারভাবে শেষ হওয়াই উচিৎ ছিল, এবং আমার মাথাটা সঠিকভাবেই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, মানে এরকম হলে আমি অনেক ব্যথা আর উপহাস থেকে বেঁচে যেতাম। সে যেই হোক...'

প্রায়-মস্তকবিহীন নিক হাত ঝেড়ে চিঠিটা খুলে প্রচন্ড ক্রোধে পড়তে শুরু করল:

> 'আমরা শুধু সেই ধরনের শিকারীই গ্রহণ করতে পারি যাদের মাথা দেহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তুমি নিশ্চয়ই অনুধাবন করবে যে এর অন্যথা হলে সদস্যদের পক্ষে অশ্বারোহে মাথা দিয়ে খেলা দেখানো এবং মাথা-পোলোর মতো খেলায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতারাং, অতীব দুঃখের সঙ্গে তোমাকে আমার জানাতে হবে যে তুমি অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারোনি। সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করে, স্যার প্যাট্রিক ডিলানে-পডমোর।'

গজরাতে গজরাতে, প্রায়-মস্তকবিহীন নিক চিঠিটা আবার ভেতরে রেখে দিল।

'মাত্র আধ ইঞ্চি চামড়া এবং পেশি আমার ঘাড়টাকে ধরে রেখেছে, হ্যারি! বেশিরভাগ লোকই ভাববেন বেশ পুরোপুরিইতো মাথাটা কাটা হয়ে গেছে, কিন্তু না, ওহ, স্যার প্রপারলি বিচ্ছিন্ন মাথা-পডমোরের জন্যে এটা যথেষ্ট নয়।'

গভীর কয়েকটা শ্বাস টানল প্রায়-মস্তকবিহীন নিক, তারপর একটু শান্ত কণ্ঠে বলল,'কিন্তু-তোমার কি অসুবিধা? আমি কিছু করতে পারি?'

'না,' বলল হ্যারি 'যদি না তুমি জান যে স্লিথারিনদের বিরুদ্ধে আমাদের ম্যাচে খেলবার জন্যে আমরা কোথায় বিনামূল্যে সাতটি নিম্বাস দু'হাজার এক পেতে পা—'

হ্যারির পরবর্তী শব্দগুলো ডুবে গেলো খুবই উচ্চ তীক্ষ্ণ একটা বেড়ালের ডাকে, তার পায়ের গোড়ালীর কাছে কোথাও থেকে শব্দটা এলো। নিচে তাকাল হ্যারি, দেখল প্রদীপের মতো হলুদ একজোড়া চোখ। মিসেস নরিস, কেয়ারটেকার অরগাস ফিলচের ব্যবহার করা কঙ্কালসার ধূসর বেড়ালটা। ছাত্রদের সঙ্গে কেয়ারটেকারের শেষ না হওয়া লড়াইয়ে সহকারি বিশেষ।

তোমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল, হ্যারি,' তাড়াতাড়ি বলল নিক। 'ফিলচের মুড খুব ভাল না। ওর ফ্লু হয়েছে এবং থার্ড ইয়ারের কোন ছাত্র ভুল করে মাটির নিচের পাঁচ নম্বর ভূ-গর্ভস্থ কক্ষের সিলিং-এ ব্যাঙের মগজ লেপে

দিয়েছে; সারা সকাল ধরে ওগুলো পরিষ্কার করেছে ও, এরপর যদি দেখে তুমি কাদা মাখাচ্ছো...'

'ঠিক,' বলল হ্যারি, মিসেস নরিসের অভিযোগ করা চোখের দৃষ্টি থেকে সরে গেলো, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সরতে পারল না। কোন রহস্যজনক শক্তি যেন আকর্ষণ করে ওকে এই জঘন্য বেড়ালটার সঙ্গে যুক্ত করছে, হঠাৎ করেই সজোরে হাজির হলো অর্গাস ফিলচ একটা পর্দা ভেতর থেকে, হাঁচি দিচ্ছে আর খুঁজছে আইন ভাঙছে কে। মোটা একটা স্কটল্যান্ডিয়ান পশমী কাপড়ের স্কার্ফ মাথায় বাধা এবং নাক অস্বাভাবিক রকমের রক্তবর্ণ।

'নোংরা!' চিৎকার করে উঠল সে, চোয়াল কাঁপছে, চোখজোড়া বিপজ্জনকভাবে বেরিয়ে আসতে চাইছে আঙুল দিয়ে হ্যারির কিডিচ পোশাক থেকে ঝরে পরা কাদাপানির ছোটখাট পুকুরটাকে ধোবার সময়। 'সব জায়গায়ই নোংরা, গোবর, ময়লা! তোমাকে বলছি! যথেষ্ট হয়েছে, আমার সঙ্গে এসো পটার!'

প্রায়-মস্তকহীন নিককে বিষন্নভাবে বিদায় জানাল হ্যারি, তারপর চলল ফিলচের পেছন পেছন নিচের তলায়, যেতে যেতে মেঝেতে তার কাদামাখা পায়ের ছাপের সংখ্যা দ্বিগুণ করে গেলো।

হ্যারি আগে কখনো ফিল্চের অফিসে আসেনি, এই একটি জায়গা যেটা ছাত্ররা সব সময়ই এড়িয়ে চলে। রুমটা নোংরা মলিন এবং জানালাও নেই রুমে। একটামাত্র তেলের বাতি নিচু সিলিং থেকে ঝুলছে। ভাজা মাছের একটা ক্ষীণ গন্ধ জায়গাটায় ছড়িয়ে রয়েছে। দেয়ালের কাছে কাঠের ফাইলিং ক্যাবিনেট, লাগানো লেবেল থেকে বোঝা যায় ওগুলোতে ফিল্চের শাস্তি দেয়া সব ছাত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ফ্রেড এবং জর্জ উইসলির নামে একটা পুরো ড্রয়ার রয়েছে। ফিল্চের চেয়ারের পেছনে ঝুলছে চকচকে পলিশ করা চেইন এবং হাতকড়া। সকলেরই জানা যে সে সবসময়ই ডাম্বলডোরের কাছে ছাত্রদের গোড়ালীতে বেধে সিলিং থেকে ঝোলানোর অনুমতি চাইছে।

ডেস্কের ওপরের একটা পট থেকে একটা লেখার পালক তুলে নিয়ে ফিল্চ এদিক ওদিক ঘাটছে পার্চমেন্টের খোঁজে।

'গোবর,' ক্ষিপ্ত হয়ে বিড়বিড় করল সে, 'গ্রেট সিজলিং ড্রাগন ভূত...ব্যাঙের মগজ...ইঁদুরের পাকস্থলী...যথেষ্ট হয়েছে...একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে...ফরমটা কোথায় গেল...হ্যা, এই যে...'

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে পার্চমেন্টের একটা বড় রোল সে বের করল, সামনে ছড়ালো, লম্বা কালো পালকের কলমটা কালির দোয়াতে ডুবালো।

'*নাম*...হ্যারি পটার। *অপরাধ*...'

'একটু খানি তো মাত্র কাদা!' বলল হ্যারি।

'তোমার কাছে ওটা একটুখানি কাদা হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এক ঘণ্টা অতিরিক্ত ধোয়া মোছা করা!' ধমকে উঠল ফিল্চ, নাকের ডগায় অস্বস্তি কর একটা ফোটা কাঁপছে। 'অপরাধ...ক্যাসল নোংরা করা...প্রস্তাবিত শাস্তি...'

কিন্তু যেই না ফিল্চ তার পাখার কলম ডেস্কে রেখেছে, বিকট একটা ব্যাং! অফিসের সিলিং-এ, তেলের প্রদীপটা একেবারে কেঁপে উঠল।

'পিভস!' গর্জন করে উঠল ফিল্চ, পাখার কলমটা রাগে ছুড়ে ফেলে দিল।'এবার আমি তোমাকে দেখে নেব, দেখে নেব তোমাকে!'

এবং পেছনে হ্যারির দিকে একবারও না তাকিয়ে ফিল্চ পুরোদস্তুর দৌড়ে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে, মিসেস নরিস [বেড়ালটা] দৌড়ে গেল পায়ে পায়ে।

পিভস হচ্ছে স্কুল পোল্টারজিস্ট, দাঁত বের করা, আকাশে ওড়া বিপদবিশেষ যে বেঁচেই রয়েছে ধ্বংস আর বিপদ সৃষ্টির জন্য। হ্যারি পিভসকে খুব পছন্দ করে না কিন্তু মোক্ষম সময় অ্যাকশনে যাওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারছে না। আশা করা যায় পিভস যা করেছে (মনে হচ্ছে এবার বেশ বড় কিছুই ভেঙ্গেছে) সেটা হ্যারির দিক থেকে ফিল্চের মনোযোগ সরিয়ে নেবে।

ফিল্চের জন্যে অপেক্ষাই করবে মনে করে হ্যারি ডেস্কের কাছে একটা পোকা খাওয়া চেয়ারে বসে পড়ল। ডেস্কের ওপর ওর অর্ধ-সমাপ্ত ফরমটা ছাড়া আরেকটি বড়, রক্তবর্ণ গ্লসি খাম শুধু রয়েছে। খামের ওপর রূপালি অক্ষরে লেখা। দরজার দিকে চট করে একবার দেখে নিল হ্যারি যে ফিল্চ আসচে কি না, খামটা তুলে নিয়ে পড়ল :

কুইকস্পেল

চিঠির মাধ্যমে নবিশদের জন্য ম্যাজিক কোর্স

কৌতূহলী হ্যারি খামটা খুলে ভেতর থেকে পার্চমেন্টের পাতাগুলো বের করল। প্রথম পাতার আরো বাঁকা রূপালি বর্ণের লেখাগুলো হচ্ছে :

আধুনিক ম্যাজিক দুনিয়ায় নিজেকে যোগ্য মনে করছ না? একেবারে সাধারণ জাদুগুলো প্রয়োগ না করার জন্য অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছ? তোমার সাদামাটা যাদুর জন্যে উপহাসের পাত্র হয়েছ?

এসবেরই জবাব রয়েছে!

কুইকস্পেল হচ্ছে সব-নতুন, অব্যর্থ, দ্রুত-ফল, সহজে-শিক্ষা কোর্স। শত শত পুরুষ ও মহিলা জাদুকর কুইকস্পেল পদ্ধতিতে উপকৃত হয়েছে।

টপসহ্যাম-এর মাডাম.জেড. নেটলস লিখছেন :

'মন্ত্রোচ্চারণ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, আর আমার পোশন ছিল পরিবারের উপহাসের ব্যাপার! এখন, এক কোর্স কুইকস্পেলের পর, আমি এখন পার্টির শদ্যমণি, বন্ধুরা আমার সিন্টিলেশন সল্যুশনের রেসিপির জন্য পায়ে ধরছে!'

ডিডসবারি-র ওয়ারলক ডি. জে. প্রড লিখছেন :

'আমার দুর্বল জাদুতে আমার স্ত্রী নাঁক সিটকাতেন কিন্তু আপনাদের চমৎকার কুইকস্পেল কোর্সের এক মাস পর আমি ওকে গৃহপালিত ষাড়ে পরিণত করতে সফল হয়েছি! ধন্যবাদ, কুইকস্পেল!'

চমৎকার, হ্যারি খামের ভেতরের বাকি পাতাগুলো ওল্টালো। ফিল্চ এই কুইকস্পেল কোর্স চাচ্ছে কেন? তার মানে কি ও পুরোপুরি জাদুকর নয়? হ্যারি সবে মাত্র পড়তে শুরু করেছে,'পাঠ এক : জাদুদণ্ড সঠিকভাবে ধরা (কয়েকটি প্রয়োজনীয় টিপস), শুনতে পেলো পায়ের আওয়াজ, ফিল্চ ফিরে আসছে। তাড়াতাড়ি পার্চমেন্টো শিটগুলো খামের ভেতর গুজে দিল, দরজা খোলার মুহূর্তে ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে মারল।

বিজয়ীর মতো লাগছে ফিল্চকে।

'ওই অদৃশ্যমান কেবিনেটটা খুবই দামী!' আনন্দের সঙ্গে মিসেস নরিসকে বলছিল সে। 'এবার পিভসকে আমরা বের করেই দেবো, কি বলো সুইটি।'

হ্যারির ওপর ওর চোখ পড়ল তারপর কুকইকস্পেল খামটার ওপর, যেটা, হ্যারি এখন দেরিতে বুঝতে পারছে আগের জায়গার চেয়ে দুই ফিট দূরে পড়ে আছে।'

ফিল্চের সাদা মুখটা সুড়কির মতো লাল হয়ে গেলো। আরেক ঢেউ ক্রোধের টার্গেট হওয়ার জন্য হ্যারি নিজেকে প্রস্তুত করল। খুড়িয়ে ডেস্কের কাছে গেলো হ্যারি, খামটা ছিনিয়ে নিয়ে একটা ড্রয়ারের মধ্যে ছুড়ে মারল।

'তুমি কি– তুমি কি পড়েছ ওটা-? দ্রুত অসংলগ্নভাবে বলল সে।

'না,' তাড়াতাড়ি মিথ্যা বলল হ্যারি।

গাঁটিওয়ালা হাত দুটো মলচে ফিল্চ।

'যদি আমি জানতাম তুমি আমার ব্যক্তিগত চিঠি পড়বে...না এটা আমার নয়...আমার এক বন্ধুর জন্য...যার জন্যেই হোক...সে যাই হোক...'

হ্যারি ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, সতর্ক বটে; এতটা ক্ষিপ্ত ফিল্চকে কখনই দেখা যায়নি। তার চোখ জোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, এক গালের গর্তের পেশিতে খিচুনি হচ্ছে এবং মাথার স্কার্ফটাও কোন

কাজে আসছে না।

'বেশ...যাও...এবং কারো কাছে একটি শব্দও নয়...ওটা নয়...যদি তুমি পড়ে না থাকো...এখন যাও, আমাকে পিভস সম্পর্কে রিপোর্ট লিখতে হবে...যাও...'

নিজের সৌভাগ্যে বিস্মিত হ্যারি. দৌড়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল, করিডোর ধরে উপরের তলায়। ফিল্চের অফিস থেকে শাস্তি না পেয়ে বের হয়ে আসা সম্ভবত একটা স্কুল রেকর্ড।

'হ্যারি! হ্যারি! কাজ হয়েছে তো?'

প্রায়-মস্তকহীন নিক উড়ে এলো একটা ক্লাসরুমের ভেতর থেকে। ওর পেছনেই হ্যারি দেখতে পেল একটা বিরাট কালো-সোনালি ক্যাবিনেট-এর ধ্বংস স্তুপ, সম্ভবত ওটা অনেক উঁচু থেকে ফেলা হয়েছিল।

'আমি পিভসকে ওটা ঠিক ফিল্চের অফিসের ওপর ফেলার জন্যে প্ররোচিত করেছি,' আগ্রহের সঙ্গে বলল নিক। 'ভেবেছিলাম ফিল্চের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো যাবে–'

'তাহলে তুমিই?' কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল হ্যারি। 'হ্যা, কাজ হয়েছে বৈকি, আমার কোন শাস্তিই হয়নি, ধন্যবাদ, নিক!'

ওরা একসঙ্গে করিডোর ধরে এগোল। হ্যারি খেয়াল করল প্রায়-মস্তকহীন নিক তখনও স্যার প্যাট্রিকের প্রত্যাখ্যানপত্রটা হাতে ধরে রয়েছে।

'আমি যদি ওই মুন্ডবিহীন-শিকারে তোমার জন্য কিছু করতে পারতাম।' বলল হ্যারি।

জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল প্রায়-মস্তকহীন নিক এবং হ্যারি ওর ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে গেলো। না গেলেই মনে ভাল হতো; ব্যাপারটা বরফ-পানির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো।

'কিন্তু একটা ব্যাপার রয়েছে যা তুমি আমার জন্যে করতে পার,' উত্তেজিত হয়ে বলল নিক। 'হ্যারি– আমার কি বেশি চাওয়া হবে– কিন্তু না, তুমিই হয়তো চাইবে না-'

'কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

'বেশ, মানে, এই হ্যালোঈনে আমার পাঁচশতম মৃত্যুদিবস,' বলল প্রায়-মস্ত কহীন নিক, নিজেকে সোজা করে মর্যাদার সঙ্গে দাগাল।

'ওহ,' বলল হ্যারি, তবে নিশ্চিত নয় যে তার দুঃখিত না খুশি হওয়া উচিৎ। 'আচ্ছা।'

'আমি একটা পার্টি করছি, নিচে বড় সড় একটা ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে। সারাদেশ

থেকে বন্ধুরা আসছে। তুমি যদি পার্টিতে আস তবে সেটা আমার জন্যে খুব সম্মানের ব্যাপার হবে। মিস্টার উইসলি এবং মিস গ্রেঞ্জারও স্বাগত, অবশ্য-কিন্তু তার চেয়ে আমি বলি কি তুমি স্কুলের ফিস্টেই যাও?' হ্যারি দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছে লক্ষ্য করল নিক।

'না,' তাড়াতাড়ি বলল হ্যারি,' 'আমি আসব...'

'ডিয়ার হ্যারি পটার! আমার ডেথডে পার্টিতে! এবং,' ইতস্তত করছে নিক, উত্তেজিত হয়ে গেছে সে, 'তোমার কি মনে হয় যে স্যার প্যাট্রিককে বলতে পারবে আমাকে কত বেশি ভীতিকর এবং চিত্তাকর্ষক লাগে তোমার কাছে?'

'নি-নিশ্চয়ই,' বলল হ্যারি।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে গেল প্রায়-মস্তকহীন নিক।

'ডেথডে পার্টি?' হারমিওন আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কাপড় বদলে হ্যারি ওর আর রনের সঙ্গে কমন রুমে মিলিত হওয়ার পর। খুব কম জীবিত মানুষ আছেন যারা বাজি ধরে বলতে পারবেন, অমন একটা পার্টিতে গিয়েছেন– দারুণ আকর্ষণীয় ব্যাপার হবে!'

'মানুষ কেন সেই দিনটা পালন করবে, যেদিন সে মারা গেছে?' বলল রন, যে তার পোশন হোমওয়ার্ক-এর মাঝ পর্যন্ত এসেছে। মেজাজটা ওর খারাপ। 'আমার কাছে মৃত্যুর মতই বিষাদ মনে হচ্ছে ধারণাটা...'

জানালায় তখনও কালির মতো কালো বৃষ্টির ছাট আসছে, কিনতু সবই উজ্জ্বল এবং আনন্দময়। আগুনের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে অসংখ্য আরাম কেদারার ওপর, যেগুলিতে বসে লোকে পড়াশোনা করে, আলোচনা করে, বাড়ির কাজ করে অথবা ফ্রেড ও জর্জ উইসলির মতো যারা এই মুহূর্তে আলোচনা করে বের করবার চেষ্টা করছে স্যালাম্যান্ডারকে ফিলিবাস্টার আতশবাজি খাওয়ালে কি হতে পারে। ম্যাজিক্যাল জীবের যত্ন নেয়ার ক্লাস থেকে ফ্রেড এই উজ্জ্বল কমলা রঙের আগুনে বাসকারী টিকটিকিকে উদ্ধার করেছে। এখন ওটা এক দল কৌতুহলী মানুষের মাঝে টেবিলের ওপর আস্তে ধিকি ধিকি জ্বলছে।

রন আর হারমিওনকে কেবলমাত্র ফিল্‌চ এবং কুইকস্পেল-এর কথাটা বলতে যাচ্ছিল হ্যারি এমন সময় হঠাৎ সালামান্ডারটা হুসস করে শূন্যে লাফিয়ে উঠল, রুমের চারদিকে পাগলের মতো ঘুরতে ঘুরতে উচ্চশব্দে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুড়ছে আর প্রচন্ড ব্যাং ব্যাং আওয়াজ বের করছে। ফ্রেড আর জর্জের উদ্দেশে পার্সি চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে, স্যালাম্যান্ডারের মুখ থেকে নিঃসৃত ক্ষুদে ক্ষুদে তারার দর্শনীয় প্রদর্শনী এবং বিস্ফোরণের সঙ্গে ওটার আগুনের মধ্যে

পালিয়ে যাওয়া সব কিছু মিলে হ্যারির মাথা থেকে ফিল্চ আর কুইকস্পেলের খামের কথাটা একেবারেই উবে গেল।

* * * *

যে সময়ের মধ্যে হ্যালেঈন এলো, হঠাৎ করে দেয়া ডেথডে পার্টিতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে হ্যারির আফসোস হতে লাগল। স্কুলের বাকি সবাই তাদের গ্যালোঈন ফিস্ট নিয়ে জল্পনা কল্পনা করছে; জীবন্ত বাদুড় দিয়ে গ্রেট হলটাকে সাজানো হয়েছে, হ্যাগ্রিডের বিরাটকায় কুমড়োগুলোকে ল্যান্টার্নের মতো করে কাটা হয়েছে, এত বড় যে তিনজন অনায়াসে বসতে পারে এর ভেতরে এবং গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে ডাম্বলডোর কংকালের একটা নাচের ট্রুপকে বুক করেছেন।

'প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই,' বসের মতো হ্যারিকে মনে করিয়ে দিল হারমিওন। 'তুমি বলেছ ডেথডে পার্টিতে যাবে।'

সাতটার সময় হ্যারি, রন আর হারমিওন একেবারে পরিপূর্ণ গ্রেট হলটার দরজা পেরিয়ে ভূগর্ভস্থ কারাগারগুলোর দিকে পা চালালো। অবশ্য এর জন্যে হলের চকচকে সোনালি প্লেট আর মোমবাতির নরম আলোর আমন্ত্রণ তাদেরকে এড়াতে হয়েছে।

প্রায়-মস্তকহীন নিকের পার্টির দিকে যেতে করিডোরটাও মোমবাতি দিয়ে আলোকিত করা হয়েছে। কিন্তু অন্যরকম দেখাচ্ছে। আনন্দের লেশ মাত্র নেই : এগুলো লম্বা, পাতলা, ঘন-কালো মোম,সবগুলো নীল আলো দিয়ে জ্বলছে, ওদের চোখে মুখেও একটা ভৌতিক স্বল্প আলো-আঁধারি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এক একটা ধাপ ওরা নামছে সিঁড়ি দিয়ে আর তাপমাত্রা নামছে। ঠাণ্ডায় কাঁপছে হ্যারি, নিজের চারদিকে পোশাকটা আরো ভালো করে জড়িয়ে নিল। এমন সময় শুনতে পেলো যেন বিশাল এক ব্ল্যাকবোর্ডে হাজারটা নখ আঁচড়াচ্ছে।

'ওটা কি মিউজিক?' রন ফিস ফিস করে বলল। একটা কোনা ঘুরে দেখতে পেলো প্রায়-মস্তকহীন নিক দাঁড়িয়ে আছে কালো ভেলভেটের পর্দা ঝোলানো একটা দরজার সামনে।

'আমার প্রিয় বন্ধুরা,' বলল সে শোকে, 'স্বাগতম, স্বাগতম...তোমরা যে আসতে পেরেছ সে জন্যে আমি যারপরনাই আনন্দিত...'

পালক লাগানো হ্যাটটা সরিয়ে; বো করে ওদেরকে ভেতরে আমন্ত্রণ জানাল সে।

অবিশ্বাস্য একটি দৃশ্য। মাটির নিচের অন্ধকার কারাকক্ষটি ভর্তি মুক্তার মতো সাদা, আলো প্রবাহী কিন্তু অস্বচ্ছ লোকে, প্রায় সকলেই ডান্স ফ্লোরের ভিড়ের দিকে সরছে, নাচছে ওয়ালজ তিরিশটি মিউজিক্যাল করাতের কাঁপা এবং ভয়াবহ শব্দের তালে তালে, কালো চাদরে ঢাকা প্লাটফরম থেকে বাজাচ্ছে একটি অর্কেস্ট্রা। মাথার ওপর থেকে একটি ঝাড়বাতি হাজার কালো মোমবাতি থেকে মধ্যরাতের-নীল আলোকচ্ছটা ছড়াচ্ছে। ওদের নিঃশ্বাস মুখের সামনেই কুয়াশা তৈরি করছে। যেন ফ্রিজারে ঢুকেছে ওরা।

'আমরা কি চারদিকটা একটু ঘুরে দেখব,' প্রস্তাব দিল হ্যারি, আসলে পা গরম করতে চাচ্ছে ও।

'সাবধান থেকো কারো ভেতর দিয়ে যেন হেঁটে যেও না,' বলর রন, একটু নার্ভাস বোধ করছে সে, রো নাচের ফ্লোরের ধার ধরে হাঁটতে শুরু করল। এক গ্রুপ মন ভার নানের পাশ দিয়ে গেল, এক হতচ্ছাড়া চেন পরা, মোটাসোটা ফ্রায়ার, উৎফুল্ল হাফলপাফ ভূত, কথা বলছে একজন নাইটের সঙ্গে যার কপালে লেগে আছে একটা তীর। ব্লাডি বেরন, রোগা স্লিথারিন ভূত সারা শরীরে রূপালি রক্তের দাগ, অন্যান্য ভর্তি সকলেই তাকে এড়িয়ে চলছে দেখল হ্যারি, কিন্তু অবাক হলো না।

'ওহ না!' বলল হারমিওন হঠাৎ করে থেমে,। 'পেছন ফেরো, পেছন ফেরো, আমি মোনিং মার্টল-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই না-'

'কে?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি, পেছন দিকে যেতে যেতে।

'সে প্রথম তলায় মেয়েদের টয়লেটে ঘুরে বেড়ায়,' বলল হারমিওন।

'সে টয়লেটে ঘুরে বেড়ায়?'

'হ্যা। সারা বছর ধরেই টয়লেটটা নষ্ট কারণ প্রায়ই ওর রাগ হয় আর সে টয়লেটটাতে পানির বন্যা বইয়ে দেয়। এড়াতে পারলে আমি কখনো ওখানে যাইনি। তুমি টয়লেটে গেছ আর ও বিলাপ করছে সেখানে কি একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার না-'

'দেখো, খাবার!' বলল রন।

অন্ধকার কারাকক্ষটির আরেক প্রান্তে একটা লম্বা টেবিল, ওটাও কালো ভেলভেট ঢাকা। ওরা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো আগ্রহ নিয়ে, কিন্তু পর মুহূর্তে জায়গায়ই দাঁড়িয়ে পড়ল, ভয়ে। গন্ধটা একেবারেই জঘন্যরকমের বিরক্তিকর। বড় বড় পঁচা মাছ সুন্দর রূপালি প্লেটে করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, কেক, পোড়া কাঠকয়লার মতো কালো, ধাতুর ট্রের ওপর স্তূপ করা রয়েছে,

পনিরের একটা চাঁই পশমী সবুজ ছত্রাক দিয়ে ঢাকা এবং সম্মানের জায়গাটিতে, সমাধি-ফলকের আকৃতির বিশাল এক ধূসর কেক তার ওপর আলকাতরার মতো আইসিং দিয়ে লেখা :

স্যার নিকোলাস দ্য মিমসি-পরপিংটন
মৃত্যু ৩১ অক্টোবর, ১৯৪২

হ্যারি অবাক হয়ে দেখছে। একজন হৃষ্টপুষ্ট ভূত টেবিলের কাছে এসে একটু ঝুঁকে টেবিলটার মধ্যে দিয়ে চলে গেলো। মুখ হা করা ছিল ভূতটার যেন সে দুর্গন্ধযুক্ত স্যামন মাছের ভেতর দিয়ে যেতে পারে।

'ওটার মধ্য দিয়ে গেলে কি স্বাদ পাওয়া যায়?' হ্যারি জিজ্ঞাসা করল ভূতটাকে।

'প্রায়.' বলল ভূতটা মলিন মুখে তারপর চলে গেল অন্যদিকে।

'আমার মনে হয় গন্ধটাকে তীব্রতা দেয়ার জন্যে ওরা ওটাকে আরো পঁচিয়েছে,' নাক ধরে দুর্গন্ধযুক্ত ভেড়ার মাংসের স্কটিশ ডিশটার আরো কাছে গিয়ে অভিজ্ঞের মত বলল হারমিওন।

'চলো এখান এখন থেকে সরা যাক, আমি অসুস্থ বোধ করছি,' বলল রন।

ওরা ঘুরতে পেরেছে কি পারেনি, হঠাৎ করেই টেবিলের নিচে থেকে বেরিয়ে এসে একটি বেটেখাটো মানুষ ওদের সামনে শুন্যে থমকে দাঁড়ালো।

'হ্যালো, পিভস,' বলল হ্যারি সতর্কতার সঙ্গে।

চারদিকের ভূতগুলোর তুলনায় পল্টারজিস্ট পিভস একেবারে উল্টো, ফ্যাকাসেও নয় স্বচ্ছও নয়। ওর পরনে একটা উজ্জ্বল কমলা পার্টি হ্যাট, একটা ঘূর্ণায়মান বো টাই এবং ওর বড় শয়তানী মুখটায় চওড়া হাসি।

'খাবে?' সুন্দরভাবে ফাংগাসে ভরা এক গামলা ছোলা ওদের দিকে বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা কলল পিভস।

'না, ধন্যবাদ,' বলল হারমিওন।

'তোমাকে মার্টল সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছি, বেচারা,' বলল পিভস, ওর চোখ জোড়া নাচছে। 'মার্টল-এর উপর অবিচারই করেছো, বেচারা।' লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে হাঁফ ছাড়ল,'ওয়! মার্টল।'

'ওহ,না, পিভস, ওকে বলো না আমি কি বলেছি, ও মন খারাপ করবে,' দ্রুত পাগলের মতো ফিস ফিস করে বলল হারমিওন। 'আমি ঠিক ওটা বিশ্বাস করে বলিনি, আমি কিছু মনে করি না ওর মানে-এই যে, হ্যালো মার্টল।'

বসে থাকা একটা মেয়ে ভূত উড়ে এলো। দীর্ঘ, কৃশ এবং চাঁদিতে লেপ্টে থাকা চুল এবং চওড়া চশমার আড়ালে অর্ধ লুকনো হ্যারির দেখা সবচেয়ে বিষণ্ন চেহারা মার্টলের।

'কি?' জিজ্ঞাসা করল গাল ফুলিয়ে।

'কেমন আছো, মার্টল? জিজ্ঞাসা করল হারমিওন, মেকি আন্তরিকতায়। 'টয়লেটের বাইরে তোমাকে দেখে ভালই লাগছে।'

হাঁচি দিল মার্টল।

'মিস গ্রেঞ্জার এই মাত্র তোমার সম্পর্কেই আলাপ করছিল-' বলল পিভস ধূর্ততার সঙ্গে মার্টলের কানে কানে।

'এই বলছিলাম– বলছিলাম কি– তোমাকে আজ রাতে কত সুন্দর দেখাচ্ছে,' পিভস এর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলল হারমিওন।

চোখে সন্দেহ নিয়ে হারমিওনের দিকে তাকাল মার্টল।

'তোমরা আমাকে নিয়ে তামাশা করছ,' বলল সে, ওর স্বচ্ছ সি-থ্রু চোখে রূপালি অশ্রু টল টল করছে।

'না-সত্যি-অনেসটলি- এইমাত্র না আমি বললাম মার্টলকে আজ কত সুন্দর লাগছে?' হ্যারি আর রনের পাঁজরে জোরে খোঁচা দিয়ে বলল হারমিওন।

'ওহ,হ্যা...'

'সে বলেছে...'

'আমার কাছে মিথ্যা কথা বলবে না,' ঘন ঘন শ্বাস টানল মার্টল, ওর চোখের পানিতে বাঁধ ভাঙা বান, ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে খুশিতে চাকুম করে উঠল পিভস । 'তোমরা কি মনে করো লোকে আড়ালে আমার সম্পর্কে কি বলে সেটা আমি জানি না? মোটা মর্টল! কুৎসিৎ মার্টল! যাচ্ছে-তাই, কোঁকানো, মনমরা মার্টল!'

'তুমি "দাগওয়ালী" বলতে ভুলে গেছ,' ওর কানে ফিস ফিস করে বলল পিভস।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল কোঁকানো মার্টল, ছুটে বেরিয়ে গেলো ওখান থেকে। পিভসও দৌড়াল ওর পেছন পেছন, ছোট ছোট মটর ওর দিকে ছুড়তে ছুড়তে জোরে জোরে বলছে, 'দাগওয়ালী! দাগওয়ালী!'

'আহ্ বেচারা!' বলল হারমিওন দুঃখের সঙ্গে।

প্রায়-মস্তকহীন নিক ভিড়ের ঠেলে ওদের দিকে এগিয়ে এলো।

'এনজয় করছো তো?'

'ওহ! নিশ্চয়ই,' মিথ্যা বলল ওরা।

'এসেছে অনেকেই,' বেশ গর্বের সঙ্গে বলল নিক। 'বিলাপী বিধবারা সেই

কেন্ট থেকে এসেছে...এখন আমার বক্তৃতা দেয়ার সময় প্রায় হয়ে গেছে, আমি যাই বাজনাদারদের একটু বলি...'

ঠিক সেই সময়ই বাজনাদাররা বাজনা থামিয়ে দিল। ওরা এবং ওই কারা প্রকোষ্ঠে যারাই ছিল সবাই একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলো মুহূর্তের মধ্যে, চারদিকে তাকাচ্ছে উত্তেজনায়, শিকারির হর্ণের আওয়াজ শোনা গেল।

'ওহ! এই যে এসে গেছে,' তিক্ততার সঙ্গে বলল নিক।

ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে দেয়ালের মধ্যে দিয়ে সজোরে বেরিয়ে এলো এক ডজন অশরীরী ঘোড়া, প্রত্যেকটির উপর সওয়ার হয়ে আছে একজন করে মাথাহীন অশ্বারোহী। ওরা জোরে জোরে তালি বাজাল: হ্যারিও তালি বাজাতে শুরু করল, কিন্তু নিকের চেহারার দিকে তাকিয়ে তালি বাজানো বন্ধ করে দিল।

ঘোড়াগুলো নাচের ফ্লোরের ঠিক মাঝখানে দৌড়ে গেলো, থামল, পেছনে এলো, সামনে এগোলো; সামনে বিশাল এক ভূত যার কাটা মাথা ওর নিজের বগলে, হর্ণ বজালে ও, লাফ দিয়ে নিচে নামল, মাথাটাকে লোকজনের মাথার উপরে তুলল যেন সবার মাথার উপর দিয়ে ও দেখতে পায় (সবাই হাসল)। হেঁটে নিকের কাছে গেলো, মাথাটা ঘাড়ের উপর বসালো।

'নিক,' গর্জন শোনা গেল একটা। 'কেমন আছো? মাথাটা এখনও ওখানেই ঝুলছে?'

প্রাণখুলে একটা অট্টহাসি দিল সে, প্রায়-মাথাহীন নিকের কাঁধের চাপড় দিল।

'স্বাগতম, প্যাট্রিক,' বলল নিক আড়ষ্টভাবে।

'জীবিতরা!' বললেন স্যার প্যাট্রিক হ্যারি, রন আর হারমিওনের দিকে চোখ পড়তেই এবং যেন আশ্চর্য হয়েছেন এমন একটা ভাব করে দিলেন এক ভূয়া লাফ, ওর মাথাটা আবার পড়ে গেলো। উপস্থিত সকলেই হাসিতে ফেটে পড়ল।

'বেশ মজার,' মুখ গোমড়া করে বলল নিক।।

'কিছু মনে করো না নিক,' মেঝে থেকে চিৎকার করে উঠলেন স্যার প্যাট্রিকের মাথাটা। 'তাকে যে শিকারে যোগ দিতে দেয়া হয়নি সে ব্যাপারে এখনো মন খারাপ করে আছে! কিন্তু আমি বোঝাতে চাইছি-ওর দিকে তাকাও-

'আমার মনে হয়,' তাড়াতাড়ি বলল হ্যারি, নিকের অর্থবোধক চাহনির জবাবে, 'নিক খুবই-ভয় পেয়েছে এবং মানে-'

'হা!' চিৎকার করে উঠল স্যার প্যাট্রিকের লুণ্ঠিত মাথা।'বাজি ধরে বলতে পারি ও তোমাকে ওটা বলতে বলেছে!'

'আমি কি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, আমার মনে হয় এখন আমার

বক্তৃতা দেয়ার সময় হয়েছে।' বলল প্রায়-মাথাহীন নিক জোরে, হেঁটে মঞ্চের দিকে গেল এবং একটা বরফ-শীতল স্পটলাইটের ভেতরে প্রবেশ করল।

'আমার মৃত লর্ড, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোকেরা, এটা আমার অতি বড় দুঃখ...'

এরপর কেউই আর কিছু শোনেনি। স্যার প্যাট্রিক আর হেডলেস হান্টের অন্যরা মিলে হেড-হকি খেলা শুরু করে দিল, উপস্থিত সকলে খেলা দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বৃথাই চেষ্টা করল নিক দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার। কিন্তু হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো, ওর পাশ দিয়ে স্যার প্যাট্রিকের মাথাটা উড়ে যাওয়ার সময় দর্শকদের সোচ্চার উল্লাস দেখে।

ঠাণ্ডায় হ্যারির একেবারে জমে যাওয়ার দশা, ক্ষিধেও পেয়েছে।

'আমি আর সহ্য করতে পারছি না,' বিড় বিড় করে বলল রন, ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত লাগছে, বাজনাদাররা আবার বাজাতে শুরু করল, ভূতগুলো সব আবার ড্যান্স-ফ্লোরে।

'চলো যাই,' হ্যারিও বলল।

ওরা আস্তে আস্তে দরজার দিকে সরে যেতে লাগল, কারো দিকে মাথা নেড়ে, কাউকে চাপা হাসি দিয়ে এক মিনিটের মধ্যেই কালো মোমবাতি জ্বালানো প্যাসেজে চলে এলো ওরা।

'এখনও হয়তো পুডিং শেষ হয়ে যায়নি,' রনের আশান্বিত কণ্ঠস্বর, সবার আগে হলঘরের ধাপগুলোর দিকে এগিয় যাচ্ছে ও।

এর ঠিক পরেই হ্যারি শুনতে পেলো।

'*...ছেড়ো...ফাড়ো...মারো...*'

সেই একই কণ্ঠস্বর, একই রকম শীতল, খুনে কণ্ঠস্বর যেটা সে শুনতে পেয়েছিল লকহার্টের অফিসে।

হোচট খেয়ে পাথরের দেয়ালটা আঁকড়ে ধরে থেমে গেলো সে। সর্বশক্তি দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে, চারদিকে দেখবার চেষ্টা করছে, চোখ কুঁচকে প্রায়ান্ধকার প্যাসেজটা দেখবার চেষ্টা করছে।

'হ্যারি, তোমার কি–?'

'ওই কণ্ঠস্বরটা আবার-চুপ কর এক মিনিট-'

'*...এতো ক্ষুধার্ত...এত দিন ধরে...*'

'শোন!' বলল হ্যারি, কণ্ঠে জরুরিভাব, এবং রন আর হারমিওন ওকে দেখে একেবারে জমে গেলো।

'*...হত্যা করো...হত্যা করার সময়...*'

স্বরটা ক্ষীণ হয়ে আসছে। হ্যারি নিশ্চিত যে ওটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে-

উপরের দিকে। অন্ধকার সিলিংটার দিকে চেয়ে রইল সে, ভয় আর উত্তেজনা গ্রাস করেছে ওকে; ওটা উপরে যাচ্ছে কি ভাবে? তবে কি ওটা ফ্যান্টম, যার কাছে পাথরের সিলিং কোন ব্যাপারই নয়?'

'এই পথে,' চিৎকার করে ও সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল এবং প্রথম হলঘরে প্রবেশ করল। ওখানে কিছু শোনার আশা করা বৃথা, গ্রেট হলের ভেতর থেকে হ্যালোঈন ফিস্টের কলরব ভেসে আসছে। হ্যারি সিঁড়ির মার্বল ধাপ বেয়ে দৌড়ে দ্বিতীয় তলায় উঠল, রন আর হারমিওন ওর পেছন পেছন।

'হ্যারি, আমরা কি-'

'সশশ!'

কান পাতল হ্যারি। খুব ক্ষীণভাবে উপরের তলা থেকে, এবং ক্রমেই ক্ষীণতর শুনতে পেলো সে কণ্ঠস্বর:'...*আমি রক্তের গন্ধ পাচ্ছি...আমি রক্তের গন্ধ পাচ্ছি!*

ওর পাকস্থলী যেন ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। 'কাউকে ও মেরে ফেলবে!' ও চিৎকার করে উঠল। রন আর হারমিওনের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চেহারা উপেক্ষা করে ও এর পরের তলায় উঠতে শুরু কলল দৌড়ে এক একবারে তিন তিনটি করে সিঁড়ির ধাপ ভেঙ্গে। ওর নিজের পায়ের শব্দের বাইরে শুনতে চেষ্টা করছে ও।

প্রচণ্ড বেগে পুরো তৃতীয় তলাটা চষে বেড়াল হ্যারি, রন আর হারমিওন ওর হাঁপাচ্ছে ওর পেছন পেছন। শেষ একটা কোনায় এসে মোড় ঘুরেই পেল খালি প্যাসেজ।

'হ্যারি, পুরো ব্যাপারটা কি হচ্ছে? বলল রন মুখ থেকে ঘাম মুছতে মুছতে। 'আমি কিছু শুনতে পাইনি...'

কিন্তু হঠাৎ ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলল হারমিওন, সামনের করিডোরটা দেখিয়ে।

'*দেখো!*'

সামনের দেয়ালে কি যেন একটা চকচক করছে। সামনে গেলো ওরা, ধীরে, অন্ধকারের মধ্যে চোখ কুঁচকে। দুই জানালার মাঝখানের দেয়ালে এক-ফুট উঁচু উঁচু অক্ষর, জ্বলন্ত মশালের আলো ঝিলমিল করছে।

গোপনীয়তার প্রকোষ্ঠটি খোলা হয়েছে

উত্তরাধিকারের শত্রুরা, সাবধান

'ওটা কি– নিচে ঝুলছে?' বলল রন,' ওর স্বরে সামান্য কাঁপন।

কাছাকাছি পৌঁছে হ্যারি প্রায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল। মেঝেতে পানির রীতিমত একটা ডোবা তৈরি হয়ে আছে। রন আর হারমিওন ওকে ধরে ফেলল, এবং ইঞ্চি ইঞ্চি করে লেখাটার দিকে এগোচ্ছে, নিচের একটা ঘন ছায়ার ওপর চোখ স্থির। একই সঙ্গে ওরা তিনজন বুঝতে পারল ওটা কি, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পেছনে সরে এলো।

মিসেস নরিস, কেয়ারটেকারের বিড়ালটা টর্চ লাগানোর ব্র্যাকেট ধরে লেজে ঝুলে রয়েছে। শক্ত কাঠের মতো মিসেস নরিসের চোখ দুটো পুরো খোলা এবং এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ওরা নড়ল না। তারপর রন বলল,'চলো এখান থেকে চলে যাই।'

'আমাদের কি একবার সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিৎ নয়-' বেখাপ্পাভাবেই বলল হ্যারি।

'বিশ্বাস করো,' বলল রন। 'আমাদেরকে এখানে কেউ দেখুক এটা চাচ্ছি না।'

কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে। গুড় গুড় আওয়াজ পাওয়া গেলো, যেন কোন দূরের বজ্রধ্বনি, ওদের জানিয়ে দিল যে, এইমাত্র ফিস্ট শেষ হলো। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার দুই দিক থেকেই শত শত পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠছে। সঙ্গে শোনা যাচ্ছে ভূরিভোজনের পর মানুষের সুখ-গল্পের আওয়াজ; পর মুহূর্তেই, দু'দিক থেকেই ছাত্ররা যেন জোয়ারের মতো প্যাসেজে এসে পড়ল।

বকবক, উত্তেজিত কথাবার্তা এবং সব শব্দ এক পলকে থেমে গেল যখনই সামনের ছাত্রদের চোখ ঝুলন্ত বিড়ালটার ওপর পড়ল। হ্যারি, রন আর হারমিওন দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন, করিডোরের মাঝখানে, নিরবতা নেমে এসেছে, ছাত্ররা সবাই ঠেলে সামনে আসতে চাইছে বিভৎস দৃশ্যটা দেখার জন্যে।

নিরবতার মধ্যে কে যেন চিৎকার করে উঠল।

'উত্তরাধিকারের শত্রুরা, সাবধান! এরপর তোমাদের পালা, মাডব্লাডস!'

কথাটা বলেছে ড্র্যাকো ম্যালফয়। ঠেলে সামনে চলে এসেছে ও, ওর সাপের মতো চোখ জোড়া হঠাৎ করেই যেন জীবন্ত হয়ে গেছে, ওর রক্তশূন্য মুখটা এখন রক্তিম, যখন সে দেখল ঝুলন্ত অনড় বিড়ালটাকে।

ন ব ম অ ধ্যা য়

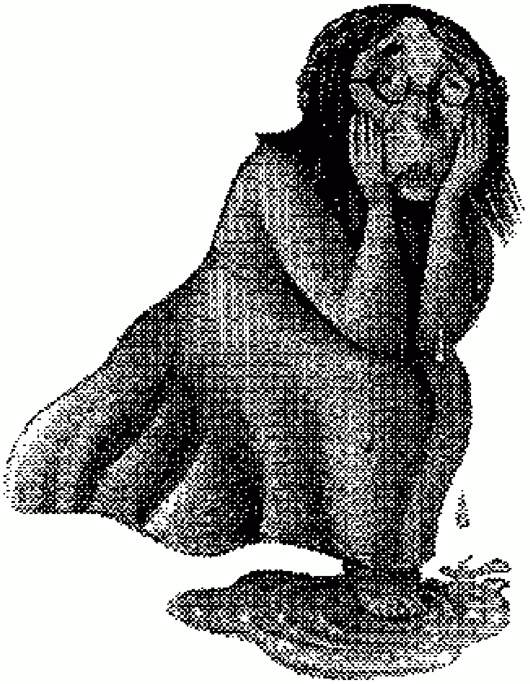

দেয়াল লিখন

'এখানে কি হচ্ছে? কি হচ্ছে?' কোন সন্দেহ নেই ম্যালফয়-এর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে, অরগাস ফিলচ কাঁধ দিয়ে ভিড় এগিয়ে এলো। এরপর ও মিসেস নরিসকে দেখতে পেলো, ভয়ে নিজের মুখ আঁকড়ে ধরল।

'আমার বেড়াল! আমার বেড়াল! মিসেস নরিসের কি হয়েছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেচিয়ে উঠল ফিলচ।

ওর ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ জোড়া পড়ল হ্যারির ওপর।

'তুমি!' চিৎকার করে উঠল ও, 'তুমি! তুমিই আমার বিড়ালকে হত্যা করেছ! তুমি ওকে মেরে ফেলেছ! আমি তোমাকে খুন করব! আমি তোমাকে-'

'অরগাস!'

ডাম্বলডোর এসে উপস্থিত। সঙ্গে আরো কয়েকজন শিক্ষক। মুহূর্তের মধ্যে তিনি হ্যারি, রন আর হারমিওনের পাশ কাটিয়ে গিয়ে মশাল আঁটকানোর

ব্র্যাকেট থেকে মিসেস নরিসকে ছাড়িয়ে নিলেন।

'আমার সঙ্গে এসো অর্গাস,' ফিলচকে বললেন ডাম্বলডোর। 'তোমরাও এসো মিস্টার পটার, মিস্টার উইসলি এবং মিস গ্রেঞ্জার।'

লকহার্ট আগ্রহের সঙ্গে সামনে এসে বললেন,'আমার অফিসটা সবচেয়ে কাছে, হেডমাস্টার– ঠিক উপরের তলায়– প্লিজ কোন সংকোচ করবেন না-'

'ধন্যবাদ, গিল্ডরয়,' বললেন ডাম্বলডোর।

নিরব ভিড়টা দুই ভাগ হয়ে গেলো ওদেরকে যাওয়ার পথ করে দেওয়ার জন্য। লকহার্ট উত্তেজিত এবং নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবছেন, ডাম্বলডোরের পেছন পেছন দ্রুত এগিয়ে গেলেন, আরো গেলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এবং স্নেইপ।

ওরা লকহার্টের অন্ধকার অফিসে ঢুকতেই দেয়ালে কিছু নড়াচড়ার শব্দ পেলো হ্যারি, দেখল ছবিতে যে লকহার্টগুলো রয়েছে টার কয়েকটা দ্রুত দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। আসল লকহার্ট মোমবাতি জ্বালিয়ে পেছনে সরে এলেন। ডেস্কের উপর বিড়ালটাকে রেখে ওকে পরীক্ষা করতে লাগলেন ডাম্বলডোর। স্নায়বিক চাপের মধ্যে চাপা উত্তেজনায় হ্যারি, রন আর হারমিওন নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল, মোমবাতির আলোর বাইরে চেয়ারে বসল। তাকিয়ে আছে ওরা ডেস্কের দিকে।

ডাম্বলডোরের বাঁকা লম্বা নাকটা মিসেস নরিসের লোম থেকে বোধহয় এক ইঞ্চি দুরেও নেই। অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির চশমার মধ্য দিয়ে তিনি নিবিষ্ট মনে বেড়ালটাকে পরীক্ষা করছিলেন, ওর দীর্ঘ আঙুলগুলো বেড়ালটাকে খুব আস্তে আস্তে পরখ করছিল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগলও ঝুঁকে আছেন একেবারে কাছে, ওর চোখ দুটো সরু হয়ে আছে। ওদের পেছনে ঝুঁকে রয়েছে স্নেইপ, ওর অর্ধেকটা ছায়ার মধ্যে। মুখে এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি। মনে হচ্ছে যেন না হাসার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। এবং ওদের চারদিকে যেন বাতাসে ভেসে স্থির হয়ে আছেন লকহার্ট আর নানা পরামর্শ দিচ্ছেন।

'নিশ্চয়ই একটা শাপই ওকে হত্যা করেছে– সম্ভবত ওটা ছিল ট্রান্সমগ্রিফিয়ান টর্চার। আমি এটাকে অনেকবার ব্যবহার হতে দেখেছি, দুর্ভাগ্য যে আমি সেখানে ছিলাম না, আমি সঠিক বিপরীত শাপটা জানি যেটা ওর জীবন রক্ষা করতে পারত...'

লকহার্টের মন্তব্যের সঙ্গে মিশে গেল ফিলচ-এর শুকনো যন্ত্রণাদায়ক কান্না। ডেস্কের পাশেই একটা চেয়ারে ধপ করে বসেছে সে, কিন্তু মিসেস নরিসের দিকে তাকাতে পারছে না, দু'হাতের তালুতে ধরা ওর মুখ। যতই অপছন্দ করুক এই মুহূর্তে হ্যারি ফিলচ-এর জন্যে দুঃখবোধ না করে পারল না,

যদিও নিজের দুরবস্থায় দুঃখবোধের চেয়ে ওটা কিছুই নয়। ডাম্বলডোর যদি ওর কথা বিশ্বাস করেন, তবে এবার হ্যারিকে অবশ্যই স্কুল থেকে বহিস্কার হতে হবে।

দম আঁটকে ডাম্বলডোর বিচিত্র সব শব্দ আউড়ে যাচ্ছেন এবং মিসেস নরিসকে ওর নিজের জাদুদণ্ডটা দিয়ে বার বার ছুয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। একভাবেই পড়ে রয়েছে মিসেস্ নরিস যেন এইমাত্র ভেতরে খড় পুরে তাকে বানানো হয়েছে।

'...আমার মনে এরকমই একটা কিছু হয়েছিল ওউয়াগাডওগও-এ,' বললেন লকহার্ট, 'সিরিজ আক্রমণ, পুরো ঘটনাটা আমার আত্মজীবনীতে রয়েছে। শহরবাসীকে বিভিন্ন রকমের মন্ত্রপুত কবচ দিয়েছিলাম ব্যাপারটা সাথে সাথে শেষ হয়ে গিয়েছিল...'

দেয়ালে ঝোলানো লকহার্টের ছবিগুলো সব একমত হয়ে মাথা নাড়ছে। একজন ওর নিজের

অবশেষে ডাম্বলডোর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

'অর্গাস, ও মরেনি,' আস্তে করে বললেন তিনি।

লকহার্ট গুণছিলেন কটা হত্যা তিনি ঠেকিয়েছেন, মাঝপথে থেমে গেলেন।

'মরেনি?' কান্নায় গলা বুঁজে এলো ফিলচ-এর। আঙুলের ফাক দিয়ে মিসেস নরিসকে দেখল। 'কিন্তু ও জমে শক্ত হয়ে গেছে কেন?'

'ওর চিন্তা-কাজ-চলৎ শক্তি রহিত করে ওকে জাদু করা হয়েছে,' বললেন ডাম্বলডোর। আহ! আমিও সে রকমই ভেবেছিলাম! বললেন লকহার্ট। 'কিন্তু কি ভাবে, আমি বলতে পারব না...'

'ওকে জিজ্ঞাসা করুন!' তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বলল ফিলচ ওর কান্নাভেজা মুখটা হ্যারির দিকে ফিরিয়ে।

'দ্বিতীয় বর্ষের কেউ এটা করতে পারে না,' দৃঢ়ভাবে বললেন ডাম্বলডোর। 'এর জন্যে প্রয়োজন সবচেয়ে অগ্রসর কালো ম্যাজিক সম্পর্কে জ্ঞান—'

'ওই করেছে, ওই করেছে! বলল ফিলচ,ওর ফোলা মুখটা লাল টকটকে হয়ে গেছে। 'আপনি দেখেছেন দেয়ালে ও কি লিখেছে! আমার অফিসে-ও পেয়েছে-ও জানে আমি-আমি-'ফিলচের চেহারায় দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। 'ও জানে আমি একজন স্কুইব!' কথা শেষ করল ফিলচ।

'আমি কখনও মিসেস নরিসকে স্পর্শ করিনি!' বলল হ্যারি জোরে, সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে, ব্যাপারটা ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। এমনকি দেয়ালের ছবিগুলোর লকহার্টগুলো পর্যন্ত ওর দিকে তাকিয়ে আছে। 'এবং আমি জানিও না স্কুইব কাকে বলে।'

'রাবিশ!' দাঁতমুখ খিচিয়ে বলল ফিলচ। 'ও আমার কুইকস্পেল-এর চিঠিটা ও দেখে ফেলেছে!'

'যদি আমি কথা বলতে পারি হেডমাস্টার মহাশয়,' ছায়ার মধ্যে থেকে বলে উঠলেন স্নেইপ। এবং বিপদের আশঙ্কা সম্পর্কে হ্যারির বোধ বৃদ্ধি পেলো, ও নিশ্চিত যে স্নেইপ যাই বলুক না কেন সেটা কখনই তার পক্ষে যাবে না।

'পটার এবং বন্ধুরা হয়তো ভুল সময়ে ভুল যায়গায় ছিল,' বলল সে। ওর মুখে সামান্য একটা বিদ্রুপের হাসি, যেন এই ব্যাপারে ওর যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। 'কিন্তু এখানে বেশ সন্দেহজনক ব্যাপার স্যাপার ঘটেছে। ওরা উপরের করিডোরে কি করছিল? ওরা হ্যালোঈন ফিস্টে একেবারেই যায়নি, কেন?'

হ্যারি, রন আর হারমিওন এক সাথে ডেথ-ডে পার্টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল, '...ওখানে শত শত ভূত ছিল ওরা সাক্ষ্য দেবে যে আমরা ওখানেই ছিলাম-'

'কিন্তু পরে কেন ফিস্ট-এ এলে না?' জিজ্ঞাসা কলল স্নেইপ, মোমের আলোয় ওর কালো চোখ জোড়া চকচক করছে। 'ওই করিডোরে কি করছিলে?'

রন আর হারমিওন দু'জনেই হ্যারির দিকে তাকালো।

'কারণ-কারণ-,' বলল হ্যারি, ওর হৃৎপিণ্ড খুব জোরে জোরে চলছে; ভেতর থেকে কে যেন ওকে বলল যদি ও বলে যে ওকে এখান পর্যন্ত নিয়ে এসেছে এমন একটা কণ্ঠস্বর যেটা কেবল সেই শুনতে পারে আর কেউ না, তাহলে সেটা কেউই বিশ্বাস করবে না, 'আমরা ক্লান্ত ছিলাম এবং বিছানায় শুতে যাচ্ছিলাম,' বলল হ্যারি।

'রাতের খাবার না খেয়েই?' জিজ্ঞাসা করল স্নেইপ, ওর কৃশ মুখটায় বিজয়ীর হাসি। 'আমার মনে হয় না ভূতেরা তাদের পার্টিতে জীবন্ত মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত খাবার দিয়েছে।'

'আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম না,' জোরেই বলল রন, তার পেটও গুড় গুড় করে উঠল জোরে।

স্নেইপ-এর নোংরা হাসিটা আরো বড় হলো।

'আমার মনে হচ্ছে পটার পুরো সত্যিটা বলছে না,' বললেন স্নেইপ। 'আমার প্রস্তাব পুরো সত্যিটা না বলা পর্যন্ত ওর কিছু কিছু সুবিধা বাতিল করা যেতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাবছি ও যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সৎ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ওকে গ্রিফিন্ডর কিডিচ টিম থেকে প্রত্যাহার করা হোক।'

'সত্যি, সেভেরাস,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ধারালো কণ্ঠে, 'ওর

ক্বিডিচ খেলা বন্ধ করবার মতো কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। এই বিড়ালটার মাথায় ঝাড়ু দিয়ে তো মারা হয়নি। পটার যে অন্যায় করেছে তার কোন প্রমাণ নেই।'

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে আছে ডাম্বলডোর। ওর ঝিকমিক করা হাল্কা-নীল দৃষ্টির সামনে হ্যারির মনে হলো ওকে যেন এক্স-রে করা হচ্ছে।

'নির্দোষ, যে পর্যন্ত না প্রমাণিত হচ্ছে দোষী, সেভেরাস,' বললেন ডাম্বলডোর দৃঢ়স্বরে।

ক্ষিপ্ত দেখালো স্নেইপকে। ফিলচকেও।

'আমার বিড়ালকে জাদু করা হয়েছে!' চিৎকার করে উঠল ফিলচ, ওর চোখ বেরিয়ে পড়েছে। 'আমি *শাস্তি* দেখতে চাই!'

'আমরা ওকে সুস্থ করে তুলতে পারব, অর্গাস,' ধৈর্যের সঙ্গে বললেন ডাম্বলডোর। 'সম্প্রতি ম্যাডাম স্প্রাউট কিছু মেনড্রেক সংগ্রহ করেছেন। ওগুলো পূর্ণ মাত্রায় বড় হওয়া মাত্র একটা ওষুধ তৈরি করাবো যেটা মিসেস নরিসকে সুস্থ করে তুলবে।'

'আমিই বানাবো ওটা,' নাক গলালেন লকহার্ট। 'আমি ওটা তৈরি করেছি কম সে কম এক'শ বার, ঘুমের মধ্যেও আমি একটা মেনেড্রক পুনর্জীবনী তৈরি করতে পারি-'

'মাফ করবেন,' বলল স্নেইপ শিতল কণ্ঠে, 'আমার বিশ্বাস এই স্কুলে আমিই ওই বিষয়ের শিক্ষক।'

বিব্রতকর নিরবতা নেমে এলো ঘরে।

'তোমরা যেতে পারো,' হ্যারি, রন আর হারমিওনের উদ্দেশে বললেন ডাম্বলডোর।

দৌড় না দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো ওরা। লকহার্টের অফিস থেকে বেরিয়ে এক তলা উপরে উঠে, ওরা একটি শূন্য ক্লাস রুমে ঢুকে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। বন্ধুদের মলিন মুখের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল হ্যারি।

'তোমরা কি মনে করো ওই অশরিরী'র কণ্ঠস্বর সম্পর্কে আমার সাফ সাফ বলে দেয়া উচিত ছিল?'

'না,' বিন্দু মাত্র দ্বিধা না করে বলল রন। 'অন্যরা শুনতে পায় না যে স্বর সেটা শুনতে পাওয়া কোন ভাল লক্ষণ নয়, এমন কি জাদুর দুনিয়াতেও।'

রনের স্বরে এমন কিছু ছিল যে হ্যারি বাধ্য হলো জিজ্ঞাসা করতে,'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, তাই না?'

'নিশ্চয়ই করি,' রন দ্রুত বলল। 'কিন্তু তোমাকে মানতে হবে এটা

স্বাভাবিক নয়...'

'আমি জানি স্বাভাবিক নয়,' বলল হ্যারি। 'পুরো ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক ভুতুড়ে। দেয়ালের লেখাটা যেন কি ছিল? *ঘরটা খোলা হয়েছে*...ওটারই বা মানে কি?'

'জানো, একটা পুরনো স্মৃতির ঘণ্টা যেন বেজে উঠল,' বলল রন ধীরে ধীরে। 'আমার মনে পড়ছে কে যেন একটা গল্প বলেছিল হোগার্টস-এ গোপন প্রকোষ্ঠ থাকার কথা... বোধহয় বিল বলেছিল...'

'আর স্কুইব মানেই বা কি?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

রনকে একটা চাপা হাসি দমন করতে দেখে বিস্মিত হলো হ্যারি।

'মানে– এটা হাসির কোন ব্যাপার নয়- কিন্তু ফিলচ যেমন বলেছে...' বলল রন। 'স্কুইব হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার জন্ম জাদু পরিবারে কিন্তু তার কোন জাদুশক্তি নেই। অনেকটা মাগল-জন্মের জাদুকরের ঠিক বিপরীত, কিন্তু স্কুইব হওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক। যদি এমন হয় যে ফিলচ কুইকস্পেল কোন কোর্স থেকে জাদু শিখছে, তাহলে আমার ধারণা ও নিশ্চয়ই স্কুইব। তাহলে অনেক কিছুর ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে। যেমন, কেন সে ছাত্রদের এতো ঘৃণা করে।' রন একটা তৃপ্তির হাসি দিল। 'সে খুবই বিতৃষ্ণ।'

কোথাও একটা ঘড়ি বেজে উঠল মধুর স্বরে।

'মধ্যরাত,' বলল হ্যারি। 'চলো স্নেইপ এসে আবার অন্য একটি ব্যাপারে ফাঁসিয়ে দেয়ার আগে শুতে যাই।'

* * * *

কয়েকদিন ধরে, স্কুলে মিসেস নরিসের উপর আক্রমণ ছাড়া অন্য কথা হয়েছে কমই। যেখানে বিড়ালটা আক্রান্ত হয়েছিল বার বার সেখানে গিয়ে, যেন আক্রমণকারী ফিরে আসতে পারে, ফিলচই ঘটনাটাকে সবার মনে তাজা রেখেছে। হ্যারি ওকে 'মিসেস স্কোয়ার্স-এর সর্ব কর্মে ব্যবহারযোগ্য ম্যাজিক্যাল মেস রিমুভার' দিয়ে দেয়াল লিখনটাকে মুছে ফেলার জন্যে ঘষতে দেখেছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি: অক্ষরগুলো এখনও চকচক করছে যেন পাথরে খোদাই করা। যখন অকুস্থল পাহারা দিচ্ছে না ফিলচ তখন চোখ লাল মুখ গোমড়া ফিলচ করিডোর ধরে হাঁটছে, কোন কারণ ছাড়াই 'জোরে শ্বাস ফেলার জন্য' বা 'খুশি দেখাচ্ছে'র মতো 'অপরাধের দায়ে কোন ছাত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডিটেনশন দিয়ে দিচ্ছে।

মিসেস নরিসের দুর্ভাগ্যে জিনি উইজলি খুবই বিচলিত। রনের কথা

অনুয়ায়ী সে খুব বড় বিড়াল-প্রেমী।

'কিন্তু মিসেস নরিসকে তোমার সত্যিই জানার দরকার নেই,' রন বলল জিনিকে। 'সত্যি বলতে কি, ওকে ছাড়া আমরা অনেক বেশি ভাল আছি,' জিনির ঠোঁট কেঁপে উঠল। 'এই ধরনের ঘটনা হোগার্ট-এ অহরহ ঘটে না,' রন ওকে আশ্বস্ত করল। 'কাজটি যে করেছে ওই বদমাশটাকে ধরে স্কুল থেকে বের করে দিতে ওদের কোন সময়ই লাগবে না। আমি শুধু আশা করি ওকে বের করে দেয়ার আগে ও যেন ফিলচকে জাদু করে যায়। আমি শুধু ঠাট্টা করছিলাম-জিনিকে ফ্যাকাশে হতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল রন।

মিসেস নরিসের ওপর আক্রমণটা হারমিওনের ওপরও প্রভাব ফেলেছে। পড়াশোনার পেছনে বেশ সময় ব্যয় করা হারমিওনের জন্য কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না, কিন্তু এখন বলতে গেলে আর কিছুই করছে না পড়াশোনা ছাড়া। সে যে কি করছে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেও হ্যারি আর রন কোন সদুত্তর পাচ্ছে না, এবং পরবর্তী বুধবারের আগে ওরা জানতেও পারল না।

'পোশন' ক্লাসে হ্যারিকে অতিরিক্ত সময় থাকতে হচ্ছে, স্নেইপ ওকে আঁটকে দিয়েছে ডেস্ক-এর ওপর থেকে টিউবওয়ার্ম ঘষে তুলবার জন্যে। দ্রুত লাঞ্চ সেরে হ্যারি ওপরে গেল লাইব্রেরিতে রনের সঙ্গে দেখা করতে, পথে জাস্টিন ফিঞ্চ ফ্লেচলি হারবলজির হাফলপাফ ছেলেটিকে ওর দিকে আসতে দেখল। হ্যারি যেই না মুখ খুলেছে হ্যালো বলার জন্যে, অমনি জাস্টিন ওকে দেখল, দেখে হঠাৎ ঘুরল এবং বিপরীত দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

রনকে পেলো লাইব্রেরীর পেছন দিকে, ওর ম্যাজিকের-ইতিহাস হোম ওয়ার্ক মেপে নিচ্ছে। প্রফেসর বিন তিন ফুট লম্বা এক রচনা চেয়েছেন, 'ইওরোপীয় জাদুকরদের মধ্যযুগীয় সমাবেশ' সম্পর্কে।

'বিশ্বাস হচ্ছে না এখনও আট ইঞ্চি ঘাটতি রয়েছে...' ক্ষিপ্ত হয়ে বলল রন, ওর লেখার পার্চমেন্ট শিটখানা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে, ওটা আবার নিজেই নিজেই গোল হয়ে গুটিয়ে গেল। 'আর ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর দিয়ে হারমিওন কি না চার ফুট সাত ইঞ্চি লিখে ফেলেছে।'

'ও কোথায়?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি, মাপার ফিতাটা হাতে নিয়ে নিজের হোম ওয়ার্কখানা মেলে ধরল।

'ওইদিকে কোথাও রয়েছে,' বইয়ের তাকগুলোকে দেখিয়ে বলল রন। 'আরেকটি বই খুঁজছে। আমার মনে হয় ক্রিস্টমাসের আগেই ও পুরো লাইব্রেরীটা পড়ে ফেলবে।'

রনকে বলল হ্যারি, ওকে জাস্টিন ফিঞ্চ ফ্লেচারের পালিয়ে যাওয়ার কথা।

'জানি না তুমি এগুলোকে পাত্তা দাও কেন, আমার তো মনে হয় ও একটা

ইডিয়ট,' বলল রন লিখতে লিখতে, ওর লেখা যতটা সম্ভব বড় করতে করতে। 'লকহার্টের বিরাট কিছু বা মহৎ হওয়ার রাবিশ গল্পগুলো–'

বুকশেল্‌ফের মধ্যে থেকে হারমিওন উদয় হলো। তাকে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছিল এবং অবশেষে মনে হচ্ছিল সে ওদের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত।

'হোগার্টস : একটি ইতিহাস বইয়ের সব কপি লাইব্রেরী থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার কপিটা বাড়িতে রেখে না এলেই হতো, কিন্তু লকহার্টের সব বইয়ের জন্যে ওটা ট্রাংকে ভরতেই পারলাম না।'

'ওটা চাচ্ছ কেন?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

'যে কারণে আর সবাই চাচ্ছে,' বলল হারমিওন, 'চেম্বার অফ সিক্রেটস-এর কাহিনীটা পড়তে।'

'ওটা কি?' হ্যারির দ্রুত জিজ্ঞাসা।

'এ পর্যন্তই। আমি মনে করতে পারছি না,' বলল হারমিওন ঠোঁট কামড়ে, 'এবং আমি আর কোথাও এ কাহিনীটা পাচ্ছি না–'

'হারমিওন, তোমার রচনাটা আমায় পড়তে দাও,' মরিয়া হয়ে বলেই ফেলল রন সময় দেখতে দেখতে।

'না, আমি দেব না,' বলল হারমিওন, হঠাৎ যেন ও নির্মম হয়ে গেলো। 'তুমি দশ দিন সময় পেয়েছ ওটা শেষ করতে।'

'আমার মাত্র আর দুই ইঞ্চি দরকার, দাও না...'

ঘণ্টা বেজে গেল। রন আর হারমিওন তর্ক করতে করতে ম্যাজিকের ইতিহাস ক্লাসে চলে গেলো।

ওদের রুটিনে ম্যাজিকের ইতিহাস হচ্ছে সবচেয়ে নিরস বিষয়। প্রফেসর বিনস, বিষয়টা যিনি পড়ান, তাদের একমাত্র ভূত-শিক্ষক, এবং তার ক্লাসের একমাত্র উত্তেজনা হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্য দিয়ে তার ক্লাস রুমে প্রবেশ করা। বয়সের কারণে কৃশ হয়ে যাওয়া তার সম্পর্কে অনেকেই বলেন তিনি নিজেই খেয়াল করেননি যে তিনি মারা গেছেন। একদিন স্টাফ-রুম আগুনের সামনে আরামকেদারায় নিজের শরীরটা পেছনে ফেলে তিনি চলে গিয়েছিলেন ক্লাস নিতে; এরপর থেকে তার রুটিন একদিনের জন্যেও পাল্টায়নি।

আজ ছিল সবচেয়ে একঘেয়ে। প্রফেসর বিনস তার নোট খুলে পুরনো ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো একঘেয়ে টানা সুরে পড়ে যেতে লাগলেন যে পর্যন্ত না ক্লাসের প্রায় সকলেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল, মাঝে মাঝে উঠে হয়তো কোন নাম বা তারিখ লিখে নিয়েছে তারপর আবার ঘুমে ঢুলে পড়েছে। আধঘণ্টা ধরে প্রফেসর একটানা বলে গেলেন, তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটল যা আগে কখনই ঘটেনি। হারমিওন তার হাত উপরে তুলল।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ কনভেনশন ১২৮৯-এর মতো একটা একঘেয়ে সাদামাটা লেকচারের মাঝপথে মুখ তুলে প্রফেসর বিন বিস্মিত হলেন।

'মিস-ইয়ে-?'

'গ্রেঞ্জার, প্রফেসর। আমি ভাবছি আপনি যদি আমাদের চেম্বার অফ সিক্রেটস সম্পর্কে কিছু বলতে পারতেন,' পরিস্কার স্বরে বলল হারমিওন।

ডিন থমাস, খোলা মুখ ঝুলিয়ে বসে যে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল, যেন ধাক্কা খেয়ে সোজা হয়ে বসল; ল্যাভেন্ডার ব্রাউনের মাথা ওর হাতের ওপর থেকে সরে গেল, এবং নেভিলের কনুই ডেস্ক থেকে পিছনে সরে গেলো।

প্রফেসর বিন চোখ পিট পিট করলেন।

'আমার বিষয় হচ্ছে ম্যাজিকের ইতিহাস,' শুকনো শনশনে স্বরে বললেন প্রফেসর। 'আমি সত্য ঘটনা নিয়ে কারবার করি, মিস গ্রেঞ্জার, উপকথা বা কল্পকাহিনী নিয়ে নয়।' খুট করে চক ভাঙ্গার মতো শব্দ করে গলা পরিস্কার করে আবার বললেন,'ওই বছরের সেপ্টেম্বরে সার্ডিনিয়ান জাদুকরদের একটি সাবকমিটি-'

তোতলাতে তোতলাতে তিনি থেমে গেলেন। হারমিওনের হাত আবার শূন্যে উঠে গেছে।

'মিস গ্রেঞ্জার?'

'প্লিজ, স্যার, উপকথার কি বাস্তবে কোন ভিত্তি থাকে না?'

প্রফেসর বিন এমন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন যে হ্যারি নিশ্চিত কোন ছাত্রই, জীবিত অথবা মৃত, কোন সময় তাকে এমন ভাবে বাধা দেয়নি লেকচারের সময়।

'বেশ,' বললেন প্রফেসর বিন ধীরে ধরি, 'হ্যা, আমার মনে হয়, সেটা নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে।' এমনভাবে হারমিওনের দিকে অর্ধনীমিলিত চোখে তাকালেন যেন এর আগে কোন ছাত্রকে ভালভাবে দেখেননি। 'যাই হোক, তুমি যে উপকথা সম্পর্কে বলছে সেটা এত চাঞ্চল্যকর যে, লুডিক্রাস-এর কাহিনীও...'

এখন কিন্তু পুরো ক্লাসই প্রফেসর বিন-এর প্রতিটি শব্দ ভাল করে লক্ষ্য করছে। ওদের সকলের দিকে ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, সব কয়টা মুখই তার দিকে ফেরানো। আগ্রহের এমন আতিশয্যে হ্যারি একেবারে হতচকিত হয়ে গেছে।

'ওহ, ঠিক আছে,' বললেন প্রফেসর ধীরে ধীরে, 'দেখা যাক...চেম্বার অফ সিক্রেটস...'

'তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জান যে প্রায় এক হাজার বছর আগে হোগার্টস

স্থাপন করা হয়েছিল-সঠিক তারিখটা বলা যাচ্ছে না– সেই যুগের চার শ্রেষ্ঠ জাদুকর এবং ডাইনীর দ্বারা। তাদের নামানুসারেই স্কুলের চারটি হাউজের নামকরণ করা হয়েছে : গড্রিক গ্রিফিন্ডর, হেলগা হাপলপাফ, রোয়েনা র‍্যাভেনক্ল এবং সালাজার স্লিথারিন। মাগলদের অনুসন্ধিৎসু চোখের অনেক দূরে তারা এই ক্যাস্‌লটি তৈরি করেছিলেন। কারণ তখন সময়টাই ছিল এমন যে সাধারণ মানুষ জাদুকে ভিষণ ভয় পেত। এবং সে সময় জাদুকর ও ডাইনীদেরকে প্রচুর নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে।

তিনি থামলেন, ঝাপসা চোখ জোড়া রুমের চারদিকে বুলিয়ে নিলেন, এবং আবার বলতে শুরু করলেন,'কয়েক বছর, প্রতিষ্ঠাতারা একসঙ্গে সমন্বিতভাবে শান্তিতে কাজ করলেন, শিশু কিশোর যাদের মধ্যে জাদুর প্রতিভা রয়েছে তাদের খুঁজে খুঁজে স্কুলে এনে শিক্ষিত করে তুলতেন। এরপর তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। স্লিথারিন এবং অন্যদের মধ্যে বিভেদ শুরু হয়ে গেল। স্লিথারিন চেয়েছিলেন স্কুলের ভর্তির প্রশ্নে ছাত্রদের বাছাই করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন জাদুবিদ্যা শুধু মাত্র জাদুকর-পরিবারগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। মাগল বাবা-মা'র সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাটা তার পছন্দ ছিল না। তিনি মনে করতেন তারা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিছুদিন পর এ বিষয়ে স্লিথারিন এবং গ্রিফিন্ডরের মধ্যে প্রবল বিতর্ক হয় এবং স্লিথারিন স্কুল ত্যাগ করেন।

প্রফেসর বিন আবার থামলেন, ঠোঁট চেপে ধরলেন ঠোঁট দিয়ে, ওঁকে দেখাচ্ছিল চামড়ায় ভাজ পরা বুড়ো কচ্ছপের মতো।

'বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র আমাদের এটুকু তথ্যই দিয়েছে,' তিনি বললেন,'কিন্তু এই তথ্যগুলো ঢাকা পড়ে গেছে চেম্বার অফ সিক্রেট্‌স এর কল্প-কাহিনীর আড়ালে। গল্পটা এমন যে, ক্যাস্‌ল-এর মধ্যে স্লিথারিন একটি লুকনো প্রকোষ্ঠ তৈরি করেছিলেন, এটাই দ্য চেম্বার অফ সিক্রেট্‌স। যে বিষয়ে স্কুলের অন্য স্থপতিরা কিছুই জানতেন না।

'কাহিনী অনুসারে, স্লিথারিন চেম্বার অফ সিক্রেট্‌স বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যেন তার প্রকৃত কোন উত্তরাধিকার স্কুলে আসার আগে কেউ ওটা খুলতে না পারে। উত্তরাধিকারই কেবলমাত্র চেম্বার অফ সিক্রেট্‌স খুলতে সক্ষম হবে, ভেতরে যে **ভয়ঙ্কর** রয়েছে ওটাকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে এবং ওকে ব্যবহার করে স্কুল থেকে সেই সব ছাত্রদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে যারা জাদুবিদ্যা পড়ার যোগ্য নয়।'

প্রফেসরের কথা শেষ হওয়ার পর ক্লাসরুমে নিরবতা নেমে এলো, কিন্তু প্রফেসর বিনসের ক্লাসরুমে ঘুমের কারেণ যে স্বাভাবিক নিরবতা থাকে সেটা তেমন কিছু ছিল না। একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ, সবাই তার দিকে তাকিয়ে

রয়েছে, আরো কিছু শোনার আশায়। প্রফেসর বিনকে সামান্য বিচলিত মনে হলো।

পুরো বিষয়টাই ডাহা অর্থহীন নিশ্চয়ই, তিনি বললে। 'স্বাভাবিকভাবে, ওরকম একটা চেম্বারের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য পুরো স্কুল খোঁজা হয়েছে, অনেকবার, সবচেয়ে শিক্ষিত জাদুকর এবং ডাইনীদের দ্বারা। এ রকম কোন চেম্বারের অস্তিত্ব নেই। ধোকা দিয়ে ভয় দেখানোর জন্যেই এ গল্পটির প্রচলন হয়েছিল।'

হারমিওনের হাত আবর উপরে উঠল।

'স্যার-"চেম্বারের ভেতরের ভয়ংকর" বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন?'

'বিশ্বাস করা হয় যে ওখানে কোন একটা রাক্ষস বা পিশাচ রয়েছে, যেটাকে একমাত্র স্লিথারিনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে,' প্রফেসর বিনস তার শুকনো তীক্ষ্ণ স্বরে।

ক্লাসের মধ্যে নার্ভাস দৃষ্টির বিনিময় হলো।

'আমি তোমাদের বলছি, ওটার কোন অস্তিত্বই নেই,' বললেন প্রফেসর বিনস, ওঁর নোটগুলো গোছাতে গোছাতে। 'কোন চেম্বার নেই পিশাচও নেই।'

'কিনতু স্যার,' বলল সিমাস ফিনিগান, 'যদি চেম্বারটা শুধুমাত্র স্লিথারিনের আসল উত্তরাধিকারই খুলতে সক্ষম হয়, তাহলে অন্যরা সেটা খুঁজে পাবে কি?'

'ননসেন্স, ও ফ্লাহেরটি,' বললেন প্রফেসর বিনস গুরুতর কণ্ঠে। 'যদি হোগার্টস-এর হেডমাস্টার এবং হেডমিস্ট্রেসগণ দীর্ঘদিন ওটা না পেয়ে থাকে-

'কিন্তু প্রফেসর,' মাঝখানে বলল পার্বতী পাতিল,'ওটা খুলতে হয়তো আপনাকে কালো জাদু প্রয়োগ করতে হতো-'

'একজন জাদুকর কালো জাদু প্রয়োগ করে না, তার মানে এই নয় যে সে কালো জাদু *জানে না*, ব্যাপারটা এমন নয় মিস পেনিফেদার,' ঝট করে বললেন প্রফেসর। 'আমি আবার বলছি, যদি ডামবলডোরের মতো-'

'কিন্তু স্লিথারিনের সঙ্গে তো সম্পর্ক থাকতে হবে, সেই কারণে ডাম্বলডোর হয়তো-' শুরু করেছিল ডিন থমাস, কিন্তু প্রফেসর বিনস অনেক সহ্য করেছেন।

'ওতেই হবে,' বললেন তিনি ধারালো কণ্ঠে। 'এটা একটা উপ-কথা! এর কোন অস্তিত্ব নেই! স্লিথারিন যে এমন একটি গোপন ঝাড়ু-কাবার্ড বানিয়ে ছিলেন এর বিন্দুমাত্র প্রমাণ কোথাও নেই! এরকম একটি অর্থহীন গল্প বলবার জন্যে এখন আমার আফসোস হচ্ছে! আমরা এখন ফিরে যাবো, যদি তোমরা

একমত হও, ইতিহাসে, একবারে নিরেট, বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রমাণযোগ্য সত্যে।'

এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে, ক্লাস আবার গতানুগতিক নিদ্রায় ঢলে পড়ল।

* * * *

'আমি সব সময়ই জানতাম সালাজার স্লিথারিন একজন বিকৃত বুড়ো উন্মাদ,' রন বলল হ্যারি আর হারমিওনকে। ওরা ঠেলে ঠুলে যাচ্ছে করিডোরের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে, লাঞ্চের আগে ব্যাগ-রুমে ব্যাগ রাখতে। 'কিন্তু আমি কখনো শুনিনি তিনিই এই বিশুদ্ধ-রক্ত ইস্যুটা শুরু করেছেন। আমাকে পয়সা দিলেও আমি তাঁর হাউজে কখনো যাবো না। সত্যি কথা বলতে কি, বাছাই হ্যাট যদি আমার জন্যে স্লিথারিন হাউজ নির্ধারণ করত তাহলে সোজা ফিরতি ট্রেন ধরে বাড়ি চলে যেতাম...'

হারমিওন মাথা নাড়ছে দ্রুত, কিন্তু হ্যারি কিছু বলল না। ওর পাকস্থলী যেন ভেতরে সেঁধিয়ে গেল, ব্যাপারটা অস্বস্তিকর।

রন এবং হারমিওনকে হ্যারি কোনদিনই বলেনি যে বাছাই হ্যাটটা ওকে সিরিয়াসলি স্লিথারিন হাউজেই পাঠাবার চেষ্টা করেছিল। এখনও সে মনে করতে পারে, যেন এই সেদিনের কথা, সেই নিচু স্বর, মাথায় হ্যাট পড়বার পর তার কানে কানে কথা বলছিল।

'তুমি বড় একটা কিছু হতে পারবে, তুমি জান, তোমার মাথায় তার সব উপাদান রয়েছে, এবং বড় হওয়ার পথে স্লিথারিন তোমাকে সাহায্য করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই...'

কিন্তু, হ্যারি, আগেই জেনেছে কালো জাদুকর বানাবার ব্যাপারে স্লিথারিন হাউজের খ্যাতি সম্পর্কে, মরিয়া হয়ে ভেবেছে, *'স্লিথারিন হাউজ নয়!' এবং হ্যাটটা বলেছে, 'ওহ, বেশ, যদি তুমি এত নিশ্চিত হও ...তাহলে গ্রিফিন্ডরই ভাল...'*

ভিড় তাদেরকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, কলিন ক্রিভি তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

'হায়, হ্যারি!'

'হ্যালো, কলিন,' বলল হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে।

'হ্যারি– হ্যারি– আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে বলছিল তুমি-'

ভিড় কলিনকে ঠেলে গ্রেট হলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ও এত ছোট যে এই চাপের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছে না; ওরা শুনল ও যেন চিকন স্বরে

বলছে, 'দেখা হবে, হ্যারি!' এবং হারিয়ে গেল সে।

'ওর মতো একটা ছেলে তোমার সম্পর্কে কি বলছিল?' হারমিওন অবাক হলো।

'মনে হয়, যে, আমিই স্লিথারিনের উত্তরাধিকারী,' বলল হ্যারি, ওর পাকস্থলী আরো ইঞ্চি খানেক ভেতরে সেঁধিয়ে গেল, যখন তার মনে হলো তাকে দেখে কেমন করে জাস্টিন ফিঞ্চ ফ্লেচলি দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

'এখানে মানুষ যে কোন কিছুই বিশ্বাস করে,' বলল রন বিরক্তিভরে।

করিডোরের ভিড় কমে এসছে, উপরের তলায় সহজেই পৌঁছে গেল ওরা।

'তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে চেম্বার অফ সিক্রেট্স-টা আসলেই রয়েছে?' হারমিওনকে জিজ্ঞাসা করল রন।

'আমি জানি না,' জবাব দিল সে ভ্রু কুঁচকে। 'ডাম্বলডোর মিসেস নরিসকে সুস্থ করে তুলতে পারেননি, এবং এ ঘটনাটাই আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে যে যেই মিসেস নরিসকে আক্রমণ করে থাকুক না কেন সে হয়তো, মানে– মানুষ নয়।'

যেই না কথা শেষ করেছে হারমিওন মোড় ঘুরে সেই কোনাটায় এলো যেখানে মিসেস নরিসের উপর আক্রমণ হয়েছিল। ওরা থামল, যায়গাটা দেখল। দৃশ্যটা সে রাতের মতোই এক রকম, শুধু মাত্র মশালের ব্র্যাকেট থেকে কোন শক্ত হয়ে উঠা বিড়াল ঝুলছে না। দেয়ালের গায়ে লাগানো একটি শূন্য চেয়ারে রয়েছে একটি নোটিশ : 'চেম্বার খোলা হয়েছে।'

'ওখানেই পাহারা দিচ্ছে ফিল্চ,' বিড় বিড় করে বলল রন।

ওরা পরস্পরের দিকে চাইল। ওরা ছাড়া করিডোরটা একেবারে শূন্য।

'আশপাশটা একবার দেখে নিলে নিশ্চয়ই সমস্যা হবে না,' বলল হ্যারি। হাত থেকে ব্যাগটা ছেড়ে দিয়ে, চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজছে ও, যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়। 'আঁচড়ানোর দাগ!' বলল ও। 'এখানে-আর এখানে-'

'এসে এখানে দেখে যাও!' বলল হারমিওন। 'এটা অদ্ভুত...'

হ্যারি উঠে দেয়াল লিখনের পাশের জানালার কাছে গেল। হারমিওন সবচেয়ে উপরের কাচটার দিকে দেখাল, ওখানে প্রায় বিশটি মাকড়শা কাচের একটি ছোট্ট ফাটলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য দৃশ্যত লড়াই করছে। একটা লম্বা রূপালি সূতা রশির মতো ঝুলে রয়েছে, যেন ওরা সকলেই তাড়াতাড়ি বাইরে যাওয়ার জন্যে ওটা বেয়েই ওপরে উঠেছে।

'তোমরা কি কখনও মাকড়শাকে এমন আচরণ করতে দেখেছ?' জিজ্ঞাসা করল হারমিওন অবাক হয়ে।

'না,' বলল হ্যারি, 'তুমি দেখেছ রন? রন?'

সে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল। অনেক পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রন, এবং মনে হচ্ছে যেন দৌড় দেয়ার ইচ্ছাটা অনেক কষ্টে দমন করছে।

'কি হয়েছে?' বলল হ্যারি।

'আমি-মাকড়শা-পছন্দ-করি-না,' বলল রন কাঠ হয়ে।

'আমি তো কখনও জানতে পারিনি,' বলল হারমিওন রনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে। 'অনেক সময়ই "পোশন" বানাবার জন্যে তুমি মাকড়শা ব্যবহার করেছ।'

'মৃত হলে আমার কোন সমস্যা হয় না,' বলল রন, সাবধানতার সঙ্গে ও তাকাচ্ছে, তবে জানালা ছাড়া অন্য সব দিকে। 'ওরা যেভাবে নড়েচড়ে আমার ভাল লাগে না...'

ফিক ফিক করে হাসল হারমিওন।

'এটা কোন তামাশা না,' প্রচণ্ড রেগে গেছে রন। 'তোমার যদি জানতে ইচ্ছে করে তো বলি, আমার যখন তিন বছর, ফ্রেড আমার– আমার টেডি বিয়ারটাকে নোংরা একটা বিরাট মাকড়শা বানিয়েছিল, আমি ওর ব্রুমস্টিকটা ভেঙেছিলাম বলে। তুমিও ওদের পছন্দ করবে না যদি দেখো তোমার হাতে ধরা টেডি বিয়ারটার হঠাৎ অনেকগুলো পা গজিয়ে যায় এবং...'

থেমে গেল রন, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। হারমিওন অবশ্য এখনও, চেষ্টা করছে না হাসার জন্যে। বিষয় পরিবর্তন করাটাই ভাল মনে করে হ্যারি বলল, 'মেঝের ওপর পানির কথা মনে আছে? ওমা পানি কোত্থেকে এসেছিল? কেউ মুছে ফেলেছে।'

'এখানে ছিল.' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল রন, ফিল্চ-এর চেয়ার পেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেছে সে, আঙুল দিয়ে দেখলে,'এই দরজার সমান সমান।'

সে দরজার পিতলের নবের দিকে হাত বাড়াল কিন্তু যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে এমনি করে হাতটা ফিরিয়েও আনল সঙ্গে সঙ্গে।

'কি হলো?' প্রশ্ন করলো হ্যারি।

'ওখানে যেতে পারব না,' বলল রন মেজাজ খারাপ করে, 'ওটা মেয়েদের টয়লেট।'

'ওহ, রন, এখন ওখানে নিশ্চয়ই কেউ নেই,' বলল হারমিওন, কাছে এসে দাঁড়িয়ে। 'ওটাই মোনিং মার্টলের যায়গা, এসো দেখা যাক।'

এবং একটা বিরাট "কাজ করে না" লেখাটাকে অগ্রাহ্য করে সে দরজাটা খুলে ফেলল।

ওটা ছিল হ্যারির দেখা সবচাইতে খারাপ নোংরা যাচ্ছেতাই বাথরুম। বিশাল একটা ফাটা এবং দাগভর্তি আয়নার নিচে এক সারি পাথরের ভাঙ্গা

সিংক। মেঝেটা স্যাঁৎস্যাঁতে এবং কয়েকটা মোমের মলিন আলোর প্রতিফলন করছে। হোল্ডারের মধ্যে মোমগুলো জ্বলে প্রায় শেষ হয়ে আসছে। কিউবিকলগুলোর কাঠের দরজার চলটে উঠে গেছে এবং একটা দরজা ঝুলে আছে কব্জা থেকে।

হারমিওন ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করল চুপ থাকতে এবং নিজে এগিয়ে গেলো সবচেয়ে কোনার কিউবিকলটার দিকে। ওখানে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করল,'হ্যালো, মার্টল, কেমন আছো তুমি?'

হ্যারি আর রনও এগিয়ে গেল দেখা জন্যে। মোনিং মার্টল টয়লেটের সিসটার্ন-এর উপর ভাসছে, থুতনিতে দাগ একটা।

'এটা মেয়েদের বাথরুম,' রন এবং হ্যারির দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টি দিয়ে বলল সে। 'ওরা তো মেয়ে নয়।'

'না, একমত হলো হারমিওন। 'আমি শুধু ওদের দেখাতে চেয়েছিলাম এখানে ভেতরটা কত সুন্দর।'

হাত দিয়ে অনির্দিষ্টভাবে পুরনো নোংরা আয়না আর স্যাতস্যাতে মেঝে দেখাল।

'ওকে জিজ্ঞাসা করো কিছু দেখেছে কি না,' হারমিওনের কানে কানে বলল হ্যারি।

ওদের দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মার্টল বলল,' ওর কানে কি ফিসফিস করছ?'

'কিছু না,' দ্রুত বলল হ্যারি। 'আমরা জানতে চেয়েছিলাম-'

'যদি লোকজন আমার পেছনে কথা বলা বন্ধ করত শুধু!' কান্নাভেজা গলায় বলল মার্টল। 'আমি মৃত হলেও,জেনো আমারও আবেগ অনুভূতি রয়েছে।''মার্টল কেউ তোমাকে বিব্রত করতে চায় না,' বলল হারমিওন। 'হ্যারি শুধু-'

'আমাকে কেউ বিব্রত করতে চায় না! ভাল বলেছ! হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল মার্টল। 'এ যায়গায় আমার জীবন কষ্টের ছাড়া আর কিছুই ছিল না, আর এখন মানুষ আসছে আমার মৃত্যুটাকেও ধ্বংস করতে!'

'আমরা তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম সম্প্রতি তুমি এখানে অদ্ভূত কিছু দেখেছ কি না,' তাড়াতাড়ি বলল হারমিওন, 'কারণ হ্যালোঈন দিবসে তোমার দরজার ঠিক বাইরে একটা বিড়াল আক্রান্ত হয়েছিল।'

'তুমি কি সে রাতে কাছাকাছি কাউকে দেখেছ?' জানতে চাইল হ্যারি।

'আমি খেয়াল করিনি,' নাটকীয়ভাবে বলল মার্টল।'পিভ্‌স আমার মেজাজটা এতই খিচড়ে দিয়েছিল যে এখানে এসে আমি আত্মহত্যা করতে

চেয়েছিলাম। তারপর, অবশ্য আমার মনে পড়ে গেলো যে আমি-আমি-'

'আগেই মরে গেছি,' সাহায্য করল রন।

হৃদয়বিদারক কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মার্টল, বাতাসে ভেসে উঠল, অন্যদিকে ফিরল এবং মাথা নিচু করে টয়লেটের মধ্যে দিল ঝাপ, ওদের সকলের গায়ে পানি ছিটিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলো; ওর চাপা কান্নার আওয়াজ থেকে বোঝা যাচ্ছে টয়লেটের পাইপটা যেখানে বেঁকেছে ওখানে কোথাও ও গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

হ্যারি আর রন দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু হারমিওন ক্লান্তিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,'সত্যি, ওটা ছিল মার্টলের প্রায় আনন্দের...চলো যাওয়া যাক।'

মার্টলের ঘড়ঘড়ে কান্নার মধ্যে হ্যারি যেই না ওদের পেছনে দরজাটা বন্ধ করেছে ওমনি একটা উচ্চস্বরে ওরা চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠল।

'রন!'

সিঁড়ির মাথায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে পার্সি উইসলি, চক চক করছে প্রিফেক্ট ব্যাজটা, যেন বড় ধরনের কোন শক পেয়েছে চেহারাটা এমন হয়েছে ওর।

'ওটা মেয়েদের বাথরুম!' ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছে। 'ওখানে তোমরা কি-?'

'একটু ঘুরে ফিরে দেখছি,' কাঁধ ঝাকিয়ে বলর রন।'সূত্র, বুঝেছ সূত্র...'

রাগে পার্সি এমন ফুলছে , এমনভাবে যে হ্যারির মনে পড়ল মিসেস উইসলির কথা।

'ওখান-থেকে-সরে-দাঁড়াও-' সে বলল, বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করল সে হাত ঝাপটা মেরে। 'ব্যাপারটা কি রকম হচ্ছে সে বিষয়ে কি তোমাদের হুশ নেই? সবাই যখন ডিনারে তখন আবার এখানে আসা...'

'আমরা কেন এখানে আসব না?' রাগ হয়ে বলল রন, থেমে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে পার্সির দিকে তাকালো। 'শোন আমরা ওই বেড়ালটার গায়ে আঙুলের টোকাও দিইনি!'

'ওটাই আমি জিনিকে বলেছি,' তীব্রভাবে বলল পার্সি,'তবুও সে মনে করে তোমাদেরকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করাই হবে; ওকে আমি কখনো এমন বিচলিত দেখিনি, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। তোমরা হয়তো ওর কথাই ভাবছ, আসলে ফার্স্ট ইয়ারের সব ছাত্রই এ ব্যাপারটা নিয়ে অতি-উত্তেজিত-'

'জিনির জন্য তোমার কোন মাথা ব্যথা নেই,' বলল রন, ওর কান দুটো লাল হয়ে গেছে। 'তুমি শুধু চিন্তিত আমি তোমার হেড বয় হওয়ার সুযোগটা

ভন্ডুল করে দেব।'

'গ্রিফিন্ডরের কাছ থেকে পাঁচ পয়েন্ট!' সংক্ষেপে বলল পার্সি, ওর প্রিফেক্ট ব্যাজটায় আঙুল বুলাতে বুলাতে। 'আশা করব এটা তোমাকে শিক্ষা দেবে! আর কোনো *গোয়েন্দাগিরি* নয়, হলে আমি মাকে লিখে দেবো!'

পা চালিয়ে চলে গেলো পার্সি, ওর ঘাড়ের পেছন দিকটা রনের মতোই লাল হয়ে রয়েছে।

* * * *

সে রাতে হ্যারি, রন আর হারমিওন কমন রুমে পার্সির কাছ থেকে যথা সম্ভব দূরে বসল। তখনও মেজাজ খারাপ রনের এবং সে তার 'চার্মস' হোমওয়ার্কটা কালি দিয়ে নষ্ট করছে। যখন ও অন্যমনস্কভাবে ওর ম্যাজিক ওয়ান্ড দিয়ে কালি মুছবার চেষ্টা করল পার্চমেন্টটাতে আগুন ধরে গেল। ওর হোমওয়ার্কটাকেই ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিল, দড়াম করে দ্য স্ট্যান্ডার্ড বুক অফ স্পেল্‌স, গ্রেড ২ বন্ধ করল রন। হ্যারিকে বিস্মিত করে হারমিওনও একই কাজ করল।

'কে হতে পারে,' শান্ত স্বরে বলল হারমিওন, যেন তাদের মধ্যে যে কথা হচ্ছিল সেটাই চালিয়ে যাচ্ছে সে। 'কে চাচ্ছে সব স্কুইব এবং মাগল-জাতদের হোগার্টস ছাড়া করতে?'

'ভাবতে দাও,' কৃত্রিম বিভ্রান্তির ভান করে বলল। 'আমরা কাকে জানি যে মনে করে মাগল-জাতরা জঞ্জাল?'

সে তাকাল হারমিওনের দিকে। হারমিওন তাকাল ওর দিকে, বিশ্বাস করছে না।

'তুমি যদি ম্যালফয়ের কথা বলো-'

'নিশ্চয়ই আমি ম্যালফয়ের কথা বলছি!' বলল রন। 'তুমি শুনেছ ওর কথা : "এরপর তোমাদের পালা মাডব্লাড্‌স!" বিশ্বাস করো ওই যে সেই সেটা বোঝার জন্য তোমাকে শুধু ওর ইঁদুরের মতো নেংরা চেহারাটার দিকে তাকাতে হবে-'

'ম্যালফয়, স্লিথারিনের উত্তরাধিকার?' সন্দেহের স্বরে বলল হারমিওন।

'ওর পরিবারের কথাই ধরো,' বই গোছাতে গোছাতে বলল হ্যারি। 'ওরা সকলেই স্লিথারিন হাউজে থেকেছে, সে সব সময় এ নিয়ে গর্বও করে। ওরা খুব সহজে স্লিথারিনের উত্তরাধিকার হতে পারে। ওর বাবা সে রকমই বেশ শয়তান।'

'ওদের কাছে চেম্বার অফ সিক্রেট্স এর চাবিও থাকতে পারে যুগ যুগ ধরে!' বলল রন। 'এবং পিতা থেকে পুত্রের হাতে ক্রমান্বয়ে সেটা দিয়েও যেতে পারে...'

'বেশ,' বলল হারমিওন সতর্কতার সঙ্গে,'আমার মনে হয় এটা সম্ভব হতে পারে...'

'কিন্তু আমরা সেটা প্রমাণ করব কিভাবে?' চিন্তিত স্বরে বলল হ্যারি।

'নিশ্চয়ই একটা উপায় থাকতে পারে,' ধীরে ধীরে বলল হারমিওন, রুমের অন্যদিকে পার্সির দিকে দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে ওর স্বর আরো নামিয়ে। 'অবশ্য এটা খুবই কঠিন হবে। এবং বিপদজনক, খুব বিপদজনক। আশা করছি এর জন্যে আমাদেরকে স্কুলের গোটা পঞ্চাশেক নিয়ম ভাংতে হবে।'

'মাস খানেকের মধ্যে, যদি তোমার মনে চায়, তুমি আমাদের ব্যাখ্যা করে বলতে পারো, পারো না?' বিরক্ত হয়ে বলল রন।

'বেশ,' শীতল কণ্ঠে বলল হারমিওন। 'আমাদের যা করতে হবে, সেটা হচ্ছে স্লিথারিন কমন রুমে ঢুকে ম্যালফয়কে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে, কিন্তু ও যেন টের না পায় আমরাই প্রশ্নগুলো করছি।'

'কিন্তু সেটা অসম্ভব,' বলে হ্যারি এবং রন হেসে উঠল।

'না, একেবারেই না,' বলল হারমিওন। 'আমাদের শুধু দরকার হবে কিছু পরিমাণে পলিজুস পোশন।'

'সেটা আবার কি?' এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি আর রন।

'কয়েক সপ্তাহ আগে স্নেইপ ওটার কথা ক্লাসে বলেছিল-'

'তোমার কি মনে হয় পোশন সম্পর্কে স্নেইপের লেকচার শোনা ছাড়া আমাদের ভাল আর কিছু করার নেই? বিড় বিড় করে বলল রন।

'এটা তোমাকে অন্য ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে। ভেবে দেখো! আমরা তিন জন স্লিথারিনে রূপান্তরিত হতে পারি। কেউই জানবে না যে আমরা ছিলাম। ম্যালফয় হয়তো আমাদের কাছে যে কোনো কথাই বলবে। হয়তো ঠিক এখনই সে এ নিয়ে স্লিথারিন কমন রুমে বড়াইও করছে, যদি শুধু আমরা ওর কথা শুনতে পারতাম।'

'এই পলিজুস-এর ব্যাপারটা আমার কাছে একটু ঝুঁকিপূর্ণ মনে হচ্ছে,' বলল রন ভ্রু কুঁচকে। 'যদি আমরা তিনজন চিরদিনের জন্যে "স্লিথারিনের মতো দেখতে" রয়ে যাই, তাহলে কি হবে?'

'কিছুক্ষণ পরই পোশনটার কার্যকারিতার আয়ু শেষ হয়ে যায়,' অস্থিরভাবে হাত নেড়ে বলল হারমিওন,' কিন্তু ওটা পাওয়াই খুব কঠিন। স্নেইপ বলেছিলেন ওটা "মোস্তে পোতেঁ পোশন্স' বইয়ে রয়েছে এবং অবশ্যই এটা লাইব্রেরীর

সংরক্ষিত অংশে রয়েছে।'

লাইব্রেরেরীর সংরক্ষিত অংশ থেকে বই বের করবার একটাই উপায় রয়েছে : একজন শিক্ষকের স্বাক্ষর করা লিখিত অনুমতি পত্র থাকতে হবে।

'বইটা আমরা কেন চাচ্ছি ,' বলল রন, 'যদি না আমরা এর থেকে কোন পোশন বানানোর চেষ্টা না করি।'

'আমার মনে হয়,' বলল হারমিওন,' যদি আমরা এমন বোঝাতে পারি যে আমরা শুধু থিওরিতেই আগ্রহী তাহলে হয়তো আমাদের একটা সম্ভাবনা রয়েছে...'

'ওহ, কি যে বলো, কোনো টিচারই এতে কনভিন্স্‌ড হবে না,' বলল রন। 'যুক্তিটা সত্যিই জোরালো হতে হবে...'

দ শ ম অ ধ্যা য়

দ্য রোগ ব্লাজার

পিক্সিগুলোর সর্বনাশা ঘটনার পর প্রফেসর লকহার্ট ক্লাসে আর কখনো জীবন্ত প্রাণী আনেননি। নিজের বই থেকে পড়ে শোনাতেন ক্লাসে, নাটকীয় ঘটনাগুলো মঞ্চস্থ করে দেখাতেন। এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণত হ্যারিকে ডেকে নিতেন তাকে সাহায্য করার জন্য। এখন পর্যন্ত হ্যারি বাধ্য হয়েছে একজন সরল ট্র্যান্সসিলভ্যানিয়ান গ্রাম্য মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে যাকে লকহার্ট একটি শাপ থেকে বাঁচিয়েছে, তাকে অভিনয় করতে, হয়েছে মাথায় সর্দি লাগা একজন ইয়েতির ভূমিকায় এবং একজন ভ্যামপায়ারের ভুমিকায় যে লকহার্টের ব্যবস্থার আগে লেটুস ছাড়া আর কিছুই খেতে পারত না।

হ্যারিকে সবলে টেনে নিয়ে ওদের ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস ক্লাসে সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো, এবার সে অভিনয় করছে একটা পুরাণে বর্ণিত

নেকড়ের রূপান্তরিত মানব সন্তান বা ওয়ের-উল্ফ এর ভূমিকায়। রকহার্টকে খুশি রাখার খুব জোরালো কারণ না থাকলে এবার হ্যারি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করত।

'জোরে ডাক ছাড়তে হবে হ্যারি– ঠিক এরকম– এবং তোমরা যদি বিশ্বাস করো, আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওটার ওপর– এই ভাবে– সজোরে ছুড়ে মারলাম মেঝেতে– এইভাবে একহাতে ওকে ঠেসে ধরলাম– অন্য হাতে আমার জাদুদণ্ডটা ওর গলায় ঢুকিয়ে দিলাম– এর পর আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করে সাংঘাতিক রকমের জটিল হোমরফাস চার্ম বিদ্যাটা প্রয়োগ করলাম– বেচারা একটা মর্মান্তিক গোঙানী ছাড়ল– হ্যাঁ, হ্যারি এর চেয়েও জোরে– বেশ নেকড়েটার গায়ের লোমগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলো– বড় বড় দাঁতগুলো সংকুচিত হয়ে গেলো– সে আবার মানুষ হয়ে গেলো। সহজ, কিন্তু কার্যকর এবং আরেকটি গ্রাম আমাকে মনে রাখবে তাদের হিরো হিসেবে, যে ওদেরকে ওয়ের-উলফের মাসিক ভীতি থেকে বাঁচিয়েছে।'

ঘন্টা বাজল, লকহার্ট উঠে দাঁড়ালেন।

'বাড়ির কাজ: ওয়াগগা ওয়ের-উল্ফকে আমি যে পরাজিত করেছি তার ওপর একটা কবিতা লিখে আনবে! যার সবচেয়ে ভাল হবে তাকে *ম্যাজিক্যাল মি*'র সাইন করা একটি কপি দেয়া হবে!

ক্লাস থেকে সবাই বের হয়ে যেতে লাগল। হ্যারি আবার ফিরে গেল রুমের পেছনে, যেখানে রন আর হারমিওন ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

'রেডি?' আস্তে করে বলল হ্যারি।

'সবাই যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো,' বলল হারমিওন, নার্ভাস দেখাচ্ছে ওকে, 'বেশ...'

সে প্রফেসর লকহার্টের ডেস্কের কাছে গেল, হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা এক টুকরো কাগজ, হ্যারি আর রন ঠিক তার পেছনে।

'ইয়ে– প্রফেসর লকহার্ট?' তোতলাচ্ছে হারমিওন। 'আমি লাইব্রেরী থেকে এই বইটা নিতে চাচ্ছি। এই ব্যাকগ্রাউন্ড পাঠের জন্য। হাতের কাগজটা মেলে এগিয়ে ধরল সে, হাত সামান্য কাঁপছে।'কিন্তু মুশকিল হলো বইটা লাইব্রেরীর সংরক্ষিত অংশে রয়েছে, এর জন্যে একজন শিক্ষকের স্বাক্ষর দরকার– আমি নিশ্চিত যে এ বইটা আপনার *গ্যাডিং অ্যান্ড দ্য ঘোওল্স* বইয়ে ধীরে-কাজ করে বিষ সম্পর্কে যা লিখেছেন সেটা বুঝতে সাহায্য করবে...'

'আহ, গ্যাডিং অ্যান্ড দ্য গোওল্স!' বললেন লকহার্ট, হারমিওনের হাত থেকে কাগজের টুকরাটা নিয়ে ওর দিকে প্রশস্ত একটা দিয়ে। 'সম্ভবত আমার সবচেয়ে প্রিয় বই। 'তোমার ভাল লেগেছে?'

'হ্যা, নিশ্চয়ই,' বলল হারমিওন আগ্রহের সঙ্গে। 'কত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, আপনি শেষেরটাকে যেভাবে চা-ছাকনি দিয়ে ফাঁদে ফেলেছেন...'

'বেশ, আমি নিশ্চিত যে বছরের সেরা ছাত্রীটিকে একটু বাড়তি সাহায্য করবার জন্যে কেউ কিছু মনে করবে না,' উষ্ণতার সঙ্গে বললেন লকহার্ট। ময়ূরের পাখার একটা বিরাট পালক বের করলেন প্রফেসর। 'হ্যা, সুন্দর তাই না? রনের মুখের বিতৃষ্ণার অভিব্যক্তিকে ভুল বুঝে। 'সাধারণত এটাকে আমি বাঁচিয়ে রাখি বই স্বাক্ষর করার জন্যে।'

কাগজের টুকরোটার মধ্যে ইয়া বড় একটা স্বাক্ষর করে ওটা ফিরিয়ে দিলেন তিনি হারমিওনের হাতে।

'তাহলে হ্যারি,' বললেন লকহার্ট, হারমিওন কাগজের টুকরোটা ভাজ করে কম্পিত হাতে ব্যাগে ঢুকিয়ে দিল, 'আমার মনে হয় আগামীকাল মওশুমের প্রথম কিডিচ ম্যাচ? স্লিথারিনের বিরুদ্ধে গ্রিফিন্ডর, তাই না? শুনেছি তুমি একজন ভাল প্লেয়ার। আমি নিজেও একজন সিকার ছিলাম। আমাকে জাতীয় স্কেয়াডের জন্য চেষ্টা করার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু আমি আমার কালো শক্তিগুলিকে নির্মূল করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করা ভাল মনে করলাম। তারপরও যদি তুমি কখনও কোন ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বোধ কর, আমাকে বলতে দ্বিধা করো না। আমার চেয়ে কম সক্ষম প্লেয়ারদের কাছে আমার দক্ষতা পৌছে দেয়াই আমার কাছে আনন্দের।'

গলায় একটা অস্পষ্ট শব্দ করে হ্যারি দ্রুত রন আর হারমিওনের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল।

'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না,' ও বলল, ওরা তিনজন যখন কাগজে দেয়া প্রফেসরের স্বাক্ষরটা দেখছে, 'আমরা কি বই চাইছি সেটাও একবার দেখলেন না।'

'এর কারণ তিনি একটা মস্তিষ্কবিহীন জীব,' বলল রন,'কিন্তু আমাদের অত কিছুতে দরকার কি আমাদের যা দরকার পেয়ে গেছি।'

'প্রফেসর কোন মস্তিষ্কবিহীন জীব নন,' প্রায় দৌড়ে লাইব্রেরীর দিকে যেতে যেতে হারমিওন বলল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

'তোমাকে বছরের সেরা ছাত্রী বলেছে বলে...'

লাইব্রেরীর দম আটকানো নীরবতার মধ্যে ওরা স্বর নামালো নিজেদের। মাদাম পিন্স, লাইব্রেরীয়ান, একহারা, বিরক্তিকর একজন মহিলা যাকে দেখলেই পুষ্টিহীন কোন শকুনীর কথা মনে হয়।

'মোস্তে পোঁতে পোশন্‌স?' সন্দিগ্ধভাবে উচ্চারণ করল সে, হারমিওনের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু হারমিওন ছাড়ল না।

'ভাবছিলাম নিজের কাছে রাখতে পারি কি না,' এক নিশ্বাসে বলে ফেলল সে।

'ওহ, দিয়ে দাও না,' হারমিওনের হাত থেকে ওটা নিয়ে মাদাম পিন্সের হাতে গুজে দিল। 'আমরা তোমাকে আরেকটা অটোগ্রাফ নিয়ে দেব। দীর্ঘস্থায়ী যদি হয় তবে লকহার্ট যে কোন কিছুতে স্বাক্ষর করবেন।

মাদাম পিন্স কাগজটা আলোর সামনে ধরল, যেন নকল কি না সে পরীক্ষা করছেন, কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করে গেল কাগজটা। দৃঢ় ও সদম্ভ পদক্ষেপে উঁচু শেল্‌ফগুলোর মাঝ দিয়ে হেটে গেলেন। কয়েক মিনিট পর ফিরে এলেন বিরাট একটা ঝুরঝুরে বই হাতে নিয়ে। হারমিওন যত্নের সঙ্গে ওটা ব্যাগে রাখল, এরপর লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। খেয়াল রাখল হাঁটাটা যেন জোরে না হয়ে যায় এবং কোন অপরাধবোধ যেন না ধরা পড়ে ওদের মধ্যে।

পাঁচ মিনিট পর, আবার তারা মোনিং মার্টল-এর কাজ-করে-না বাথরুমে ঘন হয়ে বসল। রনের আপত্তি ছিল কিন্তু হারমিওন এই বলে সেটা নাকচ করে দেয় যে, ওদেরকে কেউ যদি খোঁজ করে তবে এটাই হবে সবচেয়ে শেষ যায়গা। সুতারাং এখানে তাদের গোপনীয়তা নিশ্চিত। মোনিং মার্টল ওর কিউবিকল-এ শব্দ করে কাঁদছিল, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করল, এবং সেও ওদেরকে।

হারমিওন সতর্কতার সঙ্গে বইটা খুলল, তিনজন ঝুঁকল বইটার দাগওয়ালা পাতার ওপর। এক নজর দেখেই বোঝা গেল কেন এটা সংরক্ষিত অংশে রাখা হয়। কোন কোন পোশনের প্রভাব এমন ভীতিকর যে ভাবা যায় না, এবং কিছু রুচিহীন ছবি রয়েছে বইটাতে, যার মধ্যে রয়েছে এজন মানুষের নাড়িভুড়ি সব বেরিয়ে আছে এবং এক ডাইনী তার মাথা থেকে কয়েকটা অতিরিক্ত হাত বের করে নিয়েছে।

'এই যে,' পলিজুস পোশনের পাতাটা পেয়ে উত্তেজিত হয়ে বলল হারমিওন। মানুষ অন্য মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার মাঝপথে রয়েছে এ ধরনের ছবি দিয়ে পাতাগুলো সাজানো। হ্যারি আন্তরিকভাবেই আশা করছিল এই সব মানুষের চেহারায় যে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ রয়েছে সেটা শিল্পীর কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পোশনের রেসিপি'টা পড়তে পড়তে হারমিওন বলল আমি যতগুলি পোশন সম্পর্কে জানি এটাই সবচেয়ে জটিল। 'ফিতার মতো পাখাওয়ালা মাছি, জোঁক, বহমান আগাছা এবং গিঁট ওয়ালা ঘাস,' উপাদানের তালিকা পড়তে পড়তে বিড় বিড় করে বলল সে। 'অবশ্য, ওগুলো সহজেই পাওয়া সম্ভব, ছাত্রদের স্টোর-কাবার্ডে ওগুলো রয়েছে, আমরা শুধু নিয়ে নিলেই হলো। উউউহ, দেখো,

বাইকর্নের শিং-এর পাউডার– জানি না এটা আবার কোথায় পাবো...বুমস্ল্যাং-এর টুকরো টুকরো করা চামড়া– ওটা পাওয়াও মুশকিল হবে– এবং আমরা যে মানুষে রূপান্তরিত হতে চাই তার একটু ছোট্ট অংশ।'

'কি বলতে চাও?' বলল রন তীক্ষ্ণ স্বরে। 'কি বোঝাতে চাচ্ছ, যে মানুষে রূপন্তরিত আমরা তাদের একটু টুকরা বলতে? আমি এমন কিছুই পান করবো না যেটাতে ক্রেবস-এর পায়ের আঙুলের নখ রয়েছে...'

হারমিওন বলে যেতে লাগল যেন কিছুই শুনতে পায়নি।

'আমাদেরকে এখনও সেটা নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে, কারণ, ওই জিনিষগুলো আমরা সবার শেষে যোগ করব...'

রন, বাক্যহারা, হ্যারির দিকে ফিরল, ওর আবার আরেক সমস্যা।

'তুমি কি বুঝতে পারছ হারমিওন, যে আমাদেরকে কতটা চুরি করতে হবে? বুমস্ল্যাঙের চামড়ার টুকরো, ওটা নিশ্চয়ই ছাত্রদের কাবার্ডে পাওয়া যায় না। আমরা কি করব, স্নেইপের ব্যাক্তিগত স্টোর ভাঙব? আমি জানি না এটা কোন ভাল পরিকল্পনা কি না...'

শব্দ করে বইটা বন্ধ করল হারমিওন।

'বেশ, তোমরা দু'জন যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে চাও, ঠিক আছে,' বলল সে। ওর গালে উজ্জ্বল গোলাপী ছাপ পড়ল, চোখ স্বাভাবিকের চেয়ে উজ্জ্বল। 'আমি নিয়ম ভাঙতে চাই না, সেটা তোমরা জান। আমার মনে একটা জটিল পোশন তৈরি করার চেয়ে মাগল-জাতদের হুমকি দেয়া অনেক বেশি খারাপ। কিন্তু তোমরা যদি বের করতে না চাও, ব্যক্তিটি ম্যালফয় কি না, আমি সোজা মাদাম পিন্সের কাছে গিয়ে বইটা ফেরত দিয়ে আসব...'

'আমার কখনও মনে হয়নি যে সে দিনটিও দেখতে হবে, যেদিন তুমি আমাদেরকে নিয়ম ভাঙার জন্যে প্ররোচনা দেবে,' বলল রন। 'বেশ, আমরা করবো, কিন্তু পায়ের আঙুলের নখ নয়, আচ্ছা?'

হারমিওনকে খুশি হলো, আবার বইটা খুলল।

'ওটা বানাতে কতদিন লাগতে পারে?' বলল হ্যারি।

'বেশ, বহমান আগাছাগুলো পূর্ণচন্দ্রের সময় তুলতে হবে এবং ফিতার মতো পাখাগুলো একুশ দিন ধরে জ্বাল দিতে হবে...সব মিলিয়ে, হুউউ আমি বলব, তা মাস খানেক তো লাগবেই, যদি আমরা সবগুলো উপাদান পাই, তবে।'

'এক মাস?' বলল রন। 'এর মধ্যে ম্যালফয়, স্কুলের অর্ধেক মাগল-জাতকে আক্রমণ করতে সক্ষম হবে!' আবার বিপদজনকভাবে হারমিওনের চোখ সরু হয়ে এলো, তাই দ্রুত যোগ করল সে,'কিন্তু আমাদের কাছে এটাই সবচেয়ে

ভাল প্ল্যান, সুতারাং আমি বলছি পুরো দমে এগিয়ে চলো।'

যাই হোক, হারমিওন যখন বাথরুম থেকে ওদের বেরিয়ে যাওয়াটা নিরাপদ কি না সেটা দেখছিল, তখন রন ফিস ফিস করে হ্যারিকে বলল,'যদি কাল তুমি ম্যালফয়কে ওর ঝাড়ু থেকে ফেলে দিতে পারো তবে অনেক কম ঝামেলার ব্যাপার হবে।'

শনিবার সকালে হ্যারি বেশ তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে শুয়ে শুয়ে কিডিচ ম্যাচটার কথা ভাবছিল। সে নার্ভাস হচ্ছে, বিশেষত এটা ভেবে যে যদি গ্রিফিন্ডর হেরে যায় তবে উড কি বলবে, তার ওপর সোনার দরে কেনা সবচেয়ে দ্রুতগামী ঝাড়ুতে চড়া টিমকে মোকাবেলা করার চিন্তাও তাকে নার্ভাস করছে। এর আগে স্লিথারিন টিমকে হারাবার জন্য এমন মরিয়া ভাব তার কখনও ছিল না। পেটে মোচড় দিচ্ছে, প্রায় আধঘণ্টা অভাবে শুয়ে থাকার পর বিছানা ছাড়ল, কাপড় পরল, সকাল সকাল নাস্তা খেতে গেল, ওখানে গ্রিফিন্ডর টিমের অন্যদের পেলো, লম্বা শূন্য টেবিলটায় কাছাকাছি সববসে সবাই বেশ বিচলিত এবং বেশি কথা বলছে না কেউই।

এগারোটার দিকে পুরো স্কুলটাই কিডিচ স্টেডিয়ামের দিকে যেতে শুরু করল। দিনটা গুমোট, বাতাসে আবার বজ্রপাতের আভাসও রয়েছে। হ্যারি ড্রেসিং রুমে ঢোকার সময় রন আর হারমিওন দ্রুত গিয়ে ওকে শুভেচ্ছা জানাল। টকটকে লাল গ্রিফিন্ডর জার্সি পরে নিল টিমটা, তার উডের প্রাক-ম্যাচ প্রস্তুতিমূলক আলোচনা শোনার জন্যে বসল।

'আমাদের চেয়ে স্লিথারিন টিমের কাছে অনেক ভাল ঝাড়ু রয়েছে,' শুরু করল উড,'এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু আমাদের রয়েছে ঝাড়ুতে ওদের চেয়ে ভাল প্লেয়ার। আমরা ওদের চেয়ে অনেক বেশি প্রশিক্ষণ নিয়েছি, আমরা সব মওশুমেই ঝাড়ু নিয়ে উড়েছি--' খুব বেশি ঠিক, বিড় বিড় করল জর্জ উইসলি। অগাস্ট থেকে আমি ঠিক মতো শুকোতেই পারিনি। 'এবং আমরা ওদেরকে সেই দিনটার জন্যে আফসোস করতে বাধ্য করবো যেদিনে ওই নোংরা হতচ্ছাড়া ম্যালফয় ঝাড়ু কিনে দেয়ার বিনিময়ে টিমে ওর যায়গা কিনে নিয়েছে।'

আবেগে উডের বুক উঠা নামা করছে, এবার সে হ্যারির দিকে ফিরল।

'হ্যারি, এখন এটা তোমাকেই দেখাতে হবে যে একজন সিকারকে ধনী বাপ থাকার চেয়েও বেশি আরো কিছু থাকতে হবে। ম্যালফয়ের আগে ওই

'স্নিচ'টা তোমাকে পেতে হবে, নাহলে পাওয়ার চেষ্টায় মরতে হবে, হ্যারি আজ আমাদের জিততেই হবে, আমাদের হবেই।'

'তাহলে, কোন মানসিক চাপ নয়,হ্যারি,' বলল ফ্রেড ওর দিকে চোখ টিপে।

পিচে পৌঁছাতেই বিরাট একটা গর্জন ওদের স্বাগত জানাল; বেশির ভাগই উল্লাসধ্বনি, কারণ র‍্যাভেনক্ল এবং হাফলপাফ হাউজ দুটো স্লিথারিনকে পরাজিত হতে দেখতে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, অবশ্য স্লিথারিন হাউজের সমর্থকদের বুউউউ আর হিস্‌স্‌ ধ্বনিও শোনা গেল সমানে। কিডিচ টিচার মাদাম হুচ, ফ্লিন্ট এবং উডকে করমর্দন করতে বললেন, ওরা সেটা করল, তবে একে অন্যের দিকে বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এবং হাতে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে।

'আমার হুইস্‌ল-এর সঙ্গে সঙ্গে,' বললেন মাদাম হুচ, 'তিন...দুই...এক...' দর্শকদের বিরাট গর্জন ওদেরকে আকাশে ওঠার জন্যে, চৌদ্দজন প্লেয়ার সাঁই করে উঠে গেলো বিষন্ন আকাশটার দিকে। অন্য যে কারো চেয়ে হ্যারি আরো ওপরে উঠে গেলো, চোখ কুঁচকে স্নিচ'টাকে খুঁজছে।

'ঠিক আছে, এই যে দাগমাথা?' চিৎকার করে উঠল ম্যালফয় হ্যারির নিচে থেকে খাড়া উপরে আসছে তীরবেগে, যেন ওর নতুন ঝাড়ুটার স্পীড দেখাচ্ছে।

ওর জবাব দেয়া সময় হ্যারির ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ভারী কালো ব্লাজার ওর দিকে ধেয়ে আসছে; লাগতে লাগতে ওটাকে এড়াতে পারল হ্যারি শেষ মুহূর্তে, এমনভাবে যে ওটা ওর চুল ঘেষে গেছে।

'প্রায় লেগেছিল আর কি, হ্যারি!' বলল জর্জ, ওর পাশ দিয়ে গদা হাতে যেতে যেতে, ব্লাজারটাকে একজন স্লিথারিনের দিকে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। হ্যারি দেখল জর্জ ভীষণ জোরে মেরে ব্লাজারটাকে অ্যাড্রিয়ান পাসির দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মধ্য বাতাসে ব্লাজারটা গতি পরিবর্তন করল এবং আবার তেড়ে গেল হ্যারির দিকেই।

প্রচণ্ড বেগ তৈরি করে হ্যারি পিচের আরেক প্রান্তে ছুটে গেলো। ও শুনতে পাচ্ছে ব্লাজারটা ওর পেছন পেছন ধেয়ে আসছে। কি হচ্ছে এ সব? এরকম তো কখনও হয় না, ব্লাজারটা শুধুমাত্র একজন প্লেয়ারকেই টার্গেট করে, ওটার কাজই হচ্ছে যত বেশি সম্ভব প্লেয়ারকে ফেলা যায় সে চেষ্টা করা...

অন্য প্রান্তে ফ্রেড উইসলি ব্লাজারের জন্যে অপেক্ষা করছে। ফ্রেড গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্লাজারটাকে আঘাত করতে উদ্যত হলে হ্যারি মাথা ঝোঁকালো; ব্লাজারটা ওর গতিপথ থেকে সজোরে সরে গেল।

'এবার হয়েছে,' খুশিতে চিৎকার করে উঠল ফ্রেড, কিন্তু না, ভুল হলো ওর;

ব্লাজারটা আবার হ্যারির দিকে তেড়ে এলে বাধ্য হলো সে ফুল স্পীডে আকাশের দিকে উড়ে যেতে।

শুরু হলো বৃষ্টি; বড় বড় ফোটা হ্যারির মুখে পড়ছে, ওর চশমার কাচের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। এরপর খেলায় কি হচ্ছে সে কিছুই টের পেলো না, এক সময় ওর কানে এলো লী জর্ডানের স্বর, খেলার ধারা বিবরণীতে বলছে,'স্লিথারিন এগিয়ে আছে ষাট শূন্যতে।'

স্লিথারিনদের উন্নততর ঝাড়ু সন্দেহাতীতভাবে ওদের কাজ করছে, এর মধ্যে পাগলা ব্লাজারটা যারপরনাই চেষ্টা করছে হ্যারিকে উপর থেকে ফেলে দিতে। ফ্রেড এবং জর্জ ওর দুই দিকে এতো কাছে থেকে উড়ে বেড়াচ্ছে যে সে তাদের হাত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এবং স্নিচটা ধরা দূরে থাকুক ওটা দেখতেই পাচ্ছে না।

'কেউ একজন ব্লাজারটাকে ট্যাম্পার করেছে,' ঘোঁত ঘোঁত করল ফ্রেড, ওটা আবার হ্যারিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে সর্বশক্তি দিয়ে ওটাকে মারল সে।

'আমাদের এখন সময় দরকার,' বলল জর্জ, বলে একই সঙ্গে উডকে সিগনালও দিল হ্যারির নাকটা ব্লাজারের হাত থেকে রক্ষাও করল।

সিগনালটা বুঝতে পারল উড। মাদাম হুচ-এর হুইস্‌ল বেজে উঠল এবং হ্যারি, ফ্রেড এবং জর্জ মাটির দিকে ডাইভ দিল, তখনও ওদের চেষ্টা করতে হলো পাগলা ব্লাজারটাকে এড়ানোর জন্য।

'কি হচ্ছে, বিষয়টি কি? বলল উড, যখন গ্রিফিন্ডর টিম এক সাথে হওয়ার পর। অন্য দিকে দর্শকদের মধ্যে থেকে স্লিথারিনের সমর্থকরা বিদ্রুপ করছে। 'আমাদেরকে একেবারে শুইয়ে দিয়েছে। ফ্রেড, জর্জ, ওই ব্লাজারটা যখন অ্যাঞ্জেলিনাকে স্কোর করার সময় রুখে দিল কোথায় ছিলে তখন তোমরা দুজন?'

'আমরা ওর কুড়ি ফিট ওপরে ছিলাম এবং হ্যারিকে হত্যা করা থেকে আরেকটি ব্লাজারকে রুখছিলাম,' বলল জর্জ ক্ষিপ্ত হয়ে। 'কেউ একজন ওটার কিছু একটা করেছে যে ওটা কিছুতেই হ্যারিকে ছাড়ছে না, সারা খেলায় ওটা আর কারো পিছু নেয়নি। স্লিথারিনরা নিশ্চয়ই ওটার কিছু করেছে।'

'কিন্তু ব্লাজারগুলো তো আমাদের সর্বশেষ প্র্যাকটিসের পর মাদাম হুচের অফিসে তালা মারা ছিল এবং তখন ওগুলোর মধ্যে কোন সমস্যা ছিল না...'উদ্বেগের সাথে বলল উড। মাদাম হুচ ওদের দিকে হেঁটে আসছেন। ওঁর কাঁধের ওপর দিয়ে হ্যারি দেখতে পাচ্ছে স্লিথারিন টিম টিটকিরি মারছে আর ওর দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে।

'শোন,' বলল হ্যারি, মাদাম হুচ কাছে চলে আসছেন, 'তোমরা দু'জন যদি সারাক্ষণ আমার চারপাশে উড়তে থাকো তাহলে একমাত্র আমার আস্তিনের ভেতর ঢুকলে তবেই আমি স্নিচটাকে ধরতে পারবো, তার আগে নয়। তোমরা টীমের অন্যদের কাছে চলে যাবে বদমাশ ব্লাজারটাকে শায়েস্তা করার দায়িত্বটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'পাগল হয়ো না, ওটা তোমার মাথা উড়িয়ে দেবে,' বলল ফ্রেড।

হ্যারি আর উইসলিদের দেখছিল উড।

'অলিভার, এটা পাগলামি, রাগ হয়ে বলল অ্যারকে স্পিনেট। 'তুমি একা হ্যারিকে ওই জিনিসটার ব্যবস্থ্যা করতে দিতে পারো না। আমরা ইনকোয়ারী চাইব-'

'এখন যদি আমরা খেলা ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের পয়েন্ট বাজেয়াপ্ত হবে,' বলল হ্যারি। 'এবং একটা পাগলা স্নিচের কারণে আমরা কিছুতেই স্লিথারিনদের কাছে হারবো না! চলো অলিভার ওদেরকে বলো আমাকে একা ছেড়ে দিতে!'

'এর সবটাই তোমার দোষ,' রাগ করে জর্জ বলল উডকে। "স্নিচটা ধরবে না হলে ধরার চেষ্টা করে মরবে"-কি একটা স্টুপিড কথা!'

মাদাম হুচ ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

'খেলা শুরু করার জন্যে তৈরি?' উডের কাছে জানতে চাইলেন।

হ্যারির মুখে দৃঢ়সংকল্প দেখল উড।

'বেশ,' সে বলল। 'ফ্রেড, জর্জ তোমরা হ্যারির কথা শুনেছ– ওকে একা ছেড়ে দেবে এবং ব্লাজারটা ওকে ওর মতো করেই সামাল দিতে দাও।'

এখন আরো জোরে পড়ছে বৃষ্টি। মাদাম হুচের হুইসেল বেজে উঠতেই হ্যারি জোরে বাতাসে লাথি পেছন পেছন ব্লাজারটার শব্দও শুনতে পেলো ওকে ধাওয়া করছে। উপরে উঠতেই থাকল হ্যারি। ও বৃত্ত তৈরি করল, পেঁচিয়ে উঠল, ডান-বাঁ জিগ-জ্যাগ করল এবং গোত্তা খেলো। সামন্য আবছা, তারপরও ওর চোখ পুরো খোলা রাখল। বৃষ্টি ওর চশমার ওপর খোঁচা মারছে এবং যখন ও উল্টো করে ঝুলে ছিল তখন নাকে পানি ঢুকে গেল। ব্লাজারটার আরেকটা ভয়াবহ আক্রমণ এড়িয়ে গেল হ্যারি। ও দর্শকদের মধ্য থেকে অট্টহাসি শুনতে পেলো; ও জানে নিজেকে ওর বোঁকা দেখাতে হবে, কিন্তু বদমাশ ব্লাজারটা ভারি এবং এই কারণে ওর মতো দ্রুত দিক বদলাতে পারে না। স্টেডিয়ামের প্রান্ত ধরে রোলার-কোস্টার চড়ার মতো করে যাচ্ছে হ্যারি, গ্রিফিন্ডর গোল পোস্টের দিকে বৃষ্টির রূপালি চাদরের মধ্য দিয়ে চোখ কুঁচকে দেখছে, যখন অ্যাড্রিয়ান পাসি উডকে কাটিয়ে যেতে উদ্যত হলো...

কানের কাছে একটা শিষের শব্দ শুনে হ্যারি বুঝতে পারলো ব্লাজারটা ওকে আবার মিস করেছে; ডান দিকে ঘুরে উল্টোদিকে যেতে শুরু করল।

'ব্যালে'র জন্য ট্রেনিং নিচ্ছ, পটার?' চিৎকার করল ম্যালফয়, ব্লাজারটাকে ধোকা দেয়ার জন্য মধ্য আকাশে হ্যারিকে বোকা ধরনের একটা মোচড় খেতে দেখে। পালিয়ে গেলো হ্যারি, ব্লাজারটা ওর কয়েক ফিট পেছনে : এবং তারপর ম্যালফয়ের দিকে পেছন ফিরে দেখল ঘৃণায়, সে ওটাকে দেখতে পেলো, *দ্য গোল্ডেন স্নিচ*। ওটা ম্যালফয়ের বাঁ কানের মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে ঝুলছে এবং ম্যালফয়, হ্যারিকে উপহাস করতে ব্যস্ত ওটা দেখতে পায়নি।

একটি যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তের জন্যে হ্যারি, মধ্য আকাশে ঝুলে থাকল, ম্যালফয়ের দিকে ধেয়ে যেতে সাহস করছে না, যদি ও মাথা তুলে স্নিচটা দেখে ফেলে।

ওয়াম!

সে মুহূর্তখানেক বেশি স্থির হয়ে ছিল। ব্লাজারটা শেষ পর্যন্ত ওকে আঘাত করল, ওর কনুইতে, হ্যারি বুঝতে পারছে ওর হাতটা ভেঙ্গে গেছে। হাতের তীব্র ব্যথায় সামান্য বিমূঢ় অবস্থা হ্যারির, ওর বৃষ্টিতে ভেজা ঝাড়ুর মধ্যে একদিকে সরে গেল ও, একটা হাঁটু ওটাকে তখনও পেঁচিয়ে রেখেছে, ওর ডান হাতটা ঝুলছে পাশে সম্পূর্ণ অকেজো। ব্লাজারটা আবার ধেয়ে আসছে দ্বিতীয় আক্রমণের উদ্দেশে, এবার টার্গেট হ্যারির মুখ। বেঁকে পথ থেকে সরে গেল হ্যারি, তার অনুভূতিহীন মস্তিষ্কে তখন একটাই চিন্তা : ম্যালফয়কে ধরো।

বৃষ্টি এবং ব্যথার আচ্ছন্নতার মধ্যে সে তার নিচের চকচকে, বিদ্রুপ ভরা মুখটার উদ্দেশে ডাইভ দিল, ওর চোখ জোড়াকে ভয়ে বিস্ফোরিত হতে দেখল হ্যারি : ম্যালফয় ভাবল হ্যারি ওকে আক্রমণ করছে।

'কি যে-' ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে ম্যালফয়, হ্যারির পথ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা।

ঝাড়ু থেকে অবশিষ্ট হাতটা সরিয়ে অন্ধের মতো একটা কিছু ধরার চেষ্টা করল হ্যারি; ও টের পেলো স্নিচটা ঠিকই ধরেছে ও মুঠোর মধ্যে, কিন্তু ঝাড়ুটা শুধু পা দিয়ে ধরে রেখেছে, এবং সে সোজা মাটিতে পড়ছে দেখে নিচের দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা চিৎকার উঠল, প্রাণপণে চেষ্টা করছে হ্যারি যেন অজ্ঞান না হয়।

দড়াম করে মাটিতে পড়ল সে। ঝাড়ু থেকে গড়িয়ে সরে গেলো। ওর হাতটা অদ্ভুতভাবে ঝুলে আছে। ব্যথায় বিমূঢ় সে শুনতে পাচ্ছে দূরে কারা যেন, বেশ চিৎকার করছে, শিষ দিচ্ছে। ওর ভাল হাতটার মুঠোর মধ্যে ধরা স্নিচটার দিকে নজর দিল সে।

'আহা,' সে বলল আবছাভাবে,'আমরা জিতেছি।'

এবং অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

জ্ঞান ফিরল যখন, তখনও মুখের ওপর বৃষ্টি পড়ছে, পিচের উপরই পড়ে আছে সে, কেউ একজন ওর উপর উপুড় হয়ে আছে। ও দেখল দাঁত চকচক করছে।

'ওহ না, আপনি না,' গুঙিয়ে উঠল সে।

'জানে না ও কি বলছে,' বললেন লকহার্ট উচ্চস্বরে তাদের চারপাশে জড়ো হওয়া উদ্বিগ্ন গ্রিফিন্ডরদের উদ্দেশে। 'ঘাবড়াবে না হ্যারি, আমি তোমার হাত এক্ষুণি ঠিক করে দিচ্ছি।'

'না!' বলল হ্যারি। 'আমি এটা এভাবেই রাখব, ধন্যবাদ...'

ও চেষ্টা করল উঠে বসার জন্যে, কিন্তু ব্যথাটা অসহ্য। পরিচিত একটা ক্লিক শব্দ শুনতে পেল ও কাছেই।

'আমি, এর কোন ছবি চাই না কলিন,' জোরে বলল হ্যারি।

'শুয়ে থাক হ্যারি,' বললেন লকহার্ট সান্ত্বনা দিয়ে। 'এটা একটা সহজ জাদু, আমি অসংখ্যবার ব্যবহার করেছি।'

'আমি কেন সোজাসুজি হাসপাতালে যেতে পারি না?' দাঁত কামড়ে বলল হ্যারি।

'ওর ওখানেই যাওয়া উচিৎ, প্রফেসর,' বলল সারা গায়ে কাদা মাখা উড, দলের সিকার আহত হওয়া সত্ত্বেও ওর দাঁত বের করা হাসিটা বন্ধ হয়নি। ' খুব ভাল ধরেছ হ্যারি, সত্যি দর্শনীয়, এ পর্যন্ত এটাই তোমার সেরা।'

চারদিকের জড়ো হওয়া পা গুলির মধ্য দিয়ে হ্যারি ফ্রেড এবং জর্জকে দেখতে পেলো ওই বদমাশ ব্লাজারটাকে বাক্সে ভরবার চেষ্টা করছে। ওদের বিরুদ্ধে ভাল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ওটা।

''সরে দাঁড়াও,' বললেন লকহার্ট নিজের সবুজ আস্তিন গোটাতে গোটাতে।

'না-করেন না—' বলল হ্যারি দুর্বলভাবে, কিন্তু লকহার্ট ওর জাদুদণ্ড ঘোরাচ্ছে, এক মুহূর্ত পর ওটা সোজাসুজি হ্যারির হাতের দিকে তাক করা হলো।

একটা অদ্ভুত এবং অপ্রীতিকর অনুভূতি হ্যারির কাঁধ থেকে শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল একেবারে আঙুলের মাথা পর্যন্ত। মনে হচ্ছিল যেন ওর হাতটা ছোট হয়ে আসছে। ও সাহস করে দেখতে পারলো না, যে কি হচ্ছে। ও চোখ বন্ধ করে রাখলো। হাতের দিক থেকে মুখ ফেরানো। কিন্তু ওর সবচেয়ে খারাপ ভয়টা তখনই সত্য বলে প্রমাণিত হলো যখন ওকে ঘিরে জড়ো হওয়া লোকগুলোর নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা হলো আর পাগলের মতো ছবি তুলতে

লাগল কলিন ক্রিভি । ওর হাতের আর ব্যথা নেই-কিন্তু হাত বলে যে কিছু আছে তাও তো বোঝা যাচ্ছে না।

'আহ,' বললেন লকহার্ট। 'হ্যা। বেশ, এমনও কোন কোন সময় হতে পারে। কিন্তু বিবেচনার বিষয় হচ্ছে এখন আর হাড়গুলো ভাঙ্গা নয়। সেটাই মনে রাখতে হবে। তাহলে, হ্যারি, টলমল করে হেঁটে হাসপাতাল পর্যন্ত যাওয়া, মিস্টার উইসলি, মিস গ্রেঞ্জার, তোমরা কি ওকে নিয়ে যাবে?– এবং মাদাম পমফ্রে তোমাকে– ইয়ে মানে একটু ঠিক ঠাক করে দিতে সক্ষম হবেন।'

হ্যারি উঠে দাঁড়াল, অদ্ভুতভাবে ভারসাম্যহীন বোধ হলো ওর। দীর্ঘ একটা শ্বাস টেনে সে তার ডান দিকে তাকাল। ও যা দেখল তাতে আবার জ্ঞান হারাবার দশা হলো ওর।

ওর পোশাকের ভেতর থেকে যেটা বেরিয়ে রয়েছে সেটা মাংসের রঙের রাবারের মোটা একটা গ্লোভ। আঙুল নাড়াতে চেষ্টা করল ও, নড়ল না কিছুই।

লকহার্ট হ্যারির হাড় জোড়া লাগাননি। তিনি হাড়ই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। মাদাম পমফ্রে মোটেও খুশি হলেন না।

'তোমার সোজাসুজি আমার কাছে আসা উচিৎ ছিল!' ক্ষেপে গেছেন তিনি, মাত্র আধঘণ্টা আগের কর্মক্ষম হাতটির নিস্তেজ দুর্বল অবশিষ্টটা তুলে ধরলেন। 'আমি হাড় ঠিক করতে বা জোড়া লাগাতে পারি– কিন্তু আবার নতুন করে গজানো-'

'আপনি পারবেন, পারবেন না?' মরিয়া হয়ে বলল হ্যারি।

'পারব আমি, নিশ্চয়ই, কিন্তু খুবই যন্ত্রণাদায়ক হবে ব্যাপারটা,' বললেন মাদাম পমফ্রে নির্মমভাবে। হ্যারির দিকে একটা পাজামা ছুড়ে দিলেন। 'তোমাকে রাতটা থাকতে হবে...'

হ্যারির বেড-এর চারপাশে ঘের দেয়া পর্দার বাইরে হারমিওন অপেক্ষা করল, রন ওকে পাজামা পরতে সাহায্য করল। হাড়হীন, রাবারের মতো হাতটাকে জামার হাতায় ঢোকাতে বেশ সময় লাগল।

'এরপর আর কিভাবে লকহার্টের সমর্থনে থাকা যায়, বলো হারমিওন?' পর্দার ওপাশ থেকে হ্যারির নিস্তেজ আঙুল জামার হাতার মধ্য দিয়ে টানতে টানতে বলল রন। 'হ্যারি যদি হাড়-বাতিল চাইত তাহলে ও তো বলত।'

'যে কেউই ভুল করতে পারে,' বলল হারমিওন। 'এবং ওখানে আর ব্যথা করছে না, করছে, হ্যারি?'

'না,' বলল হ্যারি,'কিন্তু ওটা আর কিছুও করছে না।'

বিছানায় হ্যারি পাশ ফিরতেই ওর ডান 'হাত'টা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঝাপটালো।

মাদাম পমফ্রে এবং হারমিওন পর্দাঘেরা যায়গাটায় এলো। মাদাম পমফ্রের হাতে বড় একটা বোতল তাতে লেবেল লাগানো : 'স্কেলে-গ্রো'।

'তোমাকে একটা কষ্টকর রাত পার করতে হবে,' বললেন তিনি, একটা কাচের পাত্রে ধোয়া ওঠা তরল ঢেলে ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। 'হাড় গজানো সত্যি একটা অপ্রীতিকর কাজ।'

স্কেলে-গ্রো পান করাও তাই। হ্যারির মুখ আর গলা জ্বালাতে জ্বালাতে ওটা নিচে নেমে গেলো, কাশল, থু! থু! করল ও। বিজ্জনক খেলা এবং অদক্ষ শিক্ষকদের সম্পর্কে গজরাতে গজরাতে মাদাম পমফ্রে চলে গেলেন, রন আর হারমিওন হ্যারিকে একটু পানি খাওয়াতে চেষ্টা করল।

'তারপরও আমরা জিতেছি,' বলল রন, দাঁত বের করে হাসল ও। 'ওটা একটা ক্যাচ ছিল বটে। ম্যালফয়ের চেহারা... মনে হচ্ছি খুন করতে হলেও ও তখন খুন করত!'

'আমি জানতে চাই ওই ব্লাজারটাকে কিভাবে জাদু করল ও,' বলল হারমিওন গম্ভীর মুখে।

'পলিজুস পোশন খাওয়ার পর আমরা ওকে যে প্রশ্ন করবো, এই আরেকটা তার সঙ্গে যোগ করে নিতে হবে' বলল হ্যারি, আবার বালিশে লুটিয়ে পড়ল ও। 'আশা করি ওটা অন্তত এটার চেয়ে ভাল স্বাদের হবে, যেটা আমি এইমাত্র খেলাম...'

'যদি স্লিথারিনের কোন টুকরা থাকে তাহলে এর চেয়ে ভাল হবে? তুমি নিশ্চয়ই জোক করছ,' বলল রন।

হাসপাতালের দরজাটা সেই মুহূর্তেই সজোরে খুলে গেলো। সারা গা ভেজা, নোংরা, গ্রিফিন্ডর টীমের বাকি সবাই হ্যারিকে দেখতে এসেছে।

'অবিশ্বাস্য ওড়া, হ্যারি,' বলল জর্জ। 'এই মাত্র দেখে এলাম মার্কাস ফ্লিন্ট ম্যালফয়ের উদ্দেশে চিৎকার করছে। ওর মাথার ঠিক উপরে স্নিচটা ছিল কিন্তু দেখতে পায়নি বলে। ম্যালফয়কে খুব খুশি বলে মনে হলো না।'

ওরা কে, মিষ্টি আর লাউয়ের জুস নিয়ে এসেছে; হ্যারির বিছানার চারপাশে জড়ো হয়ে সবেমাত্র ওরা একটা ভাল পার্টির উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে, এমন সময় ঝড়ের গতিতে ছুটে এলেন মাদাম পমফ্রে, চিৎকার করছেন,'এই ছেলেটাকে তেত্রিশটা হাড় আবার গজাতে হবে! বের হও! বের হও!

এবং হ্যারি একাকী হয়ে গেল। ওর হাতের ছুরিকাঘাতের মতো যন্ত্রণা, এখান থেকে মনোযোগ অন্য দিকে সরানোর মতো আর কিছুই রইল না।

* * * *

অনেক সময় পরে পিচ কালো আঁধারে হঠাৎ করেই ঘুম ভাঙলো হ্যারির, ব্যথায় চিৎকার করে উঠল : এখন তার হাত পুরোটাই স্প্লিন্টারে বাঁধা। এক মুহূর্তের জন্য হ্যারি ভাবল ওই ব্যথাই ওকে ঘুম থেকে জাগিয়েছে। তারপর, ভয়ের শিহরণ খেলে গেল ওর মধ্যে, যখন বুঝতে পারল কেউ একজন ওর কপাল স্পঞ্জ করছে।

'সরে যাও!' জোরে বলল ও, এবং তারপর, 'ডব্‌বি!'

গৃহ-ডাইনীটার টেনিস বলের মতো বেরিয়ে আসা চোখ দু'টো হ্যারির দিকে তাকিয়ে রয়েছে অন্ধকারে। ওর খাড়া লম্বা নাকটা বেয়ে একটা অশ্রু ফোটা পড়ছে।

'হ্যারি পটার স্কুলে ফিরে এসেছে,' ও দুঃখের সঙ্গে বলল। 'ডব্‌বি হ্যারি পটারকে সাবধান এবং সাবধান করে দিয়েছিল। আহ, স্যার আপনি কেন ডব্‌বির কথা শুনলেন না স্যার? যখন ট্রেন মিস করল তখন হ্যারি পটার বাড়ি ফিরে গেল না কেন?'

হ্যারি বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসল, কপাল থেকে ডব্‌বির স্পঞ্জ করা হাতটা সরিয়ে দিল।

'তুমি এখানে কি করছ?' সে জিজ্ঞাসা করল। 'তুমি কিভাবে জান যে আমি ট্রেন মিস করেছি?'

ডব্‌বির ঠোঁট কাঁপছে এবং হঠাৎ করেই হ্যারির একটা সন্দেহ হলো।

'তাহলে, তুমি!' বলল সে ধীরে ধীরে। 'তুমিই গেটটা দিয়ে আমাদেরকে ভেতরে যেতে বাধা দিয়েছ!'

'সত্যিই, তাই স্যার,' বলল ডব্বি, প্রচণ্ড মাথা ঝাঁকিয়ে, কান ঝাপটাচ্ছে। 'লুকিয়ে থেকে ডব্‌বি হ্যারি পটারের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং গেটটা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং এর জন্যে ডব্বিকে নিজের হাত ইস্ত্রি করতে হয়েছিল-' হ্যারিকে ও দশটা ব্যান্ডেজ করা লম্বা আঙুল দেখালো, ' কিন্তু ডব্বি পরোয়া করে না স্যার, কারণ সে মনে করেছিল হ্যারি পটার নিরাপদ হয়ে গেছে এবং ডব্বি স্বপ্নেও ভাবেনি যে অন্য ভাবে হ্যারি পটার স্কুলে যাবে!'

সামনে পেছনে দুলছিল ও , ওর কুৎসিৎ মাথাটা নাড়ছিল।

'ডব্বি যখন জানতে পারল যে হ্যারি পটার হোগার্টস-এ ফিরে গেছে তখন এতো আঘাত পেয়েছে যে, তার মালিকের ডিনারই পুড়িয়ে ফেলেছিল! ডব্বি জীবনে এতো মার খায়নি, স্যার...'

হ্যারি আবার তার বালিশের ওপর শুয়ে পড়ল।

'আমাকে আর রনকে স্কুল থেকে প্রায় বহিস্কার করিয়ে ছেড়েছিলে তুমি,' বলল রন ক্ষিপ্ত হয়ে। 'আমার হাড়গুলো ফিরে আসার আগে এখান থেকে

পালাও, নাহলে আমি তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি।'

'ডব্বি দুর্বলভাবে হাসল।

'হত্যা করার হুমকিতে ডব্বি অভ্যস্ত, স্যার। দিনের মধ্যে পাঁচবার ডব্বি বাসায় এ ধরনের হুমকি পায়।'

পরনের নোংরা বালিশের ওয়াড়টাতে নাক মুছল, ওকে এতো বিমর্ষ দেখাচ্ছিল যে, এত কিছু সত্ত্বেও হ্যারির মনে হলো ওর রাগ উবে যাচ্ছে।

'ওই জিনিসটা পরে থাকো কেন, ডব্বি?' জানতে চাইল হ্যারি।

'এটা, স্যার?' বালিশের ওয়াড়টাতে খামচি দিয়ে বলল ডব্বি। 'এটা হচ্ছে গৃহ-ডাইনীর দাসত্বের চিহ্ন, স্যার। ডব্বি তখনই মুক্ত হতে পারবে যখন তার প্রভুরা তাকে পরনের কাপড় দেবে, স্যার। ওই পরিবারটি খুবই সতর্ক, স্যার, যেন আমাকে কখনও একটি মোজাও দেয়া না হয়, কারণ তখন সে মুক্ত হয়ে যাবে দাসত্ব থেকে এবং চিরদিনের জন্য তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারবে।'

ডব্বি ওর ফোলা চোখ দুটো মুছল এবং হঠাৎ বলল, 'হ্যারি পটারকে বাড়ি যেতে হবে! ডব্বি ভেবেছিল ওর ব্লাজারই বাধ্য করতে যথেষ্ট-'

'*তোমার* ব্লাজার?' বলল হ্যারি, আবার ও রেগে যাচ্ছে। 'কি বলতে চাচ্ছ, *তোমার* ব্লাজার? *তুমি* ওই ব্লাজারটা তৈরি করেছ আমার মারার চেষ্টা করাবার জন্যে?'

'না, আপনাকে মারার জন্যে নয়, স্যার, কখনই আপনাকে মারার জন্যে নয়! বলল ডব্বি, যেন আঘাত পেয়েছে। 'ডব্বি হ্যারি পটারের জীবন বাঁচাতে চায়! এখানে থাকার চেয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে, গুরুতর আহত অবস্থায়, স্যার, ডব্বি শুধু চেয়েছে হ্যারি পটার এমনভাবে আহত হয় যেন তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়!'

'ওহ! ব্যস এই?' রাগ হয়ে বলল হ্যারি। 'আমার মনে হয় না তুমি কেন আমাকে টুকরো করে বাড়ি পাঠাতে চাচ্ছ সেটা বলবে?'

'আহ, যদি হ্যারি পটার শুধু জানত!' ডব্বি কাতরালো, ওর মলিন বালিশের ওয়াড়ের উপর কয়েক ফোটা চোখের পানি পড়ল। 'তিনি যদি জানতেন, আমাদের জন্য তিনি কি, আমাদের মতো ক্ষুদ্র, দাসত্বে আবদ্ধ, আমরা যারা ম্যাজিকের দুনিয়ার তলানি! ডব্বির মনে আছে যখন 'যার নাম উচ্চারণ করা যাবে না' তার ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন, স্যার! আমরা যারা গৃহ-ডাইনী আমাদেরকে পরজীবী বলে গণ্য করা হতো, স্যার! অবশ্য, ডব্বি এখনও সে রকম ব্যবহারই পায়, স্যার,' সে স্বীকার করল, আবার মুখটা মুছল পরনের বালিশের ওয়াড় দিয়ে। 'কিন্তু আমাদের মতো যারা তাদের অধিকাংশেরই

জীবনের সামান্য উন্নতি হয়েছে, আপনি যখন 'যার নাম উচ্চারণ করা যাবে না'র উপর বিজয় লাভ করেছিলেন। হ্যারি পটার বেঁচে গেলেন এবং অন্ধকারের প্রভুর ক্ষমতা খর্ব হলো, এবং সেটা ছিল একটা নতুন প্রভাত স্যার, এবং আমরা যারা ভাবতাম অন্ধকারের দিনগুলির বুঝি আর শেষ নেই সেই আমাদের কাছে হ্যারি পটার মুক্তির আলোকবর্তিকা হিসেবে দেখা দিলেন, স্যার... এবং এখন এই হোগার্টস-এ ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার স্যাপার ঘটতে থাকবে, হয়তো এখনই ঘটছে, এবং ডব্বি হ্যারি পটারকে এখানে থাকতে দিতে পারে না ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির জন্য, এখন যেহেতু আরো একবার চেম্বার অফ সিক্রেট্স খুলে দেয়া হয়েছে-'

হঠাৎ থেমে গেলো ডব্বি, ভয়ে আক্রান্ত, তারপর বিছানার পাশ থেকে হ্যারির পানির জগটা তুলে নিয়ে হঠাৎ নিজের মাথায় ভাঙল, লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এক সেকেন্ড পর আবার ফিরে এলো হামা গুড়ি দিয়ে বিছানায় উঠল, নিজের ওপর নিরজেই রাগ করে আছে, বিড় বিড় করছে, 'খারাপ ডব্বি, খুব খারাপ ডব্বি...'

'তাহলে চেম্বার অফ সিক্রেট্স রয়েছে একটা? হ্যারি ফিস ফিস করে বলল। 'এবং-তুমি যেন কি বললে ওটা *আগেও* খোলা হয়েছিল? আমাকে বলো, ডববি!'

ও গৃহ-ডাইনীটার হাড্ডিসার কব্জিটা ধরে ফেলল, ওটা একটু একটু করে হ্যারির পানির জগটার দিকে এগোচ্ছিল। 'কিন্তু আমি তো আর মাগল-জাত নই আমি কি ভাবে চেম্বারের তরফ থেকে বিপদে পড়বো?'

'আহ, স্যার, বেচারা ডব্বির কাছে আর প্রশ্ন করবেন না,' তোতলাতে তোতলাতে বলল ও, অন্ধকারে ওর চোখ জোড়া বড় দেখাচ্ছে। 'এখানেই সব খারাপ কাজের প্ল্যান হয়, কিন্তু ওসব অন্ধকারের কর্মকান্ড যখন ঘটবে তখন হ্যারি পটারের এখানে থাকা উচিৎ নয়। বাড়ি যান, হ্যারি পটার। বাড়ি যান। এ সবের মধ্যে হ্যারি পটারের নাক গলানো ঠিক নয় স্যার, এসব খুবই বিপদজনক-'

'কে সে ডব্বি? কে সে? বলল হ্যারি, ডব্বির কব্জিটা শক্ত হাতে ধরে আছে যেন সে আবার নিজের মাথায় মারতে না পারে জগ দিয়ে। 'কে খুলেছে? কে খুলেছিল আগের বাঁর?'

'ডব্বি পারবে না, স্যার, ডব্বি পারবে না, ডব্বির বলা উচিৎ নয়!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল গৃহ-ডাইনীটা। 'বাড়ি যান, হ্যারি পটার, বাড়ি যান!'

'আমি কোথাও যাচ্ছি না!' কড়াভাবে বলল হ্যারি। 'আমার একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু মাগল-জাত, চেম্বারটা যদি সত্যিই খোলা হয়ে থাকে তবে সেই হবে প্রথম

শিকারদের মধ্যে অন্যতম-'

'হ্যারি পটার বন্ধুর জন্যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে!' কঁকিয়ে উঠল ডব্বি, এক ধরনের যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতিতে। 'এতো মহৎ! এতো সাহসী! কিন্তু তার নিজেকে বাঁচাতে হবে, তাকে করতেই হবে, হ্যারি পটার কিছুতেই-'

থেমে গেলো ডব্বি, ওর বাদুড়-কান দুটো কাঁপছে। হ্যারিও শুনেছে। করিডোর ধরে কেউ আসছে, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

'ডব্বিকে যেতে হবে!' শ্বাস ছেড়ে বলল ও, ভয় পেয়েছে; জোরে একট শব্দ হলো, বাতাসে হ্যারির শূন্য মুঠো। সে আবার বিছানায় পড়ে গেলো, অন্ধকার দরজার দিকে ওর চোখ পায়ের আওয়াজ কছে আসছে।

পর মুহূর্তে ডাম্বলডোর ভেতরে ঢুকলেন, উলের লম্বা একটি ড্রেসিং গাউন আর নাইট-ক্যাপ পরিহিত। দেখে মনে হচ্ছে তিনি যা বহন করছেন সেটা একটি মূর্তির এক প্রান্ত। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল উপস্থিত হলেন এক সেকেন্ড পর, বহন করছেন মূর্তিটার পা। দুজনে মিলে ওটা রাখলেন বিছানার উপর।

'মাদাম পমফ্রেকে ডাকুন,' ফিস ফিস করে বললেন ডাম্বলডোর, এবং প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ছুটে বেরিয়ে গেলেন দৃষ্টির বাইরে, হ্যারির বিছানা ঘেষে। হ্যারি স্থির হয়ে শুয়ে থাকল ঘুমের ভান করে। জরুরী কথাবার্তা শোনা গেল, এরপর প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে আবার দেখা গেলো, অনুসরণ করছেন মাদাম পমফ্রে, নিজের নাইটড্রেস-এর উপর একটা কার্ডিগান জড়িয়ে নিচ্ছেন। কেউ একজন দীর্ঘ শ্বাস টানল, শুনতে পেল হ্যারি।

'কি হয়েছে?' মাদাম পমফ্রে জিজ্ঞাসা করলেন ফিস ফিস করে, বিছানায় রাখা মূর্তিটার ওপর ঝুঁকে বললেন।

'আরেকটি আক্রমণ,' বললেন ডাম্বলডোর। 'মিনারভা ওকে সিঁড়িতে পেয়েছে, পড়ে ছিল,।'

'ওর পাশে এক থোকা আঙ্গুর পড়ে ছিল,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। 'আমাদের মনে হয় ও চুপি চুপি এখানে আসছিল, হ্যারি পটারকে দেখার জন্যে।'

ভীষণ এক লাফে হ্যারির পাকস্থলী যেন বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। ধীরে ধীরে খুব সাবধানতার সঙ্গে ও নিজেকে কয়েক ইঞ্চি তুলল যেন সে বিছানায় শোয়া মূর্তিটাকে দেখতে পায়। অপলক তাকিয়ে থাকা ওর চেহারার ওপর এক ফালি চাঁদের অলো এসে পড়েছে।

কলিন ক্রিভি। ওর চোখ জোড়া বিস্ফোরিত হয়ে রয়েছে এবং হাত আঁটকে রয়েছে সামনে, ক্যামেরা ধরা।

'পেট্রিফায়েড মানে পাথর বানিয়ে দিয়েছে?' ফিস ফিস করে বললেন

মাদাম পমফ্রে।

'হ্যা,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, 'কিন্তু আমি ভেবে কেঁপে উঠছি...অ্যালবাস যদি গরম চকলেট আনার জন্যে নিচে না যেতেন, কে বলতে পারে কি হতে...'

তিনজন অপলক তাকিয়ে থাকলেন কলিনের দিকে। তারপর ডাম্বলডোর ঝুঁকে কলিনের মুঠো থেকে ক্যামেরাটা ছাড়িয়ে নিলেন।

'আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না ও তার আক্রমণকারীর ছবি তুলতে পেরেছিল?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

ডাম্বলডোর জবাব দিলেন না। তিনি ক্যামেরার পেছন দিকটা খুললেন।

'হা ইশ্বর!' বললেন মাদাম পমফ্রে।

ক্যামেরা থেকে স্টীমের একটা তীব্র ধারা হিসস করে বেরিয়ে এলো। তিন বিছানা দূরে থেকে হ্যারিও পেলো পোড়া প্লাস্টিকের ঝাঁঝালো গন্ধ।

'গলে গেছে,' বললেন মাদাম পমফ্রে ভাবতে ভাবতে, 'সব গলে গেছে...'

'এর মানে কি অ্যালবাস?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

'এর মানে,' বললেন ডাম্বলডোর, 'এই যে দ্য চেম্বার অফ সিক্রেট্‌স সত্যিই আবার খোলা হয়েছে।'

ঝট করে মুখে হাত দিলেন মাদাম পমফ্রে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তাকিয়ে রইলেন পলকহীন।

'কিন্তু অ্যালবাস...নিশ্চয়ই...কে?'

'প্রশ্ন এটা না কে,' বললেন ডাম্বলডোর, ওঁর চোখ কলিনের ওপর। 'প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে...'

এবং প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের ছায়াচ্ছন্ন চেহারার দিকে তাকিয়ে হ্যারি বুঝল, ও যতটুকু বুঝেছে প্রফেসর এর চেয়ে বেশি কিছু বোঝেননি এসবের।

একাদশ অধ্যায়

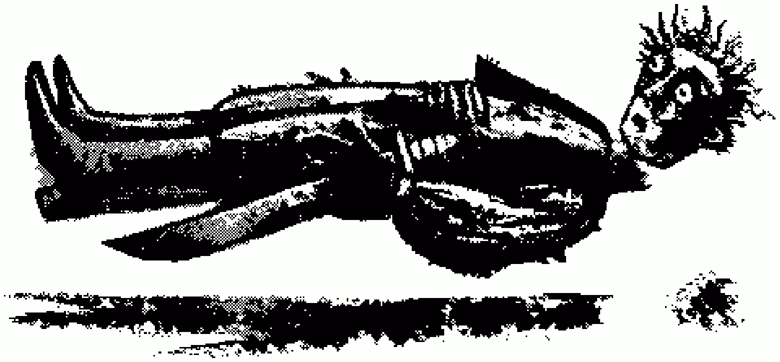

দ্য ডুয়েলিং ক্লাব

রোববার সকালে ঘুম থেকে উঠল হ্যারি, শীতের সূর্যালোকে জ্বলছে ডর্মিটরি এবং হাতের হাড় আবার গজিয়েছে তবে বেশ শক্ত হয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। কলিনের বিছানার দিকে তাকাল, কিন্তু, হ্যারি আগের দিন যে পর্দার মধ্যে কাপড় বদলেছিল সেরকম পর্দা দিয়ে আড়াল করা ওটা। ওকে জেগে উঠতে দেখে মাদাম পমফ্রে এগিয়ে এলেন ব্যস্ত সমস্তভাবে ব্রেকফাস্টের ট্রে হাতে। এসে হ্যারির হাত এবং আঙুল ভাজ এবং বাঁকা করতে শুরু করলেন।

'সব ঠিকঠাক আছে,' বললেন তিনি। বাঁ হাত দিয়ে আগোছালোভাবে পরিজ খাচ্ছে হ্যারি। 'খাওয়া শেষ হলে তুমি যেতে পারো।'

যথাসম্ভব দ্রুত কাপড় পরে নিল হ্যারি এবং রওয়ানা হয়ে গেল গ্রিফিন্ডর

টাওয়ারের উদ্দেশে। রন এবং হারমিওনকে কলিন এবং ডব্‌বির কথা বলতে হবে। কিন্তু ওরা ওখানে ছিল না। ওদেরকে খোঁজার জন্যে বেরিয়ে পড়ল হ্যারি, ভাবছে ওরা কোথায় থাকতে পারে। একটু মনে কষ্টও পেয়েছে সে, ও হাড় ফিরে পেল কি পেল না সে ব্যাপারে ওদের কোন আগ্রহ নেই।

হ্যারি যখন লাইব্রেরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন ওটার ভেতর থেকে পার্সি উইসলি বেরিয়ে এলো, এর আগের সাক্ষাতের চেয়ে তার মুড অনেক ভাল।

'ওহ, হ্যালো, হ্যারি,' সে বলল। 'সাংঘাতিক রকমের ভাল উড়েছ গতকাল, সত্যি সাংঘাতিক ভালো। হাউজ কাপের জন্য গ্রিফিন্ডর হাউজ এগিয়ে গেছে– তোমরা পঞ্চাশ পয়েন্ট অর্জন করেছ!'

'তুমি কি রন আর হারমণ্ডিনকে দেখেছ?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

'না, আমি দেখিনি,' বলল পার্সি, ওর হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে। 'আশা করি রন এখন অন্য আরেক *মেয়ের বাথরুমে...*'

হ্যারি একটা কাষ্ঠ হাসি দিল, পার্সির দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর সোজা মোনিং মার্টলের বাথরুমের উদ্দেশে রওয়ানা হলো। রন আর হারমিওন ওখানে আবার কেন থাকবে এর পেছনে কোন যুক্তি খুঁজে পেল না সে। নিশ্চিত হয়ে নিল ফিল্‌চ বা কোন প্রিফেক্ট ধারে কাছে নেই, দরজাটা খুলল এবং একটা তালা মারা কিউবিকলের ভেতর থেকে ওদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে শুনতে পেলো হ্যারি।

'আমি,' বলল সে, দরজাটা বন্ধ করতে করতে। একটা ধাতব শব্দ, পানি ছিটানো এবং হাঁপানোর শব্দ ভেসে এলো কিউবিক্‌ল-এর ভেতর থেকে। হাঁরমিওনের চোখ দুটো উঁকি দিচ্ছে চাবির ফুটো দিয়ে দেখতে পেল হ্যারি।

'হ্যারি!' বলল সে। 'তুমি আমাদের এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। ভেতরে এসো– তোমার হাতের অবস্থা কেমন?'

'চমৎকার,' বলল হ্যারি, কিউবিক্‌ল-এর ভেতরে চাপাচাপি করে ঢুকে। একটা পুরনো লোহার বড় কড়াই টয়লেটে বসানো এবং রিমের নিচে পট পট আওয়াজ শুনে বোঝা গেল এর নিচে আগুনও জ্বালানো হয়েছে। জাদুর প্রভাবে পোর্টেবল, ওয়াটার-প্রুফ আগুন জ্বালানো হচ্ছে হারমিওনের বৈশিষ্ট্য।

'আমরা তোমাকে দেখতে যেতাম, কিন্তু পলিজুস পোশনটা শুরু করে দেয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমরা,' ব্যাখ্যা করল রন, হ্যারি তখন অতিকষ্টে কিউবিকলের দরজাটায় তালা মারছে। 'আমরা ঠিক করেছি এটাই লুকনোর সবচেয়ে নিরাপদ যায়গা।'

হ্যারি ওদের কলিন সম্পর্কে বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু হারমিওন ওকে বাধা দিল। 'আমরা এরই মধ্যে জেনে গেছি, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল যখন সকালে

প্রফেসর ফ্লিটউইককে বলছিলেন। সে জন্যে আমরা ঠিক করেছি আমাদের এখনই শুরু করে দেয়া দরকার-'

'যত তাড়াতাড়ি আমরা ম্যালফয়ের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারব তত ভাল,' কর্কশ কণ্ঠে বলল রন। 'তুমি জান আমি কি ভাবছি? কিডিচ ম্যাচটার ব্যাপারে সে এমন বদ মেজাজে ছিল যে, সে এর শোধ তুলেছে কলিনের ওপর।'

'এ ছাড়া আরো একটা ব্যাপার রয়েছে,' বলল হ্যারি, লক্ষ্য করছে হারমিওন গেড়ো-ঘাসের আঁটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পোশনে ফেলছে। 'মধ্যরাতে ডব্বি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

বিস্ময়ে রন আর হারমিওন মুখ তুলে তাকাল। ডব্বি ওকে যা যা বলেছে অথবা যা বলেনি তার সবটাই হ্যারি ওদেরকে বলল। রন আর হারমিওন সবটাই শুনল বিস্ময়ে ওদের মুখ হা।

'দ্য চেম্বার অফ সিক্রেট্স *আগেও* খোলা হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করল হারমিওন।

'এবার বোঝা গেল,' বলল রন বিজয়ীর কণ্ঠে। 'লুসিয়াস ম্যালফয় নিশ্চয়ই চেম্বার খুলেছিল এখানে যখন ছাত্র ছিল, এখন সে তার প্রিয় পুত্র ড্র্যাকোকে বলে দিয়েছে কি ভাবে ওটা খুলতে হয়। এটাই সম্ভব। ভালো হতো যদি ডব্বি তোমাকে বলত ওটার ভেতরে কি ধরনের দানব রয়েছে। আমি জানতে চাই ওটা স্কুলের চারদিকে নিঃশব্দে চোরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কেউ কেন খেয়াল করছে না?'

'হয়তো ওটা নিজেকে অদৃশ্য করতে পারে,' বলল হারমিওন, লোহার কড়াইয়ে জোঁক নাড়তে নাড়তে। 'অথবা হয়তো ওটা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে, ভান করতে পারে একটা বর্মের অথবা অন্য কিছুর। আমি শ্যামেলিয়ন পিশাচ সম্পর্কে পড়েছি...'

'তুমি খুব বেশি পড়ো হারমিওন,' বলল রন, জোঁকগুলির উপর মরা ফিতা-পাখাগুলি ঢালতে ঢালতে। ফিতা-পাখার খালি ব্যাগটা মুচড়ে ও ঘুরে হ্যারির দিকে তাকাল।

'তাহলে ডব্বি আমাদেরকে ট্রেন পেতে বাধা দিয়েছিল এবং তোমার হাত ভেঙেছে...' মাথা নাড়ল ও। 'কি জান হ্যারি? ও যদি তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা বন্ধ না করে তবে, একদিন তোমাকে মেরেই ফেলবে।'

সোমবার সকালের মধ্যেই সারা স্কুলে রটে গেল, কলিন ক্রিভি আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে হাসপাতালে। গুজব আর সন্দেহে হঠাৎ করেই বাতাস ভারী হয়ে গেল। প্রথম বর্ষীয়রা এখন একত্রে গ্রুপে গ্রুপে

ঘোরে, যেন একাকী থাকলে তাদেরকেও আক্রমণ করা হবে।

জিনি উইসলি 'চার্মস' ক্লাসে কলিন ক্রিভির পাশে বসে, তার এখন বিক্ষিপ্ত অবস্থা, কিন্তু হ্যারির ধারণা ফ্রেড আর জর্জ ওকে ভুল পথে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে। নিজের গায়ে পশম বা ওই জাতীয় কিছু চড়িয়ে একজনের পর একজন ওরা হয়তো কোন মূর্তির পেছন থেকে ওর দিকে লাফিয়ে পড়ত। তারা তখনই থামল যখন পার্সি, ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ও মিসেস উইসলির কাছে লিখে জানাবে যে জিনি দুঃস্বপ্ন দেখছে।

ইতোমধ্যে, শিক্ষকদের চোখের আড়ালে বান এবং অন্যান্য শাপ বা কালো জাদুর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এমন জিনিষপত্রের রমরমা ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে স্কুলে। ' কিসের বিপদ তার : কারণ সে তো বিশুদ্ধ রক্ত এবং এই কারণে আক্রান্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই'-ছাত্ররা তাকে এ কথা বলার আগেই নেভিল লংবটম কিনে ফেলল ইয়া বড় এক দুর্গন্ধযুক্ত সবুজ পেঁয়াজ, রক্তবর্ণের চোখা এক ক্রিস্ট্যাল আর গোসাপের পঁচা লেজ।

'ওরা প্রথমে ফিল্চকে আক্রমণ করেছে,' বলল নেভিল, ওর গোল মুখে আতঙ্কগ্রস্তের ছাপ, 'এবং সবাই জানে আমি প্রায় স্কুইব।'

* * * *

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথামাফিক প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ক্রিস্টমাসে যারা স্কুলে থাকবে তাদের নাম সংগ্রহ করছেন। হ্যারি, রন এবং হারমিওন তালিকায় স্বাক্ষর করল; ওরা শুনেছে যে ম্যালফয়ও থাকছে, এটা ওদের কাছে খুব সন্দেহজনক বলে মনে হলো। ছুটির সময়টা উপযুক্ত হবে পলিজুস পোশন ব্যবহার করে ওর মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, পোশন তৈরি মাত্র অর্ধেক হয়েছে। এখনও তাদের বাইকর্ণ শিং এবং বুমস্ল্যাং চামড়া সংগ্রহ করা হয়নি। এবং একমাত্র যে যায়গাটিতে ওরা এসব পেতে পারে সেটা হচ্ছে স্নেইপের নিজস্ব সংগ্রহ। মনে মনে হ্যারি ভেবেছে চুরি করতে গিয়ে স্নেইপের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে সে বরং স্লিথারিনের উপকথা-দানবের মুখোমুখি হবে।

'আমাদের যেটা দরকার হবে, তা হচ্ছে স্নেইপের মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে দিতে হবে,' বলল হারমিওন সংক্ষেপে, বৃহস্পতিবারের ডাবল পোশন ক্লাস নিকটে আসতেই, 'তারপর আমাদের একজন স্নেইপের অফিসে চুপি চুপি ঢুকে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সংগ্রহ করতে পারবে।'

হ্যারি আর রন নার্ভাস, ওর দিকে তাকাল।

'আমি ভাবছি আসল চুরিটা আমি করলেই ভাল,' বলে চলল হারমিওন, যেন-কিছুই-হয়নি কণ্ঠে। 'নতুন কোন সমস্যা তৈরি করলে তোমাদের দু'জনকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হবে, কিন্তু আমার রেকর্ড ক্লিন। তোমাদের শুধু এমন একটা বিশৃংখলা তৈরি করতে হবে যেন স্নেইপ অন্তত মিনিট পাঁচেকের মতো ব্যস্ত থাকেন।'

ক্ষীণ হাসল হ্যারি। স্নেইপের ক্লাসে ইচ্ছাক্রিতভাবে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা আর ঘুমন্ত ড্রাগনের চোখে খোঁচা দেয়া সমান নিরাপদ।

ভূগর্ভস্থ একটা বড় কারা প্রকোষ্ঠে সাধারনত পোশন ক্লাস হয়ে থাকে। বৃহস্পতিবারের ক্লাসটাও চলতে থাকল ঠিক ঠাক যেভাবে চলে। কাঠের ডেস্কগুলোর মাঝে মাঝে কুড়িটা লোহার বড় কড়াইয়ে জ্বাল দেয়া হচ্ছে, ডেস্কগুলোর ওপর পিতলের নিক্তি এবং বিভিন্ন উপাদানের পাত্র। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ঘুর ঘুর করছে স্নেইপ, যেন শিকার ধরার ইচ্ছা , খিটখিটে বদমেজাজী মন্তব্য করছেন গ্রিফিন্ডরদের কাজ সম্পর্কে, আর সেই সব সমর্থন করে বিদ্রূপ করছে স্লিথারিনরা। স্নেইপের প্রিয় ছাত্র ম্যালফয়ের মাছের মতো ফোলা চঞ্চল চোখ দু'টি ঘুরছে রন আর হ্যারির ওপর। হ্যারি জানে এর প্রতিজবাব দিতে যদি যায় তবে 'অন্যায়' শব্দটি উচ্চারণের চেয়ে দ্রুততর গতিতে ওদেরকে শাস্তি দেয় হবে।

হ্যারির সোয়েলিং সল্যুশন অনেক বেশি পাতলা হয়ে গেছে, কিন্তু তার মনোযোগ তো রয়েছে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। সে হারমিওনের ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করছিল, ওর পানি পানি পোশনের দিকে চেয়ে স্নেইপ বিদ্রূপ করল বলা যায় সেটাও শুনল না হ্যারি। স্নেইপ ঘুরে নেভিলের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন তাকে হেনস্তা করার জন্যে, হারমিওন মাথা নাড়ল হ্যারির চোখে চোখ রেখে।

চোখের পলকে হ্যারি ওর লোহার কড়াইয়ের পেছনে মাথা নিচু করে লুকিয়ে পড়ল, পকেট থেকে বের করে আন ফ্রেডের ফিলিবাস্টার আতশবাজি, ওর জাদুদণ্ড দিয়ে দ্রুত ওটাকে খোঁচা দিল। আতশবাজিটা হিস হিস ফুত ফুত শুরু করল। জানে, মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় আছে হাতে, হ্যারি সোজা হয়ে বসল, লক্ষ্য স্থির করল এবং ওটা বাতাসে ছুড়ে দিল ; টার্গেটের উপরই পড়ল ওটা, একেবারে গোয়েলের লোহার কড়াইয়ে।

বিস্ফোরিত হলো গোয়েলের পোশন, পুরো ক্লাসকে যেন গোসল করিয়ে দিল। গায়ে সোয়েলিং পোশন পড়তেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল সবাই। ম্যালফয়ের পড়েছে পুরো মুখে এবং ওর নাকটা বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে এরই মধ্যে; গোয়েল দিশেহারার মতো এদিক ওদিক করছে, ওর হাত চোখের

ওপর, চোখ দু'টো ফুলে ডিনার প্লেটের সাইজের হয়ে গেছে। স্নেইপ ক্লাসে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন, আসলে কি ঘটেছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছেন। এই হৈ হট্টগালের মধ্যে হারমিওন চুপিসারে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'চুপ করো! চুপ করো!' স্নেইপ গর্জন করে উঠলেন।'যাদের গায়ে পোশন লেগেছে তারা এখানে এসো বিস্ফীতকরণ প্রতিষেধক দেবো। যখন বের করতে পারব কে এটা করল...'

ম্যালফয়কে তরমুজের মতো নাকের ভারে মাথা ঝুঁকিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে দেখে হ্যারি হাসি পেলেও ও চেষ্টা করল না হাসার। প্রায় অর্ধেক ক্লাসই স্নেইপের ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল, কেউ মুগুড়ের মতো হাতের ভারে ন্যুজ, কেউ কথা বলতে পারছে না ঠোঁট ফুলে ঢোল হয়ে গেছে বলে। এরই মধ্যে হ্যারি দেখল হারমিওন ফিরে এলো, তার পোশাকের সামনের দিকটা ফুলে রয়েছে।

সবাই এক ঢোক করে প্রতিষেধক খেল এবং যাবতীয় ফোলা কমে গেলো, স্নেইপ গেলো গোয়েলের কড়াইয়ের কাছে এবং আতশবাজির কালো বাঁকাচোরা অংশটা তুলে আনল। হঠাৎ নেমে এলো নিরবতা।

'যদি আমি কখনো বের করতে পারি কে এটা করেছে,' ফিস ফিস করে বলল স্নেইপ,'আমি এটা নিশ্চিত করবো যে তাকে যেন স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়।'

হ্যারি চেহারায় এমন একটা অভিব্যক্তি আনল যেন দেখে মনে হয় সে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। স্নেইপ সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে এবং দশ মিনিট পর যখন ঘণ্টা বাজল, তখন এর চেয়ে আনন্দের আর কিছুই হতে পারত না।

'ও জানত যে আমিই করেছি,' হ্যারি বলল রন আর হারমিওনকে, ওরা দ্রুত ফিরে যাচ্ছে মোনিং মার্টল-এর বাথরুমে। 'আমি বলতে পারি।'

নতুন উপাদানগুলো কড়াইয়ে ছুঁড়ে ফেলল হারমিওন এবং অতি ব্যাকুলতার সঙ্গে নাড়তে লাগল।

'পক্ষকালের মধ্যেই পোশনটা তৈরি হয়ে যাবে,' আনন্দের সঙ্গে বলল সে।

'স্নেইপ প্রমাণ করতে পারবে না যে তুমিই ওটা করেছ,' হ্যারিকে আশ্বাস দিয়ে বলল রন। 'তাহলে ও কি করতে পারে?'

'স্নেইপকে তো জানি, খারাপ একটা কিছু করতেই পারে,' বলল হ্যারি। ওদের পোশনটা ফুটছে, বুদবুদ উঠছে।

* * * *

এক সপ্তাহ পর, হ্যারি, রন এবং হারমিওন এনট্রেন্স হলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, নোটিশ বোর্ডের সামেনে একটা জটলা দেখল ওরা। এইমাত্র পিন দিয়ে লাগানো একটা পার্চমেন্ট পড়ছে ওরা মনোযোগ দিয়ে। সিমাস ফিনিগাণ এবং ডিন থমাস ওদেরকে ডাকল, ওদের উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

'ওরা একটা ডুয়েলিং ক্লাব' খুলছে!' বলল সিমাস। 'আজ রাতেই প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে! আমার কোন আপত্তি নেই ডুয়েলিং প্রশিক্ষণে, বলা তো যায় না এক সময় হয়তো এটা কাজে লেগেও যেতে পারে...'

'কি! তুমি কি মনে করো স্লিথারিনের দানব ডুয়েল লড়তে পারে?' বলল রন, তবে সেও আগ্রহ নিয়ে নোটিসটা পড়ল।

'কাজে লাগতে পারে,' বলল ও হ্যারি আর হারমিওনের উদ্দেশে ডিনারে যেতে যেতে।'আমরা কি যাব?'

হ্যারি আর হারমিওন দুজনেই এটার পক্ষে ছিল, সুতারাং রাত আটটায় ওরা তাড়াতাড়ি গ্রেট হলে উপস্থিত হলো। লম্বা ডাইনিং টেবিলগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে, একদিকের দেয়ালের সঙ্গে একটা সোনালি মঞ্চ দেখা যাচ্ছে, মাথার ওপর ভাসছে হাজার মোমবাতি যার আলোয় পুরো মঞ্চটা আলোকিত। সিলিংটা আবার মখমলি কালো এবং স্কুলের বেশির ভাগটাই মনে হয় ওর নিচে ঠেসে বসে আছে, সকলেই তাদের জাদুদণ্ড নিয়ে বসে আছে, উত্তেজিত।

'ভাবছি আমাদের শেখাবে কে?' বলল হারমিওন, বকবক করা ভীড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে। 'আমাকে একজন বলল ফ্লিটউইক যখন তরুণ ছিলেন তখন ডুয়েলিং চ্যাম্পিয়ন ছিলেন, হয়তো তিনিই হবেন।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত না-' কেবল শুরু করেছিল হ্যারি কিন্তু কথাটা শেষ না করেই একটা গোঙানি বের হলো ওর মুখ থেকে : গিল্ডরয় লকহার্ট হেঁটে ঢুকছে স্টেজের ভেতর, চমৎকার উজ্জ্বল দেখাচ্ছে গভীর উৎকৃষ্ট পোশাকে এবং সঙ্গে রয়েছেন, আর কেউ নয় স্নেইপ, যথারীতি কালো পোশাকে।

হাত নেড়ে সবাইকে চুপ করিয়ে দিল লকহার্ট, ডাকল সবাইকে, 'চারদিকে জড়ো হও, চাদিকে জড়ো হও! সবাই কি আমাকে দেখতে পাচ্ছো? সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? এক্সেলেন্ট!'

'এখন শোন, প্রফেসর ডাম্বলডোর আমাকে এই ছোট্ট ডুয়েলিং ক্লাস শুরু করবার জন্যে অনুমতি দিয়েছেন, তোমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে, যদি কখনও তোমাদের প্রয়োজন হয় আত্মরক্ষা করবার, যেমন আমি করেছি অসংখ্যবার– পুরোটা জানতে হলে আমার লেখাগুলো পড়ো।'

'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, আমার সহকারি প্রফেসর স্নেইপ,' বললেন লকহার্ট, মুখে একটা প্রশস্ত হাসি। ' তিনি বলেছেন যে ডুয়েলিং সম্পর্কে তিনিও সামান্য

কিছু জানেন এবং শুরুর আগে একটা সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনীর ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন। এখন, আমি চাই না তোমরা তরুণরা উদ্বিগ্ন হও– আমি তাকে শেষ করে দিলেও তোমরা তোমাদের পোশন শিক্ষককে ঠিকই ফিরে পাবে, অতএব ভয় পাবে না।!'

হ্যারির কানে মৃদু স্বরে বলল রন,'ওরা যদি পরস্পরকে শেষ করে দেয় তাহলে আরো ভালো হতো না।' স্নেইপের উপরের ঠোঁট বেঁকে আছে। হ্যারি অবাক হয়ে ভাবছে লকহার্ট এখনও হাসছে কেন; স্নেইপ যদি ওর দিকে এই দৃষ্টিতে দেখে তাহলে সে সমস্ত শক্তি দিয়ে উল্টোদিকে দৌড় লাগাবে।

লকহার্ট এবং স্নেইপ পরস্পরের মুখোমুখি হলো এবং বো করল; অন্তত লকহার্ট করলেন, হাত অনেকখানি মোচড়ানোর মধ্য দিয়ে, অন্যদিকে স্নেইপ বিরক্তিকরভাবে মাথা ঝাঁকিয়েছে।এরপর তারা তাদের জাদুদণ্ড সামনে তুলে ধরল ঠিক তলোয়ারের মতো।

'এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছো আমরা আমাদের জাদুদণ্ড ধরে আছি, গ্রহণযোগ্য অবস্থানে,' নিশ্চুপ দর্শকদের বললেন লকহার্ট। 'তিন গোণার সাথে সাথে আমরা আমাদের প্রথম জাদু প্রয়োগ করবো। অবশ্য আমাদের কেউই মেরে ফেলার জন্যে জাদু প্রয়োগ করবেন না। '

'আমি এ ব্যাপারে বাজি ধরবো না,' হ্যারি বিড় বিড় করল, ও দেখছে স্নেইপের দন্তব্যাদন।

'এক-দুই-তিন-'

দু'জনেই তাদের দণ্ড উপরে তুলল এবং কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল। স্নেইপ চিৎকার করল: *'এক্সপেলিআর্মাস!'* টকটকে লাল বর্ণের আলোর একটা ঝলকানি দেখা গেল এবং লকহার্ট উড়ে গিয়ে স্টেজের পেছন দিকে গেলো, দেয়ালে আছাড় খেলো, হাত পা ছড়িয়ে মঞ্চের মেঝেতে পড়ল।

ম্যালফয় এবং কয়েকজন স্লিথারিন আনন্দে হর্ষধ্বনি করল। হারমিওন দাঁড়িয়ে গেছে, যেন নাচছে। 'আঙুলের ফাক দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল,'কি মনে হচ্ছে উনি ঠিক হয়ে যাবেন?'

'কে পরোয়া করে?' এক সঙ্গে বলল হ্যারি আর রন।

টলোমলো পায়ে লকহার্ট উঠে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর হ্যাটটা পড়ে গেছে এবং ঢেউ খেলানো চুল এখন সোজা খাড়া হয়ে আছে।

'বেশ,' ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি, 'দেখলে তো এই হচ্ছে ডুয়েলিং!' খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মঞ্চে ফিরে এলেন তিনি। 'ওটা ছিল একটা নিরস্ত্রীকরণ জাদু, যেমন তোমরা দেখলে, আমি আমার জাদুদণ্ডটি হারিয়েছি– আহ, এই যে, [জাদুদণ্ডটা ওর হাত থেকে নিয়ে ধন্যবাদ মিস ব্রাউন। হ্যা,

ওদেরকে এটা দেখানো চমৎকার আইডিয়া ছিল প্রফেসর স্নেইপ, কিন্তু আপনি আমার মন্তব্যে যদি কিছু মনে না করেন, আপনি কি করতে যাচ্ছিলেন এটা খুবই পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। অমি যদি আপনাকে থামাতে চাইতাম, সেটা খুবই সহজেই করা যেত। যাই হোক, আমি ভেবেছি ওদেরকে দেখতে দেয়াই শিক্ষণীয় হবে...'

স্নেইপকে খুনীর মতো দেখাচ্ছিল। সম্ভবত লকহার্টও সেটা লক্ষ্য করেছেন, উনি বললেন, প্রদর্শনী অনেক হয়েছে! আমি এখন তোমাদের মধ্যে এসে তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় দাঁড় করিয়ে দেব। প্রফেসর স্নেইপ আপনি যদি আমাকে সাহায্য করতে চান...'

ওরা ছাত্রদের মধ্যে চলে এলেন, পার্টনার ঠিক করে দিচ্ছেন। লকহার্ট নেভিলকে জাস্টিন ফিঞ্চ ফ্লেচলির সঙ্গে দিলেন, কিন্তু হ্যারি আর রনের কাছে স্নেইপ প্রথমে পৌছালো।

'আমার মনে হয় ড্রিম টিমকে বিচ্ছিন্ন করার সময় এসে গেছে,' বক্রোক্তি করল স্নেইপ। 'উইসলি, তোমার পার্টনার হবে ফিনিগান। পটার-'

হ্যারি অটোম্যাটিকালি হারমিওনের দিকে এগিয়ে গেল।

'আমার মনে হয় না,' বললেন স্নেইপ, শীতল একটা হাসি দিয়ে। 'মিস্টার ম্যালফয় এদিকে এসো। দেখা যাক বিখ্যাত মিস্টার পটারের সঙ্গে তোমার জমে কেমন। এবং তুমি মিস *গ্রেঞ্জার*-তুমি মিস বুলস্ট্রোডকে পার্টনার বানাতে পারো।'

সদর্পে এগিয়ে এলো ম্যালফয়, হাসছে নির্বোধের মতো আত্মতৃপ্তির হাসি। ওর পেছনে একজন স্লিথারিন মেয়ে হাঁটছিল, যাকে দেখে হ্যারির *হলিডেজ উইথ হ্যাগস-এ* দেখা একটি ছবির কথা মনে পড়ল। মেয়েটি বিশালদেহী এবং চৌকো এবং তার ভারী চোয়াল আগ্রাসীর মতো বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। হারমিওন ওকে দেখে দূর্বলভাবে হাসল কিন্তু মেয়েটি প্রতি উত্তর দিল না।

'পার্টনারের মুখোমুখি হও!' বললেন লকহার্ট, আবার মঞ্চে ফিরে গেছেন। 'এবং বো করো!'

হ্যারি আর ম্যালফয় ওদের মাথা নেড়েছে কি নাড়েনি, পরস্পরের ওপর থেকে চোখ সরায়নি।

'জাদুদণ্ড প্রস্তুত!' চিৎকার করলেন লকহার্ট। 'যখন আমি তিন পর্যন্ত গুণব, তখন তোমার পার্টনারকে দণ্ডহীন করবার জন্যে জাদু প্রয়োগ করবে-*শুধুমাত্র* দণ্ডহীন করবার জন্যে-আমরা কোন দুর্ঘটনা চাই না। এক...দুই...তিন...'

হ্যারি ওর জাদুদণ্ড কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল, কিন্তু, 'দুই' বলার সঙ্গে সঙ্গে আগেই ম্যালফয় শুরু করে দিয়েছে: ওর জাদুর আঘাত হ্যারিকে এত

জোরে লাগল যে ওর মনে হলো কেউ সসপ্যান দিয়ে মাথায় মেরেছে। হোচট খেলো সে, কিন্তু তারপর যেন সব কিছুই কাজ করছিল, এবং কোন সময় নষ্ট না করে হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা ম্যালফয়ের দিকে তাক করে চিৎকার করে উঠল, 'রিক্টাসেম্প্রা!'

রূপালি আলোর একটা ঝলক ম্যালফয়ের পেটে আঘাত হানল এবং বেঁকে গেল সে, হাঁপানী রোগীর মতো শ্বাস নিচ্ছে, বুকে শব্দ হচ্ছে শন শন করে।

'*আমি বলেছি অস্ত্রহীন শুধু!* সতর্ক হয়ে চিৎকার উঠলেন লকহার্ট যুদ্ধমানদের উদ্দেশে। হাটু ভেঙ্গে বসে পড়েছে ম্যলফয়; হ্যারি ওর উপর টিকলিং জাদু প্রয়োগ করেছে এবং হাসার জন্যে যে সামান্য নড়বে সেটাও সে পারছে না। হ্যারি একটু নিরস্ত হলো, একটা অস্পষ্ট অনুভূতি হলো ওর, মেঝেতে পড়ে আছে ম্যালফয় এই সময় ওর উপর জাদুর প্রয়োগ, আনস্পোর্টিং হবে, কিন্তু ওর এই ধারণা ভুল ছিল। শ্বাস নেয়ার জন্যে চেষ্টা করতেই করতেই ম্যালফয় ওর জাদুদণ্ডটা তাক করল হ্যারির হাঁটু লক্ষ্য করে, দম বন্ধ হয়ে এলো, '*তারানতালেগ্রা!*' এবং পর মুহুর্তে হ্যারির পা কাঁপতে শুরু করল তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে এক ধরনের অতি দ্রুত পদক্ষেপের মতো।

'থামো! থামো!' চেঁচিয়ে উঠলেন লকহার্ট, কিন্তু এরই মধ্যে স্নেইপ এগিয়ে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন।

'*ফাইনিট ইনকানটাটেম!*' জোরে বললেন স্নেইপঃ হ্যারির পায়ের নাচ বন্ধ হয়ে গেলো। ম্যালফয়ও হাসি বন্ধ করল। এবং ওরা দু'জনেই মুখ তুলে তাকাতে পারল।

পুরো দৃশ্যটার ওপর সবুজাভ ধোঁয়ার অচ্ছন্নতা। নেভিল এবং জাস্টিন দু'জনেই মেঝেতে পড়ে রয়েছে, হাঁপাচ্ছেঃ রন ধরে আছে ফ্যাকাশে-মুখো সিমাসকে, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে ওর ভাঙ্গা জাদুদণ্ডের কীর্তির জন্যে, কিন্তু হারমিওন এবং মিলিসেন্ট বুলস্ট্রোড তখনও লড়ছে; ওরা দুজনে হেডলকে আঁটকে রয়েছে এবং হারমিওন ব্যথায় ফোপাচ্ছে। দু'জনেরই জাদুদণ্ডই মেঝেতে পড়ে রয়েছে, যেন পরিত্যক্ত। সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে হ্যারি মিলিসেন্টকে টেনে বিচ্ছিন্ন করল। কাজটা কঠিন; ও হ্যারির চেয়ে দেহে অনেক বড়।

'ডিয়ার, ডিয়ার,' বললেন লকহার্ট, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে যেতে যেতে, ডুয়েলের পরিণাম দেখতে দেখতে। 'উঠে দাঁড়াও ম্যাকমিলান... সাবধানে, মিস ফসেট... জোরে চিমটি কাট, এক সেকেন্ডে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে, বুট...

'আমার মনে হয় তার চেয়ে তোমাদেরকে বৈরি সম্মোহন রোখার পদ্ধতি

শেখানোই ভাল হবে,' বললেন লকহার্ট, হলের মাঝখানে বিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে। তিনি একবার স্নেইপের দিকে তাকালেন, ওর কালো চোখ জ্বল জ্বল করছে, দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিলেন স্নেইপ। 'এক জোড়া ভলন্টিয়ার লাগবে- লংবটম এবং ফিঞ্চ ফ্লেচলি, তোমরা দু'জন হলে কেমন হয়?'

'একটা খারাপ আইডিয়া, প্রফেসর লকহার্ট,' বললেন স্নেইপ, পরশ্রীকাতর বড় একটা উড়ন্ত বাঁদুড়ের মতো। 'সবচেয়ে সহজ সম্মোহন দিয়ে লংবটম বিপর্যয় করতে পারে। ফিঞ্চ ফ্লেচলি'র যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে সেটা আমাদের ম্যাচ বাক্সে করে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।' নেভিলের গোল গোলাপী মুখটা আরো গোলাপী হয়ে গেলো। 'ম্যালফয় এবং পটারের জোড়া হলে কেমন হয়?' বললেন স্নেইপ বাঁকা হেসে।

'চমৎকার আইডিয়া!' বললেন লকহার্ট, হ্যারি আর ম্যালফয়কে হলের মাঝখানে আহ্বান করার ভঙ্গি করে। মাঝখান থেকে সরে গিয়ে অন্যরা যায়গা করে দিল।

'হ্যারি শোন,' বললেন লকহার্ট,' ড্র্যাকো যখন তোমার দিকে ওর জাদুদণ্ড তাক করবে, তুমি *এরকম* করবে।

তিনি নিজের জাদুদণ্ড তুললেন, এবং জটিল নড়াচড়া করে একটা অ্যাকশন করার চেষ্টা করলেন এবং নিজের জাদুদণ্ডটা ফেলে দিলেন। 'হুউপ্স-আমার জাদুদণ্ডটা একটু বেশি উত্তেজিত,' বলে লকহার্টকে দ্রুত ওটা তুলে নিতে দেখে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন স্নেইপ।

ম্যালফয়ের কাছে চলে এলেন স্নেইপ, ঝুঁকলেন এবং ওর কানে কানে কিছু বললেন ফিস ফিস করে। ম্যালফয়ও আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল। নার্ভাস হ্যারি লকহার্টের দিকে তাকিয়ে বলল,' প্রফেসর , আপনি কি আমাকে বৈরি সম্মোহন রোখার পদ্ধতি আরেকবার দেখাতে পারেন?'

'ভয় পেয়েছে?' বিড় বিড় করে বলল ম্যালফয়, যেন লকহার্ট শুনতে না পায়।

'তুমি ইচ্ছেমতো ভাবতে পারো,' বলল হ্যারির মুখের এক কোণ দিয়ে।

লকহার্ট হ্যারির কাঁধ জড়িয়ে ধরল। 'আমি যা করেছি ঠিক তাই করো, হ্যারি।'

'কী, আমার জাদুদণ্ডটা ফেলে দিব?'

কিন্তু লকহার্ট শুনছে না ওর কথা।

'তিন - দুই - এক - শুরু! চিৎকার করলেন লকহার্ট।

ম্যালফয় দ্রুত ওর জাদুদণ্ড তুলে চেঁচিয়ে উঠল, *'সারপেনসোরশিয়া!'*

ওর জাদুদণ্ডের মাথাটা বিস্ফোরিত হলো। হ্যারি দেখছে, ভীতিবিহ্বল,

একটা লম্বা কালো সাপ ওটা থেকে বেরিয়ে এলা, ওদের মাঝখানে ধপাস করে মেঝেতে পড়ল এবং খাড়া হয়ে ছোবল মারতে উদ্যত। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল, পেছনে সরে গেলো সবাই, মাঝখানটা ফাকা হয়ে গেল।

'নড়ো না, পটার,' অলসভাবে বলল স্নেইপ, দৃশ্যটা উপভোগ করছেন তিনি, হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে, ক্ষিপ্ত সাপটার চোখে চোখ রেখে। 'আমি ওটাকে দূর করছি...'

'আমাকে করতে দিন!' চিৎকার করলেন লকহার্ট। জাদুদণ্ডটা সাপের দিকে তাক করলেন লকহার্ট, খুব জোরে শব্দ হলো; সাপটা অদৃশ্য হওয়া দূরে থাকুক, শূন্যে দশ ফিট লাফিয়ে উঠল এবং আবার মেঝেতে পড়ল ধপাস করে। আরো ক্ষিপ্ত, হিস হিস করছে, পিছলে এগিয়ে গেলো সোজা জাস্টিন ফিঞ্চ-ফ্লেচলি'র দিকে এবং আবার খাড়া হয়ে ছোবল মারতে উদ্যত হলো, দাঁত বের করে।

হ্যারি নিশ্চিত নয়, কি কারণে সে কাজটি করেছিল। সে যে এটা করবে স্থির করেছিল সে সম্পর্কেও সচেতন নয়। সে শুধু জানত যে তার পা তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল যেন পায়ের নিচে চাকা লাগানো রয়েছে, এবং সে সাপটার উদ্দেশে জোরে চিৎকার করে উঠেছিল,'ওকে ছেড়ে দাও!' এবং অলৌকিকভাবে-ব্যাখ্যার অতীত-সাপটা মেঝের ওপর পড়ে গেল, বাগানে পানি দেয়ার মোটা কালো পাইপের মতোই নিরীহ। ওটার চোখ এখন হ্যারির ওপর। হ্যারির মনে হলো যেন ওর ভেতর থেকে কে যেন সব ভয় শুষে নিয়েছে। সে জানে এখন সাপটা কাউকে আক্রমণ করবে না, যদিও তার জানার কোন ব্যাখ্যা নেই তার কাছে।

সে জাস্টিনের দিকে তাকাল, মুখে হাসি, আশা করছে জাস্টিনকে দুশ্চিন্তামুক্ত দেখবে, অথবা বিমূঢ়, অথবা কৃতজ্ঞ— কিন্তু নিশ্চয়ই রেগে গেছে বা ভয় পেয়েছে জাস্টিন এটা সে আশা করেনি।

'কি ভেবেছ কি নিয়ে খেলা করছ?' সে চিৎকার করে উঠল এবং হ্যারি কিছু বলার আগেই, জাস্টিন ঘুরে দাঁড়াল এবং সবেগে হল থেকে বেরিয়ে গেল।

স্নেইপ এগিয়ে এলো, জাদুদণ্ড নাড়ল, অদৃশ্য হয়ে গেল সাপটা কালো ধোঁয়ার ছোট্ট একটু ঝলক হয়ে। স্নেইপও তাকিয়ে রয়েছেন হ্যারির দিকে অপ্রত্যাশিত দৃষ্টিঃ চতুর, সতর্ক এবং হিসেবি দৃষ্টি এবং হ্যারি পছন্দ করেনি সে দৃষ্টি। সে ক্ষীণভাবে সচেতন যে চারদিকে অশুভ একটা গুঞ্জন উঠছে। এরপর অনুভব করল কে যেন তার কাপড় ধরে টানছে।

'চলে এসো,' শুনতে পেলো রনের স্বর। 'চলো-এসো...'

রন ওকে হলের বাইরে নিয়ে এলো, হারমিওনও তাড়াতাড়ি চলে এলো পাশে। দরজার মধ্য দিয়ে যখন তারা যাচ্ছে তখন ছাত্র ছাত্রীরা দু'পাশে সরে

দাঁড়াল এমনভাবে যেন কি একটা জিনিস ধরতে পাচ্ছে। যে ঘটনা ঘটছে তার কোন যোগসূত্র হ্যারির জানা নেই কিন্তু না রন, না হারমিওন ওকে টেনে গ্রিফিন্ডরের শূন্য কমন রুমে ওকে না নেয়া পর্যন্ত কিছুই ব্যাখ্যা করল না। রন হ্যারিকে একটা আরাম কেদারায় ঠেলে বসালো এবং বলল,'তুমি একজন *পার্সেলমাউথ।* এ কথাটা আগে আমাদের বলোনি কেন?

'আমি কি?' বলল হ্যারি।

'পার্সেলমাউথ!' বলল রন। 'তুমি সাপের সঙ্গে কথা বলতে পারো!'

'আমি জানি,' বলল হারি। 'ওটা ছিল মাত্র দ্বিতীয়বার, যে আমি অমন কথা বলেছি। দুর্ঘটনাই বলতে পারো, একবার চিড়িয়াখানায় আমার কাজিন ডাডলি'র পেছনে আমি একটা বোয়া কন্‌সট্রিক্টর লেলিয়ে দিয়েছিলাম-সে এক লম্বা কাহিনী-কিন্তু ওটা আমাকে বলছিল যে সে কখনও ব্রাজিল দেখেনি। এবং আমি এক রকম ওটাকে মুক্তই করে দিয়েছি, যদিও আমি ওরকম কিছু করতে চাইনি। আমি যে জাদুকর সেটা জানবার আগের ব্যাপার ছিল সেটা...'

'একটা বোয়া কনসট্রিক্টর তোমাকে বলেছে যে সে ব্রাজিল দেখেনি?' ক্ষীণ কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল রন।

'তাতে কি?' বলল হ্যারি। 'বাজি ধরে বলতে পারি এখানে অনেক লোকই এরকম করতে পারে।'

'ওহ্ না তারা পারে না,' বলল রন। এটা কোন সাধারণ গুণ নয়। হ্যারি এটা খারাপ।'

'কি খারাপ? বলল হ্যারি, রীতিমত রাগ হচ্ছে ওর। 'সকলের হয়েছেটা কি? শোন, যদি আমি ওই সাপটাকে না বলতাম জাস্টিনকে আক্রমণ করবে না-'

'ওহ্ ঠিক তাই বলেছ তুমি?'

'কি বলতে চাচ্ছ তুমি? তুমি তো সেখানে ছিলে... তুমি শুনেছ আমার কথা।'

'আমি শুনেছি তুমি পারসেলটাঙ বলতে শুনেছি,' বলল রন, 'সাপের ভাষা। তুমি যে কোন কিছু বলে থাকতে পারো। জাস্টিন যে ভয় পেয়ে গিয়েছিল তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছিল তুমি যেন সাপটাকে কিছু একটা করবার জন্যে বলছ বা এই রকমেরই কিছু। সাপটাকে দেখে গা ছম ছম করছিল, সেটা তুমি জান।'

হা করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল হ্যারি।

'আমি ভিন্ন ভাষায় কথা বলেছি? কিন্তু-আমি বুঝতে পারিনি— আমি একটি ভাষা জানি, এই কথাটা না জেনে, আমি কি করে ওই ভাষায় কথা বলতে পারি?'

রন ওর মাথা দোলাল। ওকে আর হারমিওনকে দেখে মনে হচ্ছে কেউ একজন মারা গেছে। হ্যারি বুঝতে পারছে না ভয়ানক হওয়ার কি আছে।

'তোমরা কি আমাকে বলতে চাও একটা নোংরা সাপের ছোবল থেকে জাস্টিনের মাথাটা রক্ষা করার মধ্যে অন্যায়টা কোথায়?' বলল সে। 'যতক্ষণ পর্যন্ত না জাস্টিনকে মাথাহীনদের দলে যোগ না দিতে হলে, আমি কিভাবে ওকে রক্ষা করেছি তাতে কি আসে যায়?

'এসে যায়?' অবশেষে বলল হারমিওন চাপা স্বরে, 'কারণ, সাপের সঙ্গে কথা বলতে পারা হচ্ছে সেই কারণ যার জন্যে সালাজার স্লিথারিন ছিলেন বিখ্যাত। সে কারণেই স্লিথারিন হাউজের প্রতীক হচ্ছে 'সরিসৃপ'।

হ্যারির মুখ হা হয়ে গেল।

'ঠিক তাই,' বলল রন। 'এবং এখন পুরো স্কুলই ভাবতে শুরু করবে তুমি হচ্ছো তার প্র-প্র-প্র-প্রপৌত্র বা এরকম কিছু...'

'কিন্তু আম তা নই,' বলল হ্যারি, এমন একটা ভয়ে যে তার ব্যাখ্যা তার জানা নেই।

'সেটা প্রমান করা তোমার জন্যে মুশকিল হবে,' বলল হারমিওন। 'তিনি বাস করতেন প্রায় এক হাজার বছর আগে; আমরা যা জানি তা হচ্ছে তুমি হতে পারো।'

* * * *

রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেগে রইল হ্যারি। ওর বিছানার চারপাশের ঝোলানো কাপড়ের ফাক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল তুষারপাত শুরু হয়েছে, দেখল হ্যারি, টাওয়ারের জানালার পাশ দিয়ে পড়ছে তুষার, আর ভাবছে।

আসলেও সে কি সালাজার স্লিথারিনের উত্তর পুরুষ *হতে পারে?* সে তার বাবার পরিবার সম্পর্কে আসলেই কিছু জানে না। ডার্সলিরা সব সময়ই তার জাদুকর আত্মীয়দের সম্পর্কে সব ধরনের প্রশ্ন নিষিদ্ধ করে রেখেছিল।

নীরবে, হ্যারি চেষ্টা করল *পারসেলটাং*-এ কথা বলতে। শব্দগুলো আসছে না। মনে হচ্ছে এর জন্যে তাকে হয়তো সাপের মুখোমুখি হতে হবে।

'কিন্তু আমি তো গ্রিফিন্ডরে,' হ্যারি ভাবল। 'আমি যদি স্লিথারিন হতাম তবে নিশ্চয়ই বাছাই-হ্যাটটা আমাকে এখানে পাঠাতো না...'

'আহ,' তার মস্তিষ্কের মধ্যে ছোট্ট একটি বিপজ্জনক স্বর বলল। 'কিন্তু বাছাই-হ্যাটটা তো তোমাকে স্লিথারিনেই পাঠাতে *চেয়েছিল*, তোমার কি মনে নেই?'

হ্যারি পাশ ফিরল। কালকে হার্বলজিতে জাস্টিনের সঙ্গে দেখা করে তাকে বুঝিয়ে বলবে যে আসলে সে সাপটাকে নিবৃত্ত করছিল, প্ররোচিত নয়; যেটা (ক্রুদ্ধ হ্যারি ভাবল বালিশে উপর্যুপরি ঘুষি মারতে মারতে) যে কোন বোকাও বুঝতে পারত।

* * * *

পরদিন সকাল, রাতে শুরু হওয়া তুষারপাত প্রবল তুষার ঝড়ে পরিণত হয়েছে। টার্মের শেষ হার্বলজি ক্লাসটা বাতিল করা হলো: প্রফেসর স্প্রাউট এখন ম্যানড্রেকস গুলোকে মোজা এবং স্কার্ফ পরাবেন, কাজটায় বেশ কৌশলের প্রয়োজন হয়, এ জন্যে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেবেন না তিনি, বিশেষ করে এই সময় ম্যানড্রেকসগুলোর দ্রুত বেড়ে ওঠা খুব জরুরী, মিসেস নরিস এবং কলিন ক্রিভিকে সম্মোহন থেকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে।

গ্রিফিন্ডর কমন রুমের আগুনের পাশে বসে এসব ভেবেই ছটফট করছে হ্যারি। অন্যদিকে রন আর হারমিওন ক্লাস বাতিলের সময়টা ব্যবহার করছে জাদু-দাবা খেলে।

'ইশ্বরের দোহাই, হ্যারি,' ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে হারমিওনের, রনের একটা হাতি ওর একটা ঘোড়াকে ফেলে দিয়ে বোর্ডের বাইরে টেনে নিয়ে গেছে। 'এটা যদি তোমার কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে, যাও জাস্টিনকে গিয়ে খুঁজে বের করো।'

হ্যারি উঠল এবং ছবির গর্তটা দিয়ে বের হলো, জাস্টিনকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

দিনের বেলায় যেরকম অন্ধকার থাকে, এখন ক্যাস্‌ল-এর প্রতিটি জানালায় ঘন ধূসর তুষারের আস্তরের জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি অন্ধকার। কাঁপছে হ্যারি, ক্লাসরুমগুলো পার হলো, ক্লাস চলছে ওখানে, ভেতরে কি হচ্ছে দেখেও নিল এক ঝলক। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল কোন একজনের উদ্দেশে চেচাচ্ছেন, যে, তার বন্ধুকে ব্যাজারে পরিণত করেছে। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখার প্রলোভন অনেক কষ্টে দমন করলো হ্যারি, এগিয়ে গেল এই ভেবে যে, এই সময়টা জাস্টিনও কিছু একটা করার চেষ্টা করছে। সবচেয়ে আগে লাইব্রেরীতে ওকে খোঁজার সিদ্ধান্ত নিল।

যাদের হারবলজি ক্লাসে থাকার কথা ছিল তেমন একটা হাফলপাফ গ্রুপ সত্যিই বসে আছে লাইব্রেরীর একেবারে পেছনে। কিন্তু মনে হচ্ছে না ওরা কোন কাজ করছে। বুক শেলফে বইয়ের সারির ফাক দিয়ে হ্যারি দেখতে পাচ্ছে

ওদের মাথাগুলো এক সাথে জড়ো হয়ে আছে এবং মনে হচ্ছে গভীর মনোযোগে ওরা কোনো আলোচনায় লিপ্ত। ওদের মধ্যে জাস্টিন রয়েছে কি না, সেটা ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। ও হেটে যাচ্ছিল ওদের দিকেই, এমন সময় ওর কানে ওদের একটা কথা এলো, শোনার জন্যে দাঁড়ালো হ্যারি, অদৃশ্য বিভাগে লুকিয়ে রয়েছে সে।

'সুতরাং যে ভাবেই হোক,' বলল একটা শক্ত-পোক্ত ছেলে। 'আমি জাস্টিনকে বলেছি আমাদের ডর্মিটরিতে লুকিয়ে থাকতে। মানে, যদি পটার তাকে পরবর্তী শিকারের জন্য ঠিক করে থাকে, তবে কিছুদিনের জন্য তার অত সামনে আসা উচিৎ নয়। অবশ্যই, যেদিন সে পটারকে বলেছে যে, সে মাগল-জাত সেদিন থেকেই এমন একটা কিছু হবে বলে আশঙ্কা করেছে জাস্টিন। জাস্টিন ওকে *বলেছে* যে সে ইটন-এ চলে যাবে। এই ধরনের বিষয় নিয়ে কেউ স্লিথারিনের উত্তরাধিকারের সঙ্গে আলাপ করে না, করে? বিশেষ করে সে যদি মুক্ত ঘুরতে থাকে।'

'আর্নি, তুমি নিশ্চিতভাবে ভাবছ যে পটারই?' উদ্বেগের সাথে বলল ব্লন্ড পিগটেল মাথার মেয়েটি।

'হান্নাহ,' শক্ত ছেলেটি বলল গাম্ভীর্যের সাথে, 'সে একজন পারসেলমাউথ। সবাই জানে কালো-জাদুকর হওয়ার সেটাই চিহ্ন। তুমি কখনও কোন ভাল মানুষের কথা শুনেছ যে সাপের সঙ্গে কথা বলতে পারে? ওরা খোদ স্লিথারিনকে সরিসৃপ-জিহ্বা বলত।'

ভারী রকমের গুঞ্জন শোনা গেল। আর্নি বলেই চলেছে,'মনে আছে দেয়ালে কি লেখা ছিল? *উত্তরাধিকারের শত্রুরা সাবধান।* ফিল্‌চ-এর সঙ্গে কি একটা ব্যাপার হয়েছিল পটারের। পরের ঘটনাটি আমাদের, ফিল্‌চের বেড়াল আক্রান্ত হলো। ওই প্রথম বর্ষের ছাত্রটি কিডিং ম্যাচে কিডিচ খেলায় পটারকে বিরক্ত করছিল, ও যখন মাটিতে পড়েছিল তখন ওর ছবি তুলছিল। পরের ঘটনা আমরা জানি ক্রিভি আক্রান্ত হলো।'

'অথচ ওকে কত ভাল মনে হয়,' বলল হান্নাহ অনির্দিষ্টভাবে। 'এবং ভাল কথা, সেই সে ব্যক্তি ইউ নো হু-কে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। ও তো এতো খারাপ হতে পারে না, পারে?'

আর্নি তার স্বর রহস্যজনকভাবে নামিয়ে আনল, হাফলপাফরা সব মাথা কাছে নিয়ে গেলো, এবং হ্যারিও আরো কাছে গেলো ভাল করে শুনবার আশায়।

'আসলে কেউ জানে না ও কিভাবে ইউ নো হু-র আক্রমণ থেকে বেঁচেছে। আমি বলতে চাচ্ছি, ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন ও ছিল শিশু। ওকে নিশ্চয়ই

ছোট ছোট টুকরায় বিস্ফোরিত করে দেয়া হয়েছিল। শুধু মাত্র একজন ক্ষমতাধর কালো-জাদুকরের পক্ষেই অমন একটা শাপ থেকে বাঁচা সম্ভব ছিল।' ওর স্বর আরো নামিয়ে দিল আর্নি, এমন যে সেটা ফিসফিসের পর্যায়ে চলে এসেছে, এবং বলল,'প্রথমত ওই জন্যেই হয়তো ইউ নো হু তাকে মারতেও চেয়েছিল। চায়নি যে আরেকজন ডার্ক লর্ড তার প্রতিযোগী হোক। আমি ভাবছি আর কি কি ক্ষমতা পটার লুকিয়ে রেখেছে।'

আর শুনতে পেলো না হ্যারি। জোরে গলা খাকারি দিয়ে ও বুকশেল্‌ফের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো। যদি অত ক্রুদ্ধ না হতো তবে সহজেই বুঝতে পারতো, যে দৃশ্যটা ওকে স্বাগত জানিয়েছে সেটা বড় বিচিত্র। প্রত্যেকটি হাফ-লপাফ ওর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে যে ওকে দেখে সম্মোহিত হয়ে গেছে, এবং আর্নির চেহারা থেকে রং সরে যাচ্ছে।

'হ্যালো,' বলল হ্যারি। 'আমি জাস্টিন ফিঞ্চ-ফ্লেচলিকে খুঁজছি।'

হাফলপাফদের ভয়ানক ভীতিটা কনফার্ম হয়ে গেলো। ভয় পেয়ে সকলেই আর্নির দিকে তাকালো।

'ওর সাথে তোমার কি প্রয়োজন?' কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল আর্নি।

'আমি ওকে বলতে চাই ডুয়েলিং ক্লাবে সাপটা নিয়ে আসলে কি ঘটেছিল,' বলল হ্যারি।

নিজের সাদা ঠোঁট কামড়ে ধরল আর্নি তারপর বলল,'আমরা সবাই সেখানে ছিলাম। আমরা দেখেছি কি হয়েছে।'

'তাহলে তোমরা দেখেছ যে, ওটার সঙ্গে আমি কথা বলার পর, সাপটা পিছিয়ে পড়েছিল?' বলল হ্যারি।

'আমি শুধু দেখেছি,' বলল আর্নি একগুঁয়ের মতো, যদিও বলার সময় কাঁপছিল সে,'তুমি পারসেলটাং-এ কথা বলছিলে এবং সাপটাকে জাস্টিনের দিকে লেলিয়ে দিয়েছিলে।'

'আমি ওটাকে জাস্টিনের পেছনে লেলিয়ে দিইনি!' বলল হ্যারি, রাগে ওর গলার স্বর কাঁপছে। 'ওটা তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।'

'খুব অল্পেতে বেঁচে গেছে ও,' বলল আর্নি। 'এবং তোমার যদি আরো কিছু করার চিন্তা থাকে,' দ্রুত যোগ করল সে, 'তোমাকে বলা উচিৎ, আমার নয় প্রজন্মের খবর নিতে পারো তারা সবাই ডাইনী আর জাদুকর এবং আমার রক্ত আর সকলের মতোই খাঁটি , সুতারাং-'

'তোমার কি ধরনের রক্ত রয়েছে সেটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই!' ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল হ্যারি। 'আমি কেন মাগল-জাতদের আক্রমণ করতে যাব?'

'আমি শুনেছি তুমি যে মাগলদের সঙ্গে বাস করো তাদের ঘৃণা করো,' তাড়াতাড়ি বলল আর্নি।

'ডার্সলিদের সঙ্গে বাস করলে ওদের ঘৃণা না করা সম্ভব নয়,' বলল হ্যারি,'আমি দেখতে চাই তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ।'

ঘুরে ঝড়ের মতো লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে গেল হ্যারি, মাদাম পিন্স দেখল ওকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে, উনি মিনা করা একটি স্পেলবুকের কভার পলিশ করছিলেন।'

রাগে করিডোর ধরে অন্ধের মতো অনিশ্চিতভাবে এগিয়ে গেল সে, কোথায় যাচ্ছে খেয়াল নেই। ফল হলো এই যে, সে সোজা হেটে গিয়ে ধাক্কা খেল নিরেট এবং বড় কিছুর সঙ্গে, পেছন দিকে মেঝেতে পড়ে গেল হ্যারি।

উপরের দিকে তাকিয়ে বলল হ্যারি,'ওহ! হ্যালো, হ্যাগ্রিড।'

তুষার ঢাকা উলের বালাক্লাভায় হ্যাগ্রিডের মুখটা প্রায় সম্পূর্ণটাই ঢাকা, কিন্তু সম্ভবত আর কেউই হতেও পারে না সে ছাড়া। কারণ ওভারকোটে ঢাকা শরীরটা দিয়ে করিডোরের প্রায় সম্পূর্ণটাই জুড়ে রেখেছে। গ্লাভস পরা ওর হাত থেকে একটা মরা মুরগী ঝুলছে।

'আচ্ছা, হ্যারি?' বলল সে, কথা বলার সুবিধের জন্যে বালাক্লাভাটা মুখ থেকে নামিয়ে,'তুমি ক্লাসে নেই কেন?'

'বাতিল করা হয়েছে,' উঠতে উঠতে বলল হ্যারি। 'তুমি এখানে কি করছ?'

হাতে ধরা মরা মুরগীটা দেখালো হ্যাগ্রিড।

'দ্বিতীয়টা মারা হলো এই টার্মে,' সে ব্যাখ্যা করল। 'হয় শেয়াল না হয় তো রক্ত চোষা কোনো জুজুর কাজ, এবং মুরগীর খাঁচার চারদিক মন্ত্র দিয়ে সুরক্ষা করার জন্যে আমাকে হেডমাস্টারের অনুমতি নিতে হবে।

সে তার তুষারাবৃত মোটা ভ্রুর নিচ থেকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে হ্যারিকে পর্যবেক্ষণ করল।

'তুম নিশ্চিত যে তুমি ভাল আছো। তোমাকে খুব ক্ষিপ্ত এবং বিরক্ত দেখাচ্ছে।'

আর্নি এবং অন্যান্য হাফ্লপাফরা ওর সম্পর্কে যা বলছিল, হ্যারি সেই সব হ্যাগ্রিডের কাছে বলতে পাল না।

'ও কিছু নয়,' বলল সে। 'আমার যাওয়া উচিৎ, হ্যাগ্রিড, পরের ক্লাস হচ্ছে ট্রান্সফিগিউরেশন-এর এবং বই নিয়ে আসতে হবে।'

হেঁটে চলে গেল হ্যারি, ওর মনে তখনও আর্নির কথাগুলো গেথে রয়েছে।

'যখন থেকে জাস্টিন হ্যারিকে জানিয়েছে যে সে মাগল-জাত তখন থেকে সে এ রকমই কিছু একটা ঘটার আশংকা করছিল...'

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে হ্যারি ঘুরে আরেকটি কারডোরে এলো, জায়গাটা একেবারেই অন্ধকার; কাচ ভাঙা একটা জানালা দিয়ে আসছে জোর হিমশীতল বাতাস, ওটাই করিডোরের মশালটা নিভিয়ে দিয়েছে। করিডোর ধরে মাত্র অর্ধেক গিয়েছে হ্যারি, হোচট খেয়ে অধোমুখে পড়ে গেল সে, মেঝেতে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে।

ঘুরে চোখ সরু করে পড়ে থাকা জিনিসটা দেখার চেষ্টা করল সে। দেখে, মনে হলো ওর পাকস্থলীটা গলে গেছে।

জাস্টিন ফিঞ্চ-ফ্লেচলি পড়ে রয়েছে, ঠাণ্ডা এবং শক্ত, চেহারায় শক-এর দৃষ্টির ছাপ যেন জমে আছে, চোখ তাকিয়ে আছে অপলক সিলিং-এর দিকে, হ্যারির দেখা সবচেয়ে অদ্ভুত দৃশ্য।

প্রায় মাথা-হীন নিক, মুক্তার মতো সাদা এবং স্বচ্ছ নয় আর, বরং কালো এবং ধোঁয়াটে, স্থির হয়ে ভাসছে আড়াআড়িভাবে, মেঝের ছয় ইঞ্চির উপরে, ওর মাথার অর্ধেকটা নেই, এবং তার চেহারায় ঠিক জাস্টিনের মতোই শক-এর অভিব্যক্তি।

উঠে দাঁড়ালো হ্যারি, দ্রুত শ্বাস পড়ছে ওর, পাঁজরার খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটা ড্রামের মতো বাড়ি খাচ্ছে। খালি করিডোরটা একি ওদিক তাকাল ও, দেখল এক সারি মাকড়সা দ্রুত বুক হেঁটে দেহগুলোর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একমাত্র শব্দ আসছে দুইদিকের ক্লাস রুম থেকে শিক্ষকদের ভোতা গলার স্বর।

সে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারত, এবং এবং কেউ জানতেও পারত না যে সে সেখানে ছিল। কিন্তু সে ওদেরকে ওখানে ওভাবে ফেলে রেখে যেতে পারে না...ওর সাহায্য দরকার। কেউ কি বিশ্বাস করবে যে এ সবে তার কোন হাত নেই?

সে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভীত-সন্ত্রস্ত, ওর ডান পাশের একটা দরজা খুলে গেল সশব্দে। পিভ্‌স দ্য পল্টারজিস্ট ছুটে বেরিয়ে এলো দরজা দিয়ে।

'আরে এ যে হ্যারি পটার!' পট পট করে উঠল পিভ্‌স, যাওয়ার সময় ধাক্কা লেগে হ্যারির চশমটা বাঁকা হয়ে গেল। 'কি করছ হ্যারি পটার? হ্যারি পটার অমন ওঁত পেতে রয়েছে কেন-'

মধ্য বাতাসে অর্ধেকটা ডিগবাজি খেয়ে থামল পিভ্‌স। উল্টো হয়ে, সে দেখল জাস্টিন এবং প্রায় মাথা-হীন নিক। ঘুরে সোজা হলো সে, জোরে নিঃশ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নিল এবং ওকে থামাবার আগেই চিৎকার করে উঠল:

'আক্রমণ! আক্রমণ! আরেকটি আক্রমণ! কোনো মরণশীল বা ভূত

কেউই নিরাপদ নয়! বাঁচতে হলে দৌড়াও! আক্রমঅঅঅণ!'

ক্র্যাশ-ক্র্যাশ-ক্র্যাশ। করিডোরের দু'পাশের একটার পর একটা দরজা খুলে যেতে লাগল এবং বন্যার মতো বেরিয়ে এলো মানুষ করিডোরে। কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত ধরে এমন বিশৃংখলা আর গোলমার হলো যে জাস্টিনকে প্রায় পায়ে মাড়ানোর দশা হয়েছিল এবং লোকজন প্রায়-মাথাহীন-নিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে লাগল। হ্যারি দেখল দেয়ালে তার পিঠ ঠেকে গেছে, শিক্ষকরা চিৎকার করছেন চুপ করার জন্যে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দৌড়ে এলেন, পিছু পিছু এলো তার গোটা ক্লাস, তার মধ্যে একজনের চুলে তখনও রয়েছে সাদা-কালো স্ট্রাইপ। প্রফেসর তার দণ্ড ব্যবহার করে বিকট এক শব্দ করলেন। নিরবতা ফিরে এলো। সবাইকে ক্লাসে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সবাই চলে যাওয়ায় যেই না জায়গাটা পরিষ্কার হয়েছে অমনি হাঁপাতে হাঁপাতে উপস্থিত হলো হাফল্‌পাফের আর্নি।

'হাতেনাতে ধরা পড়েছে!' চিৎকার করল আর্নি, ওর চেহারা সম্পূর্ণ সাদা, নাটকীয়ভাবে আঙুল হ্যারির দিকে তাক করা।

'এতেই হবে, ম্যাকমিলান!' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

মাথার ওপর ওঠা নামা করছে পিভ্‌স, এখন দাঁত বের করে দুষ্টামির হাসি হাসছে, দৃশ্যটা পর্যবেক্ষণ করছে; পিভ্‌স সবসময়ই গন্ডগোল পছন্দ করে। শিক্ষকরা যখন জাস্টিন আর নিকের ওপর ঝুঁকে দেখছে, তখন ও গান গেয়ে উঠল:

> 'ওহপটার, তুমি পঁচা, ওহ কি করলে তুমি"
> তুমি মেরে ফেলছ ছাত্রদের, তুমি ভাবছ এটা মজার খেলা-'

'যথেষ্ট হয়েছে পিভ্‌স!' ধমকে উঠলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, এবং পিভ্‌স সরে গেল পেছনে, হ্যারিকে জিহ্বা বের করে দেখিয়ে।

জাস্টিনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন প্রফেসর ফ্লিটউইক এবং অ্যাস্ট্রনমি বিভাগের প্রফেসর সিনিস্ত্রা, কিন্তু প্রায়-মাথাহীন-নিককে নিয়ে কি করবে কেউ ভেবে পাচ্ছিল না। অবশেসে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল হালকা বাতাস থেকে একটা পাখা বানিয়ে আর্নিকে দিলেন ওটা দিয়ে বাতাস করে নিককে হালকাভাবে সিঁড়ির ওপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। আর্নি করল সেটা, নিককে কালো একটা নিরব হোভারক্র্যাফ্‌ট-এর মতো বাতাস করে উড়িয়ে নিয়ে। এর ফলে সেখানে শুধু রয়ে গেলো হ্যারি আর প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

'এই পথে, পটার,' বললেন তিনি।

'প্রফেসর,' সঙ্গে সঙ্গে বলল পটার,'আমি কসম খেয়ে বলছি আমি করিনি'

'এটা এখন আমার হাতের বাইরে, পটার,' প্রফেসরের কাঠখোট্টা জবাব।

নিরবে একটা মোড় ঘুরল ওরা এবং প্রফেসর থামলেন কুৎসিৎ দেখতে বিরাট একটা পাথরের 'গারগয়ল'-এর সামনে।

'মারবেট লেমন!' বললেন তিনি। স্পষ্টত এটা একটা পাসওয়ার্ড, কারণ হঠাৎ গারগয়লটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল, এবং লাফিয়ে একদিকে সরে গেলো এবং ওটার পেছনের দেয়াল দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। কি হতে যাচ্ছে এ ব্যাপারে ভয়ে অস্থির হ্যারিও এসব দেখে অবাক না হয়ে পারল না। দেয়ালের পেছনে একটা ঘোরানো সিঁড়ি যেটা এসকেলেটারের মতো ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। সে এবং প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ওটার ভেতর পা রাখল, ভোতা শব্দ করে ওদের পেছনে দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গেলো। ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে ওরা, উপরে এবং আরো উপরে, মাথা সামান্য ঘুরছে হ্যারির, অবশেষে সামনে একটা ওক কাঠের চকচকে দরজা দেখতে পেলো, প্রাচীন জীব 'গ্রিফনে'র আকৃতির নকার লাগানো দরজায়।

সে জানত কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এখানেই ডাম্বলডোর বাস করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

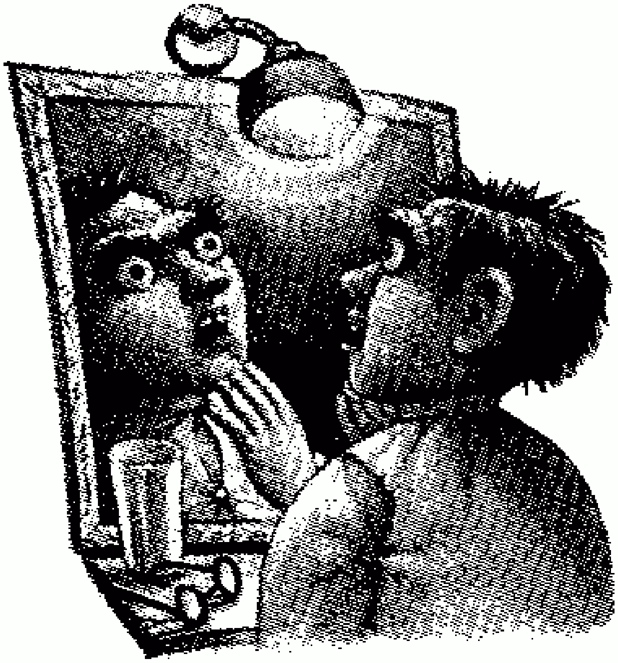

দ্য পলিজুস পোশন

একেবারে উপরে উঠে সিঁড়ি থেকে নামল ওরা, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দরজায় নকার দিয়ে টোকা দিলেন। নিরবে খুলে গেলো দরজা এবং ওরা ভেতরে ঢুকল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল হ্যারিকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে, ওকে একা ওখানে রেখে চলে গেলেন।

হ্যারি ঘুরে ফিরে চারদিকে দেখছে। একটা বিষয় নিশ্চিত, এ বছর এ পর্যন্ত হ্যারি যত টিচারের অফিসে গেছে, ডাম্বলডোরেরটা অন্যগুলোর চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। স্কুল থেকে বহিষ্কারের ভয়ে ও যদি বুদ্ধি না হারাতো তবে এ অফিসটা ঘুরে ফিরে দেখার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি হতো।

এটা, মজাদার সব শব্দে পূর্ণ, বিশাল একটি সুন্দর বৃত্তাকার রুম। লম্বা সরু

পা-ওয়ালা একটা টেবিলের ওপর অদ্ভুত সব রূপার যন্ত্রপাতি রয়েছে, ঘুরছে শো শো শব্দে আর ধোঁয়ার ছোট ছোট কুণ্ডলি ছড়াচ্ছে। দেয়ালগুলো প্রাক্তন হেডমাস্টার এবং হেডমিস্ট্রেসদের ছবি দিয়ে ভরা, সবাই নিজ নিজ ফ্রেমে আস্তে করে ভাত-ঘুম দিচ্ছে। এ ছাড়া বিশাল একটি থাবা-পা ডেস্কও রয়েছে, এবং এক শেল্‌ফ পেছনে একটা জীর্ণ শীর্ণ টুটা ফাটা জাদুকরের হ্যাট-সর্টিং হ্যাট।

হ্যারি ইতস্তত করল। দেয়ালের ফ্রেমে ঘুমন্ত জাদুকর এবং ডাইনীদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সে যদি আবার হ্যাটটা মাথায় পরে নিশ্চয়ই সেটা দোষের কিছু হবে না? শুধু দেখার জন্যে... নিশ্চিত করা যে ওটা তাকে সঠিক হাউজেই পাঠিয়েছে।

ডেস্কের পাশ দিয়ে ঘুরে এলো হ্যারি, শেল্‌ফ থেকে হ্যাটা তুলল, এবং ধীরে ধীরে নামাল নিচের মাথার ওপর। খুবই বড় হ্যাটটা, আগেরবার পড়বার পর যেমন হয়েছিল এবারও একেবারে ওর চোখ পর্যন্ত নেমে এলো। অপেক্ষা করছে হ্যারি, হ্যাটটার কালো ভেতরটার দিকে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে। তার কানে একটা মৃদু স্বর বলল,' টুপির ভেতর মৌমাছি ঢুকেছে, হ্যারি পটার?'

'ইয়ে, মানে হ্যা,' বিড়বিড় করল হ্যারি। 'ইয়ে– তোমাকে বিরক্ত করবার জন্যে দুঃখিত– আমি জানতে চেয়েছিলাম–'

'তুমি ভাবছিলে আমি তোমাকে সঠিক হাউজে পাঠিয়েছি কি না,' সপ্রতিভভাবে বলল হ্যাটটা। 'হ্যা...তোমাকে কোন হাউজে পাঠানো সত্যিই বিশেষভাবে মুশকিল ছিল। কিন্তু আগে যা বলেছিলাম আমি এখনও ওই মতই পোষণ করি–' খাঁচার ভেতর হ্যারির হৃৎপিন্ডটা একটা লাফ দিল '–স্লিথারিনেই তুমি *ভাল করতে*।'

ভেতরে সেঁধিয়ে গেল যেন হ্যারির পাকস্থলী। হ্যাটটার কোণা খাঁমচে ধরে টেনে বের করে নিল মাথার ওপর থেকে। ওটা ঝুলে আছে ওর হাতে অসহায়, নোংরা এবং রংচটা। ওটাকে আবার শেলফে রেখে দিল ও, অসুস্থ বোধ করছে সে।

'তুমি ভুল করেছ,' স্থির নিরব হ্যাটটাকে লক্ষ্য করে বলল ও। ওটা নড়ল না। পেছনে চলে এলো হ্যারি। একটা অদ্ভুত চাঁপা শব্দে ও চট করে পেছন ফিরল।

রুমে সে আর এখন একা নেই। দরজার পাশের সোনালি দাড়ের ওপর বসে রয়েছে অর্ধেক পালক ওঠানো টার্কির মতো একটা হাড় জিরজিরে পাখি। হ্যারি ওটা দিকে তাকালো এবং পাখিটা অশুভ দৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়ে থাকল, চাঁপা শব্দ করে। হ্যারি ভাবল ওকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। ওর চোখ দুটো খুবই

নিস্প্রভ এবং হ্যারির তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আরো কয়েকটা পালক খসে পড়ল ওর লেজ থেকে।

হ্যারি ভাবছিল এরপর শুধু বাকি রয়েছে ওর একার উপস্থিতিতে ডাম্বলডোরের পোষা পাখিটার মৃত্যু, এমন ওটাতে নিজে নিজেই আগুন ধরে গেলো।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো হ্যারি পটার, চিৎকার করে উঠল এবং ডেস্কের কাছ থেকে সরে গেলো। ব্যাকুলভাবে চারদিক দেখল যদি পানি ভর্তি কোনো গ্লাস পাওয়া যায় কোথাও, কিন্তু গেলো না ও। পাখিটা, ইতোমধ্যে একটা আগুনের গোলায় পরিণত হয়েছে; উচ্চস্বরে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার দিল, পাখিটা পরমুহূর্তেই মেঝেতে ধিকি ধিকি জ্বলন্ত একদলা ছাই ছাড়া আর কিছুই থাকল না।

অফিসের দরজাটা খুলে গেলো। প্রফেসর ডাম্বলডোর এলেন, বিষণ্ন দেখাচ্ছে ওঁকে।

'প্রফেসর,' দম আঁটকে বলল হ্যারি, 'আপনার পাখিটা– আমি কিছুই করতে পারলাম না-নিজেই নিজেই আগুন ধরে-'

হ্যারির বিস্মিত দৃষ্টির সামনে মৃদু হাসলেন প্রফেসর।

'সময়ও হয়ে এসেছিল,' বললেন প্রফেসর। 'কয়েকদিন ধরেই ওকে দেখতে ভয়ঙ্কর লাগছিল, আমি ওকে বলছিলাম তাড়াতাড়ি করার জন্যে।'

হ্যারির দৃষ্টির সামনে মুখ টিপে হাসলেন তিনি।

'ফক্স হচ্ছে ফিনিক্স, হ্যারি। মরবার সময় এলে ফিনিক্স পাখিরা নিজেই জ্বলে যায় এবং ছাই থেকে আবার জন্ম নেয়। ওকে দেখো...'

ঠিক সময়ই হ্যারি নিচের দিকে তাকালো, দেখল একটা ক্ষুদ্র, কুঞ্চিত চামড়ার, একটা পাখির ছানা ছাইয়ের মধ্য থেকে ওর মাথা বের করছে। আগের পাখিটার মতোই এটাও কুৎসিৎ।

'ওর জ্বলবার দিনে তোমাকে সেটা দেখতে হলো এটা লজ্জার ব্যাপার,' বললেন ডাম্বলডোর, ডেস্কের পেছনে বসে। 'প্রায় সময়ই পাখিটা খুব সুন্দর দেখতে: চমৎকার লাল এবং সোনালী পালক। মুগ্ধ করার মতো আকর্ষণীয় পাখি, এই ফিনিক্স। ওরা সাংঘাতিক পরিমানের বোঝা বহন করতে পারে, ওদের চোখের পানির ঔষধি গুণ রয়েছে এবং পোষা পাখি হিসেবে ওরা খুবই বিশ্বস্ত হয়।'

নিজের আগুনে ফক্স-এর জ্বলে যাওয়ার ঘটনার আঘাতে হ্যারি ভুলেই গিয়েছিল ও সেখানে গিয়েছে কেন। কিন্তু সবই ওর মনে পড়ল যখন প্রফেসর ডাম্বলডোর ডেস্কের পেছনের চেয়ারে বসে তার হালকা-নীল দৃষ্টি দিয়ে হ্যারির

দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ডাম্বলডোর একটি শব্দও উচ্চারণ করার আগেই, বিকট শব্দে অফিসের দরজাটা খুলে গেলো এবং ঝড়ের বেগে ঢুকল হ্যাগ্রিড, ওর চোখে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি, উস্কোখুস্কো রুক্ষ চুলবিশিষ্ট মাথার ওপর স্থির হয়ে আছে ওর বালাক্লাভাটা এবং মৃত মুরগীটা এখনও ঝুলছে ওর হাতে।

'হ্যারি করেনি প্রফেসর ডাম্বলডোর!' বলল হ্যাগ্রিড, ওর কণ্ঠে জরুরি ভাব। 'ছেলে দুটোকে পাওয়ার মুহূর্ত আগেই আমি ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম, ও সময়ই পায়নি, স্যার...'

প্রফেসর ডাম্বলডোর কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হ্যাগ্রিড নাটকীয় ভঙ্গিতে বলেই চলল, হাতের মুরগীটা দোলাচ্ছে উত্তেজনায়, পালক ছড়িয়ে দিল সর্বত্র।

'... ও হতেই পারে না, যদি করতে হয় আমি ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের সামনেও শপথ করে বলতে পারি...'

'হ্যাগ্রিড, আমি-'

'...আপনি ভুল ছেলেটিকে ধরেছেন, স্যার, আমি জানি হ্যারি কখনো-'

'হ্যাগ্রিড!' এবার জোরেই বললেন ডাম্বলডোর। আমি মনে করি না হ্যারি ওই ছেলেগুলোকে আক্রমন করেছে।'

'ওহ,' বলল হ্যাগ্রিড, মৃত মুরগীটা আবার নিস্তেজভাবে ঝুলছে ওর হাতে। 'ঠিক আছে। তাহলে, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি, হেডমাস্টার।'

বিব্রত হ্যাগ্রিড জোরে জোরে পা ফেলে বাইরে চলে গেল।

'আপনি মনে করেন না প্রফেসর, যে আমিই ওটা করেছি ?' পুনরাবৃত্তি করল হ্যারি, যদিও তার চেহারা আবার বিষন্ন হয়ে গেছে। 'কিন্তু তবুও আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই।'

নার্ভাস হ্যারি অপেক্ষা করছে না, ডাম্বলডোর ওকে মাপছেন, তার দীর্ঘ আঙুলের মাথাগুলো একত্র করা।

'আমি তোমাকে বলতে চাই তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও,' ধীরে বললেন তিনি। 'যে কোন কিছু।'

হ্যারি বুঝতে পারছে না কি বলবে। সে ভাবল ম্যালফয়ের চিৎকার, 'এরপর তোমাদের পালা মাডব্লাড্স!' এবং পলিজুস পোশনের কথা, মোনিং মার্টলের বাথরুমে পোশন জ্বাল দেয়া। এরপর ভাবল দু'বার শোনা সেই অশরীরি'র কণ্ঠস্বর এবং মনে করল রনের কথা: *'অন্যরা শুনতে পায় না যে কথা সেটা শুনতে পাওয়া কোন শুভ লক্ষণ নয়, এমনকি জাদুর দুনিয়াতেও নয়।'* সে আরো ভাবল, যেটা সকলেই বলাবলি করছিল এবং তার ক্রমবর্ধমান আশঙ্কার কথা যে

সে কোন না কোনভাবে সালাজার স্লিথারিনের সঙ্গে সম্পর্কিত...

'না,' বলল হ্যারি, 'কোন কিছু বলবার নেই, প্রফেসর।'

* * * *

এর আগে সন্ত্রস্ত ছিল স্কুলের সবাই, জাস্টিন আর প্রায়-মাথাহীন-নিকের উপর জোড়া হামলার পর সত্যি সত্যি এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল । তবে, অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে রোকে নিকের অবস্থার জন্য বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কি ক্ষতি হতে পারে ভূতটার, একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করে, কোন সে ভয়ানক শক্তি যেটা আগেই মৃত একজনের ক্ষতি করতে পারে? ক্রিস্টমাসে বাড়ি যাওয়ার জন্য হোগার্টস এক্সপ্রেসের সিট পওয়ার আশায় আতঙ্কগ্রস্ত ছাত্রদের রীতিমত দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল।

'এই ভাবে চলতে থাকলে আমরাই শুধু থেকে যাবো,' রন বলল হ্যারি আর হারমিওনকে। 'আমরা, ম্যালফয়, ক্র্যাব এবং গয়ল। কি একটা মজার ছুটি হবে।'

ক্র্যাব এবং গয়ল, সব সময় তাই করে যা ম্যালফয় করে, ছুটিতে থেকে যাওয়ার পক্ষে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু হ্যারি খুশি যে বেশির ভাগ লোকই চলে যাচ্ছে। লোকজন করিডোরে তাকে এড়িয়ে চলে যেন এখনই সে লম্বা তীক্ষ্ণ দাঁত বের করবে, না হয়তো থুথু মেরে বিষ ছিটাবে, এটা আর বরদাশত্ করতে পারছে না হ্যারি। ক্লান্ত হয়ে গেছে সে আসতে যেতে তাকে লক্ষ্য করে ছোড়া মন্তব্য, আঙুল তাক করে দেখিয়ে দেওয়া এবং চাঁপা শব্দ শুনতে শুনতে।

ফ্রেড এবং জর্জ অবশ্য এতে মজা পেয়ে গেছে। ওরা করিডোরে হ্যারির আগে আগে চলে যায় এবং চিৎকার করে, 'জায়গা ছাড়ো, স্লিথারিনের উত্তরপুরুষের জন্য, সাংঘাতিক খারাপ জাদুকর আসছে...'

পার্সি অবশ্য এ ধরনের ব্যবহার মোটেই পছন্দ করেনি।

'এটা কোন হাসির ব্যাপার নয়,' ঠান্ডা গলায় বলে সে।

'ওহ, সামনে থেকে সরো, পার্সি,' বলল ফ্রেড। 'হ্যারির তাড়া আছে।'

'ইয়েহ, সে যাচ্ছে চেম্বার অফ সিক্রেট্স-এ ওর বিষদাঁত ওয়ালা ভৃত্যদের সঙ্গে চা পান করতে,' খলখল করে বলল জর্জ।

জিনির কাছেও ব্যাপারটা মজার বলে মনে হয়নি।

যতবার ফ্রেড হ্যারিকে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করেছে এরপর সে কাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে, অথবা জর্জ বড় একটা রসুনের কোয়া দিয়ে হ্যারিকে তাড়ানোর ভান করেছে, প্রতিবারই জিনি কান্না জড়িত স্বরে বলেছে,'আহ, করো

না তো!'

হ্যারি অবশ্য মনে কিছু করে না; বরং ফ্রেড এবং জর্জ যে ভাবে যে, হ্যারি পটার স্লিথারিনের বংশধর এই ধারণাটাই হাস্যকর এটাই তাকে অনেক স্বস্তি দেয়। কিন্তু ওদের ভাড়ামি মনে হয় ড্র্যাকো ম্যালফয়কে আরো ক্রুদ্ধ করছে, কারণ যতবার ও তাদেরকে ইয়ার্কি করতে দেখছে ততবারই সে আরো খিটখিটে হচ্ছে।

'এর কারণ যে সে বলবার জন্যে *ব্যগ্র* হচ্ছে যে আসলে সেই,' বলল রন সবজান্তার মতো। 'তোমরা জানো কেউ তাকে কোন কিছুতে হারিয়ে দেবে এটা সে কি রকম ঘৃণা করে, এবং ওর সব নোংরা কাজের বাহবা তুমি পেয়ে যাচ্ছ।'

'খুব বেশি দিনের জন্যে নয়,' সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল হারমিওন। পলিজুস পোশনটা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। যে কোন দিন আমরা ওর কাছ থেকে সত্য উগলে নেব।'

* * * *

অবশেষে টার্ম শেষ হলো, এবং গোটা স্কুল জুড়ে তুষারের মতো গভীর নিরবতা নেমে এলো। মনমরা হওয়ার চেয়ে হ্যারির শান্তিই লাগছে, এবং তার আরো ভালো লাগছে যে, সে, হারমিওন এবং উইসলিরাই গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে যেমন খুশি তেমন থাকতে পারবে, তার মানে হচ্ছে কাউকে বিরক্ত না করে সশব্দে এক্সপ্লোডিং স্ন্যাপ খেলতে পারবে এবং গোপনে ডুয়েলিং প্র্যাকটিস করতে পারবে। ফ্রেড, জর্জ এবং জিনি মিস্টার অ্যান্ড মিসেস উইসলির সঙ্গে মিশরে বিলকে দেখতে চাওয়ার চেয়ে স্কুলে থেকে যাওয়াই বেছে নিয়েছে। পার্সি, যে ওদের বালসুলভ ব্যবহার পছন্দ করে না, গ্রিফিন্ডর কমন রুমে খুব বেশি সময় অতিবাহিত করত না। সে দম্ভের সাথে ইতোমধ্যেই ওদের বলে ফেলেছে যে সে ক্রিস্টমাসের সময় স্কুলে থাকছে শুধু এই কঠিন সময় শিক্ষকদের সহযোগিতা করা প্রিফেক্ট হিসেবে তার কর্তব্য বলে।

ক্রিস্টমাসের সকাল হলো, ঠান্ডা এবং তুষারের জন্য সাদা। ডরমিটরিতে শুধু হ্যারি আর রন, খুব সকালে ওদের জাগালো হারমিওন, যে তড়িঘড়ি করে এসেছে রুমে, পুরো সাজগোজ করা, হাতে দুজনের জন্য প্রেজেন্টেশন।

'ওঠো,' জোরে ডাকল হারমিওন, জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দিয়ে।

'হারমিওন– তোমার এখানে আসার কথা নয়,' আলো থেকে চোখ আড়াল করে বলল রন।

'তোমাকেও মেরি ক্রিস্টমাস,' ওর দিকে প্রেজেন্টেশনটা ছুড়ে দিয়ে বলল

হারমিওন। 'আমি প্রায় এক ঘন্টা আগে উঠেছি, পোশনটায় আরো কিছু ফিতা-পাখা দিয়েছি। ওটা তৈরি হয়ে গেছে।'

হ্যারি উঠে বসল, হঠাৎ, পূর্ণ সজাগ।

'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ শিওর,' বলল হারমিওন, ইঁদুর স্ক্যাবার্সটাকে সরিয়ে দিয়ে, যেন ও বিছানায় বসতে পারে। 'আমরা যদি কাজটা করতে চাই, তবে আমি বলি কি আজ রাতেই করা উচিৎ।'

ঠিক সেই মুহূর্তে, হেডউইগ উড়ে এলো রুমের ভেতরে, ঠোটে খুব ছোট একটা প্যাকেট ধরা রয়েছে।

'হ্যালো,' বলল হ্যারি খুশি হয়ে, ও হ্যারির বিছানায় বসল,' তুমি আবার আমার সঙ্গে কথা বলবে?

আদর করে হ্যারির কানটা ঠুকরে দিল পেঁচাটা, এবং হ্যারির কাছে ওটা ছিল বহন করে আনা প্রেজেন্টের ছেয়ে অনেক বেশি ভালো প্রেজেন্ট। বয়ে আনা প্রেজেন্টটা ডার্সলিদের তরফ থেকে এসেছে। ওরা হ্যারির জন্য একটা টুথপিক পাঠিয়েছে আর লিখে পাঠিয়েছে গ্রীষ্মের ছুটিতেও ওর পক্ষে স্কুলে থাকা সম্ভব কি না।

হ্যারির অন্যান্য ক্রিস্টমাস প্রেজেন্টগুলো আরে অনেক বেশি সন্তোষজনক। হ্যাগ্রিড পাঠিয়েছে গুড়ের সন্দেশের বড় একটা টিন, হ্যারি ঠিক করেছে খাওয়ার আগে আগুনের পাশে রেখে ওটাকে নরম করে নিতে হবে। রন ওকে একটা বই দিয়েছে, নাম *ফ্লাইং উইথ দ্য ক্যাননস্*, ওর প্রিয় কিডিচ টিম সম্পর্কে আকর্ষণীয় তথ্য রয়েছে; এবং হারমিওন ওকে দিয়েছে একটা দামী ঈগল-পালকের কলম। শেষ প্রেজেন্টটা খুলল হ্যারি, মিসেস উইসলির তরফ থেকে একটা নতুন হাতে বোনা জাম্পার, এবং একটা প্লাম কেক। ওঁর কার্ডটা তুলে রাখল হ্যারি, মিস্টার উইসলি'র গাড়ি সম্পর্কে নতুন একটা অপরাধবোধও ফিরে এলো ওর মনে, উইলো গাছটার সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট করার পর থেকে গাড়িটাকে আর দেখা যায়নি, এর ওপর সে আর রন আবার নিয়ম ভঙ্গের উদ্যোগ নিয়েছে।

* * * *

হোগার্টস-এর ক্রিস্টমাস ডিনার উপভোগ করবে না এমন কেউ নেই, এমন কি যারা পরে পলিজুস পোশন খাবে তারাও না।

গ্রেট হলটা দেখতে খুব চমৎকার লাগছে। ওখানে যে শুধু ডজন খানেক তুষারাবৃত ক্রিস্টমাস গাছ ছিল তাই নয়, হলি আর মিস্‌লৌ-এর পুরু স্ট্রিমার সিলিং থেকে নানাদিকে নেমে এসেছে। কিন্তু সিলিং থেকে জাদু করা তুষারও

পড়ছে উষ্ণ এবং শুকনো। মূল গায়ক হিসেবে ওদের নিয়ে ডাম্বলডোর ওঁর প্রিয় কয়েকটি ক্রিস্টমাস গীত গাইলেন। প্রতিটি পাত্র 'এগনগ' পানের সাথে সাথে হ্যাগ্রিড আরো জোরে জোরে গুরুগর্জনে মত্ত হলো। পার্সি খেয়াল করেনি তার প্রিফেক্ট ব্যাজটাকে জাদু করেছে ফ্রেড, ফলে এখন ওটাতে লেখা রয়েছে 'পিনহেড', সবাইকে জিজ্ঞাসা করছে ওদের চাপা হাসির কারণ। হ্যারি পাত্তাও দিচ্ছে না ওর নতুন জাম্পার সম্পর্কে স্লিথারিন টেবিল থেকে উচ্চস্বরে করা ড্র্যাকো ম্যালফয়ের বিদ্রুপ গুলিকে। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন থাকে তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই, ম্যালফয় তার প্রতিফল পেয়ে যাবে।

হ্যারি আর রন তাদের তৃতীয় দফার পুডিংটা শেষও করতে পারল না, তাদের রাতের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবার জন্যে হারমিওন ওদেরকে বাইরে নিয়ে এলো।

'আমাদের এখন দরকার হবে যাদের রূপ আমরা ধারণ করবো তাদের একটুখানি...' বলল হারমিওন যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে, যেন ও তাদের সুপারমার্কেটে পাঠাচ্ছে ওয়াশিং-পাউডার কিনতে। 'এবং স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে ভাল হয় যদি তোমরা ক্র্যাব আর গয়লের একটুখানি সংগ্রহ করতে পারো; ওরা ম্যালফয়ের সবচেয়ে ভাল বন্ধু, সে ওদের কাছে সব কথাই বলবে এবং আমাদেরকে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা যখন কথা বলবো তখন সত্যিকারের ক্র্যাব আর গয়ল যেন ওখানে উপস্থিত না হতে পারে।'

'আমি সব চিন্তা করে রেখেছি,' স্বাভাবিকভাবে বলে চলল হারমিওন, হ্যারি আর রনের হতভম্ব চেহারা উপেক্ষা করে। সে দুটো বড় বড় চকলেট কেক বের করে দেখালো। 'এগুলোর মধ্যে আমি সাধারণ ঘুমের ঔষধ ভরে দিয়েছি। তোমাদের শুধু নিশ্চিত করতে হবে যে ক্র্যাব আর গয়ল যেন ওদুটো পায়। তোমরা জান ওরা যে রকম লোভী, এগুলো খেতে বাধ্য তারা। একবার ওরা দুজন ঘুমিয়ে পড়লে, ওদের কয়েক গাছি চুল ছিড়ে ঝাড়ুর কাবার্ডে লুকিয়ে রেখো।'

অবিশ্বাসে হ্যারি আর রন পরস্পরের দিকে তাকালো।

'হারমিওন, আমার মনে হয় না-'

'পুরো ব্যাপারটা গুরুতরভাবে ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে-'

কিন্তু হারমিওনের চোখে ইস্পাতের মতো দ্যুতি, প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের চোখে যে রকম দেখা যায় সে রকম।

'ক্র্যাব আর গয়লের চুল না হলে পোশনটা অকেজো হয়ে যাবে,' সে কঠিন কণ্ঠে। 'তোমরা তো ম্যালফয় সম্পর্কে তদন্ত করতে চাও, চাও না?'

'ওহ, ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলল হ্যারি। 'কিন্তু তোমার ব্যাপার কি?

তুমি কার চুল ছিড়বে?'

'আমারটা আমি এরই মধ্যে যোগাড় করে ফেলেছি!' বলল হারমিওন আনন্দে, পকেট থেকে একটা ছোট্ট বোতল বের করল এবং ওটার ভেতরের একটিমাত্র চুলটা ওদের দেখালো। 'মনে আছে মিলিসেন্ট বুস্ট্রোড-এর কথা আমার সঙ্গে কুস্তি করেছিল ডুয়েলিং ক্লাবে? আমার যখন গলা টিপে ধরবার চেষ্টা করছিল তখন এটা আমার পোশাকে আটকে গিয়েছিল! এবং সে বাড়ি গেছে ক্রিস্টমাস উপলক্ষে-আমাকে শুধু স্লিথারিনদের বলতে হবে যে আমি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

হারমিওন যখন পলিজুস পোশনটাকে আবার দেখতে গেলো, রন হ্যারির দিকে সর্বনাশ-হয়ে-গেছে চেহারা নিয়ে রন হ্যারির দিকে ফিরে বলল,'তুমি কি কখনও এমন কোন পরিকল্পনার কথা শুনেছ যেখানে এতো বেশি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?'

* * * *

কিন্তু হ্যারি আর রনের অপার বিস্ময়ে অপারেশনের প্রথম পর্বটা একেবারে হারমওিন যেমন বলেছিল তেমনই সুচারুভাবে সম্পন্ন হলো। ক্রিস্টমাস চায়ের পর ওরা প্রায় শূন্য এনট্রান্স হলটায় আবার গেল। অপেক্ষা করছে ক্র্যাব আর গয়লের জন্য, স্লিথারিন টেবিলে শুধু ওরা দু'জনই রয়েছে, মিষ্টি সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত। হ্যারি কেকগুলিকে রেলিং-এ রেখে দিয়েছিল। ক্র্যাব আর গয়লকে বেরিয়ে আসতে দেখে ওরা সামনের দরজার পাশে একটা বর্মের পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

'কত মাথামোটা একজন হতে পারে? রন খুশির চোটে ফিস ফিস করে বলল হ্যারিকে, ছোঁ মেরে চকলেট দু'টো তুলে নিল ক্র্যাব আর গয়ল এবং ঠেসে পুরল তাদের মুখের বিশাল গহ্বরে। এক মুহূর্তের জন্য দু'জনই লোভীর মতো চিবালো, মুখে বিজয়ীর হাসি। এরপর, তারে চেহারায় সামান্যতম পরিবর্তনও হলো না দু'জনই হাঁটু ভেঙ্গে মেঝেতে পড়ে গেলো।

এপর কষ্টকর ব্যাপারটা হচ্ছে ওদের দু'জনকে কাবার্ডের পেছনে লুকিয়ে রাখা। ওদেরকে বালতি আর ঝাড়নের মাঝে নিরাপদে রাখার পর গয়লের কপাল থেকে কয়েক গাছি চুল ছিঁড়ে নিল হ্যারি, রন তুলল ক্র্যাবের কয়েকটা চুল। ওরা ওদের জুতো জোড়াও চুরি করল, কারণ ওদেরগুলো ক্র্যাব আর গয়লের পায়ের জন্য খুবই ছোট হবে। তারপর, যদিও তখনও নিজেদের কীর্তিতে তারা হতভম্ব , দৌড়ে ছুটে গেল মোনিং মার্টলের বাথরুমে।

হারমিওন যে কড়াইয়ে পোশন জ্বাল দিচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেই কিউবিকল থেকে, ওদের পক্ষে চোখ মেলাই দায়। মুখ কাপড়ে ঢেকে হ্যারি আর রন আস্তে করে দরজায় টোকা দিল।

'হারমিওন?'

তালা খোলার শব্দ শোনা গেল, হারমিওন বেরিয়ে এলো, চেহারা চকচক করছে এবং চোখে মুখে উদ্বেগ। ওর পেছনে ওরা শুনতে পাচ্ছে টগবগ টগবগ শব্দ করে ফুটছে, গাদের মতো ঘন পোশন। টয়লেট সীটের ওপর কাচের তিনটি পানপাত্র রয়েছে।

'পেয়েছ?' দম বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল হারমিওন।

হ্যারি ওকে গয়লের চুল দেখালো।

'চমৎকার। এবং আমি এই বাড়তি পোশাকটা লন্ড্রি থেকে চুরি করে এনেছি,' একটা ছোট ছালা তুলে ধরে হারমিওন বলল। 'ক্র্যাব আর গয়ল হওয়ার পর তোমাদেরও বড় সাইজের দরকার হবে।'

তিনজন অপলক তাকিয়ে থাকল কড়াইটার দিকে। কাছে থেকে দেখলে পোশনটাকে মনে হচ্ছে ঘন, কালো মাটির মতো, ফুটছে ধীরে ধীরে।

'আমি সিওর যে সবকিছুই ঠিকঠাক করেছি,' বলল হার্মিওন, একটু বিচলিত, *মোস্ট পোঁতে পোশন্‌স* এর পাতাগুলি আবার পড়তে পড়তে। 'মনে হচ্ছে বইটাতে লেখা রয়েছে... একবার পোশন পান করবার পর , আমরা ঠিক একঘন্টা সময় পাবো নিজ রূপে ফিরে আসবার।'

'এখন কি?' ফিস ফিস করে বলল রন।

'আমরা পোশনটাকে গ্লাস তিনটাতে ঢালব, এবং চুলগুলো দেবো।'

প্রত্যেকটি গ্লাসে পোশনের বড় বড় দলা ঠাসল। তারপর, ওর হাত কাঁপছে, মিলিসেন্ট বুলস্ট্রোডের চুলটা বোতলটা থেকে বের করে গ্লাসে দিয়ে দিল।

ফুটন্ত কেটলির মতো হিস্‌স্‌ করে উঠল পোশনটা এবং উন্মাদের মতো ফেনা তুলল। এক সেকেণ্ড পর, ওটা ফ্যাকাশে হলুদ রঙের হয়ে গেলো।

'আর্ঘ-মিলিসেন্ট বুলস্ট্রেডের নির্যাস,' বলল রন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওটার দিকে তাকিয়ে। 'বাজি ধরে বলতে পারি ওটা নিশ্চয়ই বিশ্বাদ হবে।'

'এখন তোমাদেরটা যোগ করো তাহলে,' বলল হারমিওন।

মাঝের গ্লাসটায় হ্যারি গয়লের চুলটা ফেলে দিল, এবং রন ক্র্যাবের চুল ফেলল শেষেরটায়। দুটো গ্লাসই হিসিয়ে ফেণা তুলল: গোয়েলেরটা পুলিশের খাঁকি রং ধারণ করল, ক্র্যাবেরটা হলো ঘন, তমসাচ্ছন্ন বাদামী রঙের।

'দাঁড়াও', বলল হ্যারি, রন আর হারমিওনকে ওদের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতে দেখে। 'আমরা সকলেই এখানে পোশন পান করবো না, একবার

আমরা ক্র্যাব আরগয়লে রূপান্তরিত হলে এখানে আমাদের যায়গা হবে না, আর মিলিসেন্ট বুলস্ট্রোডও কো পিচ্চি পিক্সি নয়।'

'ভাল কথা,' বলল রন, দরজাটা খুলে। 'আমরা ভিন্ন ভিন্ন কিউবিকল-এ যাবো।'

সাবধানে, পোশনের একটা ফোটাও যেন না পড়ে এমন ভাবে হ্যারি গেল মধ্যেরটায়।

'রেডি?' ও বলল।

'রেডি,' শোনা গেল রন আর হারমিওনের গলা।

'এক...দুই...তিন...'

নাক চেপে ধরে, দুই বড় ঢোকে পোশনটা খেয়ে ফেলল। স্বাদ পেল বেশি জ্বাল দেয়া বাঁধাকপির মতো।

সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতরটা মোঁচড়াতে শুরু করল, যেন ও কোন জ্যান্ত সাপ গিলে খেয়েছে– ভাজ হয়ে গেছে সে মাঝখানে, ভাবছে অসুস্থ না হয়ে পড়েছে-তারপর ওর পাকস্থলী থেকে একেবারে হাত-পায়ের আঙুলের মাথা পর্যন্ত যেন জ্বলে গেল। এরপর, মাটিতে চার হাত পায়ে সে ঘন ঘন দম ফেলতে লাগল, এরপর ভয়াবহ একটা অনুভূতি যেন গলে যাচ্ছে, সারা শরীরের চামড়া উত্তপ্ত মোমের মতো বুদ বুদ উঠছে এবং তার চোখ এবং হাতদুটি বড় হওয়ার আগে ওর আঙুলগুলো মোটা হতে শুরু করলো, নখগুলো চওড়া হলো, গাঁটগুলো ফুলে উঠল বল্টুর মতো। কাঁধ চওড়া হলো যন্ত্রণাদায়কভাবে। এবং কপালে চিন চিন অনুভূতিতে বুঝল ওর ভ্রুর দিকে নেমে এসেছে চুল; গায়ের কাপড়টা ছিড়ে গেলো বুক চওড়া হওয়ায়, চার সাইজ ছোট জুতোর মধ্যে পা জোড়া যন্ত্রণায়...

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি সব থেমে গেল। পাথরের ঠাণ্ডা মেঝেতে মুখ নিচু করে পড়ে আছে হ্যারি, টয়লেটের শেষ প্রান্তে মার্টল গার্গল করছে গোমড়া মুখে। অনেক কষ্টে জুতো জোড়া ঝেড়ে ফেলে ও উঠে দাঁড়ালো। তাহলে গয়ল হওয়ার এটাই অনুভূতি। ওর বড় বড় হাত দু'টো কাঁপছে, পুরনো পোশাকটা গোড়ালীর এক ফুট ওপরে ঝুলছে, খুলে ফেলল ও। বাড়তি পোশাকটা গায়ে টেনে, গয়লের নৌকার সাইজের জুতো জোড়া পরে নিল। চোখের ওপর থেকে চুল সরানোর চেষ্টা করে দেখল কপালে ছোট ছোট ঝাটার মতো খাড়া চুল। এবার মনে হলো চশমাটা ওর চোখ ঘোলা করে রেখেছে, কারণ গয়লের তো চশমার প্রয়োজন নেই। চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা দু'জন ঠিক আছো তো?' গয়লের নিচু ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ বের হলো মুখ থেকে।

'ইয়েহ,' ডান দিক থেকে শোনা গেল ক্র্যাবের গভীর ঘোঁত শব্দের জবাব।

দরজা খুলে বেরিয়ে হ্যারি ফাটা আয়নাটার সামনে দাঁড়ালো। মণিকোটরে গভীরভাবে বসানো নিস্প্রভ দু'টি চোখে গয়ল তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হ্যারি কান চুলকালো। গয়লও তাই করল।

রনের দরজা খুলল। ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। ওকে ম্লান এবং শক্ড দেখাচ্ছে, ক্র্যাব থেকে রনকে কিছুতেই আলাদা করা যাচ্ছে না, মাথায় বাটিছাটের চুল থেকে একেবারে গরিলাসদৃশ বাহু পর্যন্ত। 'এটা অবিশ্বাস্য,' বলল রন, আয়নাটার সামনে গিয়ে ক্র্যাবের থ্যাবড়া নাকটায় খোঁচা দিতে দিতে। *'অবিশ্বাস্য!'*

আমাদের এখন যাওয়া উচিৎ,' বলল হ্যারি গয়লের মোটা কব্জিতে কেটে বসে যাওয়া ঘড়িটা খুলতে খুলতে। 'আমাদেরকে এখনও স্লিথারিনের কমন রুমটা খুঁজে বের করতে হবে, আশা করি অনুসরণ করার মতো কাউকে পেয়ে যাবো...'

হ্যারির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল রন, বলল,'তুমি জান না, *চিন্তা করছে* গয়ল, এটা দেখতে যে কি রকম উদ্ভট লাগে।' সে হারমিওনের কিউবিকলের দরজায় চাপড় মারল, 'বের হও আমাদের যেতে হবে...'

উচ্চ স্বরে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ জবাব দিল। 'আমি-আমার মনে হয় না শেষ পর্যন্ত আমি আসব। আমাকে ছাড়াই যাও তোমরা।'

'হারমিওন, আমরা জানি মিলিসেন্ট বুলস্ট্রোড দেখতে খারাপ, কেউ জানতে পারবে না যে এটা তুমি।'

'না-সত্যিই-আমার মনে হয় না আমি যাব। তোমরা তাড়াতাড়ি যাও, সময় নষ্ট করছো।'

হ্যারি তাকাল রনের দিকে, হতবুদ্ধি সে।

'হ্যাঁ, এটা গয়লের মতো,' বলল রন। 'যতবার টিচার ওকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ততবারই তাকে ওরকম দেখায়।'

'হারমিওন, তুমি কি ঠিক আছো,' দরজার ওপাশ থেকে বলল হ্যারি।

'ফাইন-আমি খুব ভাল আছি...যাও...'

হ্যারি ওর ঘড়ির দিকে তাকালো। ওদের মূল্যবান ষাট মিনিটের পাঁচ মিনিট ইতোমধ্যেই চলে গেছে।

'বেশ, তোমার সঙ্গে আমরা এখানেই আবার দেখা করবো, ঠিক আছে?' বলল সে।

সাবধানে বাথরুমের দরজাটা খুলল ওরা, এদিক ওদিক দেখে নিল, সব ঠিক আছে, তারপর রওয়ানা হলো।

'তোমার হাত ওভাবে দোলাবে না,' বিড় বিড় করে রনকে বলল হ্যারি।

'এহ?'

'ক্র্যাব হাত শক্ত করে রাখে...'

'এখন কেমন?'

'হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে।'

মার্বেল সিঁড়ি ভেঙ্গে ওরা নিচে গেলো। ওদের এখন শুধু দরকার একজন স্লিথারিন যাকে অনুসরণ করে ওরা কমন রুম পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে, কিন্তু আশে পাশে কাউকে দেখা গেল না।

'কোন বুদ্ধি?' হ্যারির প্রশ্ন।

'স্লিথারিনরা সব সময় ওই পথ দিয়ে নাস্তা খেতে আসে,' মাটির নিচের কারা প্রকোষ্ঠগুলির পথের দিকে মাথা হেলিয়ে বলল রন। মুখের কথা শেষ করতে পারেনি রন, এমন সময় কোঁকড়ানো চুলের একটি মেয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

'মাফ করবেন,' বলল রন, দ্রুত ওর কাছে গিয়ে, 'কমন রুমে যাওয়ার পথটা ভুলে গেছি।'

'মাফ করবেন,' বলল মেয়েটি আড়ষ্ট ভাবে। '*আমাদের* কমন রুম? আমি তো একজন র‍্যাভেনক্ল।'

মেয়েটি হেঁটে চলে গেলো, ওদের দিকে ফিরে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।

হ্যারি আর রন পাথরের ধাপ বেয়ে দ্রুত নেমে গেল, অন্ধকারে, ওদের পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি হচ্ছে, তেমনই জোরে ক্র্যাব এবং গয়লের পা মেঝেতে পড়লে যেমন আওয়াজ হয়, এতক্ষণে ওরা বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা ওরা যত সহজ আশা করেছিল, তত সহজ হবে না।

গোলকধাঁধাঁর পতো প্যাসেজটা একবারে জনশূন্য। ওরা আরো ভেতরে চলে গেলো, একেবারে স্কুলের নিচে, সব সময় ঘড়ির দিকে নজর রেখেছে, কতটা সময় আর বাকি আছে। প্রায় পনরো মিনিট পর, যখন ওরা প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছে, হঠাৎ তারা সামনে নড়াচড়ার আভাস পেলো।

'হা!' বলল রন উত্তেজিত ভাবে। 'ওদের একজন আসছে!'

পাশের একটা রুম থেকে মানুষটি আসছে। তবে, তাড়াতাড়ি কাছে পৌঁছে তারা হতাশ হলো। কোন স্লিথারিন নয়, পার্সি।

'তুমি এখানে কি করছ? জিজ্ঞাসা করল রন অবাক হয়ে।

পর্সির আত্মসম্মানে লাগল।

'সেটা,' বলল সে কঠিনভাবে, 'তোমার কোন বিষয় নয়। ক্র্যাবতো তাই না?'

'কি-ওহ, হ্যা,' বলল রন।

'বেশ, রুমে ফিরে যাও,' বলল পার্সি কঠোরভাবে। 'এই সময় অন্ধকার করিডোরে ঘুরে বেড়ানো নিরাপদ নয়।'

'তুমি তো ঘুরছ,' বলল রন।

'আমি,' বলল পার্সি, বুক ফুলিয়ে বলল,'একজন প্রিফেক্ট। *আমাকে* কেউই আক্রমণ করবে না।'

হঠাৎ একটা কণ্ঠ প্রতিধ্বনি করে উঠল হ্যারি আর রনের পেছন থেকে। ড্র্যাকো ম্যালফয় ওদের দিকে আসছে ধীরে সুস্থে, এবং জীবনে প্রথমবারের মতো ওকে দেখে হ্যারি খুশি হলো।

'এই যে তোমরা,' টেনে টেনে বলল সে ওদের দিকে তাকিয়ে। 'এতক্ষণ কি তোমরা গ্রেট হল নোংরা করছিলে? আমি তোমাদের খুঁজছি, তোমাদেরকে একটা মজার জিনিস দেখাবো।'

অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে পার্সির দিকে তাকালো ম্যালফয়।

ক্ষেপে গেল পার্সি।

'স্কুলের প্রিফেক্টকে তুমি আরো সম্মান দেখাতে চাও!' সে বলল। 'আমি তোমার মনোভাব পছন্দ করি না।'

অবজ্ঞার হাসি হেসে ম্যালফয় অনুসরণ করার জন্য হ্যারি আর রনকে ইঙ্গিত করলো। রন পার্সির কাছে প্রায় দুঃখ প্রকাশ করে ফেলেছিল আর কি, কিন্তু সময়মতো নিজেকে সামলে নিল। সে আর রন দ্রুত ম্যালফয়ের পেছনে যেতে লাগল, মোড়টা ঘুরে সে বলল,'ওই পিটার উইসলি—'

'পার্সি,' সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে দিল রন।

'ওই হলো,' বলল ম্যালফয়। 'ইদানিং আমি ওকে এদিক ওদিক নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। এবং বাজি ধরে বলতে পারি, ও কি খুঁজছে আমি জানি। ও ভাবছে ও, সে একাই স্লিথারিনের বংশধরকে ধরে ফেলবে।'

ছোট একটা অবজ্ঞার হাসি দিল ও। উত্তেজিত হ্যারি আর রন দৃষ্টি বিনিময় করল।

একটা খালি, স্যাঁতস্যাঁতে পাথরের দেয়ালের সামনে দাঁড়ালো ম্যালফয়।

'নতুন পাসওয়ার্ডটা যেন কি? হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল।

'ইয়ে—' বলল হ্যারি।

'ওহ, হ্যা-খাঁটি-রক্ত!' বলল ম্যালফয়, হ্যারির কথা না শুনেই দেয়ালের ভেতর লুকানো একটা পাথরের দরজা খুলে গেল। ম্যালফয় ওটার ভেতর দিয়ে গটগট করে হেঁটে চলে গেলো, এবং হ্যারি আর রন ওকে অনুসরণ করল।

স্লিথারিনের কমন রুমটা লম্বা, নিচু মাটির নিচের ঘর অসমতল পাথরের দেয়াল এবং সিলিং, গোলাকার সবুজাভ বাতি ঝুলে রয়েছে কেইনে। ওদের

সামনে একটা সুনির্মিত তাকের নিচে চুল্লীতে আগুন জ্বলছে সশব্দে এবং আগুনের সামনে বাঁকা চেয়ারে কয়েকজন স্লিথারিনকে দেখা যাচ্ছে ছায়ার মতো বসে রয়েছে।

'এখানে অপেক্ষা করো,' হ্যারি রনকে বলল ম্যালফয়, ওদেরকে ইশারা করলো আগুণ থেকে দূরে দুটো খালি চেয়ারে বসতে। 'আমি গিয়ে ওটা নিয়ে আসছি– এই মাত্র বাবা ওটা পাঠিয়েছে আমার কাছে-'

ম্যালফয় ওদেরকে কি দেখাতে পারে ভাবতে ভাবতে, হ্যারি আর রন বসল চেয়ারে এবং যথাসম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল।

মিনিট খানেক পরই ম্যালফয় ফিরে এলো, হাতে পত্রিকার কাটিং-এর মতো দেখতে একটা কিছু। সে ওটা একেবারে রনরে নাকের নিচে ধরল।

'তোমার হাসি আসবে এটা পড়ে,' বলল সে।

হ্যারি দেখল রনের চোখ আঘাতে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে। সে দ্রুত কাটিংটা পড়ে ফেলল, জোর করে হাসল, হ্যারির হাতে তুলে দিল ওটা।

ডেইলী প্রফেট থেকে ওটা কাটা হয়েছে, লেখা রয়েছেঃ

ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে ইনকোয়ারি

আর্থার উইসলি, মাগলদের জিনিসের আপব্যবহার সংক্রান্ত দফতরের প্রধান, আজ তাকে, একটি মাগলগাড়ি জাদু করার দায়ে পঞ্চাশ গ্যালিয়ন জরিমানা করা হয়েছে।

মিস্টার লুসিয়াস ম্যালফয়, হোগার্টস স্কুল অফ উইচক্র্যাফ্ট অ্যান্ড উইজাডরি-র একজন গভর্নর, যে স্কুলে জাদুকরা গাড়িটি এ বছরের শুরুতে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছিল, আজ মিস্টার উইসলির পদত্যাগ দাবি করেছেন।

আমাদের সংবাদদাতাকে মিস্টার ম্যালফয় বলেছেন, 'উইসলি মন্ত্রণালয়কে কলংকিত করেছে, সে আমাদের জন্য আইন প্রণয়নে পরিস্কারভাবে অযোগ্য এবং তার হাস্যকর মাগল রক্ষা আইন তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা উচিৎ।'

মন্তব্য নেয়ার জন্যে মিস্টার উইসলিকে পাওয়া যায়নি, অবশ্য তার স্ত্রী রিপোর্টারদের চলে যেতে বলেন, না হলে তিনি তাদের উপর পারিবারিক পিশাচ লেলিয়ে দেবেন।

'তাহলে?' কাগজের কাটিংটা তাকে হ্যারি ফেরত দিলে অধৈর্যের সঙ্গে বলল ম্যালফয়। 'তোমাদের মনে হয় না এটা একটা আনন্দের খবর?'

'হা, হা,' বলল হ্যারি কাষ্ঠ হাসি হেসে।

'আর্থার উইসলি মাগলদের এতই ভালবাসে যে, সে তার জাদুদণ্ড দু'টুকরো করে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে,' বলল ম্যালফয় নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে। 'ওরা, উইসলিরা যেমন ব্যবহার করে, তুমি কখনই মনে করতে পারো যে ওরা বিশুদ্ধ-রক্ত।'

রন মানে ক্র্যাবের চেহারা রাগে বিকৃত হয়ে গেছে।

'তোমার কি হয়েছে, ক্র্যাব?' চট করে জিজ্ঞাসা করল ম্যালফয়।

'পেট ব্যথা,' বলল রন।

'বেশ হাসপাতালে যাও এবং ওই মাডব্লাডদের আমার তরফ থেকে লাথি মেরে এসো,' চাপা হাসি হেসে বলল ম্যালফয়। 'আমি অবাক হচ্ছি ডেইলী প্রফেট এখন পর্যন্ত এই সব আক্রমণ সম্পর্কে কিছুই লিখছে না কেন,' চিন্তিত ভাবে বলল সে। 'আমার ধারণা ডাম্বলডোর পুরো ব্যাপারটাই ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। এই সব যদি তাড়াতাড়ি না বন্ধ হয়, তাহলে তার চাকরিটি চলে যাবে। বাবা সব সময়ই বলেন এই স্কুলের সবচেয়ে খারাপ হেডমাস্টার হচ্ছেন ডাম্বলডোর। সে মাগল-জাতদের ভালবাসে। একজন ভাল হেডমাস্টার কখনই ক্রিভির মতো নোংরা পদার্থকে এখানে ভর্তি করত না।'

কাল্পনিক ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে শুরু করল ম্যালফয় এবং কলিনের একটা নিষ্ঠুর কিন্তু সঠিক অনুকরণ করল: পটার, আমি কি তোমার ছবি তুলতে পারি, পটার? আমি কি তোমার অটোগ্রাফ পেতে পারি? আমি কি তোমার জুতো চাটতে পারি, প্লিজ, পটার?'

হাত নিচে নামিয়ে হ্যারি আর রনের দিকে তাকালো সে।

'তোমাদের দু'জনের কি হয়েছে?'

অনেক দেরী হয়ে গেলেও, হ্যারি আর রন জোর করে হাসল। কিন্তু ম্যালফয়কে অসন্তুষ্ট মনে হলো; বোধহয় ক্রেব আর গয়ল কোন কিছু বুঝতে দেরী করে।

'সেইন্ট পটার, মাডব্লাডদের বন্ধু,' ধীরে ধীরে বলল ম্যালফয়। 'ওই আরেকজন যার কোন উপযুক্ত উইজার্ড অনুভূতি নেই, না হলে সেই গ্রেঞ্জার মাডব্লাডটার সঙ্গে গিয়ে ঘুরে বেড়াতো না। এবং লোকে ভাবে ওই হচ্ছে স্লিথারিনের বংশধর!'

হ্যারি আর রন দম আঁটকে বসে থাকল। নিশ্চয়ই এক সেকেন্ড পর ম্যালফয় বলবে আসলে ওই হচ্ছে সেই বংশধর। কিন্তু বলল-

'আমি যদি জানতাম কে,' অস্থির হয়ে বলল ম্যালফয়। 'অমি ওকে সাহায্য করতে পারতাম।'

রনের মুখ হা হয়ে গেল ফলে ক্রেবের চেহারাটা স্বাভাবিকের চেয়ে নির্বোধ দেখালো। ভাগ্য ভাল, ম্যালফয় খেয়াল করেনি, এবং হ্যারি দ্রুত চিন্তা করে, বলল, 'এ সবের পেছনে আসলে কে রয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার ধারণা রয়েছে...'

'তুমি জান আমার সে ধারণা নেই, গয়ল, আর কতবার এই তোমাকে আমার বলতে হবে?' তিক্তস্বরে বলল ম্যালফয়। 'এবং শেষ যে চেম্বার খোলা হয়েছিল, সে সম্পর্কেও বাবা আমাকে কিছু বলবেন না। অবশ্যই সেটা পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা, তাঁর সময়ের আগের ঘটনা, কিন্তু তিনি সব কিছুই জানেন এবং তিনি বললেন ব্যাপারটা চাঁপা দিয়ে রাখা হয়েছে এবং আমি যদি এ সম্পর্কে খুব বেশি জেনে ফেলি তাহলে ব্যাপারটা সন্দেহজনক হবে। কিন্তু আমি একটা কথা জানি: শেষ যেবার চেম্বারটা খোলা হয়েছিল তখন একজন মাডব্লাড মারা গিয়েছিল। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এবারও যে তাদের একজন মারা যাবে সেটা শুধু সময়ের ব্যাপার...আমি আশা করি যেন গ্রেঞ্জার হয়,' তৃপ্তির সাথে বলল সে।

রন ক্র্যাবের বিশাল মুষ্টিটা খামচে ধরে আছে। এখন যদি সে ম্যালফয়কে ঘুষি মারে তাহলে পুরো ব্যাপারটা ফেঁসে যাবে, দৃষ্টি দিয়ে রনকে সাবধান করল হ্যারি, ম্যালফয়কে উদ্দেশ করে বলল, 'শেষবার যে চেম্বার খুলেছিলে তাকে কি ধরা গিয়েছিল?'

'ও, হ্যাঁ... যেই হোক না কেন, তাকে বহিস্কার করা হয়েছিল,' বলল ম্যালফয়, 'ওরা এখনও বোধহয় আজকাবানেই রয়েছে।'

'আজকাবান?' বলল হ্যারি, বিভ্রান্ত।

'আজকাবান-জাদুকরদের কারাগার, গয়ল,' বলল ম্যালফয়, ওর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে। 'সত্যি বলতে কি, তুমি যদি আরো মন্থর হও তাহলে তো পেছন দিকে যেতে থাকবে।'

অস্থিরভাবে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সে, বলল,'বাবা বলেন আমার মাথা দূরে রাখতে এবং স্লিথারিনের বংশধরকে তার কাজ করতে দিতে। তিনি বলেন স্কুলটা মাডব্লাড জঞ্জালমুক্ত হওয়ার দরকার আছে ঠিকই, কিন্তু আমাকে এর সঙ্গে জড়ানো চলবে না। অবশ্যই এই সময় বিনা চেষ্টায় তিনি অনেক তথ্যই পেয়ে যান। তোমরা জান গত সপ্তাহে জাদু মন্ত্রণালয় আমাদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল?'

গয়লের মলিন চেহারাটায় দুশ্চিন্তা ফুটিয় তোলার চেষ্টা করল হ্যারি।

'হ্যা...' বলল ম্যালফয়। 'ভাগ্যবশত, ওরা বেশি কিছু পায়নি। বাবার অবশ্য ডার্ক আর্টস-এর খুবই মূল্যবান জিনিস রয়েছে। কিন্তু ভাগ্যবশত,

আমাদেরও নিজেদের সিক্রেট চেম্বার রয়েছে ড্রইং-রুম মেঝের নিচে-'

'হো!' বলল রন।

ম্যালফয় ওর দিকে তাকাল। হ্যারিও তাকাল। রন যেন লজ্জায় লাল হয়ে গেল। এমনকি ওর চুলও লাল হয়ে যাচ্ছিল। রনের নাক ধীরে ধীরে লম্বা হয়ে যাচ্ছে– ওদের এক ঘন্টা শেষ হয়ে গেছে। রন পেছন ফিরল, এবং হ্যারির দিকে সে যে সন্ত্রস্তভাবে তাকাচ্ছিল তাতে সেও নিশ্চয়ই।

ওরা দুজনেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'আমার পেটের জন্য ওষুধ,' ঘোঁত ঘোঁত করল রন এবং আর কোনো সময় নষ্ট না করে ওরা দু'জন শ্লিথারিনের কমন রুমটা দৌড়ে পার হলো, পাথরের দেয়ালটার ওপর আছড়ে পড়ল, এবং প্যাসেজ ধরে লাগাল দৌড়, নিরাশার মধ্যে আশা ম্যালফয় কিছুই যদি লক্ষ্য না করে থাকে। হ্যারি বুঝতে পারছে গয়লের বিশাল জুতার মধ্যে ওর পা পিছলে যাচ্ছে এবং সে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে বলে পোশাকটাকে তুলে ধরতে হচ্ছে; ঝড়ের গতিতে ওরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলো এবং একেবারে অন্ধকার এনট্রেন্স হলের ভেতরে। যার ভেতরে প্রচুর চাপা ধুপধাপ শব্দ আসছে কাবার্ড থেকে, যেখানে ওরা ক্রেব আর গয়লকে আঁটকে রেখে গিয়েছিল। ওদের জুতা জোড়াগুলি কাবার্ডের বাইরে রেখে, মোজা পরেই আবার দৌড়াল সিঁড়ি ধরে মোনিং মার্টলের বাথরুমের দিকে।

'পুরোটাই সময়ের অপচয় হয়নি কি বলো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রন, ওদের পেছনে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করল ও। 'আমি জানি এই আক্রমণগুলি কে করছে সেটা বের করতে পারিনি, কিন্তু আমি কাল ড্যাডকে লিখে ম্যালফয়দের ড্রইং-রুমের নিচে তল্লাশী চালাতে বলবো।'

ফাটা আয়নাটায় হ্যারি নিজের চেহারাটা পরীক্ষা করে দেখল। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে সে। চশমাটা পরে নিল, রন ধাক্কা দিচ্ছে হারমিওনের কিউবিকলের দরজায়।

'বেরিয়ে এসো, হারমিওন, বলার মতো অনেক কথা জমেছে-'

'চলে যাও!' তীক্ষ্ণ চিৎকারে বলল হারমিওন।

হ্যারি আর রন পরস্পরের দিকে তাকালো।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করল রন। 'এর মধ্যে তুমি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক আকৃতিতে ফিরে এসেছ, আমরা...'

কিন্তু মোনিং মার্টল হঠাৎ কিউবিকলের দরজার মধ্যে দিয়ে উড়ে গেল। হ্যারি তাকে কখনও এতো খুশি দেখেনি।

'উউউউউউহ, দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করো,' বলল সে। 'বিভৎস!'

ওরা শুনল, দরজার তালাটা সরে গেল এবং হারমিওন বেরিয়ে এলো , কাঁদছে, মাথার ওপর পোশাকটা দেয়া।

'কি হলো?' বলল রন অনিশ্চিতভাবে। 'তোমার কি এখনও মিলিসেন্ট-এর নাকটা রয়ে গেছে বা এরকম কিছু?'

হারমিওন ওর পোশাকটা ফেলে দিল এবং রন পিছিয়ে সিঙ্কের কাছে চলে গেল।

ওর চেহারাটা কালো পশমে ঢাকা। চোখ জোড়া হলুদ হয়ে গছে এবং চুলের ভেতর থেকে লম্বা সূচালো কান বেরিয়ে রয়েছে।

'ওটা একটা বি-বিড়ালের চুল ছিল!' হাউ মাউ করে উঠল সে। 'মি-মিলিসেন্ট বুলস্ট্রোডের নি-নিশ্চয়ই একটা বিড়াল আছে! এবং পো-পোশনটা জীবজন্তুতে রূপান্তরের জন্য ব্যবহার করা যায় না!'

'আহ, ওহ,' বলল রন।

'ভয়ানক কিছু একটা বলে তোমাকে টিজ করা হবে,' আনন্দে বলল মার্টল।

'ঠিক আছে, হারমিওন,' বলল হ্যারি তাড়াতাড়ি। 'তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব। মাদাম পমফ্রে কখনই বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না...'

বাথরুম ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে হারমিওনকে অনেকক্ষণ বোঝাতে হয়েছে। ওদের যাওয়ার পথে মোনিং মার্টল দ্রুত বেগে চলতে চলতে প্রাণখোলা অট্টহাসি দিতে দিতে গেল।

'দাঁড়াও সবাই জানুক যে তোমার একটা লেজ গজিয়েছে!'

ত্র য়ো দ শ অ ধ্যা য়

অতি গোপনীয় ডায়রি

কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হলো হারমিওনকে। তার অদৃশ্য হওয়া সম্পর্কে গুজবের আকস্মিক দমক বয়ে গেল যখন স্কুলের বাকী সবাই ক্রিস্টমাস ছুটির পর ফিরে এলো, কারণ সবাই ভেবেছে যে সেও আক্রমণের শিকার হয়েছে। তাকে এক নজর দেখার জন্য হাসপাতাল রুমের পাশ দিয়ে এত ছাত্র যেতে শুরু করল, যে, পশম ভর্তি মুখ দেখার লজ্জা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য মাদাম পমফ্রেকে আবার তার বিছানার চারপাশে পর্দা দিতে হলো।

হ্যারি আর রন প্রতি সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যেত। নতুন টার্ম শুরু হওয়ার পর, ওর রোজকার হোমওয়ার্ক নিয়ে আসত।

'আমার যদি নতুন গোঁফ গজায় তাহলে আমি কাজে ভঙ্গ দেব ,' বলল রন, এক সন্ধ্যায় হারমিওনের বিছানার পাশে একগাদা বই রাখতে রাখতে।

'বোকার মতো কথা বলো না রন, আমাকে ক্লাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে

চলতে হবে,' হারমিওনের চটপট জবাব। ওর উৎসাহ আবার ফিরে এসেছে কারণ মুখ থেকে সব লোম চলে গেছে আর চোখ জোড়া আবার ধীরে ধীরে বাদামী রঙ ফিরে পাচ্ছে। 'আমার মনে হয় না তোমরা নতুন কিছু জানতে পেরেছ,' মাদাম পমফ্রে যেন শুনতে না পায় ফিস ফিস করে বলল হারমিওন।

'একেবারেই না,' বলল হ্যারি বিষণ্নভাবে।

একশতবারের মতো বলল রন,'আমি এত নিশ্চিত ছিলাম যে ম্যালফয়ই।'

'ওটা কি?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি, হারমিওনের বালিশের নিচে থেকে সোনালী কি একটা বেরিয়ে রয়েছে দেখিয়ে।

'একটা ভাল-হয়ে-যাও কার্ড,' তাড়তাড়ি বলে হারমিওন কার্ডটাকে বালিশের নিচে ঠেলে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু রন তার চেয়ে দ্রুত। ও সেটা টেনে বের করে আনল, খুলে জোরে জোরে পড়তে শুরু করল:

'মিস গ্রেঞ্জারের প্রতি, তোমার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি, চিন্তিত শিক্ষকের কাছ থেকে, প্রফেসর গিল্ডরয় লকহার্ট, অর্ডার অফ মারলিন, থার্ড ক্লাস, ডার্ক ফোর্স ডিফেন্স লীগের অবৈতনিক সদস্য এবং পাঁচবার উইচ উইকলি'র সবচেয়ে-মনোহর-হাসি পদক প্রাপ্ত।'

রন হারমিওনের দিকে তাকাল বিরক্তি নিয়ে।

'এটা বালিশের নিচে রেখে তুমি ঘুমাও?'

কিন্তু মাদাম পমফ্রের সান্ধ্য ওষুধ দেয়ার জন্য আগমনে হারমিওন জবাব দেয়া থেকে রেহাই পেয়ে গেল।

'তুমি যত লোকের সঙ্গে মিশেছ তার মধ্যে লকহার্ট কি খাতির জমাতে সবচেয়ে বেশি তোষামোদকারী এমন কোন ব্যক্তি, না অন্য কিছু?' ডর্মিটরি থেকে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের দিকে যেতে রন জিজ্ঞাসা করল হ্যারিকে। স্নেইপ এত হোমওয়ার্ক দিয়েছে যে, হ্যারি ভাবছে ওগুলো শেষ করতে করতে সে ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করবে। রন বলছিল ওর হারমিওনকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল চুল-খাড়া-হওয়া পোশনের মধ্যে কয়টা ইঁদুরের লেজ দিতে হবে, ঠিক সেই সময় ওপর তলা থেকে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন ওদের কানে পৌঁছালো।

'ওটা ফিল্‌চ,' বিড় বিড় করে বলল হ্যারি, সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠে আড়ালে থামল, যেন দেখা না যায়, কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো ওরা।

'তোমার কি মনে হয় আবারও কেই আক্রান্ত হয়েছে?' উত্তেজিত রন জিজ্ঞাসা করল।

ওরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের মাথা ফিলচের গলার স্বরের দিকে কাত করা। খুব হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মনে হচ্ছে ফিল্‌চকে।

'...আমার জন্যে আরো কাজ! সারারাত মোছা, যেন আমার আর কোন

কাজ নেই! না, এবারই শেষ, আমি ডাম্বলডোরের কাছে যাচ্ছি...'

ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল এবং ওরা শুনতে পেলো দূরে একটা দরজা দড়াম করে বন্ধ হলো।

কোনা দিয়ে মাথা বের করল ওরা। স্বাভাবিকভাবেই ফিল্চ ওর নজরদারিটা চালিয়ে যাচ্ছেঃ ওরা আবার সেই যায়গায় এসে পড়েছে যেখানে মিসেস নরিস আক্রান্ত হয়েছিলেন। এক নজরে ওরা দেখল কি নিয়ে ফিল্চ চিৎকার করছিল। করিডোরের অর্ধেকটা পানিতে ভেসে গেছে, এবং মনে হচ্ছে এখনও মোনিং মার্টলের বাথরুম থেকে পানি চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। এখন ফিল্চ থেমেছে, বাথরুমের দেয়াল থেকে প্রতিধ্বনিত মার্টলের ফোঁপানী ওরা শুনতে পাচ্ছে।

'এখন ওকে নিয়ে আবার কি হয়েছে?' বলল রন।

'চলো দেখি গে যাই,' বলল হ্যারি এবং গোড়ালীর ওপর পা তুলে ওরা পানি ভেঙ্গে বাথরুমটার দরজা পর্যন্ত গেল যেখানে লেখা রয়েছে 'অকেজো', সব সময়ের মতো ওটাকে উপেক্ষা করল এবং ভেতরে গেল।

মোনিং মার্টল কাঁদছিল, যদি সম্ভব হয়, আরো জোরে আরো শব্দ করে আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। মনে হয় সে তার নিয়মিত টয়লেটটাতেই লুকিয়ে রয়েছে। ভেতরটা অন্ধকার, কারণ পানির তোড়ে মোমবাতি নিভে গেছে এবং দেয়াল আর মেঝে দুটোই সিক্ত।

'কি হয়েছে মার্টল?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

'ওটা কে?' ফোঁস ফোঁস করল মার্টল বিমর্ষভাবে। 'আমার দিকে অন্য একটা কিছু ছুঁড়ে দেয়ার জন্য এসেছে?'

পানি ভেঙ্গে হ্যারি ওর কিউবিকলের দিকে হেঁটে গেল হ্যারি, বলল,'আমি তোর ওপর কোন কিছু ছুড়ে মারব কেন?'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করো না,' মার্টল চিৎকার করে উঠল, আরো বেশি পানিসহ উঠল, ইতোমধ্যে ভেজা মেঝে আরো ভিজে গেল। 'এই যে আমি, আমার কাজ নিয়েই ব্যস্ত, এবং কেউ কেউ ভাবে আমার উপর বই ছুঁড়ে মারাটা মজার কোন ব্যাপার...'

'কিন্তু কেউ যদি তোমার দিকে কিছু ছুঁড়েও মারে, তোমার তো লাগবার কথা নয়,' যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করল হ্যারি। 'আমি বলছি, ওটাতো ওর একেবারে তোমার ভেতর দিয়ে চলে যাবে, যাবে না?'

ও ভুল কথাটা বলেছে। মার্টল নিজেকে আরো ফুলিয়ে তুলল এবং চিৎকার করল,'সবাই মার্টলের উপর বই ছুড়ুক, কারণ তার ওটা লাগে না! ওর পেটের মধ্যে দিয়ে পাঠাতে পারলে দশ পয়েন্ট! মাথার ভেতর দিয়ে গেলে পঞ্চাশ

পয়েন্ট! বেশ, হাহা হা! কি চমৎকার একটা খেলা, আমি মনে করি না!'

'সে যাই হোক, কে তোমার দিকে বই ছুড়েছে?' জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

'আমি জানি না...আমি ইউ-বাঁকটায় বসে ছিলাম, মৃত্যু সম্পর্কে ভাবছিলাম, এবং বইটা একেবারে আমার মাথার উপর দিয়ে পড়ল,' বলল মার্টল, ওদের দিকে চোখ পাঁকিয়ে। 'ওই যে ওখানে রয়েছে ওটা, ভিজে গেছে।'

হ্যারি আর রন সিঙ্কের নিচে তাকাল, যেদিকটায় মার্টল দেখাচ্ছিল। ওখানে একটা ছোট পাতলা বই পড়ে রয়েছে। ময়লা কালো মলাট এবং বাথরুমের আর সব কিছুর মতোই ভেজা। হ্যারি পা বাড়ালো ওটা তোলার জন্যে, কিন্তু রন হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ওকে বাধা দিল।

'কি?' বলল হ্যারি।

'তুমি কি পাগল?' বলল রন। 'এটা বিপদজনক হতে পারে।'

'বিপদজনক?' বলল হ্যারি হেসে। 'সরো, ওটা বিপদজনক হবে কি ভাবে?'

'তুমি শুনলে অবাক হবে,' বলল রন, বইটার দিকে শঙ্কা নিয়ে তাকাল। 'মন্ত্রণালয় যে সব বই বাজেয়াপ্ত করেছে-ড্যাড বলেছেন-তার মধ্যে একটা রয়েছে যেটা চোখ পুড়িয়ে ফেলে। এবং যারাই *সনেটস অফ আ সসারার* পড়েছে তারা বাকী জীবন লিমেরিকে কথা বলেছে। এবং বাথ-এ কোনো এক বুড়ি ডাইনীর একটা বই ছিল যেটা তুমি কখনই পড়া থামাতে পারবে না! ওটার মধ্যেই নাক গুঁজে তোমাকে ঘুরে বেড়াতে হবে, একহাতে সব কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। এবং-'

'ঠিক আছে, আমি তোমার যুক্তি বুঝলাম,' বলল হ্যারি।

ছোট বইটা মেঝেতে পড়ে রইল, অদ্ভুত এবং ভেজা।

'বেশ, আমরা যদি ওটা না পড়ি তাহলে বুঝতে পারব না বইটা কিসের,' বলল হ্যারি। এবং রনের পাশ ঘুরে ঝুঁকে বইটা তুলে নিল মেঝে থেকে।

হ্যারি দেখল ওটা একটা ডায়রি, এবং মলাটের প্রায় মুছে যাওয়া বছরটা ওকে জানাল যে ডায়রিটা পঞ্চাশ বছর পুরনো। সে আগ্রহের সাথে ওটার পাতা ওল্টালো। প্রথম পাতায়ই ও দেখল লেপটে যাওয়া কালিতে লেখা 'টি.এম. রিড্ল'।

'দাঁড়াও,' বলল রন, যে সাবধানে এগিয়ে হ্যারির কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারছিল। 'আমি নামটা জানি...টি.এম.রিড্ল পঞ্চাশ বছর আগে স্কুলকে বিশেষ সার্ভিস দেয়ার জন্যে পদক পেয়েছিলেন।'

'তুমি এত সব জানলে কিভাবে?' বিস্মিত হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

'জানলাম কারণ, শাস্তির সময় ফিল্চ ওরই পদকটা আমাকে পঞ্চাশবার পলিশ করিয়েছে,' বিরক্ত হয়ে বলল রন। 'ওটার ওপরই আমি স্লাগ

ফেলেছিলাম। তোমাকে যদি একটা নামের উপর থেকে এক ঘন্টা ধরে আঠাল পদার্থ ঘষে তুলতে হয় তবে তুমিও নামটি মনে রাখবে।'

ভেঁজা পাতাগুলো ছাড়ালো হ্যারি। একেবারে ফাকা ওগুলো। একটার মধ্যে লেখার সামান্যতম চিহ্ন নেই, এমনকি 'আন্ট মেবেল্‌-এর জন্মদিন,' বা 'ডাক্তার, সাড়ে তিনটায়' ধরনের কোন লেখাও নেই।

'কোন কিছুই লেখেননি দেখছি,' হতাশ হ্যারি বলল।

'আমি ভাবছি তাহলে এটাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করবে কেন কেউ?' বলল রন কৌতুহলে।

হ্যারি ডায়রিটার পেছনের কাভার ওল্টালো এবং দেখল লন্ডনের ভক্সহল রোডের দোকানের নাম।

'তিনি নিশ্চয়ই মাগল-জাত,' চিন্তিত ভাবে বলল হ্যারি,'ভক্সহল রোড থেকে না হলে ডায়রি কিনবে কেন....'

'তাহলে, এটা তোমার কোন কাজেই লাগছে না,' নিচু স্বরে বলল রন। 'তবে, ওটা যদি মার্টলের নাকের উপর দিয়ে ওটা পার করতে পারো তবে পঞ্চাশ পয়েন্ট পাবে।'

হ্যারি, অবশ্য, ওটা পকেটেই পুরল।

* * * *

ফেব্রুয়ারির শুরুতে হারমিওন হাসপাতাল ছাড়ল, গোঁফ, লেজ এবং পশম ছাড়া। গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে ফিরে আসার পর প্রথম সন্ধ্যায়ই হ্যারি ওকে, টি.এম. রিড্‌ল-এর ডায়রিটা দেখালো এবং ওটার পাওয়ার ঘটনাটা বলল।

'উউউহ্‌, এটার নিশ্চয়ই গোপন ক্ষমতা রয়েছে,' বলল হারমিওন উৎসাহের সঙ্গে। ডায়রিটা নিয়ে নিবিষ্ট ভাবে দেখছে ও।

'এটার যদি সে রকম কোন ক্ষমতা থাকে, তবে ওটা ভাল করেই গোপন করে রেখেছে,' বলল রন। 'হয়তো এটা লাজুক। আমি বুঝতে পারছি না তুমি ওটা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছ না কেন, হ্যারি।'

'আমি যদি জানতে পারতাম কেউ একজন ওটা ছুড়ে ফেলে দেয়ারই বা চেষ্টা করেছিল কেন,' বলল হ্যারি। 'রিডল হোগার্টস-এর জন্য বিশেষ কাজ করে পদক পেয়েছিলেন সেটা জানতেও আমার আপত্তি নেই।'

'যে কোন কারণেই হতে পারে,' বলল রন। 'হয়তো তিনি তিরিশটি ও.ডব্লিউ, এল, পেয়েছিলেন অথবা দৈত্যাকার কোন স্কুইডের হাত থেকে কোন শিক্ষককে বাঁচিয়ে ছিলেন। হয়তো তিনিই মার্টলকে হত্যা করেছিলেন, এটা

অবশ্য সকলেরই উপকার করা হলো...'

কিন্তু হারমিওনের চেহারার স্থির ভাব দেখে হ্যারি বলে দিতে পারে, সে যা ভাবছে হারমিওনও তাই ভাবছে।

'কি হলো?' বলল রন-একজনের চেহারা থেকে অন্যজনের দিকে তাকিয়ে।

'আচ্ছা, চেম্বার অফ সিক্রেট্স পঞ্চাশ বছর আগে খোলা হয়েছিল, ঠিক কি না?' সে বলল। ' এ কথাই তো ম্যালফয় বলেছে।

'হ্যা...,' রন বলল ধীরে ধীরে।

ডায়রিটার ওপর টোকা দিতে দিতে হারমিওন বলল,'আর ডাইরীটাও পঞ্চাশ বছরের পুরনো।'

'তাতে কি?' 'ওহ, রন, জেগে ওঠো বোঝার চেষ্টা করো,' চট করে বলল হারমিওন। 'আমরা জানি যারা চেম্বার খুলেছিল তাদেরকে পঞ্চাশ বছর আগে স্কুল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। আমরা টি.এ.রিডল. স্কুলকে বিশেষ সার্ভিস দেয়ায় তাকে পদক দেয়া হয়েছিল, তাও পঞ্চাশ বছর আগে। আচ্ছা, রিডল যদি স্লিথারিনের বংশধরকে ধরার জন্যেই সেই বিশেষ পদকটা পেয়ে থাকে? তার ডায়রিটা আমাদেরকে সব কিছুই জানাবেঃ চেম্বারটা কোথায়, ওটা কি ভাবে খোলা যায়, এবং ওখানে কি ধরনের জীব বাস করে। এখনকার আক্রমণগুলি যে করছে সে নিশ্চয়ই চাইবে এই ডায়রিটা এখানে ওখানে পড়ে থাকুক, চাইবে?'

'ওটা একটা চমৎকার তত্ত্ব হারমিওন,' বলল রন। 'শুধু একটিমাত্র ছোট্ট সমস্যা, ডায়রিটাতে কিছুই লেখা নেই।'

কিন্তু হারমিওন তার ব্যাগ থেকে জাদুদণ্ডটা বের করছে।

'হয়তো অদৃশ্য কালি দিয়ে লিখেছে!' ফিসফিস করে বলল সে।

জাদুদণ্ড দিয়ে ডায়রিটাকে তিনটি টোকা দিল এবং বলল,'অ্যাপেরেসিয়াম!'

কিছুই হলো না। অদম্য হারমিওন, আবার তার ব্যাগে হাত ঢোকাল। এবার সে যা বের করে আনল সেটা উজ্জ্বল লাল ইরেজার।

'এটা একটা প্রকাশি, ডায়গন অ্যালীতে পেয়েছিলাম,' বলল সে।

জোরে ঘষল, জানুয়ারি এক তারিখ-এর ওপর। কিছুই হলো না।

'আমি তো বলছি তোমাদের, এখানে পাওয়ার মতো কিছুই নেই,' বলল রন। 'ক্রিস্টমাস উপলক্ষে রিডল একটা ডায়রি পেয়েছিল কিন্তু ওটাতে কিছু লেখার চেষ্টা করেনি।'

* * * *

হ্যারি নিজেও পরিস্কার নয়, কেন সে রিডল-এর ডায়রি ছুড়ে ফেলে দেয়নি। ব্যাপার হচ্ছে সে জানে যে ওটা ফাঁকা তারপরও অন্যমনস্কভাবে সেটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতো, যেন একটা অসম্পূর্ণ গল্প সে শেষ করতে চাচ্ছে। এবং যদিও সে নিশ্চিত যে টি.এম. রিডল নামটা কখনো শোনেনি, তারপরও মনে হয় ওটার যেন কোনো মানে রয়েছে তার কাছে। যেন রিডল কোন এক বন্ধু ছিল যখন সে খুব ছোট এবং তার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু এটা অসম্ভব। হোগার্ট্স-এর পূর্বে তার কোন বন্ধু ছিল না, ডাডলি অন্তত এটা নিশ্চিত করেছে।

যাই হোক, রিডল সম্পর্কে আরো কিছু জানতে হ্যারি একেবারে উঠে পড়ে লাগল, পরদিন বিরতির সময় সে ট্রফি রুমের দিকে গেল রিডল-এর বিশেষ পদকটা পরীক্ষা করতে। সঙ্গে গেল আগ্রহী হারমিওন এবং সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী রন, যে তাদের বলেছে যে, ট্রফি রুমটা এত দেখেছে, সারা জীবন আর না দেখলেও চলবে।

রিডল-এর বার্ণিশ করা সোনার শীল্ডটা কোনার একটা ক্যাবিনেটে রাখা আছে। ওকে কেন ওটা দেয়া হয়েছিল, এ ব্যাপারে কোন বিশদ বিবরণ ওখানেই নেই 'ভালই হয়েছে, তা না হলে ওটা আরো বড় হতো এবং এখন পর্যন্ত ওটা আমার পলিশ করতে হতো,' বলল রন। অবশ্য, তারা পেল একটা পুরনো মেডেলে, ম্যাজিক্যাল মেরিটের জন্য দেয়া হয়েছিল, এবং সাবেক হেড-বয়দের তালিকায়।

'মনে হচ্ছে সে পার্সির মতোই,' বলল রন, বিরক্তিভরে নিজের নাক মুছে। 'প্রিফেক্ট, হেড-বয় সম্ভবত সব ক্লাসেরই শীর্ষে।'

'তুমি এমন ভাবে বলছ যেন ওটা কোন খারাপ কাজ,' বলল হারমিওন, মনে আঘাত পেয়েছে সে ।

* * * *

হোগার্ট্স-এ সূর্য কিরণ আবার দূর্বল হতে শুরু করেছে। দূর্গ-প্রাসাদের ভেতরের মন আশাবাদী হয়ে উঠেছে। জাস্টিন এবং প্রায় মাথাবিহীন নিকের পর আর কোন আক্রমণ হয়নি, এবং মাদাম পমফ্রে সন্তুষ্ট চিত্তে রিপোর্ট করেছেন মেড্রেক্সগুলো খেয়ালী এবং রহস্যপূর্ণ হয়ে উঠছে, তার মানে হচ্ছে ওগুলোর দ্রুত শিশুকাল পার হয়ে আসছে।

'যে মুহূর্তে ওদের ব্রনগুলো পরিস্কার হয়ে যাবে, তখন থেকেই ওগুলোকে আবার পটে লাগানো যাবে,' হ্যারিকে বিকেলে শুনেছে, সহানুভূতির সাথে

ফিল্চকে বলতে। 'এরপর, আর খুব বেশি সময় লাগবে না কেটে ওগুলোকে জ্বাল দিয়ে রস বার করতে। মিসেস নরিসকে ফিরে পাবেন আপনি অল্প দিনের মধ্যেই।'

বোধহয় স্লিথারিনের বংশধর সাহস হারিয়েছে, ভাবল হ্যারি। স্কুল এত সতর্ক এবং সন্দেহপ্রবণ যে চেম্বার অফ সিক্রেট্স খোলাটা ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। হয়তো রাক্ষস, বা যাই হোক ওটা এখন আরো পঞ্চাশ বছর লুকিয়ে থাকার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছে...

আর্নি হাফলপাফ অবশ্য এই খুশির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলো না। সে এখনও বিশ্বাস করে যে, হ্যারিই অপরাধী, সে ডুয়েলিং ক্লাবে 'নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছে'। পিভস অবশ্য সমস্যার সুরাহায় কোন সাহায্য করছে না: জনাকীর্ণ করিডোরগুলোতে হঠাৎ হঠাৎ মাথা তুলে সে গেয়েই যেতে থাকল, 'ওহ্ পটার, তুমি রটার (পচা)...' এর সঙ্গে ইদানীং যোগ হয়েছে একটা লাগসই নাচের মুদ্রা।

গিল্ডরয় লকহার্ট অবশ্য ভাবছেন তিনি একাই আক্রমণ বন্ধ করে দিয়েছেন। ট্রান্সফিগিউরেশনের জন্য যখন গ্রিফিন্ডররা লাইনে দাঁড়াচ্ছিল তখন এমনই একটা কিছু তাকে বলতে শুনেছে হ্যারি প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের কাছে।

'আমার মনে হয় না আর কোন সমস্যা হবে, মিনারভা,' বললেন তিনি, সবজান্তার মতো নিজের নাকে টোকা দিতে দিতে চোখ টিপলেন তিনি। 'আমার মনে হয় এবার স্থায়ীভাবেই চেম্বারটা তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। অপরাধীগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে ওদেরকে ধরা আমার কাছে মাত্র সময়ের ব্যাপার ছিল। আমি ওদেরকে ধ্বংস করার আগে এখনই থেমে যাওয়া ভাল।

'জানো তো, এখন স্কুলের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে নৈতিক সাহস বৃদ্ধি। গত টার্মের সব স্মৃতি ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলা দরকার! এখন আর আমি কিছু বলছি না, কিন্তু মনে হয় আমি জানি সঠিক জিনিসটি...'

নাকে টোকা দিতে দিতে চলে গেলেন তিনি।

ফেব্রুয়ারির চৌদ্দ তারিখ সকালে নাস্তার টেবিলে লকহার্টের নৈতিক সাহস বৃদ্ধির চেহারাটা পরিষ্কার হলো। অনেক রাত পর্যন্ত কিডিচ প্র্যাকটিসের জন্য হ্যারি খুব বেশি ঘুমাতে পারেনি, সকালে তাড়াহুড়া করে এসেও সে নাস্তার টেবিলে দেরী করে ফেলল। ঢুকে ভাবল সে ভুল দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে।

বড় বড় ভয়ংকর গোলাপী ফুল দিয়ে দেয়ালগুলি সব ঢাকা। আরো খারাপ হচ্ছে হৃদয়াকৃতির মিঠাই পড়ছে বিবর্ণ নীল রঙের সিলিং থেকে। হ্যারি গ্রিফিন্ডর টেবিলে গেল, রন বসেছিল মনে হচ্ছে অসুস্থ, হারমিওন যেন একটু ফিক ফিক

করেই হাসছে।

'কি হচ্ছে?' বসল হ্যারি। নিজের বেকনের ওপর থেকে মিঠাই তুলে নিয়ে বলল সে।

রন টিচারের টেবিলের দিকে দেখালো, দৃশ্যত এতই বিরক্ত যে কথা বলতে পারছে না। লকহার্ট, ভয়ংকর গোলাপী রঙের একটা পোশাক পরেছেন, হলের ডেকোরেশনের সঙ্গে ম্যাচ করে, হাত নেড়ে সবাইকে চুপ করতে ইশারা করলেন। ওর দু'পাশের শিক্ষকগণ পাথরের মতো মুখ করে বসে আছেন। যেখানে সে বসে অছে সেখান থেকে হ্যারি দেখতে পেল প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের গালের একটি পেশি। স্নেইপকে দেখাচ্ছে এমন যে কেউ যেন এই মাত্র ওঁকে বড় এক গ্লাস স্কেলে-গ্রো খাইয়েছে।

'হ্যাপি ভেলেন্টাইনস ডে!' চিৎকার করে উঠলেন লকহার্ট। 'এবং যে ছেচল্লিশ জন আমাকে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠিয়েছেন তাদেরকেও আমার ধন্যবাদ! হ্যা, আমি তোমাদের সবার জন্য এই ছোট্ট অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের আয়োজন করেছি– এবং এখানেই এটা শেষ হচ্ছে না!'

হাততালি দিলেন লকহার্ট, দরজা দিয়ে এনট্রেস হলে মার্চ করে ঢুকল এক ডজন বদমেজাজি বামন। যেমন তেমন বামন নয়, লকহার্ট তাদের সবাইকে সোনালি ডানা পরিয়েছেন এবং হাতে দিয়েছেন বীণা।

'আমাদের মিত্র, কার্ড বহনকারী কিউপিড!' হাসিতে উজ্জ্বল লকহার্ট। ওরা আজ স্কুলে ঘুরে ঘুরে তোমাদের ভ্যালেন্টাইনস ডেলিভারি দেবে! এবং এখানেও মজা শেষ হচ্ছে না! প্রফেসর স্নেইপকে কেন জিজ্ঞাসা করা হবে না লাভ-পোশন বানানোর পদ্ধতি! এবং তোমরা যখন এত ব্যস্ত, তখন, প্রফেসর ফ্লিটউইক আমার দেখা যে কোন জাদুকরের চেয়ে এনট্রানসিং এনচান্টমেন্ট সম্পর্কে বেশি জানে, বুড়ো চালাক কুকুর!'

প্রফেসর ফ্লিটউইক দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। প্রফেসর স্নেইপকে দেখে মনে হচ্ছে প্রথম যে ব্যক্তি ওঁকে লাভ-পোশন চাইবে সে হবে জোর করে খাওয়ানো বিষ।

'প্লিজ, হারমিওন, আমাকে বলো ওই ছেচল্লিশ জনের একজন তুমি নও,' প্রথম ক্লাসের জন্য বেরিয়ে আসতেই রন জিজ্ঞাসা করল। হারমিওন তার রুটিনের জন্য হঠাৎ ব্যাগ খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং জবাব দিল না।

সারা দিন ধরেই, বামনগুলো ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে ভ্যালেন্টাইন বিলি করছে, শিক্ষকরা বিরক্ত, এবং সেদিন বিকেলে যখন তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, একজন তো হ্যারিকে পেয়ে বসল।

'অয়, তুমি! অ্যারি পটার!' চিৎকার করল বিশেষ করে ভয়ানক দেখতে

একটা বামন, হ্যারির কাছে যাওয়ার জন্যে একে ওকে কনুই দিয়ে গুতিয়ে সরানোর চেষ্টা করছে।

এক দল প্রথম বর্ষীয়দের সামনে, যাদের মধ্যে জিনি উইসলিও রয়েছে, ভ্যালেন্টাইন পাওয়ার চিন্তায় হ্যারির মাথা গরম হয়ে গেল, পালাবার চেষ্টা করল ও। বামনটা অবশ্য ছাত্রদের পায়ে লাথি মেরে জায়গা করে নিয়ে ওর কাছে চলে এলো দুই কদম যাওয়ার আগেই।

'আমার কাছে 'হ্যারি পটারের হাতে হাতে দেয়ার জন্যে একটা মিউজিক্যাল মেসেজ রয়েছে', বলল বামনটা, বীণার তারে টান দিল হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে।

'এখানে না,' হ্যারি বলল চাঁপা গলায়। পালাবার চেষ্টা করছে।

'স্থির হয়ে দাঁড়াও!' ঘোঁত করে উঠল বামন, হ্যারির ব্যাগ খামছে দরে ওকে পেছনে টানবার চেষ্টা করল।

'আমাকে যেতে দাও!' হ্যারি খিঁচিয়ে উঠল, ব্যাগ টানল।

জোরে একটা কিছু ছেড়ার শব্দ হলো, ওর ব্যাগটা ছিড়ে দুই ভাগ হয়ে গেলো। ওর বই, জাদুদণ্ড, পার্চমেন্ট এবং পালকের কলম সব মেঝেতে পড়ে একাকার, কালির দোয়াতটা সবগুলোর উপর পড়ে ভেঙ্গে গেলো।

হ্যারি হামাগুড়ি দিয়ে সবকিছু গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, বামনটা গান শুরুর আগে। করিডোরে সবাইকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো যেন এই ঘটনাটা সবাইকে জিম্মি করেছে।

'ওখানে কি হচ্ছে?' ড্র্যাকো ম্যালফয়ের শীতল কণ্ঠে টেনে টেনে বলা কথাগুলো ভেসে এলো। অতি ব্যাকুলভাবে হ্যারি সব গোছাতে চেষ্টা করছে ওর ছেড়া ব্যাগে, ম্যালফয় ওর মিউজিক্যাল ভ্যালেন্টাইন শোনার আগেই পালানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে।

'এখানে এত ঝামেলা কিসের?' আরেকটি পরিচিত স্বর বলল, পার্সি উইসলিও এসে হাজির।

দিশেহারা হয়ে হ্যারি দৌড়ই দিতে চেয়েছিল, কিন্তু বামনটা ওর হাটু জড়িয়ে ধরে সজোরে মেঝেতে পেড়ে ফেলল।

'ঠিক আছে,' বলল সে হ্যারির গোড়ালীর উপর বসে, 'এখন শোন তোমার গানের ভ্যালেন্টাইন।'

'ওর চোখ জোড়া সদ্য জাগরিত কোলাব্যাঙের মতো সবুজ,
ওর চুল ব্ল্যাকবোর্ডের মতো কালো।
আমি আশা করি ও যদি আমার হতো, সে সত্যিই স্বর্গীয়,
বীর, যে অন্ধকারের প্রভুকে জয় করেছে।'

এখানে বাষ্প হয়ে হয়ে গায়েব হয়ে যাওয়ার জন্য হ্যারি উপায়ন্তর না দেখে, গ্রিংগটের তার সব সোনা দিয়ে দিতে পারে।

সাহসের সাথে অন্যদের মতোই হাসবার চেষ্টা করতে করতে হ্যারি উঠে দাঁড়ালো। বামনের ওজনে ওর পা দু'টো অবশ হয়ে পড়েছে। পার্সি উইসলি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে ভীড় ভেঙ্গে দিতে, কেউ কেউ চিৎকার করছে উল্লাসে।

'যাও যাও, সব যাও, পাঁচ মিনিট আগে ঘন্টা পড়ে গেছে, এখন সব ক্লাসে যাও,' সবাইকে ক্লাসে পাঠাবার চেষ্টা করছে পার্সি, কয়েকটি প্রথম বর্ষীয়কে তাড়া করে পাঠিয়ে দিল। 'এবং তুমি, ম্যালফয়।'

হ্যারি ওই দিকে তাকিয়ে দেখল, ঝুকে কিছু একটা তুলে নিচ্ছে ম্যালফয়। চতুর একটা কটাক্ষ করে সে ওটা ক্রেব আর গয়লকে দেখাল। এবং হ্যারি দেখল ও রিডল্‌স-এর ডায়রিটা পেয়েছে।

'ওটা ফেরত দাও,' শান্ত স্বরে বলল হ্যারি।

'ভাবছি এটাতে পটার কি লিখেছে?' বলল ম্যালফয়, কিন্তু মলাটের বছর লেখাটা ও খেয়াল করেনি, এবং ভাবল ওর হাতে হ্যারির নিজের ডায়রি। দর্শকদের মধ্যে নিরবতা নেমে এলো। জিনি বারবার ডায়রি থেকে চোখ সরিয়ে হ্যারির দিকে তাকাচ্ছে, ভয় পেয়েছে সে।

'ওটা ফিরিয়ে দাও,' কঠোরভাবে বলল পার্সি।

'আমার দেখা শেষ হওয়ার পর,' বলল ম্যালফয়, ঠাট্টার ছলে ডায়রিটা হ্যারির দিকে নাড়ছে।

পার্সি বলল,'স্কুল প্রিফেক্ট হিসেবে-' কিন্তু হ্যারি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছে। সে তার জাদুদণ্ড বের করে ম্যালফয়ের দিকে তাক করে চিৎকার করল, 'এক্সপেলিয়ারমাস!' এবং যেখাবে স্নেইপ লকহার্টকে অস্ত্রচ্যুত করেছিলেন, তেমনি ম্যালফয় দেখল ডায়রিটা তার হাত থেকে বেরিয়ে গেল। একটা চওড়া হাসি দিয়ে ওটা ধরে ফেলল রন।

'হ্যারি!' বলল পার্সি জোরে, 'করিডোরে ম্যাজিক নিষিদ্ধ। আমাকে এটা রিপোর্ট করতে হবে, তুমি জান!'

হ্যারি পরোয়া করে না, ম্যালফয়ের ওপর এক দফা বিজয় হয়েছে, এবং সেটা গ্রিফিন্ডরের জন্য একদিনে পাঁচ পয়েন্ট অর্জনের সমান। ক্ষিপ্ত দেখাচ্ছিল ম্যালফয়কে এবং জিনি যখন ওকে পেরিয়ে ক্লাসে যাচ্ছিল, আক্রোশে সে চিৎকার করল,'তোমার ভ্যালেন্টাইন'টা পটার খুব পছন্দ করেছে!'

হাতে মুখ ঢেকে জিনি দৌড়ে ক্লাসে ঢুকে গেল। ক্ষেপে গিয়ে রনও তার জাদুদণ্ড বের করতে গিয়েছিল, হ্যারি ওকে টেনে সরিয়ে দিল। রনের আর স্লাগ

উগরে দিন কাটানোর প্রয়োজন নেই।

প্রফেসর ফ্লিটউইকের ক্লাসে না পৌঁছানো পর্যন্ত হ্যারি বুঝতেই পারেনি যে রিডলের ডায়রিতে অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে। তার অন্য সব বই টকটকে কালিতে লেপটে গেছে। কিন্তু ডায়রিটা, ওটার উপর কালির বোতল ভেঙ্গে পড়বার আগের মতোই একেবারে পরিষ্কার, একটুও কালির ফোটার চিহ্ন নেই। রনকে বলার চেষ্টা করল ব্যাপারটা, কিন্তু রনের জাদুদণ্ডটা আবার ঝামেলা করছে; ওটার মাথা দিয়ে বেগুনী-লাল রঙের বুদ্বুদ বেরোচ্ছে, এবং অন্য কিছুতে এখন আর উৎসাহ নেই তার।

* * * *

সে রাতে অন্য সকলের চেয়ে আগে শুতে গেল হ্যারি। এর কারণ অংশত হচ্ছে সে ফ্রেড আর জর্জের মুখে ওই গানটা *'তার চোখ...ব্যাঙের মতো সবুজ* আরেকবার শুনতে চায় না, এবং অংশত সে রিডলের ডায়রিটা আবার পরীক্ষা করে দেখতে চায়, এবং জানে যে রন বলবে, সে তার সময় শুধু শুধু নষ্ট করছে।

হ্যারি তার বিছানায় বসে ডায়রিটা দেখছে পাতা উল্টিয়ে, একটি পাতায়ও লাল কালি ও একটুও দাগ নেই। তারপর সে নতুন একটা দেয়াত বের করল, পাখার কলমটা নিয়ে ডায়রির প্রথম পাতায় একটা ফোঁটা ফেলল।

কালিটা এক সেকেন্ডর জন্যে উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল করলো ডায়রির পাতায় এবং তারপর, যেন পাতার ভেতর শুষে নেয়া হয়েছে, অদৃশ্য হয়ে গেলো। উত্তেজিত, হ্যারি আবার কলমটা দোয়াতে ডোবালো, লিখল ডায়রির পাতায়, 'আমার নাম হ্যারি পটার।'

শব্দগুলো মুহূর্তের জন্য বইয়ের পাতায় জ্বলজ্বল করলো, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলো। এরপর, এরপর, অবশেষে একটা ব্যাপার ঘটলো।

'হ্যালো, হ্যারি পটার। আমার নাম টম রিডল্। তুমি আমার ডায়রি পেলে কিভাবে?

এই শব্দ গুলোও অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করল, কিন্তু হ্যারি আবার লেখা শুরু করার আগে নয়।

'কেউ একজন এটা টয়লেটে ফ্লাশ করতে চেয়েছিল।'

সে আগ্রহের সঙ্গে রিডল্স-এর জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'ভাগ্য ভাল যে কালির চেয়ে স্থায়ী উপায়ে আমি ডায়রিটা লিখেছিলাম। কিন্তু আমি এও জানতাম যে এমন লোকও রয়েছে যারা চায় না আমার ডায়রি পড়া হোক।'

'কি বলতে চাচ্ছ?' হ্যারি লিখল, উত্তেজনায় ব্লটিং পেপার দিয়ে নিজেই লেখাগুলি ব্লট করল।

'আমি বলতে চাইছি এই ডায়রিতে ভয়াবহ দিনগুলির স্মৃতি রয়েছে। সেই সমস্ত বিষয় যেগুলো ধামা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। সেই সব ঘটনা, যেগুলো হোগার্টস স্কুল অফ উইচক্র্যাফ্‌ট অ্যান্ড উইজারডিতে ঘটেছিল।'

'সেখানেই আমি এখন রয়েছি,' দ্রুত লিখল হ্যারি। 'আমি এখন হোগার্টস-এ, এবং ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটছে। তুমি কি চেম্বার অফ সিক্রেটস সম্পর্কে কিছু জান?'

হ্যারির হৃৎপিন্ডে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। রিডল্‌স-এর জবাব এলো দ্রুত, ওর হাতের লেখা খারাপ হতে শুরু করেছে, যেন তাকে তাড়াতাড়ি এসব বলে ফেলতে হবে।

'নিশ্চয়ই আমি চেম্বার অফ সিক্রেটস সম্পর্কে জানি। আমাদের সময় বলা হতো ওটা একটা জনশ্রুতি, ওটার কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ওই কথা মিথ্যা ছিল। আমার ফিফ্‌থ ইয়ারের সময়, চেম্বারটা খোলা হয়েছিল এবং রাক্ষসটা বেরিয়ে এসেছিল, কয়েকজন ছাত্রকে আক্রমণ করেছিল, অবশেষে একজনকে হত্যাও করেছিল। যে লোকটি চেম্বার খুলেছিল আমি তাকে ধরে ফেলেছিলাম এবং তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু হেডমাস্টার, প্রফেসর ডিপেট, হোগার্টস-এ ঘটায় লজ্জিত হয়ে আমাকে সত্য বলতে বারণ করেছিলেন। একটা গল্প চালু করে দেয়া হয়েছিল যে মেয়েটি উদ্ভট এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আমাকে ওরা একটি ছোট্ট চকচকে পদকও দিয়েছিল আমার কষ্টের স্বীকৃতি স্বরুপ এবং মুখ বন্ধ করে রাখার জন্যও সতর্ক করে দেয়া হয়। কিন্তু আমি জানতাম এটা আবার ঘটতে পারে। রাক্ষসটা বেঁচে রয়েছে এবং যে ব্যক্তির ক্ষমতা রয়েছে ওটাকে ছেড়ে দেয়ার তাবে জেলে আটক করে রাখা হয়নি।'

তাড়াহুড়া করতে গিয়ে হ্যারি তার কালির বোতলটা প্রায় ফেলে দিয়েছিল।

'আবার ওই ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। তিনটা আক্রমণ হয়েছে এবং কেউ মনে হয় কিছু জানে না এর পেছনে কে রয়েছে। সেবার কে ছিল?'

'আমি তোমাকে দেখাতে পারি, যদি তুমি চাও,' রিডলি'র জবাব পাওয়া গেল। *'আমার কথায় বিশ্বাস করবার দরকার নেই। আমি তোমাকে ঘটনার রাতে, যে ঘটনায় অমি তাকে ধরেছিলাম, সেই রাতের স্মৃতির ভেতর নিয়ে যেতে পারি।'*

হ্যারি ইতস্তত করল, ওর কলমটা ডায়রির উপর রাখা। রিডল্ কি বোঝাতে চাচ্ছে? তাকে কি ভাবে আরেকজনের স্মৃতির ভেতর নেয়া সম্ভব? নার্ভাস হ্যারি

ডর্মিটরির দরজাটার দিকে তাকাল, অন্ধকার। আবার যখন ডায়রিটার দিকে তাকাল হ্যারি, দেখল নতুন শব্দ লেখা হচ্ছে।

'চলো, তোমাকে দেখাই।'

মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য থামল হ্যারি, তারপর ডায়রিতে দুটো শব্দ লিখল।

'ঠিক আছে।'

ডায়রির পাতাগুলি উড়ছে, যেন পাগলা বাতাসে পেয়েছে, জুন মাসের মাঝামাঝি একটা পাতায় গিয়ে থামল হ্যারির মুখ হা হয়ে গেছে, দেখল সে জুনের তেরো তারিখ যে চৌকো ঘরে লেখা রয়েছে, সেটা একটা টিভি পর্দা হয়ে গেছে। ওর হাত কাঁপছে আস্তে আস্তে. ও ডায়রিটা চোখের কাছে তুলে ধরল, এবং কি হচ্ছে বোঝার আগেই, সে সামনের দিকে কাঁত হতে শুরু করল; জানালাটা বড় হচ্ছে, সে টের পেলো তার শরীরটা বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে এবং মাথা আগে পাতার খোলা যায়গাটা দিয়ে, রঙ এং ছায়ার ঘূর্ণির মধ্যে।

সে টের পেল শক্ত মাটিতে পড়েছে তার পা, এবং দাঁড়াল, কাঁপল, চারদিকের আবছা মূর্তিগুলি হঠাৎ চোখের সামনে চলে এলা।

সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারল কোথায় আছে সে। ঘুমন্ত ছবির এই বৃত্তাকার রুমটা হচ্ছে ডাম্বলডোরের অফিস– কিন্তু ডেস্কের পেছনে যিনি বসে আছেন তিনি ডাম্বলডোর নন। বয়স্ক এবং দূর্বল দেখতে একজন জাদুকর, কয়েক গাছি সাদা চুল ছাড়া পুরো মাথা জুড়ে টাক, মোমের আলোয় একটা চিঠি পড়ছেন।

'আমি দুঃখিত,' কম্পিত স্বরে বলল হ্যারি, 'অনাহুত আমি মাঝখানে ঢুকে পড়তে চাইনি...'

কিন্তু তাকালেন না লোকটি। পড়ে যেতে লাগলেন, ভ্রু সামান্য কোঁচকানো। ডেস্কের কাছে চলে এলো হ্যারি, এবং তোতলাচ্ছে সে, 'মানে-আমি চলে যা-যা-যাব?'

তারপরও লোকটি তাকে উপেক্ষা করলেন। মনে হয় ওর কথা শুনতে পাচ্ছেন না। কালা হতে পারে ভেবে, হ্যারি গলার স্বর চড়ালো।

'দুঃখিত, আপনাকে ডিস্টার্ব করার জন্যে, আমি এখন চলে যাবো,' প্রায় চিৎকার করল ও।

জাদুকর একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে চিঠিটা ভাজ করলেন, উঠে দাঁড়ালেন, হ্যারিকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, ওর দিকে তাকালেন না পর্যন্ত এবং গেলেন জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দেয়ার জন্যে।

জানালার বাইরে আকাশটা চুণীর মতো লাল; মনে হচ্ছে সূর্য ডুবছে। জাদুকর আবার টেবিলে ফিরে গেলেন, বসলেন বুড়ো আঙুল মোঁচড়ালেন,

খেয়ালটা দরজার দিকে।

হ্যারি অফিস ঘরটার চারদিক দেখছে। ফোক্স নামক ফিনিক্স পাখিটা নেই; শব্দ করা রূপার কল নেই। এটা রিডল্-এর দেখা হোগার্ট্স, তার মানে হচ্ছে এই অপরিচিত জাদুকর হচ্ছে হেডমাস্টার, এবং ডাম্বলডোর নন, এবং সে, হ্যারি, হলো প্রায় অলীক এক মূর্তি, পঞ্চাশ বছরের আগের মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

অফিসের দরজায় টোকা পড়লো।

'এসো,' বললেন হেডমাস্টার ক্ষীণ কণ্ঠে।

ষোল বছরের এক কিশোর ঢুকল, ওর সূচালো হ্যাট হাতে। ওর বুকে প্রিফেক্টের রূপালি ব্যাজটা চকচক করছে। হ্যারির চেয়ে অনেক লম্বা, কিন্তু ওরও কালো চুল।

'আব, রিডল্,' বললেন হেডমাস্টার।

'আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন প্রফেসর ডিপেট?' বলল রিডল্। ওকে নার্ভাস দেখাচ্ছে।

'বসো,' বললেন ডিপেট। 'তোমার পাঠানো চিঠিটা আমি এই মাত্র পড়া শেষ করলাম।'

'ওহ্,' বলল রিডল্। হাত দু'টো মুঠো করে শক্ত হয়ে বসল।

'মাই ডিয়ার বয়,' নরমভাবে বললেন ডিপেট, 'আমি সম্ভবত তোমাকে গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুলে থাকতে দিতে পারি না, নিশ্চয়ই তুমি ছুটিতে বাড়ি যেতে চাও?'

'না,' সঙ্গে সঙ্গে বলল রিডল্, 'আমি বরং হোগার্ট্স-এই থেকে যাবো তবুও ওই-ফিরে যাওয়ার চেয়ে—'

'আমার মনে হয়, ছুটির সময় তুমি একটা মাগল এতিমখানায় থাকো?' বললেন ডিপেট কৌতুহলী হয়ে।

'জি, স্যার,' বলল ডিপেট, লাল হয়ে গেছে সে অল্প।

'তুমি মাগল-জাত?'

'মিশেল, স্যার,' বলল সে। 'বাবা মাগল, মা ডাইনী।'

'এবং তোমার পিতা-মাতা দুজন-?'

'আমার জন্মের ঠিক পরেই মা মারা যান, স্যার। এতিমখানায় ওরা আমাকে রেখেছে, আমার নামকরণ করতে যতটা সময় লেগেছে ঠিক ততক্ষণই তিনি বেঁচে ছিলেন। আমার নাম রেখে গেছেন তিনি— টম আমার বাবার নামে, মারভোলো আমার দাদার নামে।'

সহানুভূতি জানিয়ে জিহ্বা দিয়ে স্বাদ করলেন ডিপেট।

'বিষয়টা হচ্ছে, টম,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, 'তোমার জন্যে হয়তো বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতো, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে...'

'আপনি আক্রমণগুলির কথা বলছেন, স্যার? ' বলল রিডল্, এবং হ্যারি আরো এগিয়ে গেলো, পাছে কোন শব্দ মিস হয়।

'ঠিক ধরেছ,' বললেন হেডমাস্টার। 'মাই ডিয়ার বয়, তুমি ভেবে দেখো টার্ম শেষ হলে তোমাকে এখানে থাকতে দেয়া কত বড় বোকামী হবে। বিশেষ করে এই সময়ের ট্র্যাজিক ঘটনাবলীর আলোকে...ওই মেয়েটার মৃত্যু...তুমি তোমার এতিমখানায় অনেক বেশি নিরাপদে থাকবে। বস্তুত, ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ও এখন স্কুল বন্ধ রাখারই কথা ভাবছে। আর আমরা আক্রমণকারীর হদিশ বের করার– মানে– এই সব আক্রমণের উৎস কোথায়...'

রিডলের চোখ বড় বড় হয়ে গেলো।

'স্যার– ওই লোকটিকে যদি ধরা যায়...যদি সব অঘটন থেমে যায়...'

'তুমি কি বলতে চাচ্ছো?' বললেন ডিপেট, স্বরে তীক্ষ্ণতা এনে, চেয়ারে খাড়া হয়ে বসলেন। 'রিডল্, তুমি কি বলতে চাচ্ছো যে এই সব আক্রমণ সম্পর্কে কিছু জান?'

'না, স্যার,.' তাড়াতাড়ি জবাব দিল রিডল্।

তবে, হ্যারি নিশ্চিত যে, সে ডাম্বলডোরকে যেমন 'না' বলেছিল, এটাও সেই ধরনের না।

ডিপেট আবার হেলান দিলেন চেয়ারে, সামান্য হতাশ হয়েছেন তিনি।

'তুমি যেতে পারো, টম...'

রিডল্ ওর চেয়ার থেকে নেমে রুম থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল, ওকে অনুসরণ করল হ্যারি।

চলন্ত গোলাকার সিঁড়ি দিয়ে ওরা নামল, অন্ধকার করিডোরে ছাদের পানি বাইরে পড়বার পাইপটার পাশে। রিডল্ থামল, হ্যারিও থামল, ওকে লক্ষ্য করছে হ্যারি। হ্যারি বুঝতে পারছে ও সিরিয়াসলি কিছু ভাবছে। ঠোঁট কামড়ে ধরেনছে। কপালে বলিরেখা।

এরপর, যেন হঠাৎ করেই সে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে, সে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল, হ্যারি শব্দহীনভাবে চলেছে ওর পেছনে। এনট্রান্স হলে না পৌঁছানো পযন্ত তারা আর কাউকে দেখতে পেলো না। পিঙ্গল বর্ণের চুল এবং দাড়ি মন্ডিত লম্বা একজন জাদুকর রিডল্‌কে ডাকলেন মার্বেল পাথরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে।

'এতো রাতে কি করছ, ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন টম?'

জাদুকরকে দেখে হ্যারির মুখ হা হয়ে গেল। তিনি আর কেউ নন পঞ্চাশ

বছরের আগের ডাম্বলডোর।

'হেডমাস্টার আমাকে ডেকেছিলেন স্যার,' বলল রিডল্।

'বেশ, জলদি গিয়ে শুয়ে পড়ো,' বললেন ডাম্বলডোর, হ্যারির দিকে সেই একই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে যার সঙ্গে হ্যারি খুব ভালভাবে পরিচিত। 'এখন করিডোরে ঘুরে না বেড়ানোই সবচেয়ে ভাল, ৷ বিশেষ করে যেহেতু...'

গভীরভাবে শ্বাস ছাড়লেন তিনি, রিডল্‌কে বিদায় জানিয়ে হেঁটে চলে গেলেন। ওঁকে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে দেখল রিডল্ এবং তারপর, দ্রুত সোজা পাতালের কারাকক্ষগুলোর দিকে রওয়ানা দিল, পেছনে অনুসরণ করছে হ্যারি।

কিন্তু হ্যারি হতাশ হলো, রিডল্ ওকে কোন লুকোনো পথ বা গোপন সুড়ঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে না, ওকে নিয়ে গেল ওই সেই প্রকোষ্ঠে যেখানে স্নেইপের সঙ্গে হ্যারির পোশন ক্লাস হয়। টর্চগুলো জ্বালানো হয়নি, এবং রিডল্ যখন দরজাটা প্রায় বন্ধ করে দিল ঠেলে, হ্যারি তখন শুধু মাত্র রিডলকেই দেখতে পেলো, দরজার পাশে কাঠের মতো স্থির হয়ে আছে, বাইরের পথটার দিকে লক্ষ্য রাখছে।

হ্যারির মনে হলো ওরা ওখানে প্রায় একঘন্টা ধরে রয়েছে। ও শুধু দেখতে পাচ্ছে দরজায় রিডলের অবয়বটা, ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, মূর্তির মতো অপেক্ষা করছে। এবং যখন হ্যারি আশা ছাড়ল, চাঁপা উত্তেজনাও কমে গেলো, এবং বর্তমানে ফিরে আসার ইচ্ছা জাগতে শুরু করল, ও শুনতে পেলো দরজার ওপারে কিছু একটা নড়ছে।

কেউ একজন পা টিপে টিপে আসছে। সে শুনল, যেই হোক ও আর রিডল্ যেখানে লুকিয়ে রয়েছে সেই দরজাটা পেরিয়ে গেল। রিডল্ ছায়ার মতো নিঃশব্দ, দরজা দিয়ে চুপিসারে বের হলো এবং অনুসরণ করতে লাগল। হ্যারিও অনুসরণ করছে পা টিপে টিপে, ও ভুলে গেছে ওর শব্দ কেউই শুনতে পাবে না।

সম্ভবত পাঁচ মিনিট ওরা পায়ের শব্দ অনুসরণ করল, যে পর্যন্ত না রিডল্ হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো, ওর মাথাটা নতুন শব্দের উৎসের দিকে কাত করা। হ্যারি শুনল ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে একটা দরজা খোলার শব্দ হলো, তারপর কেউ একজন ভাঙ্গা গলায় ফিস ফিস করছে।

'এসো...এখান থেকে বার করতে হবে তোমাকে...এসো...বাক্সের ভেতরে এসো...'

গলার স্বরটা পরিচিত পরিচিত ঠেকল হ্যারির কাছে।

হঠাৎ রিডল্ কোনা থেকে লাফিয়ে উঠল। হ্যারি গেল পেছন পেছন। ও

দেখতে পেলো বিশালদেহী একটা ছেলের কাঠামো একটা খোলা দরজার সামনে উবু হয়ে আছে, পাশে একটা বিরাট বাক্স।

'ইভিনিং, রুবিয়াস,' বলল রিডল্ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

ছেলেটি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো।

'তুমি এখানে নিচে কি করছ, টম?'

রিডল্ আরো কাছে গেলো।

'খেল খতম,' বলল সে। 'তোমাকে আমার ধরিয়ে দিতে হবে, রুবিয়াস। ওরা বলছে হোগার্ট্স বন্ধ করে দেয়া হবে যদি হামলাগুলো বন্ধ না হয়।'

'তুমি কি-'

'আমি মনে করি না তুমি কাউকে হত্যা করতে চেয়েছ। কিন্তু দানব কখনো ভালো পোষ মানে না। আমি মনে করি তুমি হয়তো এটাকে শুধু হাত-পা নেড়ে চেড়ে বেড়াবার জন্যে ছেড়েছে এবং-'

'এটা কখনো কাউকে হত্যা করেনি!' বলল বিশালদেহী ছেলেটি, বন্ধ দরজাটাকে আড়াল করে। ওর পেছন থেকে একটা অদ্ভুত ধরনের নড়াচড়া আর ক্লিকিং শব্দ শুনতে পেলো হ্যারি।

'বুঝতে পারছ রুবিয়াস,' বলল রিডল্, আরো কাছে চলে গেলো সে। 'আগামীকাল মৃত মেয়েটির বাবা-মা এখানে আসছেন। কম সে কম হোগার্ট্স তো এটা করতে পারে যে, যে দানবটা ওদের মেয়েকে হত্যা করেছে সেটার হত্যা নিশ্চিত করা।'

'ও, করেনি!' গর্জন করে উঠল ছেলেটি, অন্ধকার করিডোরে ওর প্রতিধ্বনি শোনা গেল। 'সে কখনো করবে না! সে না!'

'সরে দাঁড়াও,' বলল রিডল্, ওর জাদুদণ্ড বের করল।

হঠাৎ ওর মন্ত্র করিডোরটাকে জ্বলন্ত বাতিতে আলোকিত করল। বিশালদেহী ছেলেটির পেছনের দরজাটা এত জোরে খুলে গেলো যে ও উল্টো দিকে দেয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়লো। এবং ওর ভেতর থেকে বের হয়ে এলো এমন একটা জন্তু, যা দেখে হ্যারি একটা দীর্ঘ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে করে উঠল, যেটা অবশ্য সে ছাড়া আর কেউই শুনতে পেলো না।

একটা বিশাল, সামনের দিকে ঝুঁকে আছে এমন, রোম সর্বস্ব দেহ, এবং কালো পায়ের একটা জট, অনেক চোখের দ্যুতি এবং এক জোড়া তীক্ষ্ণ ব্লেডের মতো ধারালো সাঁড়াশি— রিডল্ তার জাদুদণ্ড আবার তুলল, কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। জিনিসটা ওর উপর দিয়ে গড়িয়ে দ্রুতবেগে চলে গেলো, করিডোরটা ভেদ করে এবং দৃষ্টির বাইরে। রিডল্ উঠে দাঁড়ালো, ওটার পেছনে তাকিয়ে রয়েছে; ওর জাদুদণ্ড আবার তুলল, কিন্তু বিশালদেহের ছেলেটা লাফ

দিয়ে ওর উপর পড়ল, দণ্ডটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ওকে ফেলে দিল, চিৎকার করে উঠল, 'নোওওওওওওও!'

দৃশ্যটা আবার ঘুরল, অন্ধকার সম্পূর্ণ হলো, হ্যারির মনে হচ্ছে ও উপর থেকে পড়ছে, এবং ধপ করে সে পড়ল, ঈগলের মতো হাত-পা ছড়িয়ে ওর বিছানায় গ্রিফিন্ডর হোস্টেলে। ওর পেটের উপর রিডলি'র ডায়রিটা খোলা পড়ে রয়েছে।

দম ফিরে পাওয়ার আগেই দরজাটা খুলে গেল এবং ভেতরে একা রন।

'এই যে তুমি,' বলল সে।

হ্যারি উঠে বসল, ও ঘামছে আর কাঁপছে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করল রন, ভয় পেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে।

'হ্যাগ্রিড, রন। পঞ্চাশ বছর আগে হ্যাগ্রিড খুলেছিল চেম্বার অফ সিক্রেট্স।'

চতুর্দশ অধ্যায়

কর্ণেলিয়াস ফাজ

হ্যারি, রন এবং হারমিওন সব সময়ই জানত যে বিরাট এবং দানবীয় জীবের প্রতি হ্যাগ্রিডের একটি দুঃখজনক পছন্দ রয়েছে। হোগার্টস-এ তাদের প্রথম বর্ষের সময় সে তার ছোট্ট কাঠের বাড়িটাতে ড্রাগন পালনের চেষ্টা করেছে। এবং তার সেই দৈত্যাকার তিন-মাথাওয়ালা কুকুর, যার নাম ও রেখেছিল 'ফ্লাফি', ওটার কথা ওরা অনেকদিন ভুলবে না। এবং বাল্যকালে হ্যাগ্রিড যদি শোনে কোথাও একটি দানব লুকনো রয়েছে তবে ওটাকে এক নজর দেখার জন্যে হ্যাগ্রিড সব কিছুই করতে পারে। সে হয়তো ভেবেছিল এতো দিন ধরে দানবটাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, এটা একটা লজ্জার ব্যাপার, এবং ওটার একটা সুযোগ পাওয়া উচিৎ খোলা যায়গায় হাত পা-গুলো ছড়ানোর জন্য; হ্যারি কল্পনা করতে পারে তের বছরের হ্যাগ্রিড ওটার গলায় কলার

পরাচ্ছে। এবং সে এটাও নিশ্চিত যে হ্যাগ্রিডের কখনও কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল না।

এখন হ্যারির মাঝে মাঝে আফসোস হয় রিডল্-এর ডায়রি নিয়ে কাজ করার উপায় আবিস্কার করার জন্যে। বার বার রন এবং হারমিওন ওকে বলতে বলে কি সে দেখেছে, এক সময় সে মানসিক ভাবেই অসুস্থ হয়ে গেল এক ঘটনা বার বার বলতে বলতে এবং এরপর একই কথা বার বার আলোচনা করতে করতে।

'রিডল হয়তো ভুল লোকটাকে ধরেছিল,' বলর হারমিওন। 'হয়তো অন্য কোন দানব মানুষের উপর হামলা চালাচ্ছিল...'

'ঐ স্থানে কয়টা দানব রাখা যেতে পারে, তুমি কি মনে করো?' রনের নির্বোধ প্রশ্ন। 'আমরা সবাই জানি হ্যাগ্রিডকে বহিস্কার করা হয়েছিল,' বলল হ্যারি দুঃখের সঙ্গে। 'এবং হ্যাগ্রিডকে বের করে দেয়ার পর নিশ্চয়ই হামলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। না হলে রিডল্ পদক পেত না।'

রন অন্য এক ধারায় প্রশ্ন করল।

'রিডল্‌কে মনে হয় পার্সির মতোই- কিন্তু ওকে হ্যাগ্রিডের ওপর নজর রাখতে কে বলেছিল?'

'কিন্তু, দানবটা একজনকে হত্যা করেছিল রন,' বলল হারমিওন।

'এবং ওরা যদি হোগার্টস বন্ধ করে দেয় তবে, রিডল্‌কে কোন এক মাগল এতিমখানায় যেতে হতো,' বলল হ্যারি। 'ওখানে থাকার চেষ্টা করার জন্যে আমি ওকে দোষ দিতে পারি না...'

রন ওর ঠোঁট কামড়াল। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত রন প্রশ্ন করল, 'হ্যাগ্রিডের সঙ্গে তোমার নকটার্ন অ্যালিতে দেখা হয়েছিল, তাই না, হ্যারি?'

'সে একটা মাংস-খেকো শ্লাগের প্রতিরোধক কিনছিল,' চটজলদি জবাব দিল হ্যারি।

ওরা তিনজন নিরব হয়ে গেল। দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকার পর হারমিওন একটু দ্বিধাভরে সবচেয়ে জটিল প্রশ্নটা করল: 'তোমরা কি মনে করো আমাদের গিয়ে হ্যাগ্রিডকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ?

'ওটা একটা আনন্দময় সাক্ষাৎ হবে,' বলল রন। 'হ্যালো, হ্যাগ্রিড, আমাদের বলো, সম্প্রতি তুমি কি কোন লোমওয়ালা এবং উন্মত্ত কিছু এখানে ছেড়ে রেখেছে?

সবশেষে তারা ঠিক করল যে আরেকটা হামলা না হওয়া পর্যন্ত হ্যাগ্রিডকে তারা কিছুই বলবে না। এবং দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে তবুও অশরিরী কন্ঠের কোন ফিসফিস শোনা যায়নি, ওরা আশা করল এরপর আর হ্যাগ্রিডকে জিজ্ঞাসা

করবার দরকার হবে না, কেন তাকে স্কুল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। প্রায় চার মাস হয়ে গেল জাস্টিন এবং প্রায়-মাথাহীন নিককে ভয়ে অসাড় করা হয়েছে, এবং প্রায় সকলেই ভাবতে শুরু করল, হামলাকারি যেই হোক না কেন, চিরদিনের জন্য থেমে গেছে। পিভস তার 'ওহ,পটার, তুমি পঁচা,' গান গেয়ে গেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে, একদিন হার্বলজি ক্লাসে আর্নি ম্যাকমিলান অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এক বালতি লাফানো ব্যাঙের ছাতা এগিয়ে দিতে অনুরোধ করল এবং মার্চ মাসে তিন নম্বর গ্রীন হাউজে কয়েকটি মেনড্রেক কর্কশ স্বরে পার্টি দিল। এতে প্রফেসর স্প্রাউট খুবই খুশি হলেন।

'যে মুহূর্তে ওরা একজন আর একজনের পটে যেতে শুরু করবে, আমরা জানব সেই মুহুর্ত থেকে ওরা পুরোপুরি সাবালক হয়ে গেছে,' তিনি হ্যারিকে বললেন। 'তাহলে আমরা হাসপাতালের ওই অসুস্থদের সারিয়ে তুলতে পারব।'

* * * *

ইস্টার ছুটির সময় দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের নতুন একটা কিছু ভাবতে বলা হলো। তৃতীয় বর্ষের বিষয় বেছে নেয়ার সময় তাদের এসে গেছে, বিষয়টা অন্ত ত হারমিওন সিরিয়াসলি গ্রহণ করল।

'এটা আমাদের পুরো ভবিষ্যতকেই প্রভাবিত করতে পারে,' বলল সে হ্যারি আর রনকে, ওরা নতুন বিষয়ের তালিকা কেটে, মাঝে মাঝে টিক চিহ্ন দিচ্ছে।

'আমি পোশনস ছেড়ে দিতে চাই,' বলল হ্যারি।

'আমরা তা পারি না,' বলল রন বিষন্নভাবে। 'আমাদেরকে সবগুলো পুরনো বিষয়ই রাখতে হবে, নাহলে তো আমি ডিফেন্স এগেনস্ট ডার্ক আর্ট্স ছেড়ে দিতাম।'

'কিন্তু ওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ!' বলল হারমিওন, মনে আঘাত পেয়েছে সে।

'লকহার্ট আমাদের যেভাবে পড়ান, সেভাবে নয়,' বলল রন। 'ওঁর কাছ থেকে আমি কিছুই শিখিনি শুধু পিক্সিদের মুক্ত করে দিতে নেই- ছাড়া।'

নেভিল লংবটমকে তার পরিবারের সব জাদুকর আর ডাইনীর পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে, সবাই তাকে উপদেশ দিয়েছে বিষয় বাছাই করার ব্যাপারে।

বিভ্রান্ত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে ও বিষয়ের তালিকা নিয়ে বসল, ওর জিহ্বা বেরিয়ে রয়েছে ঠোটের ফাঁক দিয়ে। জিজ্ঞেস করছে একে ওকে এরিথম্যান্সি আর প্রাচীন টিউটনিক বর্ণমালার ভাষা রূপ এর মধ্যে কোনটা বেশি কঠিন। ডিন থমাস, হ্যারির মতোই যে মাগলদের মধ্যে বড় হয়েছে, বিষয় বাছাইয়ের কাজটা শেষ

করেছে চোখ বন্ধ করে তালিকায় জাদুদণ্ড দিয়ে। যে বিষয়ের ওপর ওটা পড়েছে, সে বিষয়ই ও বেছে নিয়েছে। হারমিওন কারো কোনো উপদেশ নেয়নি সব গুলো বিষয়ই নিয়ে নিয়েছে।

আঙ্কল ভারনন এবং আন্ট পেতুনিয়া কি ভাবতেন যদি ওদেরকে জাদুবিদ্যায় তার ক্যারিয়ার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো, এটা ভেবে হ্যারি নিজের মনেই কঠোরভাবে হাসল। এমন নয় যে কেনো উপদেশ পায়নি: পার্সি উইসলি তার অভিজ্ঞতা বন্টন করতে খুবই আগ্রহী ছিল।

'নির্ভর করে তুমি কি করতে চাও হ্যারি,' বলল সে। 'ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনা কখনোই খুব আগাম হয় না, সেই কারণে আমি সুপারিশ করবো ডিভাইনেশন অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কথন নাও। লোকে বলে মাগল স্টাডি খুবই দূর্বল বিকল্প। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি অ-জাদুকর সম্প্রদায় সম্পর্কে জাদুকরদের গভীর জ্ঞান থাকা উচিৎ, বিশেষ করে যদি ওরা অ-জদুকরদের মধ্যে কাজ করতে চায়- আমার বাবাকে দেখো তাকে সবসময়ই মাগলদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। আমার ভাই চার্লি বাইরে বাইরে থাকা টাইপের, সে জন্যে সে ম্যাজিক্যাল জীবদের যত্নাদির বিষয়ে পড়াশোনা করছে। তোমার নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নাও, হ্যারি।

* * * *

গ্রিফিন্ডরের পরবর্তী কিডিচ খেলা হাফলপাফদের সঙ্গে। প্রতি রাতে ডিনারের শেষে প্র্যাকটিস করার জন্য চাপাচাপি করছে উড। হ্যারির এখন কিডিচ আর হোম ওয়ার্ক ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সময়ই নেই। যাই হোক, ট্রেনিং সেশনটা আগের চেয়ে ভাল হচ্ছে, অন্তত শুকনো হচ্ছে। শনিবারের ম্যাচের আগের সন্ধ্যায় সে গেল হোস্টেলে ওর ঝাড়ুটা রাখতে, অনুভব করছে ও গ্রিফিন্ডরের কিডিচ কাপ জেতার সম্ভাবনা এখন যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি।

কিন্তু ওর উৎফুল্লভাব বেশিক্ষণ থাকল না। হোস্টেলের সিঁড়ির মাথায় সে নেভিল লংবটমের দেখা পেল, ওকে খুব ক্ষিপ্ত দেখাচ্ছে।

'হ্যারি- জানি না কে এটা করেছে। আমি শুধু এমন—'

হ্যারির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলল ও।

হ্যারির ট্রাঙ্কের ভেতরের জিনিস সব এদিক ওদিক সছড়ানো ছিটানো। ওর আলখিল্লাটা ছেড়া মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। বিছানা থেকে বিছানার চাদর টেনে নামানো হয়েছে এবং ওর ড্রয়ারটা টেনে বার করা হয়েছে বেড সাইড ক্যাবিনেট থেকে, ম্যাট্রেস-এর ওপর ভেতরের জিনিসগুলো ছড়ানো।

হ্যারি বিছানার কাছে গেল, মুখ বিস্ময়ে হা, *ট্র্যাভেল্‌স উইথ ট্রল্‌স*-এর কয়েকটা ছেড়া পাতা মাড়িয়ে যেতে হলো তাকে।

সে এবং নেভিল চাদরগুলো বিছানায় তুলতে তুলতে, রন, ডিন আর সিমাস ঘরে ঢুকল। জোরে কসম খেল ডিন।

'কি হয়েছে, হ্যারি?'

'কোন ধারণা নেই,' বলল হ্যারি। কিন্তু রন হ্যারির পোশাকটা পরীক্ষা করছিল। সবগুলো পকেট বাইরের দিকে সের করা।

'কেউ একজন কিছু একটা খুঁজছিল,' বলল রন। 'কোন কিছু কি পাওয়া যাচ্ছে না?'

হ্যারি একটা একটা করে তুলে ট্রাঙ্কে ছুড়ে মারছে। লকহার্টের শেষ বইটা ট্রাঙ্কে ছুড়ে দেয়ার পর সে বুঝতে পারল কি খোয়া গেছে।

'রিডল্‌-এর ডায়রিটা নেই,' নিম্ন কণ্ঠে বলল সে রনকে।

'কি?'

হ্যারি দরজার দিকে মাথা ঝাঁকালো, রন ওকে অনুসরণ করল। ওরা দ্রুত গ্রিফিন্ডর কমন রুমে চলে এলো, ওটা অর্ধেক খালি, ওখানে ওরা হারমিওন, ও একা বসে *প্রাচীন রুনকে মেড ইজি* পড়ছিল।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল হারমিওন খবরটা শুনে ।

'কিন্তু, শুধুমাত্র একজন গ্রিফিন্ডরই চুরিটা করতে পারে- আর কেউ তো আমাদের পাসওয়ার্ড জানে না...'

'ঠিক তাই,' বলল হ্যারি।

* * * *

পরদিন ঘুম ভাল চমৎকার সূর্যালোক, আলো এবং তাজা বাতাসে।

'কিডিচ খেলার একেবারে আদর্শ পরিবেশ,' গ্রিফিন্ডর টেবিলে উৎসাহের সঙ্গে উড বলল টিমের সকলের প্লেটে ডিম তুলে দিতে দিতে। 'হ্যারি কি হলো বাক আপ, তোমার একটা ভাল নাস্তা দরকার।'

হ্যারি তাকিয়ে আছে গ্রিফিন্ডর টেবিলের ভীড়ের দিকে, ভাবছে রিড্‌লের ডায়রির নতুন মালিক একেবারে তার চোখের সামনে রয়েছে কি না। হারমিওন ওকে বলছে চুরি সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্যে, কিন্তু কথাটা হ্যারির পছন্দ হয়নি। তা'হলে টিচারকে ডায়রি সম্বন্ধে সব কথাই বলে দিতে হবে এবং বলতে হবে কতজন জানত পঞ্চাশ বছর আগে কেন হ্যাগ্রিডকে স্কুল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল? সে সেই ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হতে চায় না, যে আবার বিষয়টা

প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে।

রন এবং হারমিওনের সঙ্গে গ্রেট হল ছেড়ে কিডিচ-এর জিনিসগুলি আনার জন্যে যাওয়ার পথে আরেকটি খুবই গুরুতর উদ্বেগ যোগ হলো হ্যারির তালিকায়। যেই মাত্র সিড়ির মার্বল ধাপে পা দিয়েছে অমনি শুনতে পেলো আবার: *'এইবার হত্যা করো...আমাকে ছিঁড়তে দাও...ছেঁড়ো...'*

সে জোরে চিৎকার করে উঠল এবং রন আর হারমিওন দুজনেই ভয়ে তার কাছ থেকে লাফিয়ে দূরে সরে গেলো।

'ওই কণ্ঠস্বরটা!' বলল হ্যারি, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে। 'আমি এইমাত্র আবার ওটা শুনলাম– তোমরা শোনোনি?'

রন মাথা নাড়ল, ওর চোখ ছানাবড়া। হারমিওন অবশ্য, ওর নিজের কপালে চাপড় দিল।

'হ্যারি- আমার মনে হয় এইমাত্র আমি কিছু বুঝতে পেরেছি! আমাকে লাইব্রেরীতে যেতে হবে!'

এবং দৌড়ে উঠে গেলো সিঁড়ি দিয়ে।

'ও কি বুঝল?' বলল হ্যারি অন্যমনস্কভাবে, তখন ও চারদিক দেখছে, বলার চেষ্টা করছে কোথেকে কণ্ঠস্বরটা আসছে।

'সে আমার চেয়ে বেশি দায়িত্ব নায়,' বলল রন মাথা ঝাঁকিয়ে।

'কিন্তু ওকে লাইব্রেরীতে যেতে হবে কেন?'

'কারণ ওটাইতো হারমিওন করে,' বলল রন কাধ ঝাঁকিয়ে। 'যখনই কোন সন্দেহ, যাও লাইব্রেরীতে।'

হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে, অস্থির সংকল্প, কণ্ঠস্বরটা আবার শোনার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখন পেছনে গ্রেট হল থেকে লোকজন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। কথা বলছে জোরে জোরে, সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে কিডিচ পিচের দিকে যাচ্ছে।

'তুমি বরং যাও,' বলল রন। 'প্রায় এগারোটা বাজে ভুল- ম্যাচটা।'

গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে দৌড়ে উঠল হ্যারি, ওর নিশ্বাস দুই হাজারটা নিল এবং খেলার মাঠের ভিড়ের সঙ্গে যোগ দিল, কিন্তু ওর মন পড়ে আছে দূর্গ-প্রাসাদে অশরিরী কণ্ঠস্বরের সঙ্গে, এবং যখন সে ড্রেসিং রুমে রক্তলাল জার্সিটা পড়ছে তখন তার একমাত্র সান্ত্বনা হচ্ছে সকলেই এখন মাঠে খেলা দেখবে বলে।

প্রবল উত্তেজনা আর হাততালির মধ্যে দুই টীম মাঠে প্রবেশ করল। ওয়ার্ম-আপের জন্য অলিভার উড গোল পোস্টগুলোর চারদিকে ওড়ার জন্যে গেলো। মাদাম হুচ বলগুলো ছাড়লেন। ক্যানারী হলুদ জার্সি পরা হাফলপাফ-এর প্লেয়াররা একত্রে গোল হয়ে কৌশল নিয়ে শেষ মুহূর্তের আলোচনা করছে।

হ্যারি ওর ঝাড়ুর ওপর উঠছিল, তখনই প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে দেখা গেল আসছেন বিরাট একটা রক্তলাল মেগাফোন হাতে, কিছুটা দৌড়ে, কিছুটা দ্রুত হেটে।

হ্যারির হৃৎপিন্ডটা পাথরের মতো ভারি বোধ হলো।

'এই ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে,' মেগাফোনে বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, দর্শক ভর্তি স্টেডিয়ামকে উদ্দেশ্য করে। চারদিক থেকে চিৎকার আর বুউউ ধ্বনি শোনা গেল। অলিভার উডকে মনে হলো বিধ্বস্ত, নামল এবং ঝাড়ুদণ্ড না খুলেই প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের দিকে দৌড়ে গেলো।

'কিন্তু প্রফেসর!' চিৎকার করল ও, 'আমাদের খেলতে হবে...কাপ... গ্রিফিন্ডর...'

ওকে উপেক্ষা করলেন প্রফেসর, মেগাফোনে বলতে লাগলেন,' সব ছাত্রকে তাদের হাউজ কমন রুমে যেতে হবে, যেখানে তাদের আরো তথ্য জানাবেন হেডস অফ হাউজ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, প্লিজ!'

তারপর মেগাফোন নামিয়ে তিনি হ্যারিকে ডাকলেন।

'পটার, আমার মনে হয় তুমি বরং আমার সাথে এসো...'

অবাক হয়ে ভাবছে হ্যারি এবারও কিভাবে তাকেই সন্দেহ করছেন তিনি, হ্যারি দেখল বিক্ষুব্ধ ভীড় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করছে রন; ওরা রওয়ানা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রনও দৌড়ে এলো কাছে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আপত্তি করলেন না, হ্যারি অবাক হলো।

'হ্যা, সেই ভাল, তুমিও আমাদের সঙ্গেই এসো, উইসলি।'

ওদের চারপাশ দিয়ে ভীড় করে যারা ফিরে যাচ্ছে খেলা বাতিল করায় অসন্তোষ প্রকাশ করছে। রন দের উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। হ্যারি এবং রন প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে অনুসরণ করে স্কুলে ফিরল মার্বেল পাথরের সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে, কিনতু এবার তাদেরকে কারো অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো না।

ওরা যাচ্ছে হাসপাতালের দিকে। 'কিছুটা আঘাত পেতে পারো তোমরা', আশ্চর্য নম্রভাবে বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। 'আরেকটি হামলা হয়েছে...আরেকটি ডাবল হামলা।'

হ্যারির ভেতরটা ভয়াবহ ভাবে লাফিয়ে উঠল ভয়ানকভাবে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দরজাটা খুললেন, হ্যারি আর রন ভেতরে গেল।

মাদাম পমফ্রে ঝুঁকে আছেন পঞ্চম বর্ষের একজন ছাত্রীর উপর, মেয়েটির চুল কোঁকড়ানো। মেয়েটিকে চিনতে পারল হ্যারি, র‍্যাভেনক্ল'র ভুল করে এই মেয়েটিকেই স্লিথারিনের কমন রুমের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। এবং ওর পাশের বিছানায়-

'হারমিওন!' আর্তনাদ করে উঠল রন।

হারমিওন শুয়ে আছে একেবারে স্থির, ওর চোখ খোলা এবং কাচের মতো স্বচ্ছ।

'ওদেরকে লাইব্রেরীর কাছে পাওয়া গিয়েছে,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।'আমার মনে হয় না তোমাদের কেউ এটা সম্পর্কে বলতে পারবে? এটা ওদের পাশে মেঝেতে পাওয়া গিয়েছে...'

তার হাতে একটা ছোট্ট গোল আয়না।

হ্যারি আর রন মাথা নাড়ল, দুজনেই তাকিয়ে আছে হারমিওনের দিকে।

'আমি গ্রিফিন্ডর টাওয়ার পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যাবো,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ভারী কণ্ঠে। 'যাই হোক আমাকে ছাত্রদের প্রতি কিছু বলতেই হবে।'

* * * *

'সব ছাত্রকে তাদের হাউজ কমন রুমে সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে ফিরতে হবে। ওই সময়ের পর কেউই হোস্টেল থেকে বাইরে যাবে না। ক্লাসে যাওয়ার সময় তোমাদের সঙ্গে একজন করে শিক্ষক যাবেন। কোন ছাত্রই শিক্ষকের সাহচর্য ছাড়া বাথরুম পর্যন্ত ব্যবহার করবে না। পরবর্তী সকল কিডিচ প্রশিক্ষণ এবং ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। আর কোন সান্ধ্য কর্মকাণ্ড হবে না।'

কমন রুম ভর্তি গ্রিফিন্ডররা প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের বক্তব্য শুনল নিরবে। যে পার্চমেন্ট থেকে তিনি পড়ছিলেন সেটা গোল করে গুটিয়ে নিলেন, ধরা গলায় বললেন,'আমার হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে খুব কম সময়ই আমি এমন বেদনাহত হয়েছি। মনে হচ্ছে এসব হামলার পেছনের অপরাধীকে ধরা না সম্ভব হলে স্কুল বন্ধ করে দেয়া হবে। যারাই এ সম্পর্কে কিছু জানেন আমি তাদেরকে এগিয়ে এসে আমাদের কাছে বলার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি।'

ছবির গর্ত দিয়ে আনাড়ির মতো বেরিয়ে গেলেন তিনি। এবং গ্রিফিন্ডররা সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

'দুজন গ্রিফিন্ডর হামলার শিকার, একজন গ্রিফিন্ডর ভূতকে না ধরেও বলা যায়, একজন র‍্যাভেনক্ল এবং একজন হাফলপাফ,' আঙুল গুনে বলল জমজ উইসলিদের বন্ধু লী জর্ডান। 'কোন শিক্ষক কি খেয়াল করেননি যে স্লিথারিনরা সবাই নিরাপদে রয়েছে? এটা কি স্পষ্ট নয় যে এই সব হামলা স্লিথারিনদের দিক থেকেই হচ্ছে? স্লিথারিনের বংশধর, স্লিথারিনের দানব- ওরা সব স্লিথারিকে বের করে দেয় না কেন?' গর্জন করে উঠল সে।

পার্সি উইসলি লী জর্ডানের ঠিক পেছনের চেয়ারেই বসে ছিল, কিন্তু এই একবারের জন্য তার মতামত শোনাবার আগ্রহ দেখা গেল না। ওকে বিবর্ণ এবং হতবাক লাগছিল।

'পার্সি সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে,' জর্জ বলল হ্যারিকে আস্তে করে। 'ওই র‍্যাভেনক্ল মেয়েটা পেনেলোপ ক্লিয়ারওয়াটার-প্রিফেক্ট। আমার মনে হয় না ও ভেবেছে দানবটা একজন প্রিফেক্টকে অক্রমণ করতে সাহস পাবে না।

কিন্তু পুরোপুরি শুনছে না ওর কথা। ওর চোখ থেকে হারমিওনের ছবিটা কিছুতেই সরছে না, হাপাতালের বিছানায় শুয়ে রয়েছে যেন পাথর খোদাই করে বানানো হয়েছে। এবং যদি তাড়াতাড়ি অপরাধীকে ধরা না যায়, তাহলে তার ভাগ্যে সারাজীবনের জন্য ডার্সলিদের সাথে কাটানোই রয়েছে ভাগ্যে। টম রিডল্ হ্যাগ্রিডকে ধরিয়ে দিয়েছে কারণ ওকে মাগল এতিমখানায় থাকতে হতো যদি স্কুল বন্ধ হতো। হ্যারি এখন বুঝতে পারছে ওর ঠিক কেমন লেগেছিল।

'আমরা এখন কি করবো? বলল রন হ্যারির কানে কানে। 'তুমি কি মনে করো ওরা হ্যাগ্রিডকে সন্দেহ করছে?'

'আমাদেরকে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে,' বলল হ্যারি, ও মন ঠিক করে ফেলেছে। 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এবারও সেই, কিন্তু শেষবার ও যদি দানবটাকে ছেড়ে দিয়ে থাকে তবে ও জানবে কি ভাবে চেম্বার অফ সিক্রেট্স এর ভেতরে যেতে হয়, এবং সেটাই হবে শুরু।'

'কিন্তু প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বলেছেন আমাদেরকে টাওয়ারেই থাকতে হবে, যদি না আমরা ক্লাসে যাই-'

'আমার মনে হয়,' বলল হ্যারি, আরো শান্তভাবে, 'আবার ড্যাড-এর পুরনো আলখাল্লাটা বের করবার সময় এসেছে।'

* * * *

হ্যারি তার বাবার কাছ থেকে একটাই মাত্র জিনিস উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, আর সেটা হচ্ছে একটা লম্বা, রেশমী অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লা। স্কুল থেকে চুপিসারে বেরিয়ে কেউ যেন জানতে না পারে, হ্যাগ্রিডের সঙ্গে দেখা করবার ওটাই একমাত্র উপায়। নির্ধারিত সময়ই ওরা শুতে গেল। নেভিল, ডিন এবং সিমাস চেম্বার অফ সিক্রেট্স সম্পর্কে আলোচনা শেষ করে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করল। তারপর উঠল, কাপড় পরল এবং গায়ের ওপর আলখাল্লাটা চড়িয়ে নিল।

অন্ধকার জনশূন্য করিডোর দিয়ে যাওয়াটা উপভোগ্য হয়নি। হ্যারি আগেও

রাতে করিডোর দিয়ে অনেকবার ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কখনই সূর্যাস্তের পর এত ভিড় দেখেনি। শিক্ষক, প্রিফেক্টস এবং ভূত করিডোর ধরে সবাই টহল দিচ্ছে জোড়ায় জোড়ায়, যে কোন অস্বাভাবিক তৎপরতায়ই ঘুরে দেখছে। ওদের অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লা ওদের শব্দগুলো ঢেকে রাখতে পারেনি, বিশেষ করে একটা উদ্বেগের মুহূর্ত ছিল যখন রন তার পায়ের আঙুলে ব্যথা পেল, ঠিক ওই যায়গায় যেখানে স্নেইপ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে যে মুহূর্তে রন কসম খেল ঠিক সেই মুহূর্তেই স্নেইপও হাঁচি দিল। ওক কাঠের সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে ওরা আস্তে করে ওটা খুলল।

পরিস্কার তারা ভরা রাত। হ্যাগ্রিডের বাড়ির আলো জ্বলা জানালা লক্ষ্য করে ওরা দ্রুত হাঁটছে। এবং একেবারে সদর দরজার ঠিক সামনে গিয়ে তবে আলখাল্লাটা খুলল।

দরজায় টোকা দেয়ার ঠিক মুহূর্ত পরই হ্যাগ্রিড দরজা খুলে দিল। একেবারে মুখোমুখি ওদের দিকে একটা ক্রসবো তাক করে রয়েছে সে, ফ্যাং, হ্যাগ্রিডের বোরহাউন্ড, ওদের দেখে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল।

'ওহ', বলল সে, অস্ত্রটা নামিয়ে এবং ওদের দিকে সোজা দৃষ্টিতে তাকিয়ে। 'তোমরা দুজনে এখানে কি করছ?'

'ওটা কিসের জন্য?' ক্রসবো-টা দেখিয়ে প্রশ্ন করল হ্যারি ভেতরে যেতে যেতে।

'কিছু না...কিছু না,' বিড় বিড় করল হ্যাগ্রিড। 'আমি আশা করছিলাম'...'কিছু এসে যায় না...বসো...চা বানাচ্ছি...'

মনে হচ্ছে জানেই না কি করছে ও। প্রায় আগুনটা নিভিয়ে ফেলেছিল, কেটলি থেকে পানি ফেলে দিয়েছিল প্রায় এবং তার বিশাল হাতের ধাক্কায় টিপটটা ভেঙ্গে ফেলল।

'তুমি ঠিক আছো তো হ্যাগ্রিড?' বলল হ্যারি। 'তুমি কি হারমিওনের কথা শুনেছ?'

'ওহ, আমি শুনেছি, ঠিকই,' বলল হ্যাগ্রিড, ওর স্বর একটু ভাঙ্গা।

সন্ত্রস্ত সে, বারবার জানালার দিকে তাকাচ্ছে। ওদের দুজনকে বিরাট দুই মগে ফুটন্ত পানি ঢেলে দিল ও (চা-ব্যাগ দিতে ভুলে গেছে), এবং একটা প্লেটে ওদের জন্য ফ্রুট কেক দিচ্ছিল সেই সময় দরজায় জোরে জোরে করাঘাত হলো।

হ্যাগ্রিডের হাত থেকে ফ্রুট কেকটা খসে পড়ল। হ্যারি আর রন ভয় পেয়ে দৃষ্টি বিনিময় কলল, ওরা অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটা আবার জড়িয়ে নিয়ে এক কোণায় চলে গেল। হ্যাগ্রিড দেখে নিল ওরা ঠিক মতো লুকিয়েছে কি না।

ক্রসবো তুলে নিল, আরেকবার দরজাটা খুলে দিল।

'গুড ইভিনিং হ্যাগ্রিড।'

ডাম্বলডোর এসেছেন। ভেতরে ঢুকলেন, তাকে ভীষণ সিরিয়াস দেখাচ্ছে, তাকে অনুসরণ করে ঢুকল একজন অদ্ভুত দেখতে লোক।

আগন্তুক বেটে, মোটা, উস্কোখুস্কো সাদা চুল, চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। অদ্ভুত মিশ্রণের কাপড় পরে রয়েছেন: চিকণ স্ট্রাইপের স্যুট, রক্তলাল টাই, লম্বা কালো আলখাল্লা এবং সূচালো লাল বুট পরনে। বগলের নিচে লেবুর মতো সবুজ বোলার হ্যাট।

'উনিই ড্যাড-এর বস্!' রন বলল। 'কর্ণেলিয়াস ফাজ, ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী।'

কনুই দিয়ে গুতো দিয়ে হ্যারি ওকে চুপ করিয়ে দিল।

ফ্যাকাশে হয়ে গেছে হ্যাগ্রিডের চেহারা, ঘাম ছুটে গেছে। একটা চেয়ারে বসে পড়ল হ্যাগ্রিড, তাকালো ডাম্বলডোর থেকে কর্ণেলিয়াস ফাজ-এর দিকে।

'খারাপ কাজ, হ্যাগ্রিড,' ফাজ বললেন কাটা কাটা ভাবে। 'খুবই খারাপ কাজ। আসতেই হলো। মাগল-জাতদের ওপর চার চারটি হামলা। অনেকদূর গড়িয়েছে। মন্ত্রণালয়কে হস্তক্ষেপ করতেই হচ্ছে।'

'আমি কখনো না,' বলল হ্যাগ্রিড, ডাম্বলডোরের দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিকে তাকিয়ে,'আপনি তো জানেন আমি করিনি, প্রফেসর ডাম্বলডোর, স্যার...'

'আমি বোঝাতে চাই , কর্নেলিয়াস, যে হ্যাগ্রিডের ওপর আমার পূর্ণ আস্থ রয়েছে,' বললেন ডাম্বলডোর , ফাজের দিকে কপাল কুঁচকে।

'দেখো, অ্যালবাস,' বললেন ফাজ, অস্বস্তিতে। 'হ্যাগ্রিডের রেকর্ডই ওর বিরুদ্ধে। মন্ত্রণালয়কে তো কিছু একটা করতে হবে– স্কুলের গভর্ণররা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।'

'তারপরও কর্ণেলিয়াস, আমি বলছি হ্যাগ্রিডকে নিয়ে গেলে পরিস্থিতির একটুও উন্নতি হবে না,' বললেন ডাম্বলডোর। ওর নীল চোখে যেন আগুন জ্বলছে, এরকম আগে কখনো দেখেনি হ্যরি।

'আমার অবস্থান থেকে দেখো,' বললেন ফাজ, বোলার হ্যাটটা অস্থিরভাবে নাড়ছেন। 'আমি অনেক চাপের মধ্যে আছি। কিছু কাজ হচ্ছে সেটা অন্তত দেখাতে হবে। যদি দেখা যায় হ্যাগ্রিড দোষী নয়, তাহলে ও ফিরে আসবে, সেটা আর বলাও লাগবে না। কিন্তু এখন আমার ওকে নিয়ে যেতেই হবে। আমার কর্তব্য পালন করা হবে না যদি না–'

'আমাকে নিয়ে যাবেন', বলল হ্যাগ্রিড কাঁপছে সে। 'কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'অল্প সময়ের জন্যে,' বললেন ফাজ, হ্যাগ্রিডের চোখে চোখ রাখতে

পারলেন না তিনি। 'কোন শাস্তি নয়, হ্যাগ্রিড, প্রাক সতর্কতা আর কি। যদি অন্য কেউ ধরা পড়ে, একেবারে ক্ষমা চে আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে...'

'আজকাবান নয়?' বিষন্ন কণ্ঠে বলল হ্যাগ্রিড।

ফাজ জবাব দেয়ার আগেই দরজায় আবার জোরে টোকা পড়ল।

এবার ডাম্বলডোর দরজা খুললেন। এখন হ্যারি রনের পাঁজরে কনুই দিয়ে গুতো মারল: শোনা না যায় এমন একটা দম ফেলল রন।

মিস্টার লুসিয়াস ম্যালফয় ঢুকছে হ্যাগ্রিডের বাড়িতে, লম্বা একটা ভ্রমণকালীন আলখাল্লা পরনে, মুখে শীতল কিন্তু সন্তুষ্টির হাসি। হ্যাগ্রিডের কুকুর ফ্যাং ঘিউ ঘেউ করে উঠল।

'ইতোমধ্যেই এসে গেছো, ফাজ,' বলল সে সমর্থনের ভঙ্গিতে, 'বেশ, বেশ...'

'তুমি এখানে কি করছ?' ক্ষিপ্ত হয়ে বলল হ্যাগ্রিড, 'আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও!'

'মাই ডিয়ার, প্লিজ আমাকে বিশ্বাস করো, আমার মোটেও ইচ্ছা নেই তোমার– এই কি বললে– তুমি এটাকে বাড়ি বললে, বাড়ীতে আসার।' বিদ্রুপের ভঙ্গিতে ঘরটা দেখতে দেখতে বললেন লুসিয়াস ম্যালফয়। 'আমি স্কুলে গিয়েছিলাম, আমাকে ওখান থেকে বলল, হেডমাস্টার সাহেব এখানেই রয়েছেন।'

'এবং আমার সাথে, ঠিক কি চাচ্ছো লুসিয়াস?' জিজ্ঞাসা করলেন ডাম্বলডোর। বললেন ভদ্র ভাবেই কিন্তু ওর নীল চোখের সেই আগুনটা এখনো রয়ে গেছে।

'ভয়াবহ ব্যাপার, ডাম্বলডোর,' অলসভাবে বললেন মিস্টার লুসিয়াস, পার্চমেন্টের একটা লম্বা রোল বের করলেন পকেট থেকে,'গভর্ণররা মনে করেন তোমার পদত্যাগ করা উচিৎ। এই যে সাসপেনশনের আদেশ-এর মধ্যে বারো জনেরই স্বাক্ষর রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে তুমি তোমার কর্মক্ষমতা হারাচ্ছ। এখন পর্যন্ত কয়টা হামলা হয়েছে? আরো দুটো আজ বিকেলে, তাই না? এই হারে হতে থাকলে হোগার্টস-এ কোন মাগল-জাত থাকবে না, এবং আমরা সকলেই জানি সেটা স্কুলের জন্য কি সাংঘাতিক ক্ষতির ব্যাপার হবে।'

'ওহ, দেখো লুসিয়াস,' বললেন ফাজ, শঙ্কিত মনে হচ্ছে তাকে, 'ডাম্বলডোর সাসপেনশনে...না...না এই মুহূর্তে যেটা একেবারেই চাই না...'

'হেডমাস্টারের নিয়োগ– অথবা সাসপেনশন– ব্যাপারটা গভর্ণরদের হাতে, ফাজ,' বললেন মিস্টার ম্যালফয় শান্তভাবে। 'এবং ডাম্বলডোর এই হামলাগুলি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে...'

'দেখো, লুসিয়াস, যদি ডাম্বলডোর না থামাতে পারে—' বললেন ফাজ, ওর উপরের ঠোঁট ঘামছে, 'আমি বলতে চাচ্ছি, কে পারবে?'

'সেটা দেখার অপেক্ষা,' বললেন মিস্টার ম্যালফয়, মুখে একটা নোংরা হাসি। 'কিন্তু যেহেতু আমরা বারো জনই ভোট দিয়েছি...'

হ্যাগ্রিড লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, ওর লম্বা বিশৃংখল চুলের কালো মাথাটা সিলিং-এ গিয়ে ঠেকেছে।

'এবং কতজনকে তোমার ভয় দেখাতে হয়েছে বা ব্ল্যাকমেল করতে হয়েছে ওদের সম্মত করাতে, ম্যালফয়, এহ?' গর্জন করে উঠল সে।

'ডিয়ার, ডিয়ার, তুমি জান, তোমার এই মেজাজটাই তোমাকে একদিন বিপদে ফেলবে, হ্যাগ্রিড,' বললেন মিস্টার ম্যালফয়। 'আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি আজকাবান গার্ডদের উদ্দেশে অমনভাবে চিৎকার করো না। ওরা এটা মোটেই পছন্দ করবে না।'

'তোমরা ডাম্বলডোরকে নিয়ে যেতে পারো!' চিৎকার করে উঠল হ্যাগ্রিড, ফ্যাং-ওর কুকরটা ঝুড়িতে বসে আরো ভয় পেয়ে কুঁই কুঁই করে উঠল। 'ওঁকে নিয়ে যাও, এরপর মাগল-জাতদের আর বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই! এরপর খুন হতে থাকবে!'

'নিজেকে সামলাও, হ্যাগ্রিড,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন ডাম্বলডোর। তাকালেন লুসিয়াস ম্যালফয়ের দিকে।

'যদি গভর্ণররা আমাকে সরাতে চান, লুসিয়াস, তাহলে অবশ্যই আমি সরে দাঁড়াবো।'

'কিন্তু-' তোতলাচ্ছেন ফাজ।

'না!' গর্জন করল হ্যাগ্রিড।

ম্যালফয়ের ঠান্ডা ধূসর চোখের ওপর থেকে ডাম্বলডোর তার নীল উজ্জ্বল চোখ সরাননি।

'যাই হোক, বললেন ডাম্বলডোর, অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এবং ধীরে, যেন কোন শব্দই শুনতে কারো অসুবিধা না হয়, 'তোমরা দেখবে আমি সত্যিকার অর্থে তখনই স্কুল ছেড়ে যাবো, যখন এখানে আমার অনুগত আর কেউই থাকবে না। এও দেখবে এই সাহায্যটা সব সময়ই হোগার্টস্-এ করা হয়, যখনই কেউ চায়।'

মুহূর্তের জন্য হ্যারি ভাবল সে আর রন যেখানে লুকিয়ে রয়েছে সেই দিকেই ডাম্বলডোরের চোখটা ঘুরে গেল।

'প্রশংসারযোগ্য সেন্টিমেন্ট, বললেন ম্যালফয় কুর্ণিশ করে। 'আমরা সকলেই তোমাকে মিস-মানে এককভাবে তোমার সব কিছু করার স্টাইলটাকে

মিস করবো, অ্যালবাস, এবং আশা করবো তোমার উত্তরাধিকার "খুন" বন্ধ করতে সক্ষম হবে।'

কেবিনের দরজা পর্যন্ত গেলেন লুসিয়াস ম্যালফয়, খুললেন এবং কুর্নিশ করে ডাম্বলডোরকে বাইরে নিয়ে গেলেন। ফাজ তার বোলার হ্যাট হাতে নিয়ে নাড়ছেন, অপেক্ষা করলেন হ্যাগ্রিডকে তার আগে যাওয়ার জন্যে, কিন্তু হ্যাগ্রিড দাঁড়িয়েই রয়েছে, একটা গভীর শ্বাস নিয়ে সে বলল,'কেউ যদি কোন কিছু খুঁজে পেতে চায়, তাকে শুধু মাকড়শাদের অনুসরণ করতে হবে। ওরাই কে ঠিক পথে নিয়ে যাবে! আমার এ পর্যন্তই বলা।'

বিস্মিত ফাজ তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'এই যে, আমি আসছি,' বলল হ্যাগ্রিড, ওর ওভারকোটটা গায়ে দিতে দিতে। ফাজের পেছন পেছন যেতে যেতে আবার থামল এবং জোরে বলল,'আমি যখন থাকব না, তখন ফ্যাং-কে খাওয়া দেয়ার প্রয়োজন হবে।'

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হলো। অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটা রন খুলে ফেলল।

'আমরা এখন বিপদে আছি,' বলল কর্কশ গলায়। 'ডামবলডোর নেই। আজ রাতে ওরা স্কুলও বন্ধ করে দিতে পারে। উনি না থাকলে প্রতিদিন একটা করে হামলা হবে।'

দরজায় গা ঘষা-ঘষি করছে ফ্যাং, ডাক ছাড়ছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

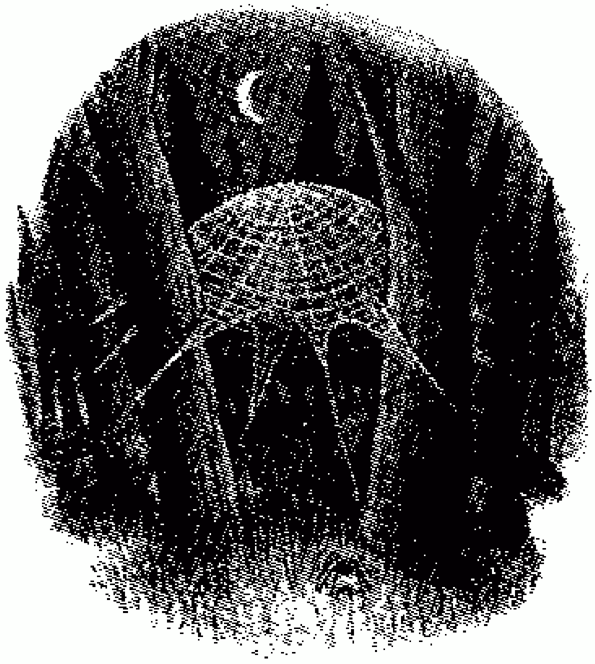

আরাগগ

দুর্গ-প্রাসাদের মাটিতে ধীরে ধীরে গ্রীষ্ম নেমে আসছে; আকাশ এবং হ্রদ দুটোই একসঙ্গে যেন চিরশ্যামল নীল হয়ে গেলো এবং ফুলকপির মতো বড় বড় ফুল ফুটল গ্রীন হাউজ গুলিতে। কিন্তু হ্যাগ্রিড আর হেটে বেড়াচ্ছে না পেছনে কুকুর ফ্যাংকে নিয়ে নিয়ে, এই দৃশ্য আর প্রাসাদের জানালা দিয়ে দেখা যায় না, হ্যাগ্রিডকে ছাড়া দৃশ্যটা ভাল লাগছে না হ্যারির কাছে; বস্তুত, দুর্গ-প্রাসাদের ভেতর থেকে তো ভাল নয়ই, এখানে সবকিছুই ভয়ানকভাবে উল্টো-পাল্টা চলছে।

হ্যারি আর রন হারমিওনকে দেখতে গিয়েছিল কিন্তু পারেনি, হাসপাতালে দর্শনার্থী নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

'আমরা কোন ঝুঁকি নেব না,' মাদাম পমফ্রে ওদের গম্ভীরভাবে বললেন

হাসপাতাল দরজার একটা ফাঁক দিয়ে। 'না, আমি দুঃখিত, প্রচুর আশংকা রয়েছে যে আক্রমণকারী এই লোকগুলোকে শেষ করবার জন্যে ফিরে...'

ডাম্বলডোর নেই, অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে অনেক বেশি, রৌদ্র যে প্রাসাদের দেয়াল উষ্ণ করছে, সেটা যেন জানালার বাইরেই থেমে গেছে। স্কুলে এমন কোন চেহারা দেখা যায় না যার মধ্যে উদ্বেগ এবং ভীতির ছাপ নেই। এবং করিডোরে যে কোন হাসিই শোনা যাক না কেন মনে হয় উচ্চ কণ্ঠ এবং তীক্ষ্ণ এবং অস্বাভাবিক, সঙ্গে সঙ্গে সেটা থামিয়ে দেয় হয়।

ডাম্বলডোরের শেষ কথাগুলি হ্যারি সব সময় নিজের মনে আউড়ে চলেছে। *'আমি সত্যিকার অর্থে তখনই স্কুল ছেড়ে যাবো, যখন এখানে আমার অনুগত আর কেউই থাকবে না। এও দেখবে এই সাহায্যটা সব সময়ই হোগার্টস্-এ করা হয়, যখনই কেউ চায়।'* কিন্তু এই কথা গুলি কি কাজে আসবে? কার কাছে সাহায্য চাইবে তারা, যেখানে সবাই তাদের মতোই বিভ্রান্ত আর ভীত?

মাকড়সা সম্পর্কে হ্যাগ্রিডের ইঙ্গিতটা বোঝা অনেক সহজ– সমস্যা হচ্ছে এখানে আর একটিও মাকড়সা অবশিষ্ট নেই অনুসরণ করবার মতো। হ্যারি যেখানে যেখানে গেছে সেখানেই খোঁজ করেছে, রন সাহায্য করেছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও। তাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটেছে কারণ তাদেরকে নিজের মতো করে ঘুরতে দেয়া হয় না, বরং আশে পাশেই গ্রিফিন্ডরদের সঙ্গে জটলা বেঁধে ঘুরতে হয়। ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে শিক্ষকরা যে ওদের ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে যান ওদের সঙ্গের বেশিরভাগ ছাত্রই এতে খুশি, কিন্তু হ্যারির কাছে ব্যাপারটা বিরক্তিকর লাগে।

একজন যেন এই ভীতি আর সন্দেহের পরিবেশে খুব মজা পাচ্ছে। ড্র্যাকো ম্যালফয় গর্বে পুরো স্কুল ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন এইমাত্র তাকে স্কুলের হেডবয় নিয়োগ করা হয়েছে। হ্যারি বুঝতে পারছিল না তার এত খুশি হওয়ার কি হয়েছে। কিন্তু ডাম্বলডোর আর হ্যাগ্রিড চলে যাওয়ার দুই সপ্তাহ পর পোশন ক্লাসে সব পরিষ্কার হয়ে গেলো। মনের আনন্দে ব্যাপারটা ও ক্রেব আর গয়লের কাছে বলছিল ঠিক ওর পেছনে।

'আমি সব সময়ই ভাবতাম বাবাই ডাম্বলডোরকে সরাবেন,' সে বলল, স্বর ছোট করার জন্য তার কোন চেষ্টা নেই, 'আমি তোমাদের বলেছি তিনি সব সময়ই ভাবেন যে ডাম্বলডোর হচ্ছে স্কুলের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ হেডমাস্টার। হয়তো এখন আমরা একজন ভালো হেডমাস্টার পাবো, যিনি চাইবেন না চেম্বার অফ সিক্রেট্স বন্ধ থাকুক। ম্যাকগোনাগল বেশি দিন টিকবেন না, তিনি শুধু সাময়িক...'

হ্যারির পাশ দিয়ে চলে গেলেন স্নেইপ, হারমিওনের শূন্য সিট আর লোহার কড়াইয়ের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করলেন না।

'স্যার,' বলল ম্যালফয় জোরে। 'স্যার, আপনি কেন হেডমাস্টারের পদের জন্যে আবেদন করছেন না?'

'ব্যস, ব্যস, ম্যালফয়,' বললেন স্নেইপ, যদিও ঠোঁটের কোণের এক চিলতে হাসিটা তিনি চেপে রাখতে পারলেন না। 'প্রফেসর ডাম্বলডোরকে গভর্নররা শুধু সাসপেন্ড করেছেন। আমি বলছি তিনি খুব শীঘ্রই আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন।'

'ইয়ে, ঠিক,' কৃত্রিম হাসল ম্যালফয়। 'আমি আশা করি আপনি বাবার ভোটটা পাবেন স্যার, যদি আপনি কাজটার জন্যে আবেদন করেন। আমি বাবাকে বলবো আপনিই এখানকার সবচেয়ে ভাল টিচার,,,'

স্নেইপও একটা কৃত্রিম হাসি দিলেন, ক্লাসের ভেতরে চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সৌভাগ্য যে তিনি সিমাস ফিনিগানকে দেখতে পেলেন না, ও তার লোহার কড়াইয়ে বমি করবার ভান করছিল।

'আমি খুবই অবাক হচ্ছি, মাডব্লাডরা যে এখনো তল্পিতল্পা গোটাচ্ছে না,' বলেই চলেছে ম্যালফয়। 'পাঁচ গ্যালিয়ন্স বাজি ধরতে পারি পরেরটা অবশ্যই মারা যাবে। দুঃখ গ্রেঞ্জার কেন হলো না...'

ভাগ্য ভাল ঠিক সেই মুহূর্তে ঘন্টা বাজল; ম্যালফয়ের শেষ কথাটায় রন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, এবং বই আর ব্যাগ নেয়ার তাড়াহুড়ার মধ্যে সে যে ম্যালফয়ের কাছে পৌছতে চাচ্ছে এটা কারো নজরে পড়ল না।

'আমাকে ছেড়ে দাও,' চাপা গর্জন করল রন, হ্যারি আর ডিন তার দুই হাত আঁকড়ে ধরে আছে। 'আমি আর পরোয়া করি না, আর জাদুদণ্ডের দরকার নেই, ওকে আমি খালি হাতেই মেরে ফেলব—'

'জলদি করো, তোমাদের আবার হারবলজিতে পৌছে দিতে হবে,' খেকিয়ে উঠলেন স্নেইপ, এবং ওরা রওয়ানা হয়ে গেল, কুমীর আকৃতিতে লাইন বেঁধে যাচ্ছে ওরা, হ্যারি, রন আর ডন সবার পেছনে, রন এখনো ওদের হাত থেকে ছোটার চেষ্টা করছে। ওকে ছাড়া তখনই নিরাপদ হলো যখন স্নেইপ তাদেরকে দূর্গ-প্রাসাদের বাইরে নিয়ে গেলেন, এবং তারা সব্জির বাগানের মধ্য দিয়ে গ্রীন হাউজে যাচ্ছে।

হাবলজি ক্লাসটা খুব ঠান্ডা, ওদের মধ্যে থেকে দু'জন নেই, জাস্টিন এবং হারমিওন।

প্রফেসর স্প্রাউট ওদেরকে আবিসিনিয়ান শ্রিভেলফিগস্-এর ডাল-পালা ছেটে পরিষ্কার করতে লাগিয়ে দিলেন। হাতভর্তি মরা ডাল কম্পোস্টের স্তুপে

ফেলতে গিয়ে হ্যারি নিজেকে একেবারে আর্নি ম্যাকমিলানের মুখোমুখি দেখতে পেলো। একটা গভীর শ্বাস নিয়ে আর্নি বলল,'আমি যে তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম সে জন্যে দুঃখিত হ্যারি। আমি জানি তুমি কখনোই হারমিওন গ্রেঞ্জারকে আক্রমণ করবে না, এবং আমি যে সব কথা বলেছি তার জন্যও ক্ষমা চাইছি। আমরা সবাই এখন একই নৌকার যাত্রী, আচ্ছা-'

ও একটা হাত বাড়িয়ে দিল এবং হ্যারি করমর্দন করল।

হ্যারি আর রনের সঙ্গে একই শিভেলফ্রিগে কাজ করতে এলো আর্নি এবং তার বন্ধু হান্নাহ।

'ওই ড্র্যাকো ম্যালফয় চরিত্রটা,' বলল আর্নি, মরা ডাল ভাঙতে ভাঙতে, 'ওকে এসবে খুব খুশি দেখাচ্ছে, তাই না? তুমি জান, আমি ভাবছি ওই স্লিথারিনের উত্তরাধিকার হতে পারে।'

'তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান,' বলল রন, মনে হচ্ছে হ্যারির মতো সহজে ও আর্নিকে ক্ষমা করতে পারেনি।

'তুমি কি মনে করো হ্যারি, ম্যালফয়ই?' অর্নি জিজ্ঞেস করল।

'না,' বলল হ্যারি এত দৃঢ়তার সাথে যে আর্নি এবং হান্নাহ দুজনেই অবাক হলো।

এক মুহূর্ত পর হ্যারি এমন কিছু দেখল যে ওকে রনের মাথায় গাছ ছাটার কাঁচি দিয়ে টোকা দিতে হলো।

'আউচ! তুমি কি-'

মাটিতে কয়েক ফিট দূরে দেখাচ্ছে হ্যারি। কয়েকটা বড় মাকড়সা মাটির ওপর দিয়ে দ্রুত হেটে যাচ্ছে।

'ওহ, হ্যা,' বলল রন, চেষ্টা করেও খুশি হতে পারছে না। 'কিন্তু এখন তো আমরা ওদের অনুসরণ করতে পারবো না...'

আর্নি আর হান্নাহ কৌতুহলের সঙ্গে ওদের কথা শুনছিল।

হ্যারি দেখছে মাকড়সাগুলো দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

'মনে হচ্ছে ওগুলো নিষিদ্ধ বনের দিকেই যাচ্ছে...'

এবং এতে রনকে আরো অখুশি মনে হলো।

ক্লাসের শেষে প্রফেসর স্নেইপ ওদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস লেসন ক্লাসে। হ্যারি আর রন একটু পিছিয়ে পড়েছে অন্যদের চেয়ে, যেন ওদের কথা কেউ শুনতে না পায়।

'আমাদেরকে আবার অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটা ব্যবহার করতে হবে,' হ্যারি বলল রনকে। 'আমরা কি ফ্যাংকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারি, ওতো হ্যাগ্রিডের সঙ্গে বনে যেতে যেতে অভ্যস্ত, হয়তো কোন কাজে আসতে

পারে।'

'ঠিক বলেছ,' বলল রন, ও সন্ত্রস্তভাবে আঙুলে ওর জাদুদণ্ডটা ঘোরাচ্ছিল। ' ইয়ে-মানে, বনে- কি ওয়েরউল্ফ থাকার সম্ভাবনা নেই?' যোগ করল রন, ক্লাস রুমের পেছনে ওদের যায়গায় বসতে বসতে।

প্রশ্নটার জবাব না দেয়াই সমীচিন মনে করল হ্যারি, বলল,'ওখানে ভাল কিছুও রয়েছে। সেন্টররা ঠিক আছে, এবং ইউনিকর্নও।'

রন এর আগে নিষিদ্ধ বনে যায়নি। হ্যারি শুধু একবার গিয়েছিল এবং আশা করেছিল আর কখনো যেতে হবে না।

লকহার্ট ক্লাসে প্রবেশ করলেন এবং সকলেই তাকাল ওঁর দিকে। সব শিক্ষকই এখন স্বাভাবিকের চেয়ে কঠোর, কিন্তু লকহার্টকে প্রাণবন্তের চেয়ে কম কিছু বলা যাবে না।

'কই সব,' চিৎকার করলেন তিনি, চারদিকে প্রফুল্লভাবে তাকিয়ে,'সবার চেহারা ঝুলে আছে কেন?'

সকলেই সবাই ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বিনিময় করল, কিন্তু কেউই জবাব দিল না।

'তোমরা বুঝতে পারছ না,' বললেন লকহার্ট, ধীরে ধীরে, যেন ওদের সকলের বুদ্ধি কম, 'বিপদ কেটে গেছে! অপরাধীকে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে।'

'কে বলে?' জোরে বলে উঠল ডিন থমাস।

'মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান, ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী যদি একশত ভাগ নিশ্চিত না হতেন তাহলে তিনি কিছুতেই হ্যাগ্রিডকে নিয়ে যেতেন না।,' বললেন লকহার্ট, এমনভাবে যেন বোঝাচ্ছেন যে দুই আর দুইয়ে চার হয়।

'ওহ, হ্যা, তিনি নিয়ে যেতেন,' বলল রন, ডিনের চেয়েও জোরে।

'আমি নিজেই নিজের প্রশংসা করছি, হ্যাগ্রিডের অ্যারেস্টের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে একটু বেশি, মিস্টার উইসলি,' বললেন লকহার্ট আত্মতৃপ্তের স্বরে।

রন বলতে শুরু করেছিল যে সে তা মনে করে না, কিন্তু মাঝপথে ডেস্কের নিচে হ্যারির লাথি খেয়ে থেমে গেল।

'আমরা সেখানে ছিলাম না, মনে রেখো?' বিড় বিড় করে বলল হ্যারি।

কিন্তু লকহার্টের বিরক্তিকর উৎফুল্ল ভাব, তার ইঙ্গিত যে তিনি সব সময়ই ভেবেছেন যে হ্যাগ্রিড ভালো নয়, পুরো ব্যাপারটা চুকে বুকে যাওয়া সম্পর্কে ওর আত্মবিশ্বাস, হ্যারিকে এত বিরক্ত করে তুলেছে যে তার ইচ্ছা করছিল যে গ্যাডিং উইথ ঘোওলস্ বইটা একেবারে লকহার্টের নির্বোধ মুখের ওপর ছুড়ে মারে। সে নিজেকে সামলে নিল রনকে ছোট্ট একটা নোট লিখে:'আজ রাতেই

চলো।'

রন ওটা পড়ে কষ্ট করে ঢোক গিলল এবং দুই পাশে দেখল শূন্য আসনে, সাধারণত যা হারমিওন দখল করে রাখে। দৃশ্যটা মনে হয় ওর সংকল্পকে দৃঢ় করল, এবং মাথা নাড়ল সে সম্মতি দিয়ে।

* * * *

আজকাল গ্রিফিন্ডর কমন রুমে সব সময়ই ভিড় থাকে, কারণ সন্ধ্যা ছয়টার পর থেকে গ্রিফিন্ডরদের অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। অবশ্য অনেক কথা থাকে তাদের বলবার, ফলে প্রায় সময়ই রাত বারোটা পার হয়ে গেলেও কমন রুম খালি হয় না।

ডিনারের পর পরই হ্যারি গেল ট্রাংক থেকে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটা আনতে। এবং সন্ধ্যাটা পার করল ওটা নিয়ে, কমন রুম খালি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। ফ্রেড এবং জর্জ হ্যারি আর রনকে এক্সপ্লোডিং স্ন্যাপ খেলায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে জর্জ আর ফ্রেড। জিনি দেখছে, হারমিওনের চেয়ারে বসে আছে সে, শান্ত হয়ে। হ্যারি আর রন ইচ্ছে করেই হারছে, যেন খেলাটা তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়, তারপরও অনেক সময় লেগে গেল। মধ্যরাতের অনেক পরে ফ্রেড, জর্জ আর জিনি ঘুমোতে গেল।

হ্যারি আর রন অপেক্ষা করল, হোস্টেলের দূরের দরজা দুটো বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। আলখাল্লাটা গায়ে চড়িয়ে নিল ওরা, ছবির গর্তটার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এলা।

দূর্গ-প্রাসাদের মধ্য দিয়ে আরেকটা মুশকিল যাত্রা, সব কয়জন শিক্ষককে পাশ কাটিয়ে যেতে হচ্ছে। অবশেষে এনট্রেন্স হলে পৌঁছালো ওরা, ওক কাঠের তৈরি সামনে দরজার দুটো তালাটা খুলল, ওটার ভেতর দিয়ে আস্তে করে বের হলো, যেন কোন শব্দ না হয় এবং বাইরে চন্দ্রালোকিত মাঠে বের হয়ে এলো।

'কোন দিকে,' বলল রন, কালো ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, 'আমরা হয়তো বন পর্যন্ত যাবো কিন্তু গিয়ে দেখবো ওখানে অনুসরণ করবার মতো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। ওই মাকড়সা গুলো হয়তো ওইখানে যাচ্ছেই না। আমি জানি ওগুলো সাধারণভাবে ওই দিকেই যাচ্ছিল, কিন্তু...'

আশা ব্যঞ্জকস্বরে ওর কথাটা হঠাৎ করেই থেমে গেল।

ওরা হ্যাগ্রিডের বাড়ি পৌছালো, জানালাগুলো শূন্য, বাড়িটা দুঃখ আর বিষাদময় দেখাচ্ছে। হ্যারি দরজাটা খুললে, ওদের দেখে ফ্যাং খুশিতে পাগল হয়ে গেলো। ওর গম্ভীর কান ফাটানো ডাক দিয়ে যেন কাউকে জাগিয়ে তুলতে

না পারে, সে জন্যে ওরা ওকে চুল্লীর তাকে রাখা টিনের মধ্যে থেকে চকলেট পিঠা খাইয়ে দিল, এতে দাঁত গুলো এক সঙ্গে লেগে থাকবে।

হ্যাগ্রিডের টেবিলে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটা রেখে দিল হ্যারি। বনের পিচ ঘন অন্ধকারে ওটার আর প্রয়োজন হবে না।

'চলো ফ্যাং, আমরা হাঁটতে যাচ্ছি,' বলল হ্যারি, ওর পায়ে মৃদু চাপড় দিয়ে, এবং খুশিতে ফ্যাং লাফিয়ে ওদের পেছন পেছন বেরিয়ে এলো, এক দৌড়ে বনের ধারে চলে গেলো এবং একটা বড়সড় স্কায়ামোর গাছের গোড়ায় এক পা তুলে দিল।

হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা বের করে বিড় বিড় করল 'লুমাস' এবং ওটার মাথায় ছোট্ট একটা আলোর রেখা দেখা গেল। পথের মধ্যে মাকড়সা আছে কি না সেটা দেখার জন্যে যথেষ্ট।

'বেশ ভেবেছ,'বলর রন। 'আমারটাও জ্বালিয়ে নিতাম, কিন্তু তুমি জান ওটা হয়তো বিস্ফোরিত হবে বা ওই রকম কিছু ঘটবে...'

রনের কাঁধে টোকা দিল হ্যারি, দেখালো ঘাসের দিকে। দুটো বিচ্ছিন্ন মাকড়সা জাদুদণ্ডের আলো থেকে দ্রুত গাছের ছায়ায় যাওয়ার চেষ্টা করছে।

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রন, যেন চরম খারাপ পরিণতির কাছে আত্মসমর্পণ করল,'আমি প্রস্তুত, চলো যাওয়া যাক।'

সুতারাং, গাছের শেকড় এবং পাতা শুঁকতে শুঁকতে ওরা বনে প্রবেশ করল। ফ্যাং ওদের চারপাশে লাফালাফি করছে। হ্যারির জাদুদণ্ডের আলোয় ওরা রাস্তা দিয়ে চলা মাকড়সার সারিকে অনুসরণ করছে। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে ওরা চলছে, মুখে কোন কথা নেই, ডাল ভাঙ্গা আর পাতার মর্মর ধ্বনির বাইরে অন্য কিছু শোনার জোর চেষ্টা করছে। তারপর, গাছগুলো যেখানে সবচেয়ে ঘন মাথার উপরে তারা আর দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকারের সমুদ্রে শুধু হ্যারির জাদুদণ্ডের আলোই দেখা যাচ্ছে, ওরা দেখল ওদের মাকড়সা গাইড রাস্তা ছেড়ে অন্যদিকে যাচ্ছে।

হ্যারি থামল, দেখার চেষ্টা করল মাকড়সাগুলো কোথায় যাচ্ছে, কিন্তু তার জাদুদণ্ডের অলোর বাইরে সব কিছুই ঘন কালো। ও কখনো বনের এত গভীরে আসেনি। ওর মনে আছে সর্বশেষ ও যখন এখানে এসেছিল তখন হ্যাগ্রিড ওকে কখনো বনের রাস্তাটা না ছাড়ার উপদেশ দিয়েছিল। কিন্তু হ্যাগ্রিড এখন অনেক দূরে সম্ভবত আজকাবানের কোন সেল-এ, সে মাকড়সাগুলোকে অনুসরণ করার কথাও বলেছিল।

ভেজা কোন একটা কিছু হ্যারির হাতে লাগল, লাফিয়ে পেছনে চলে এলো ও, রনের পা মাড়িয়ে দিল, কিন্তু ওটা ছিল ফ্যাং-এর নাক।

'কি বুঝছ?' রনকে বলল হ্যারি, যার চোখ কোন মতে দেখতে পাচ্ছে ও, জাদুদণ্ডের আলো প্রতিফলিত হওয়ায়।

'আমরা এ পর্যন্ত এলাম,' বলল রন।

সুতারাং তারা গাছের দিকে ধাবমান মাকড়সা গুলোকে অনুসরণ করছে। এখন তারা বেশি দ্রুত যেতে পারছে না; ওদের পথে গাছের শেকড় আর গাছের কাটা গুড় পড়ছে, প্রায় অন্ধকারে দৃশ্যমান নয় কিন্তু ওর হাতে ফ্যাং-এর গরম নিঃশ্বাস পাচ্ছে। অনেকবার থামতেও হচ্ছেও ওদের, হ্যারি হাঁটু গেড়ে বসে মাকড়সাগুলোকে দেখতে পায়।

ওরা হাঁটছে, মনে হয় কম পক্ষে আধ ঘন্টা, নিচু ডাল আর কাঁটাঝোপের কারণে ওদের পোশাকে টান পড়ছে। কিছুক্ষণ পর ওরা খেয়াল করল মাটি নিচের দিকে ঢালু হয়ে গেছে, যদিও গাছগুলো আগের মতোই ঘন।

তখন হঠাৎ ফ্যাং ছাড়ল একটা বিকট, গর্জন, প্রতিধ্বনিত হলো সেটা, হ্যারি আর রনের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার যোগাড় হলো।

'কি হয়েছে?' বলল রন জোরে, ঘন কালো অন্ধকারে চারদিক তাকিয়ে, হ্যারির কনুইটা খামছে ধরেছে ও।

'ওইদিকে কিছু একটা নড়ছে,' শ্বাস ফেলল হ্যারি। 'শোন...মনে হচ্ছে অনেক বড় কিছু।'

ওরা শুনল। ওদের ডান দিকে একটু দূরে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে পথ তৈরি করতে করতে বড় কিছু গাছের ডাল ভাঙছে।

'ওহ না,' বলল রন, ওহ না, ওহ না, ওহ-'

'চুপ করো,' বলল হ্যারি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে। 'ওটা তোমাকে শুনতে পাবে।'

'আমার কথা শোন? বলল রন অস্বাভাবিক উঁচু স্বরে। 'ওটা ইতেমধ্যে ফ্যাংকে শুনতে পেয়েছে!'

অন্ধকার যেন ওদের চোখের উপর চেপে বসেছে, যখন ওরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সাংঘাতিক রকমের ভীত। একটা অদ্ভুত গুড় গুড় শব্দ হলো এবং তারপর সব চুপচাপ।

'তোমার কি মনে হয় ওটা কি করছে?' প্রশ্ন করল হ্যারি।

'সম্ভবত লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে,' বলল রন।

তারা াপেক্ষা করছে, কাঁপছে, নড়ার কোন সাহস নেই।

'তুমি কি মনে করো ওটা চলে গেছে? ফিস ফিস করল হ্যারি।

'জানি না-'

তারপর ওদের ডানদিক থেকে হঠাৎ এলো চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি, অন্ধকারের মধ্যে এত উজ্জ্বল যে দু'জনই হাত উঠালো চোখ ঢাকবার

জন্যে। ফ্যাং একটা চিৎকার দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কাঁটা ঝোপের মধ্যে গেল আঁটকে এবং আরো জোরে চীৎকার করে উঠল।

'হ্যারি!' রন চিৎকার করল, তার কণ্ঠস্বরে হাফ ছেড়ে বাঁচার প্রকাশ। 'হ্যারি এটা আমাদের গাড়িটা!'

'কী?'

'এসো!'

আলোর দিকে হ্যারি রনকে অন্ধের মতো অনুসরণ করল, হোচট খেলো, পড়ে গেল, এবং এক মুহূর্ত পর ওরা একটা ফাঁকা যায়গায় বেরিয়ে এলো।

মিস্টার উইসলির গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, শূন্য, ঘন গাছের একটা বৃত্তের মাঝে, ঘন শাখার ছাদের নিচে, হেডলাইট জ্বলছে। রন হাটছে গাড়িটার দিকে, মুখ বিস্ময়ে হা, ওটাও ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে এলো, ঠিক যেন বিশাল একটা আসমানী রঙের কুকুর ওর মালিককে সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

'এটা সব সময়ই এখানে ছিল!' বলল রন আনন্দে, গাড়িটার চাদিকে হাঁটতে হাঁটতে। 'দেখো একে। বন এটাকে জংলী বানিয়ে দিয়েছে...'

গাড়িটার পাখাগুলোতে আঁচড়ের দাগ, মাটি লেপে দেয়া হয়েছে যেন। দৃশ্যত এটা নিজেই নিজেই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। ফ্যাং গাড়িটার ব্যাপারে খুব উৎসাহী নয়; সে হ্যারির কাছে কাছে রয়েছে, ও যে কাঁপছে সেটাও হ্যারি বুঝতে পারছে। আস্তে আস্তে ওর নিঃশ্বাস স্বভাবিক হচ্ছে, হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা আবার পোশাকের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল।

'এবং আমরা ভাবছিলাম যে এটা আমাদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে! বলল রন, গাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে ওটাকে আদর করল চাপড় দিয়ে। 'আমি ভাবছি ওটা গিয়েছিল কোথায়!'

আরো মাকড়সার চিহ্নের জন্য হ্যারি চোখ কুঁচকে গাড়ির আলোয় চারদিক খুঁজছে, কিন্তু সবগুলো হেডলাইটের আলো তীব্রতা থেকে পালিয়ে গেছে।

'আমরা ওদেরকে হারিয়ে ফেলেছি,' বলল সে। 'চলো ওদের খুঁজে বের করা যাক।'

রন কোন কথা বলল না। সে নড়ল না। ওর চোখ স্থির হয়ে আছে বনের মেঝে থেকে দশ ফিট ওপরে, ঠিক হ্যারির পেছনে। তার চেহারা ভয়ে কালো হয়ে গেছে।

হ্যারি ঘুরে দাঁড়াবারও সময় পায়নি। একটা বিকট ক্লিকিং শব্দ হলো এবং হঠাৎ ও টের পেল লম্বা এবং লোমশ একটা কিছু ওকে শরীরের মাঝ বরাবর ধরে মাটির উপর থেকে তুলে ফেলেছে, সে ঝুলছে মাথা নিচের দিকে। হাত পা নাড়ছে ছাড়ানোর জন্য, ভয পেয়ে গেছে, সে আরো ক্লিকিং শুনল, এবং দেখল

রনের পা'ও মাটি থেকে উপরে উঠে গেছে, শুনল ফ্যাং কুঁই কুঁই করছে আবার চিৎকারও করছে-এবং পরমুহূর্তে ওকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো।

মাথা ঝুলে আছে নিচের দিকে, হ্যারি দেখল ওকে যে জন্তুটা ধরে রেখেছে সেটা ছয়টা বিশাল পায়ে হাঁটছে, লম্বা, লোমশ পা, ওকে শক্ত করে ধরে রেখেছে এক জোড়া চকচকে কালো ধারালো সাড়াশির মতো দাঁড়ার নিচে। পেছনে আরেকটি জীবের আওয়াজ পেল, সন্দেহ নেই ওটা রনকে বহন করছে। ওরা বনের একেবারে কেন্দ্রে চলে এসেছে। হ্যারি শুনতে পাচ্ছে তৃতীয় আরেকটা দানবের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে লড়ছে ফ্যাং, কেঁউ কেঁউ করছে জোরে, কিন্তু হ্যারি চাইলেও চিৎকার করতে পারত না; ও যেন ওর স্বরটা গাড়ির মধ্যে ছেড়ে এসেছে ওই খোলা যায়গাটায়।

ও জানে না কতক্ষণ ছিল জীবটার দৃঢ়মুষ্টিতে; ও শুধু টের পেলো অন্ধকার হঠাৎ ফিকে হয়ে গেলো, ও দেখতে পাচ্ছে পাতা ছড়ানো যায়গাটা মাকড়সায় ভর্তি হয়ে আছে। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে পেলো ওরা একটা বিশাল ফাঁপা জায়গায় এসেছে, গাছ কেটে যে ফাঁপা জায়গাটা তৈরি করা হয়েছে সেখানে। ওর চোখের সামনে ওর দেখা জীবনের সেরা জঘণ্য দৃশ্য।

মাকড়সা। ছোট ছোট মাকড়সা নয়, যেগুলো নিচে পাতার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক একটা ঘোড়ার সমান মাকড়সা, আট চোখ, আট পা, কালো, লোমশ, দৈত্যাকার। যে বিরাট জীবটা হ্যারিকে বহন করে এনেছে, সে এখন খাড়া ঢালু বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল, একটা কুয়াশাচ্ছন্ন ডোমের মতো মাকড়সার জালের দিকে, খালি জায়গাটার একেবারে মাঝখানে, সাথী মাকড়সাগুলো চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ধরেছে, ওর বোঝাটা দেখে উত্তেজিতভাবে নিজেদের দাঁড়াগুলো ক্লিক করছে।

মাকড়সাটা ওকে ছেড়ে দিল ধপাস করে চার হাত পায়ে মাটিতে পড়ল হ্যারি। রন এবং ফ্যাং পড়ল ওর পাশে। ফ্যাং এখন আর চেচাচ্ছে না, কিন্তু নীরবে জড়সড় হয়ে আছে জায়গাতেই। হ্যারির যেমন লাগছে, রনকেও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। ওর মুখ হা করা যেন নীরবে চিৎকার করছে এবং চোখ জোড়া যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

হঠাৎ হ্যারির বুঝতে পারল যে মাকড়সাটা ওকে নিয়ে এসেছে ওটা কিছু বলছে। কি বলছে বলা কঠিন, কারণ, প্রত্যেকটি কথায় ওটা নিজের দাঁড়া ক্লিক করছে।

'আরাগগ!' ওটা ডাকল। 'আরাগগ!'

এবং কুয়াশাচ্ছন্ন ডিম্বাকৃতির জালের মধ্যে থেকে, ছোটখাট হাতির সমান একটা মাকড়সা বেরিয়ে এলো খুব ধীরে ধীরে। ওটার শরীর এবং পায় জায়গায়

জায়গায় সাদা হয়ে গেছে, এবং প্রত্যেকটা চোখ কুৎসিত, দাঁড়ার মাথাটা দুধের মতো সাদা। মাকড়সাটা অন্ধ।

'কি হয়েছে?' দাঁড়াগুলো দ্রুত ক্লিক করতে করতে বলল।

'মানুষ,' যে মাকড়সাটা হ্যারিকে ধরেছে ক্লিক করল।

'হ্যাগ্রিড?' বলল আরাগগ, কাছে এসে, ওর আটটা কোমল চোখ অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক ঘুরছে।

'অচেনা,' ক্লিক করল যে মাকড়সাটা রনকে ধরেছে।

'মেরে ফেল,' ক্লিক করল আরাগগ মেজাজ খারাপ করে বলল আরাগগ। 'আমি ঘুমাচ্ছিলাম...'

'আমরা হ্যাগ্রিডের বন্ধু,' চিৎকার করে বলল হ্যারি। মনে হচ্ছে ওর হৃৎপিন্ডটা খাঁচা ছেড়ে গলায় আঁটকে গেছে।

ফাঁপা জায়গাটির সবদিকে দাঁড়াগুলো ক্লিক ক্লিক শব্দে নাচছে। আরাগগ একটু থামল।

'এর আগে হ্যাগ্রিড কখনো আমাদের ফাঁপাতে জায়গাটিতে মানুষ পাঠায়নি,' ধীরে ধীরে বলল আরাগগ।

'হ্যাগ্রিড বিপদে পড়েছে,' বলল হ্যারি, ঘন ঘন দম নিচ্ছে ও। 'সে কারণেই আমরা এসেছি।'

'বিপদে?' বর্ষীয়ান মাকড়সাটা বলল। হ্যারির মনে হলো দাঁড়ার ক্লিকের আড়ালে ও যেন দুশ্চিন্তার একটা আভাষ পেয়েছে। 'কিন্তু তোমাদের পাঠিয়েছে কেন?'

হ্যারি ভাবল উঠে দাঁড়াবে কিন্তু পরক্ষণে চিন্তাটা বাতিল করে দিল; ওর মনে হয় না ওর পা ওকে দাড় করিয়ে রাখতে পারবে। মাটি থেকেই কথা বলল ও, যতটা সম্ভব শান্ত গলায়।

'ওরা মনে করে, স্কুলে, যে হ্যাগ্রিড ছাত্রদের ওপর কি-কিছু একটা লেলিয়ে দিয়েছে। ওরা তাকে আজকাবানে নিয়ে গেছে।'

অরাগগ তার দাঁড়া ক্লিক করল ক্ষিপ্তভাবে, আর পুরো ফাঁপা জুড়ে সব কয়টা মাকড়সা এ প্রদক্ষিণ করল; যেন এক ধরনের হাততালি দেয়া, শুধু তফাৎ এই যে হাততালি হ্যারিকে ভয়ে অসুস্থ করে তোলে না।

'কিন্তু সেটা তো অনেক বছর আগে,' বলল আরাগগ মেজাজ খারাপ করে। 'বছর, বছর আগে। আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে কারণেই ওরা আমাকে স্কুল ছাড়তে বাধ্য করেছিল। ওরা বিশ্বাস করত আমিই সেই দানব যে, ওই যে ওরা যাকে চেম্বার অফ সিক্রেট্স বলে, ওটাতে বাস করছে। ওরা ভেবেছিল হ্যাগ্রিড চেম্বারটা খুলে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।'

'এবং তুমি...চেম্বার অফ সিক্রেট্‌স থেকে আসোনি?' বলল হ্যারি, ওর কপালে ঠান্ডা ঘাম ছুটে গেছে।

'আমি!' বলল আরাগগ, ক্রোধে ক্লিক করে। 'আমি ওই প্রাসাদে জন্মাইনি। আমি অনে দুরের এক দেশ থেকে এসেছি। এজন ভ্রমনকারী আমাকে হ্যাগ্রিডের কাছে দিয়েছিল তখন আমি ডিমের ভেতর ছিলাম। হ্যাগ্রিড তখন বালক, কিন্তু সে আমার যত্ন করেছে, আমাকে প্রাসাদের একটা কাবার্ডে লুকিয়ে রেখেছে, খাওয়ার টেবিলে উচ্ছিষ্ট খাইয়েছে আমাকে। হ্যাগ্রিড একজন ভাল মানুষ, আমার ভাল বন্ধু। আমার যখন খোঁজ পাওয়া গেল, এবং একটা মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হলো, হ্যাগ্রিড আমাকে রক্ষা করেছে।

তারপর থেকে আমি এই বনে বাস করছি, এখানে হ্যাগ্রিড আমার সঙ্গে দেখা করে। ও আমার জন্যে একটা বউও যোগাড় করে দিয়েছে, মোসাগ, এবং দেখো আমাদের পরিবার কত বড় হয়েছে, সব হ্যাগ্রিডের জন্যেই সম্ভব হয়েছে...'

ওর সাহসের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল হ্যারি সেটা একত্রে করে বলল,'তাহলে তুমি কখনো- কখনো কাউকে আক্রমন করনি?'

'কখনো না,' বিষন্ন কণ্ঠে বলল বুড়ো মাকড়সা। 'আক্রমণ করাটাই স্বভাবজাত হতো, কিন্তু হ্যাগ্রিডের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ, আমি কখনো কোন মানুষের ক্ষতি করিনি। যে মেয়েটি মারা গিয়েছিল তার মৃতদেহ বাথরুমে পাওয়া গিয়েছিল। আমি, যে কাবার্ডে বড় হয়েছি সেটা ছাড়া প্রাসাদের আর কিছুই দেখিনি। আমরা সব সময়ই অন্ধকার এবং শান্ত পরিবেশ পছন্দ করি...'

'কিন্তু তাহলে...তুমি কি জান কে আসলে মেরেছে মেয়েটাকে ? বলল হ্যারি। 'কারণ ওটা যাই হোক, আবার ফিরে এসেছে এবং লোকজনকে আক্রমণ করছে—'

কিন্তু ওর কথা ডুবে গেলো, জোরে জোরে অনেক দাঁড়ার ক্লিক শব্দে এবং রাগে বহু লম্বা পায়ের স্থান বদলের শব্দে; ওর চারদিকে কালো কালো সব নড়াচড়া করছে।

'যে জিনিসটা প্রাসাদের ভেতর বাস করে, সেটা একটা প্রাচীন জীব, আমরা মাকড়সারা যাকে সবচাইতে বেশি ভয় করি। আমার বেশ মনে আছে যখন আমি শুনেছিলাম ওই জন্তুটা স্কুলে মুক্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন কিভাবে হ্যাগ্রিডের কাছে অনুনয় করেছিলাম, আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে।

'সেই জন্তুটা কি?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি ।

আরো জোরে ক্লিক, অরো জোরে নড়চড়ার শব্দ, মাকড়সা গুলো মনে হচ্ছে চারদিক থেকে চেপে আসছে।

'আমরা ওটার সম্পর্কে কথা বলি না!' আরাগগ বলল ক্ষিপ্ত হয়ে। 'আমরা ওর নাম ধরি না! এমন কি আমি হ্যাগ্রিডকে পর্যন্ত ওই ভয়াবহ জন্তুটার নাম বলিনি, যদিও সে আমাকে বহুবার জিজ্ঞাসা করেছে।'

হ্যারি আর বিষয়টা নিয়ে চাপ দিতে চায় না, অন্তত চারদিকে চেপে আসা মাকড়সাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে নয়। মনে হচ্ছে কথা বলতে বলতে আরাগগ ক্লান্ত হয়ে গেছে। সে ধীরে ধীরে তার ডোমাকৃতি জালের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু অন্য মাকড়সাগুলি ইঞ্চি ইঞ্চি করে হ্যারি আর রনের দিকে এগিয়ে আসছে।

'তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি,' মরীয়া হয়ে আরাগগের উদ্দেশে বলল হ্যারি, পেছনে তখন গাছের পাতা মর্মর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। 'যাবে?' বলল আরাগগ ধীরে। 'আমি মনে করি না...'

'কিন্তু-কিন্তু-'

'আমার আদেশে আমার পুত্র এবং কন্যারা হ্যাগ্রিডের কোন ক্ষতি করেনি। কিন্তু আমি তো তাদেরকে তাজা মাংস খেতে বঞ্চিত করতে পারি না, বিশেষ করে সেই মাংস যদি স্বেচ্ছায় আমাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। বিদায়, হ্যাগ্রিডের বন্ধু।'

হ্যারি চট করে ঘুরে দাঁড়াল। মাত্র কয়েক ফিট দূরে ওর মাথার উপর ছাড়িয়ে গেছে মাকড়সার একটি নিরেট দেয়াল, ক্লিক করছে ধারালো দাঁড়াগুলো, কুৎসিত কালো মাথায় চকচক করছে ওদের অনেক চোখ...

ওর জাদুদণ্ডের জন্য হাত বাড়িয়েও হ্যারি বলল কোন কাজে আসবে না, সংখ্যায় ওরা অনেক বেশি, মনস্থির করে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করার জন্যে প্রস্তুত হলো সে, ঠিক তখনই জোরে একটা দীর্ঘ শব্দ হলো, এবং আলোর তীব্র রশ্মি ফাঁপার মধ্যে এসে পড়ল।

মিস্টার উইসলির গাড়ি ঢাল বেয়ে ধেয়ে আসছে, হেডলাইট জ্বলছে, তীক্ষ্ণ স্বরে হর্ণ চিৎকার করছে, দুইদিকে মাকড়সাকে মাড়িয়ে আসছে, কিছু মাকড়সাকে চিৎ করে ফেলে, ওদের অসংখ্য পা আকাশের দিকে নড়ছে। গাড়িটা রন আর হ্যারির সামনে টায়ারের শব্দ করে থামল, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা।

'ফ্যাং-কে আনো!' চিৎকার করল হ্যারি, সামনের সীটে ডাইভ দিয়ে পড়ল; রন কুকুরটাকে মাঝপেটে ধরে ছুড়ে মারল গাড়ির ভেতরে, তখনও তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে কুকুরটা। দড়াম করে দরজা বন্ধ হলো। রন এক্সেলেটার স্পর্শ করল না কিন্তু ওর দরকার হলো না, গাড়িটা নিজে নিজেই কাজ করে যেতে লাগল; ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল এবং চলতে শুরু করল, আরো কয়েকটা

মাকড়সা ঘায়েল হলো। ঢাল বেয়ে উপরে উঠল গাড়িটা, ফাঁপাটা থেকে বেরিয়ে এলো, এবং বনের মধ্যে দিয়ে গাছ পালার মধ্যে দিয়ে ছুটল, গাছের ডাল যেন চাবুক মারছে গাড়ির জানালায়, বুদ্ধি করে গাড়িটা সবচেয়ে বেশি ফাঁকা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে, পথটা মনে ওর পরিচিত।

হ্যারি পাশে রনের দিকে তাকাল। শব্দহীন চিৎকারে এখনো ওর মুখ হা করে আছে, কিন্তু এখন আর চোখ জোড়া বিস্ফোরিত হয়ে নেই।

'তুমি ঠিক আছো তো?'

রন সোজা সামনে তাকিয়ে আছে, কথা বলতে অক্ষম।

ওরা ছুটছে ছোট ছোট গাছগুলিকে মাড়িয়ে, ফ্যাং ঘেউ ঘেউ করে জোরে জোরে পেছনের সীটে, হ্যারি দেখ একটা ওক গাছ পেরোবার সময় সাইড আয়নাটা পট করে ভেঙ্গে পড়ে গেল। প্রবল ঝাঁকি আর শব্দের দশটা মিনিট পেরোবার পর গাছের সংখ্যা কমে এলো, এবং হ্যারি আবার আকাশের টুকরা দেখতে পেলো।

গাড়িটা এত হঠাৎ থামল যে ওরা প্রায় উইন্ড স্ক্রীনে হুমড়ি খেয়ে পরল। বনের প্রান্তে এসে পৌছাল ওরা। গাড়ি থামলে ফ্যাং লাফিয়ে জানালায় পড়ল বেরোবার জন্যে, এবং যখন হ্যারি দরজা খুলল, সে তীর বেগে বের হয়ে লেজ দু পায়ের মাঝে দিয়ে গাছের মধ্যে দিয়ে ছুটল সোজা হ্যাগ্রিডের বাড়ীর দিকে। হ্যারিও বেরিয়ে এলো, এবং মিনিট খানেক পর রন মনে হয় ওর হাতে পায়ে সাড় ফিরে পেলো এবং ওকে অনুসরণ করল, এখনও ওর ঘাড় শক্ত হয়ে আছে, অপলক তাকিয়ে রয়েছে সে। হ্যারি গাড়িটাকে কৃতজ্ঞতার চাপড় দিল, ওটা পেছন দিকে গিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটা নেয়ার জন্যে হ্যারি আবার হ্যাগ্রিডের কেবিনে ফিরে গেল। ফ্যাং কাঁপছে ওর ঝুড়িতে বসে কম্বলের নিচে। হ্যারি যখন আবার বেরিয়ে এলো তখন রন বমি করছে সাংঘাতিকভাবে।

'মাকড়সাদের অনুসরণ করো,' বলল রন, দুর্বলভাবে, সার্টের হাতায় মুখটা মুছল। 'আমি কখনোই হ্যাগ্রিডকে ক্ষমা করবো না। ভাগ্য যে আমরা বেঁচে আছি।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, হ্যাগ্রিড ভেবেছিল যে আরাগগ ওর বন্ধুদের ক্ষতি করবে না,' বলল হ্যারি।

'ঠিক ওটাই হ্যাগ্রিডের সমস্যা!' বলল রন, কেবিনের দেয়ালে ঘুষি মেরে। 'ও সব সময়ই ভাবে যতটা ভাবা বা প্রচার করা হয় দানবরা ততটা খারাপ নয়, এবং দেখো এই বিশ্বাস ওকে কোথায় নিয়ে গেছে! আজকাবানের একটি সেল-এ!' নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কাঁপছে এখন রন। 'ওখানে আমাদের পাঠাবার দরকারটা

কি ছিল? আমরা ওখানে কি পেলাম, আমি জানতে চাচ্ছি?'

'যে হ্যাগ্রিড কখনোই চেম্বার অফ সিক্রেট্স খোলেনি,' বলল হ্যারি, আলখাল্লাটা রনের ওপর দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল যেন হাঁটতে পারে। 'ও নির্দোষ।'

রন জোরে নাক টানল। বস্তুত, আরাগগকে কাবার্ডে তা দিয়ে এবং ফুটিয়ে প্রতিপালন করা ওর ধারণায় নির্দোষ হওয়া নয়।

দুর্গ-প্রাসাদের কাছে এসে হ্যারি আলখাল্লাটা ভাল করে ঠিক ঠাক করে নিল যেন ওদের পা দেখা না যায়, তারপর ক্যাঁচক্যাঁচ করা সামনের দরজাটা সামান্য ফাঁক করল। ওরা সাবধানে এনট্রেন্স হলে গেলো, তারপর মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে করিডোর ধরে সাবধানে নিঃশ্বাস বন্ধ করে যেখানে যেখানে পাহারা সেখানে সতর্কতার সঙ্গে অবশেষে গ্রিফিন্ডরের কমন রুমের নিরাপত্তায় পৌছাল। ওখানে চুল্লীতে আগুন জ্বলে উজ্জ্বল ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। ওরা আলখাল্লাটা খুলে নিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি ভেঙ্গে একেবারে ওদের রুমে।

কাপড় চোপড় না খুলেই রন সটান বিছানায় পড়ল। হ্যারির অবশ্য খুব ঘুম পায়নি। ও বিছানার কিনারায় বসে আরাগগ যা যা বলেছে সেগুলো আবার গভীরভাবে চিন্তা করল।

যে জীবটা প্রাসাদের ভেতরে মুক্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে ভাবল, মনে হচ্ছে এক ধরনের দানব, ভোলডেমর্ট— এমন কি অন্যান্য দানবও ওটার নাম উচ্চারণ করতে চায়নি। কিন্তু ওটা যে কি, অথবা কি ভাবে ওর শিকারদের পেট্রিফাই করে এসব জানার ব্যাপারে সে আর রনও বেশিদূর এগোতে পারেনি। এমন কি হ্যাগ্রিডও জানতে পারেনি কি আছে চেম্বার অফ সিক্রেট্স-এর মধ্যে।

বিছানায় পা তুলে বালিশে হেলান দিল হ্যারি, চাঁদটা টাওয়ার জানালার মধ্যে দিয়ে ওর ওপর আলো ছড়াচ্ছে।

বুঝতে পারছে না আর কি করতে পারে ওরা। রিডল্ ভুল লোককে ধরেছিল, স্লিথারিনের উত্তরাধিকার বেঁচে গেছে, এবং কেউই বলতে পারে না সে কি একই ব্যক্তি অথবা ভিন্ন কোন একজন, এবার যে চেম্বার অফ সিক্রেট্ খুলেছে। আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবার নেই। হ্যারি নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে, এখনো ভাবছে আরাগগ কি কি বলেছে।

ঘুম ঘুম লাগছিল তার, এমন সময় যেটা ওদের সর্বশেষ অ শা তাই যেন ওর মনে হঠাৎ উদয় হলো এবং সে বিছানায় উঠে বসল একেবারে শিরদাঁড়া সোজা করে।

'রন,' ও অন্ধকারের মধ্যে ফিস ফিস করে ডাকল তীব্রভাবে। 'রন!'

ফ্যাং-এর মতো একটা ডাক ছেড়ে জেগে উঠল রন, চারদিকে বিহ্বল

দৃষ্টিতে তাকাল এবং হ্যারিকে দেখল।

'রন– ওই মেয়েটা যে মারা গিয়েছিল। আরাগগ বলেছে ওকে বাথরুমে পাওয়া গিয়েছিল,' বলল হ্যারি, এক কোন থেকে আসা নেভিলের নাক ডাকা উপেক্ষা করে। 'সে যদি কখনোই বাথরুম ছেড়ে না গিয়ে থাকে? সে যদি এখনও ওখানেই থাকে?'

রন ওর চোখ মুছল, চাঁদের আলোয় ভ্রূ কুঞ্চন করল। এরপর সে বুঝতে পারল।

'তুমি কি ভাবছ– মোনিং মার্টলের কথা ভাবছ না তো?'

ষোড়শ অধ্যায়

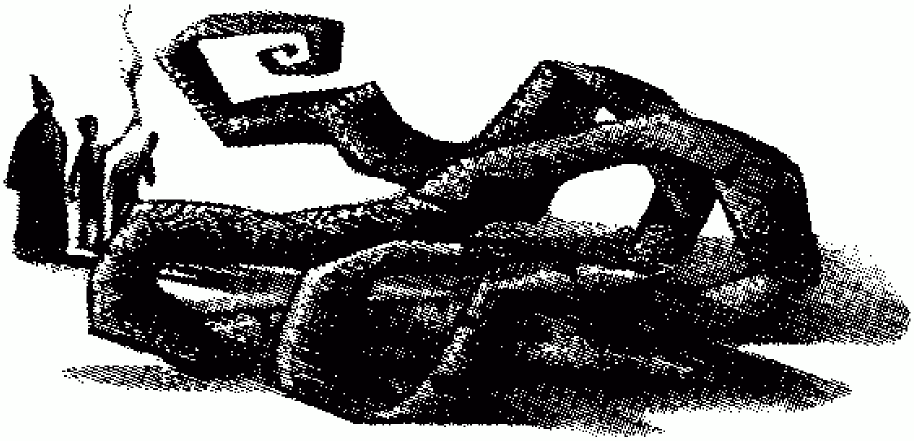

দ্য চেম্বার অব সিক্রেটস

'কত সময় আমরা ওই বাথরুমে ছিলাম, এবং মাত্র তিন টয়লেট দূরে ছিল সে,' বলল রন তিক্ততার সাথে পরদিন নাস্তার টেবিলে, 'এবং আমরা ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম, এবং এখন...'

মাকড়সাগুলিকে খুঁজে বের করা যথেষ্ট কঠিন ছিল। দীর্ঘক্ষণ শিক্ষকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েদের বাথরুমে চুপি চুপি ঢোকা– তার ওপর মেয়েদের এই বাথরুমটা প্রথম হামলার অকুস্থলের ঠিক পাশেই হওয়ায়-প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

কিন্তু ওদের প্রথম ক্লাস, ট্রান্সফিউগিরেশন– এ এমন একটা ঘটনা ঘটল, যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো ওদের মাথা থেকে চেম্বার অব সিক্রেটস-এর চিন্তা উধাও হয়ে গেল। ক্লাস শুরু হওয়ার দশ মিনিট পর,

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন যে তাদের পরীক্ষা শুরু জুনের এক তারিখে, এখন থেকে এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে।

'পরীক্ষা?' হাউ হাউ করে উঠল সিমাস ফিনিগান। 'এখনও আমাদের *পরীক্ষা* হবে?'

হ্যারির পেছনে বিকট একটা শব্দ হলো, নেভিল লংবটমের জাদুদণ্ড পিছলে গেছে, ডেস্কের একটি পা উড়িয়ে দিয়ে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল নিজের দণ্ডের এক ঝলকে আবার পা ঠিক করে দিলেন, এবং ফিরে ভ্রুকুটি করে তাকালেন সিমাসের দিকে।

'এই সময়ে স্কুল খোলা রাখার আসল পয়েন্টটাই হচ্ছে তোমরা যেন লেখাপড়া করতে পারো,' তিনি বললেন কঠিন স্বরে। 'সেই কারণে পরীক্ষা, ঠিক সময় মতোই হবে, এবং অমি বিশ্বাস করি তোমরা সকলে কঠোরভাবে রিভিশন দিচ্ছ।'

কঠোরভাবে রিভিশন! হ্যারির কাছে মনে হয়নিই যে স্কুলের এই অবস্থায় আবার পরীক্ষা হতে পারে। ক্লাসরুমের ভেতরে বিদ্রোহের গুঞ্জরণ শোনা গেল, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আরো কঠোরভাবে ভ্রুকুটি করে তাকালেন।

'প্রফেসর ডাম্বলডোরের নির্দেশ হচ্ছে স্কুল যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে চালু রাখতে হবে। ' বললেন তিনি। 'এবং সেটা, আমাকে দেখিয়ে না দিলেও চলবে, কথা হচ্ছে এ বছর তোমরা কতটুকু শিখেছ তা জানা।'

হ্যারির নিচের দিকে এক জোড়া খরগোশের দিকে তাকালো, ওদেরকে তার এক জোড়া স্লিপার বানানোর কথা। এ বছর সে নতুন কি শিখল? পরীক্ষার কাজে আসবে এমন কিছুই তার মনে হলো না।

রনের চেহারা দেখে মনে হলো, এই মাত্র তাকে বলা হয়েছে নিষিদ্ধ বনে গিয়ে বাস করতে।

'ভাবতে পারো এটা দিয়ে আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে?' হ্যারিকে জিজ্ঞাসা করল সে নিজের জাদুদণ্ডটা দেখিয়ে, ওটা এই মাত্র জোরে জোরে শিষ দিতে শুরু করেছে।

* * * *

প্রথম পরীক্ষার তিন দিন আগে, নাস্তার টেবিলে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল অরেকটি ঘোষণা দিলেন।

'সুসংবাদ আছে,' তিনি বললেন এবং পুরো গ্রেট হল নিশ্চুপ হওয়ার বদলে উল্লাসে ফেটে পড়ল।

'ডাম্বলডোর আবার ফিরে আসছেন!' অনেকেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

'আপনারা স্লিথারিনের উত্তরাধিকারকে ধরতে পেরেছেন!' র‍্যাভেনক্ল টেবিল থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার করল একটি মেয়ে।

'আবার কিডিচ ম্যাচ ফিরে এসেছে!' লাফিয়ে উঠল উড উত্তেজিতভাবে।

হৈচৈ থেমে গেলে, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন,'প্রফেসর স্প্রাউট আমাকে জানিয়েছেন যে অবশেষে মেনড্রেক্স গুলো কাটার উপযুক্ত হয়েছে। যারা পেট্রিফাইড হয়েছে, আজ রাতে তাদেরকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হবে। আমি তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অন্তত তাদের একজন বলতে পারবে, কি বা কে তাদেরকে আক্রমণ করেছিল। আমি আশা করছি এই ভয়াবহ বছরটা আমাদের শেষ হবে অপরাধীকে ধরার মধ্য দিয়ে।'

আনন্দের যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল হলে। হ্যারি স্লিথারিন টেবিলের দিকে চাইল, এবং ড্র্যাকো ম্যালফয়কে আনন্দে যোগ না দিতে দেখে মোটেও অবাক হলো না। রনকে অবশ্য অনেক দিন পর খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

'আমরা যে মোনিং মার্টলকে জিজ্ঞাসা করিনি তাতে কিছু আসবে যাবে না, তাহলে!' সে বলল রনকে। 'হারমিওনকে জাগিয়ে তুললেই সম্ভবত সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে! মনে রেখ, মাত্র তিনদিনের মধ্যে পরীক্ষা এটা জানার পর পাগল হয়ে যাবে ও। সে রিভিশন দিতে পারেনি। ভাল হয় যদি পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওকে ওইভাবেই রাখা হয়।'

ঠিক সেই সময়, জিনি উইসলি এলো এবং রনের পাশে বসল। তাকে সন্ত্রস্ত এবং নার্ভাস মনে হচ্ছিল। এবং হ্যারি লক্ষ্য করল ও কোলের মধ্যে হাত মোচড়াচ্ছে।

আরো কিছু পরিজ নিয়ে রন জিজ্ঞাসা করল, 'কি হলো?'

জিনি কিছু বলল না, শুধু গ্রিফিন্ডর টেবিলের এ পাশ ও পাশ তাকালো, চেহারায় ভীত সন্ত্রস্ত ভাব, ওকে দেখে হ্যারির যেন কাকে মনে পড়ল, কিন্তু মনে করতে পারছে না কে।

'বলে ফেল,' বলল রন, ওকে লক্ষ্য করছে।

হঠাৎ হ্যারির মনে পড়ল, জিনিকে কার মতো লাগছে। চেয়ারে বসে সে সামনে পেছনে দুলছে, ঠিক সেইরকম ভাবেই ডবি দুলেছিল যখন সে নিষিদ্ধ তথ্য দেওয়ার সময় ইতস্তত করছিল।

'তোমাকে কিছু বলবার আছে আমার,' জিনি বলল অস্পষ্টভাবে, সাবধানে হ্যারির দিকে না তাকিয়ে।

'কি সেটা?' বলল হ্যারি।

জিনিকে দেখে মনে হচ্ছে সে সঠিক শব্দটা খুঁজে পাচ্ছে না।'কি?' বলল রন।

মুখ খুলেছে জিনি কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না। সামনে ঝুঁকে হ্যারি নিচু স্বরে বলল, যেন শুধু জিনি আর রনই শুনতে পায়।

'এটা কি চেম্বার অব সিক্রেট্স সম্পর্কে কিছু? তুমি কি কিছু দেখেছ? কেউ কি খাপছাড়া আচরণ করেছে?'

জিনি একটা গভীর শ্বাস টানল, এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই পার্সি উইসলি এসে হাজির, ক্লান্ত এবং বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

'তুমি যদি শেষ করে থাক জিনি, তাহলে ওই চেয়ারে আমি বসতে চাই। আমি একেবারে ক্ষুধার্ত, এই মাত্র পেট্রল ডিউটি করে এসেছি।'

জিনি লাফিয়ে উঠল যেন ওর চেয়ারে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে দেয়া হয়েছে, পার্সিকে দ্রুত একটা সন্ত্রস্ত দৃষ্টি দিয়ে যেন পালিয়ে গেল। পার্সি বসল এবং টেবিল থেকে একটা মগ তুলে নিল।

'পার্সি!' বলল রন রাগ হয়ে। 'ও এখনই আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে যাচ্ছিল!'

সবেমাত্র চা মুখে দিয়েছে পার্সি, ওর গলায় আঁটকে গেলো।

'কি ধরনের বিষয়?' ও বলল, কাঁশতে কাঁশতে।

'আমি এইমাত্র ওকে জিজ্ঞাসা করেছি ও অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে কি না, এবং সে কেবল বলতে শুরু করেছিল—'

'ওহ-ওটা-চেম্বার অব সিক্রেট্স-এর সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই,' সঙ্গে সঙ্গে বলল পার্সি।

'তুমি কি ভাবে জানলে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল রন।

'মানে,ইয়ে, তুমি যদি জানতে চাও, জিনি, ইয়ে মানে একদিন আমাকে দেখে ফেলেছিল, যখন আমি— বেশ, ও কিছু না ভুলে যাও— কথা হচ্ছে ও আমাকে কিছু কিছু করতে দেখে ফেলেছিল, এবং আমি, মানে, ওকে বলেছিলাম কারো কাছে কিছু না বলার জন্যে। আমি মনে করেছিলাম সে তার কথা রাখবে। এটা কিছু না, সত্যিই, আমি বরঞ্চ-'

হ্যারি পার্সিকে এমন বিব্রত হতে কখনো দেখেনি।

'তুমি কি করছিলে পার্সি?' রন, হেসে বলল। 'আমাদের বলো, আমরা হাসব না।'

শুনে পার্সি হাসল।

'ওই রোলগুলো এগিয়ে দাও, হ্যারি, আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।'

হ্যারি জানে তাদের সাহায্য ছাড়াই আগামীকাল পুরো রহস্যের সমাধান

হয়ে যাবে, কিন্তু যদি সম্ভাবনা থাকে তবে সে মার্টলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায় না। এবং সুযোগ এসে গেলো, মধ্য সকালে, যখন তাদেরকে গিল্ডরয় লকহার্স্ট হিস্ট্রি অব ম্যাজিক ক্লাসে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

লকহার্ট প্রায়ই তাদেরকে নিশ্চিত করেছেন সব বিপদ কেটে গেছে, শুধু মাত্র সরাসরি ভুল প্রমাণিত হওয়ার জন্য, এখন তিনি পুরোপুরিই বিশ্বাস করেন যে এই ছাত্রদের সঙ্গে থেকে করিডোর ধরে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার আরে প্রয়োজন নেই। তার চুল রোজকার মতো মসৃণ এবং চকচকে নয়; মনে হচ্ছে সারা রাতই তিনি জেগে ছিলেন, পঞ্চম তলা পাহারা দিয়েছেন।

'আমার কথা বিশ্বাস করো,' তিনি বললেন ওদেরকে এক কোনে জড়ো করে,'ওই পেট্রিফাইড লোকগুলোর মুখ থেকে প্রথম যে কথা বের হবে সেটা হচ্ছে "হ্যাগ্রিডই আপরাধী।" সত্যি বলতে কি, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এখনো যে মনে করেন, এই সমস্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে তাতে আমি অবাক হচ্ছি।'

'আমি একমত, স্যার,' বলল হ্যারি, হ্যারির কথায় হতভম্ভ রনের হাত থেকে বইগুলো পড়ে গেলো।

'ধন্যবাদ, হ্যারি,' বললেন লকহার্ট প্রশংসার সুরে, ওরা অপেক্ষা করছে হাফলপাফদের একটা বিরাট লাইন অতিক্রম করার জন্যে। 'আমি বোঝাতে যাচ্ছি, ছাত্রদের ক্লাসে আনা নেয়া করা এবং সারারাত পাহারা দেয়া ছাড়াও আমাদের শিক্ষকদের করার মতো যথেষ্ট কাজ রয়েছে...'

'সেটা ঠিক,' বলল রন, আলোচনাটা ধরে ফেলেছে সে। 'আপিনি আমাদের এখানেই ছেড়ে যান না কেন, স্যার? আমাদের তো আর মাত্র একটি করিডোর যেতে হবে।'

'তুমি জান উইসলি আমি যা ভাবছিলাম আমি ঠিক তাই করবো,' বললেন লকহার্ট। 'সত্যিই আমার যাওয়া উচিৎ, আমাকে পরের ক্লাসটার জন্যে তৈরি হতে হবে।'

দ্রুত পা'য়ে চলে গেলেন তিনি।

'পরের ক্লাসের জন্য তৈরি হওয়া,' রন মুখ ভেংচাল ওর পেছনে। 'গেছেন নিজের চুল ফিটফাট করতে বা ওই রকমেরই কিছু।'

অন্য গ্রিফিন্ডরদের ওরা ওদের আগে যেতে দিল, তারপর পাশের একটা পথ দিয়ে বেরিয়ে মোনিং মার্টলের বাথরুমের উদ্দেশে রওয়ানা হলো। কিন্তু ওরা যখন ওদের চমৎকার তৎপরতার জন্যে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাবার উপক্রম...

'পটার! উইসলি! তোমরা এখানে কি করছ?'

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এবং তার চেহারা একেবারে সরু হয়ে গেছে।

'আমরা– আমরা–' রন তোঁতলাতে শুরু করল,'আমরা যাচ্ছিলাম– দেখার জন্যে–'

'হারমিওনকে,' বলল হ্যারি। রন এবং প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দু'জনেই এক সঙ্গে ওর দিকে তাকাল।

'আমরা অনেক দিন ধরে ওকে দেখিনি, প্রফেসর,' বলে চলল হ্যারি দ্রুত, রনের পায়ে চাপ দিয়ে, 'এবং আমরা ভেবেছিলাম চুপি চুপি হাসপাতালে চলে যাব, এবং তাকে বলব যে, মেনড্রেক তৈরি হয়ে গেছে, ইয়ে মানে সে যেন না ঘাবড়ায়।'

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তখনও তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন অপলকে, মুহূর্তের জন্যে হ্যারি ভাবল এই বুঝি বিস্ফোরণটা ঘটল, কিন্তু যখন কথা বললেন, বললেন দাঁড়কাকের মতো অদ্ভুত স্বরে।

'নিশ্চয়ই,' বললেন তিনি, হ্যারি অবাক হলো, প্রফেসরের ক্ষুদ্র চোখে এক ফোটা পানির আভাস পেলো সে। 'নিশ্চয়ই, আমি বুঝতে পারছি যারা...তাদের বন্ধুদের জন্যেই ব্যাপারটা সবছেয়ে কষ্টদায়ক। হ্যা, পটার, নিশ্চয়ই তোমরা মিস গ্রেঞ্জারকে দেখতে যেতে পারো। আমি প্রফেসর বিনকে জানিয়ে দেবো তোমরা কোথায় গিয়েছ। মাদাম পমফ্রেকে বলবে যে আমি অনুমতি দিয়েছি।'

হ্যারি এবং রন দ্রুত পায়ে চলে গেলো, বিশ্বাস হচ্ছে না যে ওদের কোন শাস্তি হয়নি। যে কোনাটা ঘুরছে তখন শুনতে পেলো প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তার নাক ঝাড়ছেন।

'ওই গল্পটা,' বলল রন, 'তুমি যত গপ্পো বানিয়েছ তার মধ্যে সবার সেরা।'

তাদের এখন হাসপাতালে না যাওয়ার কোন উপায় নেই এবং মাদাম পমফ্রেকে বলা যে হারমিওনকে দেখার জন্য তাদেরকে প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের অনুমতি দিয়েছেন।

মাদাম পমফ্রে তাদের ভেতরে ঢুকতে দিলেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

'একজন পেট্রিফাইড ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার কোন মানে হয় না,' বললেন তিনি, এবং যখন তারা হারমিওনের পাশে গিয়ে বসল তখন তাদেরকে স্বীকার করতে হলো তিনি ঠিকই বলেছেন। হারমিওনের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই যে তাকে কেউ দেখতে এসেছে, এবং তার বিছানার পাশের কেবিনেটটাকে দুশ্চিন্তা না করবার জন্যে বলা ও হারমিওনকে কিছু বলা একই সমান।

'ভাবছি সে কি আদৌ আক্রমণকারীকে দেখেছে?' বলল রন, হারমিওনের মুক্ত হয়ে যাওয়া চেহারাটার দিকে বিষন্নভাবে তাকিয়ে। 'কারণ, হামলাকারী যদি চুপি চুপি ওদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে থাকে তবে কেউই কিছু জানবে না...'

কিন্তু হ্যারি হারমিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে নেই। সে তার ডান হাত সম্পর্কে খুবই আগ্রহী। চাদরের ওপর ওটা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে, ও দেখল এক টুকরো কাগজ মুঠোর ভেতর দলা পাকানো রয়েছে।

মাদাম পমফ্রে কাছাকাছি আছে কি না দেখে নিয়ে হ্যারি ওটা রনকে দেখালো।

'ওটা বের করবার চেষ্টা করো,' বলল রন ফিস ফিস করে, নিজের চেয়ারটা এমনভাবে সরিয়ে বসল যেন মাদাম পমফ্রে'র দৃষ্টি থেকে হ্যারিকে আড়াল করা যায়।

কাজটা সহজ নয়।

হারমিওনের হাত কাগজটাকে এমনভাবে খামচে ধরেছে যে হ্যারির ভয় হলো ওটা হয়তো ছিড়েই যাবে। রন নজর রাখছে, আর সে টেনে বাঁকা করে মুচড়িয়ে অবশেষে কয়েক মিনিট পর কাগজটা মুঠো থেকে বের করতে সক্ষম হলো।

লাইব্রেরীর অনেক পুরনো একটা বই থেকে পাতাটা ছেড়া। হ্যারি পাতাটা সমান করল এবং রনও ঝুঁকল ওটা পড়ার জন্যে।

> আমাদের এই ভূমিতে যত পশু এবং দানব ঘুরে বেড়ায়, তার মধ্যে সরিসৃপের রাজা হিসেবে পরিচিত বাসিলিস্ক– এর চেয়ে মারাত্মক এবং কৌতূহলোদ্দীপক আর কিছু নেই। এই সাপ, প্রকাণ্ড দানবীয় আকার ধারণ করার ক্ষমতা রাখে, এবং কয়েক শত বছর বেঁচে থাকে, এর জন্ম মুরগীর ডিম থেকে, এর জন্মের জন্যে ডিমে তা দেয় এক প্রকার ব্যাঙ। এর হত্যা করবার পদ্ধতি সত্যিই বিস্ময়কর, এর মারাত্মক এবং বিষে ভরা দাঁত ছাড়াও, বাসিলিস্কের রয়েছে খুনী দৃষ্টি, এবং যে কেউ এর চেখের রশ্মির মধ্যে পড়বে তাদের তাৎক্ষণিক মৃত্যু অবধারিত। মাকড়সারা বাসিলিস্কের কাছ থেকে পালায়, কারণ এই হচ্ছে মাকড়সার প্রাণঘাতী শত্রু, এবং বাসিলিস্ক মৃত্যু ভয়ে পালায় একমাত্র মোরগের ডাক থেকে, কারণ ওটাই তার মৃত্যুর কারণ।

এর নিচে একটি মাত্র শব্দ হাতে লেখা, হ্যারি লেখাটা হারমিওনের বলে চিনতে পারল। শব্দটা হচ্ছে– পাইপস্।

মনে হলো কে যেন হ্যারির মস্তিষ্কে একটা আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে।

'রন,' সে শ্বাস ফেলল, 'এই সেই। এই হচ্ছে জবাব। চেম্বারের দানবটা হচ্ছে বাসিলিস্ক-একটা দৈত্যাকার সরিসৃপ! সে জন্যেই আমি সব যায়গায় ওই

কথাগুলি শুনতে পাই এবং অন্য কেউই শুনতে পায় না। কারণ আমি পারসেলটাঙ বুঝতে পারি...'

হ্যারি ওর চার দিকের বিছানাগুলো দেখল।

'বাসলিস্ক মানুষকে হত্যা করে ওদের দিকে চোখের দৃষ্টি ফেলে বা তাকিয়ে। কিন্তু কেউই মারা যায়নি-কারণ কেউই সরাসরি ওটার চোখের দিকে তাকায়নি। কলিন দেখেছে ক্যামেরার মধ্য দিয়ে। বাসিলিস্ক ক্যামেরার ভেতরের সব ফিল্ম জ্বালিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কলিন শুধু পেট্রিফাইড হয়েছে। জাস্টিন...নিশ্চয়ই বাসিলিস্ককে দেখেছে প্রায়-মাথাহীন নিকের মধ্য দিয়ে! নিকের ওপর দিয়ে আক্রমণের পুরো শক্তি গেছে, কিন্তু তো আর দ্বিতীয়বার মরতে পারে না...এবং হারমিওন এবং ওই র‍্যাভেনক্ল প্রিফেক্ট মেয়েটার পাশে আয়না পাওয়া গিয়েছিল। হারমিওন তখন সবেমাত্র বুঝতে পেরেছে দানবটা হচ্ছে বাসিলিস্ক। বাজি ধরে বলতে পারি প্রথম যে মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাকেই সে সাবধান করেছে কোণাগুলির দিকে প্রথমে আয়না দিয়ে দেখতে এবং বেচারা মেয়েটা তার আয়না বের করেছিল-এবং-'

রনের চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'এবং মিসেস নরিস?' ফিস ফিস করল রন আগ্রহের সঙ্গে।

হ্যারি গভীরভাবে চিন্তা করল, হ্যালোঈনের রাত্রির চিত্রটা মনে করবার চেষ্টা করল।

'পানি,,,' সে বলল ধীরে ধীরে, 'মোনিং মার্টলের বাথরুমের পানিতে ভেসে গিয়েছিল করিডোরের কোণাটা। বাজি ধরে বলতে পারি মিসেস নরিস শুধুমাত্র বাসিলিস্কের প্রতিচ্ছবি দেখেছিল...'

হাতের পাতাটা আবার পড়ল সে মনোযোগ দিয়ে। সে যত পড়ছে, ততই মনে হচ্ছে এটাই সঠিক।

'মোরগের ডাক ওটার মৃত্যুর কারণ!' সে জোরে পড়ল। 'হ্যাগ্রিডের মোরগগুলিকে মেরে ফেলা হয়েছিল! চেম্বার খোলার পর দূর্গ-প্রাসাদের আশে পাশে একটিও মোরগ থাকুক চায়নি স্লিথারিনের উত্তরাধিকার! মাকড়সারা ওর সামনে থেকে পালিয়ে যায়! সব কিছু মিলে যাচ্ছে খাপে খাপে!'

'কিন্তু বাসিলিস্ক কিভাবে বিভিন্ন যায়গায় যাচ্ছে?' বলল রন। 'একটা বিশাল মারাত্মক সাপ...কেউ না কেউ দেখত..'

হ্যারি, অবশ্য, বইয়ের পাতার নিচে হারমিওন যে ছোট্ট শব্দটি লিখেছে সেটার দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'পাইপস্,' সে বলল। 'পাইপস্...রন, ওটা প্লাম্বিং বা পাইপগুলি ব্যবহার করছে। আমি দেয়ালের ভেতর থেকে ওই কথাগুলি শুনতে পাচ্ছিলাম...'

হঠাৎ রন হ্যারির হাত আঁকড়ে ধরল।

'চেম্বার অব সিক্রেটস্-এর ভেতরে ঢোকার পথ! সে বলল ভাঙ্গা গলায়। 'যদি এটা বাথরুম হয়? যদি এটা–'

'–মোনিং মার্টলের বাথরুম হয়,' বলল হ্যারি।

ওরা ওখানে বসে রইল, উত্তেজনা ওদের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে, বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারছে না।

'তার মানে হচ্ছে,' বলল হ্যারি, 'স্কুলে আমিই একমাত্র পারসেলমাউথ নই। স্লিথারিনের উত্তরাধিকারও একজন। ওইভাবেই ওরা বাসিলিস্ককে নিয়ন্ত্রণ করছে।'

'আমরা এখন কি করব?' বলল রন, ওর চোখ থেকে যেন দ্যুতি বেরোচ্ছে। 'আমরা কি সোজা প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের কাছে যাবো?'

'চলো স্টাফ রুমে যাই,' বলল হ্যারি, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'ওখানেই উনি আসবেন, দশ মিনিটের মধ্যে। বিরতির সময় প্রায় হয়ে গেছে।'

ওরা দৌড়ে নিচে এলো। ক্লাস ছেড়ে অন্য করিডোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা কেউ দেখে ফেলুক ওটা ওরা চায় না, ওরা সোজা শূণ্য স্টাফ রুমটায় চলে গেলো। একটা বড় রুম, প্যানেল করা এবং কাঠের চেয়ারে ভর্তি। হ্যারি আর রন স্টাফ রুমের ভেতর পায়চারি করছে, উত্তেজনায় বসতেও পারছে না।

কিন্তু বিরতির বেল আর বাজল না।

পরিবর্তে, করিডোরের মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হলো প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের কণ্ঠ, জাদুর গুণে বহুগুণে বর্ধিত।

'সকল ছাত্রকে এই মুহূর্তে তাদের হাউজ হোস্টেলে ফিরতে হবে। সকল শিক্ষক স্টাফ রুমে আসুন, এই মুহূর্তে, প্লিজ।'

হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে রনের মুখোমুখি অপলক তাকিয়ে থাকল।

'আরেকটা হামলা নয়? এখন নয়?'

'আমরা কি করবো?' বলল রন, আতঙ্কে হতবুদ্ধি। 'হোস্টেলে ফিরে যাবো?'

'না,' বলল হ্যারি, চারদিক দেখে নিয়ে। ওর বাঁয়ে একটা নোংরা ওয়ার্ডরোব দেখতে পেলো, শিক্ষকদের আলখাল্লায় ভর্তি। 'এখানে। শোনা যাক কি বিষয়। তারপর আমরা ওঁদের বলতে পারবো, আমরা কি পেয়েছি।'

ওরা ওটার ভেতর নিজেদের লুকিয়ে রাখল। মাথার ওপরে শত শত মানুষের স্থান বদলের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, স্টাফ রুমের দরজা সশব্দে খুলে গেল। আলখাল্লার ছাতা ধরা ভাজের মধ্য দিয়ে ওরা দেখল, শিক্ষকরা রুমে ঢুকছেন। কেউ কেউ হতবুদ্ধি, অন্যরা একেবারে আতঙ্কিত। সবার পরে এলেন

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

'আবার হামলা হয়েছে,' নিরব স্টাফ রুমে বললেন তিনি। 'একজন ছাত্রকে নিয়ে গেছে দানবটা। একেবারে খোদ চেম্বারের ভেতরে।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করলেন প্রফেসর ফ্লিটউইক। মুখে হাত চাপা দিলেন প্রফেসর স্প্রাউট। একটা চেয়ার শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন স্নেইপ, বললেন, 'এত নিশ্চিত হলেন কি ভাবে?'

'স্লিথারিনের উত্তরাধিকার,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন তিনি,'একটা মেসেজ রেখে গেছে। আগেরটার ঠিক নিচে। ওর কংকাল চিরজীবনের জন্য চেম্বারের ভেতরেই পড়ে থাকবে।'

কেঁদে ফেললেন প্রফেসর ফ্লিটউইক।

'কে, কে ও?' জিজ্ঞাসা করলেন মাদাম হুচ, দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি, একটা চেয়ারে যেন ডুবে গেলেন। 'কোন সে ছাত্র?'

'জিনি উইসলি,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

হ্যারি দেখল রন নিরবে ওর পাশে ওয়ার্ডরোব মেঝেতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

'আমাদেরকে সব ছাত্রকে কালই বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে,' বললেন, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। 'এখানেই হোগার্টস্-এর সমাপ্তি। ডাম্বলডোর সব সময়ই বলতেন...'

স্টাফ রুমের দরজাটা আবার সশব্দে খুলে গেল। একটি অসতর্ক মুহূর্তের জন্য হ্যারি নিশ্চিত ছিল ডাম্বলডোরই হবেন। কিন্তু লকহার্ট ঢুকলেন এবং তিনি উৎফুল্ল।

'দুঃখিত- একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম- আমি কি মিস করেছি?'

তিনি হয়তো খেয়াল করছেন না যে অন্য শিক্ষকরা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ঘৃণার মতো এক ধরনের দৃষ্টিতে। স্নেইপ সামনে এগোলেন।

'উপযুক্ত লোক,' তিনি বললেন। 'আসল লোক। দানবটা একটি মেয়েকে নিয়ে গেছে, লকহার্ট। একেবারে চেম্বার অব সিক্রেটস্-এর ভিতরে নিয়ে গেছে। অবশেষে তোমার সময় এসেছে।'

ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গেলেন লকহার্ট।

'সঠিক, গিল্ডরয়,' মন্তব্য করলেন প্রফেসর স্প্রাউট। 'গতরাতেই না তুমি বলছিলে তুমি সব সময়ই জানতে চেম্বার অব সিক্রেটস্-এর প্রবেশ পথ কোথায়?'

'আমি-বেশ, আমি-' তোতলাচ্ছে লকহার্ট।

'হ্যা, তুমি কি আমাকে বলোনি চেম্বারের ভেতরে কি রয়েছে সেটা তুমি

নিশ্চিতভাবেই জান?' যোগ দিলেন প্রফেসর ফ্লিটউইক।

'আ-আমি কি বলেছি? আমার মনে পড়ছে না...'

'আমার মনে পড়ছে তুমি বলেছ, হ্যাগ্রিড গ্রেফতার হওয়ার আগে দানবটাকে আঘাত করতে না পারায় তুমি খুবই দুঃখ পেয়েছ,' বললেন স্নেইপ। 'তুমি কি বলোনি পুরো ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে এবং প্রথম থেকেই তোমার হাতে ছেড়ে দেয়া উচিৎ ছিল?'

লকহার্ট তার সহকর্মীদের পাথরের মতো মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকল।

'আমি...আমি আসলে কখনো...তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছ...'

'আমরা বিষয়টা তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম, গিল্ডরয়,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। 'আজকের রাতটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। সকলেই যেন তোমার কাছ থেকে দূরে থাকে সেটা আমরা নিশ্চিত করবো। দানবটাকে তুমি একাই মোকাবিলা করতে পারবে। অবশেষে তোমার হতেই সব দেয়া হলো।'

মরিয়া হয়ে লকহার্ট চারদিকে তাকাল, তাকে উদ্ধার করার জন্যে কেউ এগিয়ে এলো না। তাকে এখন আর হ্যান্ডসাম লাগছে না। তার ঠোঁট কাঁপছে, এবং তার স্বভাবজাত দেঁতো হাসির অভাবে তাকে এখন দূর্বল এবং অপদার্থ মনে হচ্ছে।

'ঠি-ঠিক আছে,' তিনি বললেন। 'আমি– আমি আমার অফিসে থাকব, তৈ-তৈরি হতে থাকবো।'

এবং তিনি রুম ত্যাগ করলেন।

'ঠিক হয়েছে,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, নাক দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, 'এইবার ওকে আমাদের পায়ের তলা থেকে বের করা গেল। হাউজ প্রধানরা ফিরে গিয়ে যার যার হাউজে ছাত্রদের জানাবেন ঘটনা। বলবেন, কাল সকালে প্রথম কাজ হচ্ছে হোগার্টস্ এক্সপ্রেস তাদেরকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। অন্য শিক্ষকগণ কি নিশ্চিত করবেন যে কোন ছাত্রই হোস্টেলের বাইরে নেই।'

শিক্ষকরা একে একে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

* * * *

হ্যারির সারা জীবনে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ দিন। সে, রন ফ্রেড এবং জর্জ গ্রিফিন্ডর কমন রুমের এক কোণায় বসে রয়েছে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। পার্সি ওখানে নেই। ও গেছে মিস্টার এবং মিসেস

উইসলিকে পেঁচা পাঠিয়ে খবর দিতে, এরপর নিজেকে হোস্টেলে বন্ধ করে রেখেছে।

কোন বিকেলই এত দীর্ঘ হয়নি, গ্রিফিন্ডর টাওয়ার এত ভীড়ের মধ্যেও এত নিঃশব্দ হয়নি। সূর্যাস্ত হতে যাচ্ছে, ফ্রেড আর জর্জ আর বসে থাকতে পারছে না, উঠে গেলো শুতে যাবে বলে।

'ও কিছু জানতে পেরেছিল, হ্যারি,' বলল রন, স্টাফ রুমের ওয়ার্ডরোবে ঢোকার পর থেকে এই প্রথম কথা বলল রন। 'সে কারণেই ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওটা মোটেও পার্সি সম্পর্কে কোন ফালতু বিষয়ে নয়। ও চেম্বার অব সিক্রেটস্ সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছিল। নিশ্চয়ই সে কারণেই ওকে–' রন পাগলের মতো চোখ মুছল। 'ওতো বিশুদ্ধ রক্ত। আর কোন কারণ থাকতে পারে না।'

হ্যারি দেখল সূর্য ডুবছে, রক্ত লাল, আকাশের নিচে। জীবনের সবচেয়ে খারাপ অনুভূতি এখন তার। শুধু যদি ওরা কিছু করতে পারতো। যে কোন কিছু।

'হ্যারি,' বলল রন, 'তুমি কি মনে করো কোন সম্ভাবনা আছে যে সে- তুমি জান-'

কি বলবে হ্যারি জানে না। ও বুঝতে পারছে না, জিনি এখনো কি ভাবে বেঁচে থাকবে।

'তুমি জান?' বলল রন, 'আমার মনে হয় আমাদের গিয়ে লকহার্টের সঙ্গে দেখা করা উচিৎ। ওকে গিয়ে বলি, আমরা যা জানি। উনি চেষ্টা করবেন চেম্বারে ঢোকার জন্য। আমরা ওকে বলি ওটা কোথায় রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এবং বলি ওটার ভেতরে একটা বাসিলিস্ক রয়েছে।'

যেহেতু হ্যারি আর কিছু চিন্তা করতে পারছিল না, এবং যেহেতু সে কিছু একটা করতে চায়, সে সম্মত হলো। তাদের চারপাশের গ্রিফিন্ডররা এত বিষাদগ্রস্ত ছিল, এবং ওদের জন্যে এত দুঃখ পাচ্ছিল যে কেউই ওদের ওঠায়, রুম পার হয়ে যাওয়ার সময় এবং ছবির গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় বাঁধা দিল না।

লকহর্টের অফিসে যেতে যেতে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। অফিসের ভেতরে মনে হয় অনেক কর্মকান্ড চলছে। ওরা শুনতে পাচ্ছে ঘষা, দুম-দাম এবং দ্রুত পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে ওরা।

হ্যারি টোকা দিল এবং হঠাৎ ভেতরে সব চুপ হয়ে গেল। তারপর দরজাটা একটুখানি ফাঁক করে, লকহার্টের একটি মাত্র চোখ দেখা গেল ওর মধ্যে দিয়ে বাইরে উঁকি দিচ্ছে।

'ওহ...মিস্টার পটার...মিস্টার উইসলি...' বললেন তিনি, দরজাটা আরেকটু ফাক করে। 'এই মুহূর্তে আমি ব্যস্ত। যদি তাড়াতাড়ি করো...'

'প্রফেসর আপনার জন্যে আমাদের কিছু খবর আছে,' বলল হ্যারি। আমাদের মনে হয় আপনার সাহায্যে আসবে।'

'ইয়ে-বেশ-মানে ভীষণভাবে-' লকহার্টের চেহারার এক পাশ ওরা দেখতে পাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ও খুব অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে। 'আমি বলছি-বেশ-ঠিক আছে।'

উনি দরজাটা খুললেন এবং ওরা ভেতরে প্রবেশ করল।

ওর অফিস প্রায় সম্পূর্ণটাই খুলে ফেলা হয়েছে। মেঝেতে দু'টো বড় ট্রাংক খোলা পড়ে রয়েছে। পোশাক, জেড গ্রীন, লাইলাক, মিডনাইট বালু সব তাড়াহুড়া করে ট্রাংকের ভেতরে ঢোকানো হয়েছে; আরেকটার ভেতরে আগোছালোভাবে বইগুলো হয়েছে। যে ছবিগুলো দেয়ালের শোভা ছিল ওগলো ডেস্ক-এর ওপর বাক্সের ভেতর ঢোকানো।

'আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?' হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

'ইয়ে, মানে, হ্যা,' বললেন লকহার্ট, দরজার পেছন থেকে ওর একটা প্রমাণ সাইজের ছবি খুলতে খুলতে রোল করে ফেললেন ওটা। 'জরুরি ডাক...কিছুতেই এড়ানো গেল না...যেতেই হবে...'

'কিন্তু আমার বোনের ব্যাপারে কি হবে?' ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কলল রন।

'খুবই দুঃখজনক,' বললেন লকহার্ট ওদের চোখকে এড়িয়ে যাচ্ছে ওর চোখ, একটা ড্রয়ার টান দিয়ে খুলে ওটার ভেতরের জিনিসপত্র সব একটা ব্যাগে ঢাললেন। 'আমার চেয়ে বেশি দুঃখ কেউ পায়নি-'

'আপনি হচ্ছেন ডিফেন্স এগেন্স্ট দ্য ডার্ক আর্টস্-এর শিক্ষক!' বলর হ্যারি। 'আপনি এখন যেতে পারেন না! বিশেষ করে যখন এখানে সব ডার্ক কর্মকাণ্ড চলছে!'

'বেশ, আমাকে বলতে হচ্ছে...আমি যখন চাকরিটা নিয়েছিলাম...' বিড় বিড় করে বললেন লকহার্ট, এখন কাপড় চোপড়ের ওপর ওর মোজা স্তুপ করছেন, 'চাকরির শর্তে কিছুই ছিল না...আশা করিনি...'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন? বলল হ্যারি অবিশ্বাস তার কণ্ঠে। 'আপনার বইয়ের বর্ণনা অনুযায়ী কত কিছু আপনি করেছেন?'

'বই ভুল ধারণা দিতে পারে,' সৌজন্যের সাথে বললেন লকহার্ট।

'আপনিই তো লিখেছেন বইগুলো!' চিৎকার করে উঠল হ্যারি।

'মাই ডিয়ার বয়,' হ্যারির ওপর রাগ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। 'তোমার কমনসেন্স ব্যবহার করো। লোকে যদি মনে না করত যে আমিই ওই কাজগুলো

করেছি আমার বই অর্ধেকও বিক্রি হতো না। কেউই একজন কুৎসিৎ বুড়ো আমেরিকান যুদ্ধবাজের কথা পড়তে চায় না, এমনকি সে যদি একটি গ্রামকে ওয়েরউল্ফ-এর হাত থেকে বাঁচিয়ে থাকে, তবুও। প্রচ্ছদে তাকে ভয়ানক দেখাবে। ড্রেস-সেন্স বলতে একেবারেই কিছু নেই। এবং যে ডাইনীটা ব্যান্ডন বানশিকে দেশত্যাগী করেছে তার থুতনিতে দাঁড়ি আছে। আমি বলতে চাচ্ছি, বুঝতেই পারছ...'

'তাহলে, অন্য লোকজন যা করেছে তার কৃতিত্ব আপনি নিয়েছেন বলুন? বলল হ্যারি অবিশ্বাসে।

'হ্যারি, হ্যারি,' বললেন লকহার্ট, অধৈর্যের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে, 'এটা ওরকম সোজা নয়। অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমাকে এ সব লোককে খুঁজে বার করতে হয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে ঠিক কিভাবে তারা কাজগুলো করেছে। তারপর আমাকে তাদের ওপর "মেমরি চার্ম" প্রয়োগ করতে হয়েছে, যেন ওরা ভুলে যায় যে ওরাই কাজগুলো করেছে। একটা বিষয় যেটা নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার মেমরি চার্ম। না, অনেক কাজ করতে হয়েছে, হ্যারি। শুধু বই সাইন করা এবং পাবলিসিটি ছবিই নয়। তুমি যদি খ্যাতি চাও, তবে , তোমাকে একটা দীর্ঘ কঠিন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

ট্রাংকের ডালাগুলো জোরে লাগিয়ে তালা মেরে দিলেন লকহার্ট।

'দেখা যাক,' বললেন,' 'আমার মনে হয় সব কিছুই হলো। হ্যা, শুধু একটা বিষয় রয়ে গেছে।'

নিজের জাদুদণ্ডটা বের করে ওদের মুখোমুখি হলেন প্রফেসর লকহার্ট।

'খুবই দুঃখিত, কিন্তু তোমাদের ওপর এখন "মেমরি চার্ম" প্রয়োগ করতে হবে। তোমরা সবখানে আমার গোপন কথা বলে বেড়াবে সেটা হতে দিতে পারি না। তাহলে আমার একটি বইও আর বিক্রি হবে না...'

ঠিক সময়মতোই হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা বের করল। লকহার্ট ওরটা তুলতে না তুলতে, হ্যারি চিৎকার করে উঠল,'এক্সপেলিআরমাস!'

এক তোড়ে লকহার্ট পেছন দিকে গিয়ে ট্রাংকের উপর পড়ল। ওর জাদুদণ্ড শূন্যে উড়ে গেলো; রন ওটা ধরে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

'প্রফেসর স্নেইপকে ওটা আমাদের শেখাতে দেয়া উচিৎ হয়নি,' বলল ক্ষিপ্ত হ্যারি, লাথি মেরে লকহার্টের ট্রাংক একদিকে সরিয়ে দিয়ে। লকহার্ট ওর দিকে তাকাল, আবার ওকে অক্ষম বলে মনে হচ্ছে। হ্যারি তখনও ওর জাদুদণ্ড প্রফেসরের দিকে তাক করে রেখেছে।

'তোমরা আমাকে কি করতে বলো?' ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন লকহার্ট। 'আমি জানি না চেম্বার অব সিক্রেটস্ কোথায়। আমার কিছুই করবার নেই।"

'আপনার কপাল ভাল,' বলল হ্যারি জাদুদণ্ড তাক করে লকহার্টকে দাঁড় করালো। 'আমরা মনে করি আমরা জানি ওটা কোথায় রয়েছে। এবং ওটার ভেতরে কি আছে। চলুন যাওয়া যাক।'

ওরা লকহার্টকে ওর অফিস থেকে বের করল, সবচেয়ে কাছের সিঁড়ি ধরে, আন্ধকার করিডোরে যেখানে মেসেজগুলো জ্বল জ্বল করছে, সেখান দিয়ে মোনিং মার্টলের বাথরুমে।

ওরা প্রথমে লকহার্টকে ভেতরে পাঠালো। কাঁপছে লকহার্ট, দেখে হ্যারি খুব খুশি।

সবশেষের টয়লেটে বসে ছিল মার্টল।

হ্যারিকে দেখে বলল,'ওহ, তুমি। এখন আবার কি চাও?''

'তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে কি ভাবে মরলে তুমি,' বলল হ্যারি।

সঙ্গে সঙ্গে মার্টলের পুরো চেহারা পাল্টে গেল। দেখে মনে হলো ওকে কেউ এমন তোশামোদি প্রশ্ন করেনি।

'উউউহ, সেটা ভয়ঙ্কর ছিল,' তৃপ্তির সাথে বলল সে। 'ঠিক এখানেই ঘটেছিল ঘটনাটা। আমি ঠিক এই কিউবিকলে মরেছে। আমার এতো স্পষ্ট মনে আছে। অলিভ হর্ণবি আমাকে চশমা নিয়ে ক্ষ্যাপাতো বলে আমি এখানে এসে লুকিয়ে ছিলাম। দরজাটা বন্ধ ছিল এবং আমি কাঁদছিলাম, এরপর শুনলাম কেউ ভেতরে এলো। ওরা অদ্ভূত ধরনের কথা বলল। ভিন্ন একটা ভাষা বলেই আমি মনে করেছিলাম : যাই হোক, আমার কাছে যেটা আশ্চর্য্য মনে হলো যে একটা ছেলে কথা বলছে। সুতারাং আমি দরজার তালা খুলে দিলাম, বলার জন্যে, যে নিজের বাথরুম ব্যবহার করোগে যাও। এবং তারপর-' গুরুত্বপূর্ণ মানুষের মতো ফুলে গেলো মার্টল, ওর মুখ চকচক করছে, ,'আমি মরলাম।'

'কিভাবে?' বলল হ্যারি।

'কোন ধারণা নেই,' বলল মার্টল চুপিসারে। 'আমার শুধু মনে আছে হলুদ এক জোড়া বিশাল চোখ দেখেছিলাম। আমার পুরো শরীর যেন এক রকম নিশ্চল হয়ে গেল, এবং তারপর আমি ভাসছি...' সে স্বপ্নিল চোখে হ্যারির দিকে তাকাল। 'এবং তারপর আমি আবার ফিরে এলাম। অলিভ হর্ণবি'কে বার বার দর্শন দেয়ার ব্যাপারে আমি দৃঢ়সংকল্প। ওহ, কিন্তু সে দুঃখিত হয়েছিল, সে আর আমার চশমা নিয়ে হাসেনি।'

'ঠিক কোথায় তুমি চোখ দু'টো দেখেছিলে?' বলল হ্যারি।

'ওইখানে কোথাও,' বলল মার্টল, অনির্দিষ্টভাবে ওর টয়লেটের সামনে সিঙ্কটার দিকে দেখাল।

হ্যারি আর রন তাড়াতাড়ি ওখানে গেল। লকহার্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেক

পেছনে, চেহারায় শুধু ভয়ের ছাপ।

দেখতে ঠিক সাধারণ সিঙ্কের মতোই। ওরা প্রতিটি ইঞ্চ পরীক্ষা করল, ভেতরে এবং বাইরে, নিচের পাইপগুলিসহ। এবং তারপর হ্যারি দেখল: একট তামার ট্যাপের পাশে খোদাই করা রয়েছে একটা ক্ষুদ্র সাপ।

'এই ট্যাপগুলি কখনো কাজ করে নাই,' বলল মার্টল, হ্যারিকে ট্যাপ ঘোরাতে দেখে।

'হ্যারি,' বলল রন, 'কিছু বলো। পারসেলটাঙে কিছু বলো।'

'কিন্তু-' হ্যারি চিন্তা করছে, চেষ্টা করে চিন্তা করছে। একবারই সে পারসেলটাঙ বলেছিল, যখন সে একটা সত্যিকারের সাপের মুখোমুখি হয়েছিল। সে ক্ষুদ্র খোদাইটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, ভাবতে চেষ্টা করল ওটা সত্যিই জীবিত।

'খোল,' বলল সে।

রনের দিকে তাকাল সে, মাথা নাড়ছে রন।

'ইংরেজী হয়ে গেলো,' বলল সে।

হ্যারি আবার সাপটার দিকে তাকালাম, বিশ্বাস করার চেষ্টা করল যে ওটা জীবিত। সে যদি তার মাথা নাড়ে, তাহলে মোমের আলোয় ওটাকে এমনভাবে দেখা যাচ্ছে যেন ওটা নড়ছে।

'খোল,' বলল সে।

সে নিজে শব্দটা শুনতে পায়নি; একটা অদ্ভুত হিস হিস শব্দ ওর কান এড়িয়ে গেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাপটা উজ্জ্বল সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ঘুরতে শুরু করল। পর মুহূর্তেই, সিঙ্কটাই নড়তে শুরু করল। বস্তুত সিঙ্কটা ডুবে গেল একেবারে দৃষ্টির বাইরে, একটা বিরাট পাইপের মুখ খুলে গেল, একটা পাইপ একজন মানুষের পক্ষে ভেতরে ঢোকার মত যথেষ্ট প্রশস্ত।

হ্যারি শুনল রনের দম আটকে গেছে এবং মুখ তুলে তাকাল আবার। কি করবে সে স্থির করে ফেলেছে।

'আমি নিচে যাচ্ছি,' বলল সে।

'আমিও,' বলল রন।

নিরবতা নেমে এলো।

'বেশ, মনে হয় আমাকে আর তোমাদের প্রয়োজন পড়বে না,' বললেন লকহার্ট, ওর পুরনো হাসির ছায়া আবার দেখা গেল। 'আমি শুধু-'

দরজার নবের উপর হাত রাখল সে, কিন্তু রন আর হ্যারি দু'জনেই ওদের জাদুদণ্ড ওর দিকে তাক করল।

'আপনাকেই আগে যেতে হবে।,' দাঁত খিঁচিয়ে বলল রন।

ফ্যাকাসে মুখে জাদুদণ্ড ছাড়া লকহার্ট, পাইপের খোলা মুখটার সামনে দিকে এগিয়ে গেলো।

'শোন,' ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন তিনি, 'শোন, এতে কি উপকার হবে?'

জাদুদণ্ড দিয়ে পেছনে ওঁকে মারল হ্যারি। লকহার্ট ওর পা দিল পাইপের ভেতরে।

'আমি সত্যিই মনে করি না—' বলতে শুরু করেছিলেন তিনি, কিন্তু রন একটা ধাক্কা দিল এবং দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন লকহার্ট। তাড়াতাড়ি হ্যারি ওকে অনুসরণ করল। পাইপের ভেতরে আস্তে আস্তে নিজেকে নামাল ও, এবং তারপর নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিল।

মনে হচ্ছে অন্তহীন, আঠাল চটচটে, অন্ধকার পথে নিচের দিকে গড়িয়ে যাওয়া। সে দেখতে পেলো বিভিন্ন দিকে আরো অনেক পাইপের শাখা। কিন্তু ওদেরটার মতো এতো প্রশস্ত একটাও না। এঁকে বেঁকে খাড়া নিচের দিকে নামছে ওদেরটা, এবং সে জানে সে স্কুলের নিচে এমনকি ভূগর্ভস্থ কারা প্রকোষ্ঠগুলির চেয়েও নিচে নেমে যাচ্ছে। পেছনে ও শুনতে পাচ্ছে রনের আওয়াজ, বাঁকগুলিতে লেগে ভোতা শব্দ করছে।

এবং ঠিক যখন সে ভাবছে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হতে পারে, পাইপটা সমান্তরাল হয়ে গেলো , এবং সে বাইরে বেরিয়ে এলো ভেজা এবং ভোতা আওয়াজের মধ্যে, একটা পাথরের অন্ধকার সুড়ঙ্গের স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে পড়ল সে। সুড়ঙ্গটা দাঁড়াবার মতো উঁচু। লকহার্টও একটু দূরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন, সারা গা চটচটে এবং চুণ মাখানো, যেন একটা সাদা ভূত। হ্যারি একপাশে সরে দাঁড়াল, শোঁ শোঁ শব্দ করে রন নামল পাইপটা দিয়ে।

'আমরা নিশ্চয়ই স্কুলের নিচে কয়েক মাইল,' বলর হ্যারি, কালো সুড়ঙ্গটার মধ্যে ওর স্বর প্রতিধ্বনিত হলো।

'লেকের নিচে সম্ভবত,' বলল রন, অন্ধকার চটচটে দেয়ালগুলোর দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে।

তিনজনই সামনের অতল অন্ধকারের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল।

'লুমোস!' বিড়বিড় করল হ্যারি এবং ওর জাদুদণ্ডের মাথটোতে আলো জ্বলে উঠল। 'এসো,' সে বলল রন এবং লকহার্টকে এবং হাঁটতে শুরু করল তিনজন, ওদের পায়ের শব্দ ভেজা মেঝেতে জোরে জোরে স্ল্যাপ স্ল্যাপ শব্দ করছে।

সুড়ঙ্গটা এতো অন্ধকার যে ওরা শুধু অল্প একটু সামনে দেখতে পাচ্ছে। জাদুদণ্ডের আলোয় ওদের ছায়াগুলিকে দৈত্যাকার বলে মনে হচ্ছে।

'মনে রেখো,' আস্তে করে বলল হ্যারি, সাবধানে যেতে যেতে,'নড়াচড়ার

যে কোন আভাসেই প্রথমে চোখ বন্ধ করে ফেলবে...'

কিন্তু সুড়ঙ্গটা কবরের মতোই নিরব, এবং যে অপ্রত্যাশিত শব্দ ওরা শুনতে পেলো সেটা হচ্ছে ক্রাঞ্চ, একটা মরা ইঁদুরের খুলির ওপর রনরে পা পড়েছিল। হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা নিচু করল মেঝেটা পরীক্ষা করবার জন্যে, দেখল ছোট ছোট প্রাণীর হাড় ছড়ানো সর্বত্র। জিনিকে পাওয়া গেলে কেমন দেখতে হবে এটা মনে করবার চেষ্টা করল না হ্যারি, সামনে অগ্রসর হলো, সুড়ঙ্গে একটা অন্ধকার বাঁক ধরে।

'হ্যারি, ওখানে কিছু রয়েছে...' বলর রন ফ্যাসফ্যাসে গলায়, হ্যারির কাঁধটা চেপে ধরেছে ও।

জমে গেলো ওরা। দেখছে। হ্যারি শুধু একটা বিরাট এবং বাঁকানো কিছুর কাঠামো দেখতে পেল যেন, টানেল জুড়ে শুয়ে আছে। ওটা নড়ছে না।

'বোধহয় ওটা ঘুমিয়ে আছে,' সে শ্বাস ফেলল, পেছনে অন্য দু'জনের দিকে এক পলক তাকাল। লকহার্টের হাত চোখের উপর চাপা দেয়া। হ্যারি আবার ফিরে জিনিসটা দেখল, হৃৎপিন্ড এত দ্রুত চলছে যে ব্যাথা করছে ওর।

খুব ধীরে ধীরে, চোখ এক চিলতে খুলে যেন কোনমতে দেখা যায়, হ্যারি সামনের দিকে এগোল, ওর জাদুদণ্ডটা উঁচু করে ধরা।

একটা দৈত্যাকার সাপের চামড়ার ওপর আলো পড়ল, প্রাণপন্ত, বিষাক্ত সবুজ, পড়ে আছে পেঁচানো এবং খালি সুড়ঙ্গ জুড়ে। যে জীবটা এই চামড়া বদল করেছে সেটা কমপক্ষে কুড়ি ফিট লম্বা।

'বশ্বির আমাকে অন্ধ করে দাও,' বলল রন দূর্বলভাবে।

ওদের পেছনে হঠাৎ নড়াচড়া হলো। গিল্ডরয় লকহার্টের হাটু আর ওকে বহন করতে পারছে না, দূর্বল হয়ে পড়েছে, হাটু ভেঙ্গে পড়ে গেল সে সুড়ঙ্গের মেঝেতে।

'চলো ওঠো,' বলল রন তীক্ষ্ণভাবে, লকহার্টের দিকে ওর জদুদণ্ড তাক করল।

উঠে দাঁড়াল লকহার্ট— তারপর হঠাৎ লাফ দিল রনকে লক্ষ্য করে, মাটিতে ফেলে দিল ওকে।

হ্যারি লাফিয়ে সামনে চলে এলো, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে লকহার্ট, হাঁপাচ্ছে, রনের জাদুদণ্ড ওর হাতে এবং ওর মুখে ফের চকচকে হাসি।

'অ্যাডভেঞ্চার এখানেই খতম হচ্ছে!' বলল সে, 'ওই চামড়াটার এক টুকরা আমি স্কুলে নিয়ে যাব, ওদেরকে বলব অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল মেয়েটাকে বাঁচানো যায়নি, এবং তোমরা দুজন ওর খণ্ড বিখণ্ড দেহ দেখে দুঃখজনকভাবে

মাথা ঠিক রাখতে পারোনি। তোমাদের স্মৃতির উদ্দেশে গুড বাই বলো!'

সে রনের সেলো টেপ লাগানো জাদুদণ্ডটা মাথার অনেক ওপরে তুলল, চিৎকার করে উঠল,'অবলিভিয়েট!'

ছোটখাট একটা বোমার শব্দ করে জাদুদণ্ডটা বিস্ফোরিত হলো। হ্যারি মাথার উপর হাত দিয়ে দৌড়াল, সাপের চামড়ার উপর পা পিছলে গেল, সুড়ঙ্গ সিলিং-এর বড় বড় চাঁই পড়ছে মেঝের উপর দৌড়ে ওগুলো থেকে সরে গেল হ্যারি। পর মুহূর্তে ও একা দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলো, ভাঙ্গ পাথরের নিরেট একটা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'রন!' চিৎকার করল ও। 'তুমি ঠিক আছো তো? রন!'

'আমি এখানে!' চাপা গলায় বলল রন সিলিং থেকে পড়া পাথরের দেয়ালের ওপার থেকে। 'আমি ঠিক আছি। কিন্তু এই গাধাটা নেই– জাদুদণ্ড ওটাকে উড়িয়ে দিয়েছে।'

একটা ভোতা অওয়াজ হলো, সঙ্গে সঙ্গে জোরে 'ওহ!'। মনে হলো রন এইমাত্র লকহার্টকে ওর পায়ের হাড়ে লাথি মারল।

'এখন কি?' রনের গলার স্বর মরিয়া। 'আমরা এর মধ্যে দিয়ে বের হতে পারব না। কয়েক যুগ লেগে যাবে...'

হ্যারি সুড়ঙ্গের সিলিংটার দিকে তাকাল। বড় বড় ফাটল দেখা যাচ্ছে। এই পাথরগুলির মতো বড় কিছুকে কখনই সে ম্যাজিক দিয়ে ভাংতে চেষ্টা করেনি, এবং মনে হয় চেষ্টা করার ভাল সময়ও না এখন-যদি পুরো সুড়ঙ্গটা ভেঙ্গে পড়ে?

আরেকটা ভোতা আওয়াজ, আরেকটা 'ওহ!' শোনা গেল ভাঙ্গা পাথরের পেছন থেকে। ওরা সময় নষ্ট করছে। কয়েক ঘন্টা ধরে জিনি চেম্বার অব সিক্রেটস্-এ রয়েছে। হ্যারি জানে এখন শুধু একটাই জিনিস করার আছে।

'এখানে অপেক্ষা করো,' সে রনকে বলল। 'লকহার্টকে নিয়ে অপেক্ষা করো। আমি সামনে যাব। যদি আমি এক ঘন্টার মধ্যে ফিরে না আসি...'

একটা অর্থপূর্ণ নিরবতা নেমে এলো।

'আমি চেষ্টা করে কিছু পাথর সরাই দেখি,' বলল রন কণ্ঠ স্থির রাখার চেষ্টা করছে ও। 'যেন তুমি ভেতর দিয়ে আসতে পারো ফিরে এসে। এবং হ্যারি–'

'কিছুক্ষণ পরেই তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে,' বলল হ্যারি, ওর কাঁপা গলায় কিছুটা আত্মবিশ্বাস আনার চেষ্টা করল।

এবং একা সে রওয়ানা হয়ে গেলো সাপের বিশাল চামড়াটার পাশ দিয়ে।

রনের পাথর সরানোর আওয়াজটা দ্রুতই মিলিয়ে গেল। সুড়ঙ্গটা বাঁকের পর বাঁক খাচ্ছে। হ্যারির শরীরের প্রতিটি স্নায়ুতে অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে। সে

চাচ্ছে সুড়ঙ্গটা শেষ হোক, আবার ভয়ও পাচ্ছে শেষ হলে কি দেখতে হবে ভেবে। এবং অবশেষে যখন আরেকটা বাঁক ঘুরল, ও দেখল একটা নিরেট দেয়াল ওর সামনে দাঁড়িয়ে, দেয়ালের ওপর পাকে জড়ানো দু'টো সাপ খোদাই করা রয়েছে, ওদের চেখে বড় বড় দ্যুতি ছড়ানো পান্না বসানো।

সামনে গেলো হ্যারি, ওর গলা শুকিয়ে গেছে। এই পাথরের সাপগুলো জ্যান্ত এটা ভান করার কোন দরকার নেই, তবে ওদের চোখগুলো অদ্ভূত রকমের জ্যান্ত।

কি করতে হবে বুঝতে পেরেছে হ্যারি। গলা পরিষ্কার করে নিল, এবং পান্নার চোখ গুলো মনে হলো সামান্য কেঁপে উঠল।

'খোল,' বলল হ্যারি, সাপের ভাষায় হিস্ করে চাপা স্বরে।

সাপ দু'টো বিচ্ছিন্ন হলো এবং দেয়ালটা ফেটে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলো, ভাগগুলি আস্তে করে দৃশ্যের বাইরে চলে গেলো, এবং হ্যারি, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছে, ভেতরে হেঁটে গেলো।

সপ্তদশ অধ্যায়

স্লিথারিনের উত্তরাধিকার

সে দাঁড়িয়ে আছে বেশ দীর্ঘ প্রায়ান্ধকার একটা চেম্বারের প্রান্তে। পাথরের বিশাল বিশাল সাপ খোদাই করা, পিলার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া একটা সিলিংকে ভর দিয়ে রেখেছে। চেম্বারের অস্বাভাবিক সবুজ অস্পষ্টতার মধ্যে পিলারগুলি লম্বা কালো ছায়া ফেলেছে।

ওর হৃৎপিণ্ড চলছে খুব দ্রুতগতিতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ্যারি শুনছে শীতল নৈঃশব্দ। বাসিলিস্ক কি কোন পিলারের পেছনে ছায়াঘন কোণায় ওত পেতে আছে?

জাদুদণ্ড বের করল হ্যারি এবং সাপের পিলার গুলির মাঝখান দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। সাবধানে দেয়া প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ছায়ায় ঢাকা দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। চোখ সরু করা, সামান্যতম আওয়াজেই বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত। পাথরের সাপের চোখের শূন্য কোটরগুলি যেন ওকে অনুসরণ করছে।

কতবার যে পেটে মোঁচড় মেরেছে আর তার মনে হয়েছে কিছু একটা নড়তে দেখেছে।

তারপর, যখন সে শেষ পিলার জোড়ার সমান সমান হলো ওর দৃষ্টি পড়ল পেছনের দেয়ালের সামনে দাঁড়ানো চেম্বারের সমান উঁচু একটা বিশাল মূর্তির উপর।

উপরের বিরাট চেহারাটা দেখার জন্যে হ্যারিকে নিজের ঘাড় বকের মতো বাঁকাতে হলো। প্রাচীন এবং: প্রাচীন এবং বানরের মতো দেখতে মুখ, লম্বা পাতলা দাঁড়ি এসে পড়েছে একেবারে পাথরের পোশাকের নিচে, যেখানে দুটো বিরাট ধূসর পাথরের পা চেম্বারের মসৃণ মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং পা দুটোর মাঝখানে, পড়ে রয়েছে, মুখ নিচের দিকে করা, অগ্নিশিখার মতো লাল চুল, কালো পোষাক পরা ছোট্ট একটি মানুষ।

'জিনি!' হ্যারি বিড় বিড় করল, দৌড়ে গেলো ওর কাছে এবং হাঁটু গেড়ে বসল। *'জিনি! মরে যেও না! প্লিজ মরে যেও না!'* ওর জাদুদণ্ডটা একদিকে ছুড়ে দিল, কাঁধে ধরে জিনিকে ঘুরিয়ে দিল। ওর মুখটা মার্বেলের মতো সাদা, এবং একই রকম ঠান্ডা, কিন্তু ওর চোখ বন্ধ, তাহলে সে পেট্রিফাইড হয়নি। তাহলে ও নিশ্চয়ই...

'জিনি, প্লিজ জেগে ওঠো,' বিড় বিড় করল হ্যারি মরিয়া হয়ে ঝাঁকি দিচ্ছে জিনিকে। জিনির মাথা এদিক ওদিক গড়াচ্ছে, মনে হয় কোন আশা নেই।

'ও জাগবে না,' বলর একটা নরম কণ্ঠস্বর।

হ্যারি লাফিয়ে উঠে হাটুর ওপর ঘুরল।

সবচেয়ে কাছের পিলারটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি লম্বা কালো-চুলের ছেলে। কিনারাগুলোতে কেমন যেন আবছা, যেন কোন কুয়াশাচ্ছন্ন জানালার মধ্যে দিয়ে ওকে দেখছে হ্যারি। কিন্তু ওর চিনতে ভুল হয়নি।

'টম-*টম রিডল্?*

মাথা নাড়ল রিডল্, হ্যারির চেহারার ওপর থেকে দৃষ্টি সরালো না।

'কি বলতে চাও, ও জাগবে না মানে?' মরীয়া হ্যারি বলর। 'ও-ও-না-?'

'ও, এখনো বেঁচে আছে,' বলল রিডল। 'কিন্তু শুধু মাত্র।'

হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে আছে, অপলক। টম রিডল্ হোগার্টস্-এ ছিল পঞ্চাশ বছর আগে, কিন্তু এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওর চারপাশে একটা অস্পষ্ট রহস্যময় আলো ঘিরে রেখেছে, ষোল বছরের চেয়ে একদিনও বড় নয়।

'তুমি কি ভূত?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি অনিশ্চিত ভাবে।

'একটা স্মৃতি,' বলল রিডল্ শান্তভাবে। 'একটা ডায়রিতে সংরক্ষিত পঞ্চাশ

বছর ধরে।'

সে মূর্তিটার পায়ের আঙুলের কাছে দেখালো। ওখানে পড়ে রয়েছে মোনিং মার্টলের বাথরুমে পাওয়া কালো ডায়রিটা, খোলা। এক সেকেন্ডের জন্য হ্যারি ভবল ওটা ওখানে পৌছাল কিভাবে– কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো আগে সুরাহা করা দরকার।

'আমাকে সাহায্য করতে হবে, টম,' বলল হ্যারি, আবার জিনির মাথাটা তুলে ধরল ও। 'ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। এখানে একটা বাসিলিস্ক রয়েছে...আমি জানি না কোথায়, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। প্লিজ, আমাকে সাহায্য করো...'

রিডল নড়ল না। হ্যারি ঘামছে, জিনিকে মেঝের উপর থেকে অর্ধেক মাত্র তুলতে পেরেছে, এবং আবার ঝুঁকল ওর জাদুদণ্ডটা তুলে নেয়ার জন্যে।

কিন্তু ওর জাদুদণ্ডটা নেই।

'তুমি কি দেখেছ-?'

সে মুখ তুলে তাকাল। রিডল্ তখনও ওকে লক্ষ্য করছে- ওর লম্বা আঙুলের ফাঁকে হ্যারির জাদুদণ্ডটা নিয়ে খেলা করছে।

'ধন্যবাদ,' বলল হ্যারি, হাত বাড়াল ওটা নেয়ার জন্যে।

রিডল্-এর মুখের কোণে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল। সে হ্যারির দিকে তাকিয়েই আছে, জাদযদণ্ডটা ঘোরাচ্ছে বন বন করে।

'শোন,' বলল হ্যারি দ্রুত, জিনির ওজনে ওর হাটু বেঁকে বসছে, *'আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে!* যদি বাসিলিস্ক আসে...'

'না ডাকা পর্যন্ত ওটা আসবে না,' বলর রিডল্ শান্তভাবে।

জিনিকে আবার মেঝেতে নামিয়ে রাখল হ্যারি, ওকে আর তুলে লাখতে পারছিল না।

'কি বলতে চাচ্ছো?' বলল ও। 'দেখো, আমার জাদুদণ্ডটা দাও, আমার এটা প্রয়োজন হতে পারে।'

রিডল্-এর হাসি আরো চওড়া হলো।

'তোমার এটা আর প্রয়োজন হবে না,' বলল সে।

হ্যারি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো।

'কি বলছো, আমার আর প্রয়োজন–?

'এর জন্যে আমি অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি হ্যারি পটার,' বলল রিডল্। 'তোমাকে দেখার জন্যে। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে।'

'দেখো,' বলল হ্যারি, ধৈর্য্য হারাচ্ছে সে,'আমার মনে হয় না তুমি বুঝতে পারছ। আমরা চেম্বার অব সিক্রেটস-এ দাঁড়িয়ে আছি। আমরা পরে কথা

বলতে পারবো।'

'আমরা এখনই কথা বলবো,' বলল রিডল্, এখনও মুখে চওড়া হাসি, হ্যারির জাদুদণ্ডটা পকেটে ভরে ফেলেছে সে।

হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে রইল। এখানে কিছু আজব ব্যাপার স্যাপার ঘটছে।

'জিনি এ রকম হলো কি ভাবে?' সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল।

'আচ্ছা, এটা একটা মজার প্রশ্ন ,' বলল রিডল্ খোশমেজাজে। 'এবং একটা লম্বা কাহিনীও। আমি মনে করি আসল যে কারণ, যে কারণে জিনি উইসলি এরকম হয়েছে সেটা হচ্ছে, একজন অদৃশ্য অপরিচিতের কাছে নিজের মন খুলে দেয়া এবং নিজের সব গোপন কথা বলা।'

'কি বলছ তুমি?' বলল হ্যারি।

'ডায়রিটা,' বলল রিডল্। '*আমার* ডায়রি। জিনি মাসের পর মাস এই ডায়রিতে লিখেছে, ওর সব দুঃখের কথা, যন্ত্রণার কথাঃ কি ভাবে তার বাইয়েরা তাকে টিজ করে, কি ভাবে তাকে পুরনো বই এবং পোশাকে স্কুলে আসতে হয়েছে, কেমন করে-রিডল্-এর চোখ ঝিকমিক করে উঠল, '—কিভাবে সে ভাবত যে বিখ্যাত, ভাল, গ্রেট হ্যারি পটার তাকে কখনো *পছন্দ* করবে না...'

যতক্ষণ রিডল্ কথা বলেছে ততক্ষণ ওর চোখ হ্যারির মুখ থেকে নড়েনি। ওই দুটি চোখে প্রায় একটা ক্ষুধার্ত দৃষ্টি রয়েছে।

'খুবই বিরক্তিকর, এগারো বছরের বালিকার নির্বোধ সব ছোটখাট সমস্যার কথা শোনা,' সে বলে চলল। 'কিন্তু আমি ধৈর্যশীল ছিলাম। আমি জবাব লিখে, আমি তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম, আমি সহৃদয় ছিলাম। জিনি আমাকে শুধুই ভালবাসত।

তোমার মতো কেউ আমাকে বুঝতে পারেনি, টম...আমি এত খুশি যে এই ডায়রিটা পেয়েছি আমার মনের কথা বলবার জন্যে...যেন একজন বন্ধু যাকে আমি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি...'

রিডল হাসল, একটা উচ্চ, শীতল হাসি, ওকে মানালো না সেই হাসিতে। হ্যারির ঘাড়ের নিচের চুল দাঁড়িয়ে গেল।

'আমি যদি নিজে বলি, হ্যারি, যাকে আমার প্রয়োজন তাকে আমি সব সময়ই জাদুর প্রভাবে ফেলতে পারি। সুতারাং জিনি তার মনের সব কথা আমাকে বলল, এবং তার আত্মা হয়ে গেল ঠিক আমি যা চাই সেরকম। ওর সবচেয়ে গভীর ভয়ের, সবচেয়ে গভীর গোপন কথা জেনে আমি আরো শক্তিশালী হতে থাকলাম। আমি শক্তিশালী হলাম, ছোট্ট মিস উইসলির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। মিস উইসলিকে আমার কয়েকটা গোপন কথা দেয়ার

মতো যথেষ্ট শক্তিশালী, *আমার* আত্মার খানিকটা ধীরে ধীরে তার মধ্যে...'

'কি বলছ তুমি? বলল হ্যারি, ওর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে।

'তুমি কি এখনো আন্দাজ করতে পারনি, হ্যারি পটার?' নরম করে বলল রিডল্। 'জিনি উইসলি চেম্বার অব সিক্রেটস খুলেছে। স্কুলের মোরগগুলিকে সেই মেরেছে। দেয়ালে হুমকি দেয়া লেখাগুলিও ওই লিখেছে। চারজন মাডব্লাড এবং স্কুইবের বেড়ালটার ওপর স্লিথারিনের সাপ ওই লেলিয়ে দিয়েছে।'

'না,' ফিস ফিস করে বলল হ্যারি।

'হ্যা,' বলল রিডল্ শান্তভাবে। 'অবশ্য প্রথমে ও জানত না ও কি করছে। তখন এটা ওর কাছে খুব মজার ছিল। তুমি যদি ওর তখনকার ডায়রির এন্ট্রিগুলো দেখতে...অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং, এভাবে লিখত...*প্রিয় টম,* মুখস্থ বলে যেতে লাগল, হ্যারির ভয় পাওয়া চেহারা দেখতে দেখতে, '*আমার মনে হয় আমি স্মৃতি হারিয়ে ফেলছি। আমার পোশাক মোরগের পালকে ভর্তি এবং আমি বুঝতে পারছি না ওগুলো এলো কোত্থেকে। প্রিয় টম, আমি মনে করতে পারছি না হ্যালোঈন রাতে আমি কি করেছি, কিন্তু একটা বেড়াল আক্রান্ত হয়েছিল এবং আমার সামনেটা রঙে মাখামাখি ছিল। প্রিয় টম, পার্সি আমাকে শুধু বলছে আমি ফ্যাকাসে হয়ে গেছি এবং আমি আর আমি নেই। আমার মনে হয় ও আমাকে সন্দেহ করছে...আজ আরেকটা হামলা হয়েছে এবং আমি জানি না আমি কোথায় ছিলাম। টম, আমি কি করবো? আমার মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি...আমার মনে হয় অমিই সকলকে আক্রমণ করছি, টম!*'

হ্যারির হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেছে, নখগুলো বসে গেছে তালুতে।

'ডায়রিটাকে বিশ্বাস না করতে নির্বোধ জিনির অনেক দীর্ঘ সময় নিয়েছে,' বলল রিডল্। 'অবশেষে সে সন্দেহ করতে লাগল এবং ওটা ফেলে দিতে চেয়েছিল। এবং এখান থেকে তোমার অনুপ্রবেশ হ্যারি পটার। তুমি ওটা পেয়েছিলে, এবং আমি এর চেয়ে খুশি আর কিছুতে হইনি। সমস্ত লোকের মধ্যে কে পেয়েছে, *তুমি*, যার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমার সমচেয়ে বেশি আগ্রহ...'

'এবং তুমি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ? বলল হ্যারি। ওর ভেতর দিয়ে রাগের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে পারছে।

'বেশ, শোন, জিনি আমাকে তোমার সম্পর্কে সব কিছুই লিখেছে,' বলল রিডল্। 'তোমার সমস্ত *চমকপ্রদ* ইতিহাস।' হ্যারির কপালের দাগটার ওপর দিয়ে তার চোখের দৃষ্টি ঘুরে এলো, এবং তার চেহারার ক্ষুধার ভাবটা আরো বাড়ল। 'আমি জানতাম তোমার সম্পর্কে আমার আরো জানতে হবে, তোমার

সঙ্গে কথা বলতে হবে, যদি পারি তোমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেই কারণে, তোমার বিশ্বাস অর্জনের জন্য, তোমাকে আমার সেই বিখ্যাত গ্রেপ্তার, হ্যাগ্রিডকে আটকটা দেখাতে হয়েছিল।'

'হ্যাগ্রিড আমার বন্ধু,' বলর হ্যারি, এখন তার স্বর কাঁপছে। 'এবং তুমি তাকে ফাঁদে ফেলেছ, তাই না?' আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো ভুল করেছ, কিন্তু-'

রিডল্ হাসল তার সেই উচ্চকণ্ঠের হাসি।

'হ্যাগ্রিডের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমার কথা, হ্যারি। তুমি ভাবেতে পারো ব্যাপারটা বৃদ্ধ আরমান্ডো ডিপেট-এর কাছে কেমন লেগেছিল। একদিকে, টম রিডল, গরীব কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট, পিতৃমাতৃহীন কিন্তু এত সাহসী, স্কুল প্রিফেক্ট, আদর্শ ছাত্র; অন্য দিকে বিশালকায়, ভুল করা হ্যাগ্রিড, এক দুই সপ্তাহে ঝামেলা পাঁকায়, বিছানার নিচে ওয়েরউল্ফ-এর বাচ্চা পালে, নিষিদ্ধ বনে চলে যায় দানবের পেছনে সময় ব্যয় করতে। কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে প্ল্যানটা এত ভালভাবে কাজ করবে এতে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম কেউ একজন বুঝে ফেলবে যে হ্যাগ্রিড স্লিথারিনের উত্তরাধিকার হতে পারে না। *আমার* পুরো পাঁচ বছর লেগেছে চেম্বার অব সিক্রেটস সম্পর্কে যা কিছু জানবার ছিল তা জানতে এবং গোপন প্রবেশদ্বারটা খোঁজ পেতে।...যেন হ্যাগ্রিডের এসব করার মতো মস্তিষ্ক অথবা ক্ষমতা ছিল আর কি!'

'শুধুমাত্র ট্রান্সফিগিউরেশন শিক্ষক, ডাম্বলডোরই মনে হয় ভাবতেন যে হ্যাগ্রিড নির্দোষ। সেই ডিপেটকে সম্মত করিয়েছে হ্যাগ্রিডকে রেখে দিয়ে গেম টিচার হিসেবে ট্রেনিং দিতে। হ্যা, আমি অনুমান করছি ডাম্বলডোর আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। অন্য শিক্ষকরা আমাকে যেমন পছন্দ করতেন, ডাম্বলডোর আমাকে কখনোই তেমন পছন্দ করেননি...'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি ডাম্বলডোর একেবারে তোমার ভেতরটা দেখতে পেত,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল হ্যারি।

'হ্যা, হ্যাগ্রিড বহিস্কার হওয়ার পর ডাম্বলডোর অবশ্যই আমার ওপর নজর রাখত,' বলল রিডল্ বেপরোয়াভাবে। 'আমি জানতাম স্কুলে থাকতে চেম্বারটা আবার খোলা নিরাপদ হবে না। কিন্তু ওটা খুঁজে বের করতে আমার যে কয় বছর সময় গেছে সেটা আমি নষ্টও করতে পারি না। আমি ঠিক করলাম একটা ডায়রি রেখে যাব, পাতায় পাতায় আমার ষোল বছরটাকে সংরক্ষিত থাকবে ওটাতে, যেন একদিন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে আমি আরেকজনকে আমার পথে নিয়ে আসতে পারি, এবং সালাজার স্লিথারিনের মহৎ কর্ম শেষ করতে পারি।'

'কিন্তু, তুমি তো শেষ করতে পারোনি,' বলল হ্যারি বিজয়ীর মতো। 'এবার কেউই মারা যায়নি, এমন কি বেড়ালটাও না। কয়েক ঘন্টার মধ্যে মেনড্রেকের ওষুধ তৈরি হয়ে যাবে এবং যারা যারা পাথর হয়ে গিয়েছিল তারা আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'আমি কি এরই মধ্যে তোমাকে বলিনি,' আস্তে করে বলল রিডল্, 'যে মাডব্লাডদের হত্যা করা আমার কাছে আর কোন বিষয় নয়? অনেক মাস ধরেই আমার নতুন টার্গেট– *তুমি।*'

হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে থাকল অপলকে।

'কল্পনা করো আমার ডায়রি যখন আবার খোলা হলো তখন আমি কি রকম রেগে গিয়েছিলাম, জিনি

আমার কাছে লিখছিল, তুমি নও। সে তোমাকে ডায়রিটাসহ দেখেছিল, এবং ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কি হবে, যদি তুমি এটা ব্যবহারের কৌশল জেনে যাও এবং আমি তার সব গোপন কথা তোমাকে জানিয়ে দিই? কি হবে, আরো খারাপ, যদি তোমাকে জানিয়ে দিই কে মোরগগুলিকে গলা টিপে মেরেছে? সেই কারণে ওই বোকা মেয়েটা অপেক্ষা করেছে কখন তোমারা রুমে এবং তোমার রুম থেকে ওটা সে সুযোগ বুঝে চুরি করেছে। কিন্তু আমি জানতাম আমাকে কি করতে হবে। আমার কাছে বরাবরই পরিস্কার ছিল যে তুমি স্লিথারিনের উত্তরাধিকারের সন্ধানে আছো। তোমার সম্পর্কে জিনি যা বলেছে, তা থেকে বুঝতে পারি, এই রহস্য সমাধানে তুমি বহু দূর যেতে পারো- বিশেষ করে যদি তোমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু আক্রান্ত হয়। এবং জিনি আমাকে বলেছিল যে পুরো স্কুলে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে যে তুমি পারসেলটাঙে কথা বলতে পারো...'

'সেই কারণে আমি জিনিকে দিয়ে দেয়ালে ওরই বিদায় বার্তা লিখিয়ে ওকে এখানে এনে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি। ও লড়েছে এবং কেঁদেছে এবং খুবই বিরক্তিকর হয়ে গিয়েছিল। ওর মধ্যে আর খুব বেশি জীবন নেই, সে খুব বেশি দিয়ে দিয়েছে ডায়রিতে, আমাকে। এত যে, শেষ পর্যন্ত ওটার পাতাগুলি ত্যাগ করার জন্যে যথেষ্ট। আমি জানতাম তুমি আসবে। তোমার জন্যে আমার অনেক প্রশ্ন রয়েছে, হ্যারি পটার।'

'যেমন?' হ্যারি থুথু ফেলল, মুঠো এখনও শক্ত হয়ে রয়েছে।

'বেশ,' বলল রিডল্, 'একটা শিশু যার কোন অসাধারণ ম্যাজিক্যাল প্রতিভা নেই, সে কিভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকরকে পরাজিত করল? তুমি কি ভাবে বেঁচে গেলে শুধু কপালে একটা দাগ হওয়া ছাড়া, আর লর্ড ভোলডের্মর্টের ক্ষমতাই ধ্বংস হয়ে গেল?

ওর ক্ষুধার্ত চোখে এখন অস্বাভাবিক লাল দ্যুতি।

'তুমি কেন মাথা ঘামাচ্ছ আমি কি ভাবে বেঁচে গিয়েছি সেটা নিয়ে?' বলল হ্যারি ধীরে ধীরে। 'ভোলডেমর্ট তো তোমার পরের সময়ের।'

'ভোলডেমর্ট,' বলল রিডল্ নরম করে, 'আমার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, হ্যারি পটার...'

পকেট থেকে হ্যারির জাদুদণ্ডটা বের করল এবং বাতাসে ওটা দিয়ে আঁকল, তিনটা কাঁপা কাঁপা চকচকে শব্দ লিখল:

টম মারভোলো রিডল্

তারপর সে জাদুদণ্ডটা বাতাসে একবার দোলালো, এবং তার নামের বর্ণগুলো নিজেদেরকে নতুন করে সাজালো:

আমি লর্ড ভোলডেমর্ট

'দেখেছ? সে ফিস ফিস করে বলল। 'এই নামটা আমি আগেই হোগার্টস-এ ব্যবহার করছিলাম, অবশ্য শুধুমাত্র আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মাঝে। তুমি কি মনে করো আমি আমার নোংরা মাগল বাবার নামটা চিরদিনের জন্য ব্যবহার করবো? আমি, যার ধমণীতে সালাজার স্লিথারিনের রক্ত বইছে, মায়ের দিক থেকে? আমি, একজন জঘন্য, সাধারণ মাগলের নাম বয়ে বেড়াব, যে আমাকে আমার জন্মের আগেই ত্যাগ করেছিল, শুধু এই কারণে যে সে জানতে পেরেছিল যে তার স্ত্রী একজন ডাইনী? না, হ্যারি। আমি নিজের জন্য একটা নতুন নাম তৈরি করলাম, একটা নাম, যে নাম আমি জানতাম একদিন সারা দুনিয়ার জাদুকররা উচ্চারণ করতে ভয় পাবে, যখন আমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাদুকর হবো!'

হ্যারির মস্তিষ্ক যেন জাম হয়ে গেছে। সে বোধশক্তিহীনের মতো রিডল্-এর দিকে তাকিয়ে রইল, সেই অনাথ বালকটির দিকে যে বড় হয়েছে হ্যারির পিতা-মাতাকে হত্যা করার জন্য এবং আরো কত জনকে...অবশেষে সে যেন জোর করে কথা বলার শক্তি ফিরে পেলো।

'কিন্তু তুমি নও,' বলল সে। তার শান্ত স্বর ঘৃণা ভর্তি।

'কি নই?' তিক্ত স্বরে বলল রিডল্।

'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাদুকর নও,' বলর হ্যারি দ্রুত শ্বাস নিতে নিতে। 'তোমাকে হতাশ করার জন্যে দুঃখিত, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাদুকর হচ্ছেন আলবাস ডাম্বলডোর। সবাই তাই বলে। যখন তুমি ক্ষমতাশালী ছিলে তখনও, তুমি

হোগার্টস নিয়ে নেয়ার সাহস করোনি। ডাম্বলডোর তোমার রূপটা দেখেতে পেয়েছিলেন যখন তুমি স্কুলে ছিলে এবং এখনও তিনিই তোমার মধ্যে ভীতি সঞ্চার করেন, যেখানেই তুমি লুকিয়ে থাকো না কেন।'

রিডল্-এর চেহারা থেকে হাসি খসে পড়ল, এখন তার চেহারার ভীষণ একটা কুৎসিত রূপ।

'শুধু মাত্র আমার কথা উঠতেই ডাম্বলডোরকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে!' হিস হিস করে সে বলল।

'তুমি যেমন ভাবছ, তিনি সেরকম চলে যাননি!' হ্যারি পাল্টা জবাব দিল। সে অনবরত কথা বলে যাচ্ছে, রিডল্কে ভয় পাওয়াতে চাচ্ছে, বিশ্বাস করার চেয়ে এটা যেন সে ইচ্ছাই করছে।

রিডল্ ওর মুখ খুলল, কিন্তু জমে গেল।

কোন এক যায়গা থেকে গান ভেসে আসছে। শূন্য চেম্বারটা দেখার জন্যে এক পাক ঘুরল রিডল্। গানের শব্দ বাড়ছে। ভীতিকর, মেরুদণ্ডে শির শির করা, অপার্থিব গান; হ্যারির মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেছে এবং ওর হৃৎপিন্ডটা ফুলে যেন স্বাভাবিক আকৃতির দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তারপর, একসময় যখন গান এমন তীব্রতায় পৌছাল যে হ্যারির মনে হলো ওর পাঁজরের হাড়গুলো পর্যন্ত কাঁপছে, সবচেয়ে কাছের পিলারের মাথা থেকে আগুনের শিখা বের হলো।

হাসের সমান একটি লাল টকটকে পাখি বেড়িয়ে এলো, ধনুকাকৃতির সিলিং-এ ওর অপার্থিব সঙ্গীত ছড়িয়ে দিল। পাখিটার চকচকে সোনালী লেজ ময়ূরের লেজের মতোই বড়, চকচকে সোনালী বাঁকা নখ, ওগুলো একটা জীর্ণ বান্ডিল বহন করছে।

সোজা হ্যারির দিকে উড়ে গেলো পাখিটা। ওর পায়ের কাছে জীর্ণ বোঝাটা ফেলে দিয়ে ওর কাঁধে বসল। ওটার বিশাল ডানা ভাজ করা হলে হ্যারি মুখ তুলে দেখল ওটার লম্বা,তীক্ষ্ণ সোনালী ঠোট রয়েছে পাখিটার এবং ছোট ছোট কালো চোখ।

পাখিটা গান গাওয়া বন্ধ করল। ওটা হ্যারির চিবুকের পাশে বসে থাকল স্থির, উষ্ণ, স্থির দৃষ্টিতে রিডল্-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

'ওটা একট ফিনিক্স...' বলল রিডল্, ওটার দিকে পাল্টা তাকিয়ে রইল কঠোর দৃষ্টিতে।

'ফোক্স?' হ্যারি দম নিল, এবং পাখিটার সোনালী নখ আস্তে করে ওর কাঁধে চাপ দিল।

'এবং সেটা-' বলল রিডল্, ফোক্স যে জীর্ণ বান্ডিলটা ফেলেছে ওটার দিকে ইশারা করে,'ওটা হচ্ছে স্কুলের পুরনো বাছাই হ্যাট।'

আসলেও তাই। তালি দেয়া, ছেড়া, এবং ময়লা, হ্যাটটা পড়ে রয়েছে নিঃশব্দে হ্যারির পায়ের কাছে।

রিডল্ আবার হাসছে। এত জোরে জোরে যে কালো চেম্বারটা ওর সাথে সাথে হাসির গমকে কেঁপে উঠল, যেন দশজন রিডল্ হাসছে এক সঙ্গে।

'এই ডাম্বলডোর পাঠিয়েছে তার ডিফেন্ডারের জন্য! একটা গানের পাখি আর একট পুরনো হ্যাট! তুমি কি সাহস পাচ্ছো, হ্যারি পটার? তুমি কি নিরাপদ বোধ করছো?'

হ্যারি জবাব দিল না। সে হয়তো বুঝতে পারছে না ফোকস এবং হ্যাট কিভাবে কাজে লাগবে কিন্তু এটুকু বোধ হলো যে সে আর এখন একা নয়, এবং সে বাড়তি সাহস নিয়ে অপেক্ষা করছে রিডল্-এর হাসি থামার জন্যে।

'কাজের কথা হোক, হ্যারি,' বলল রিডল্, এখনও বড় করে হাসছে। 'দুবার- তোমার অতীতে, আমার ভবিষ্যতে- আমাদের দেখা হয়েছিল। এবং দুবারই তোমাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছি। *তুমি কি ভাবে বেঁচে গেলে?* আমাকে সব বলো। যত বেশি তুমি কথা বলবে,' নরম স্বরে যোগ করল, 'তত বেশি সময় তুমি বেঁচে থাকবে।'

খুব দ্রুত চিন্তা করছে হ্যারি, ওর সুযোগ গুলি মেপে নিচ্ছে। রিডল্-এর হাতে জাদুদণ্ড। তার, হ্যারির রয়েছে ফোক্স এবং বাছাই হ্যাট, ডুয়েল লড়তে গেলে কোনটাই বিশেষ সুবিধের হবে না। অবস্থা খারাপই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রিডল্ ওখানে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, ততক্ষণ জিনির ভেতর থেকে প্রাণ বেরোতে থাকবে... এবং এর মধ্যে, হ্যারি হঠাৎ লক্ষ্য করল, রিডল্-এর কাঠামোটা পরিস্কার হচ্ছে, আরো কঠিন। যদি তার আর রিডল্-এর মধ্যে লড়াই হতেই হয় তবে পরের চেয়ে আগেই ভাল।

'কেউ জানে না আমাকে আক্রমণ করে তুমি কেন তোমার শক্তি হারিয়েছ,' হঠাৎ বলল হ্যারি। 'আমি নিজেও জানি না। কিন্তু আমি জানি কেন তুমি আমাকে *হত্যা* করতে পারনি। কারণ আমার মা আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। আমার সাধারণ মাগল-জাত মা,' যোগ করল সে. অবদমিত রাগে কাঁপছে সে। 'আমাকে হত্যা করতে তিনিই তোমাকে থামিয়েছেন। এবং আসলে তোমাকে দেখেছি, আমি তোমাকে গত বছর দেখেছি। তুমি শেষ হয়ে গেছ। তুমি কোনভাবে শুধু বেঁচে আছ। ওখানেই তোমার সব শক্তি তোমাকে নিয়ে গেছে। তুমি এখন পালিয়ে থাক। তুমি কুৎসিৎ, তুমি নোংরা!'

রিডল্-এর চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। তারপর যেন জোর করে একটা ভয়ংকর হাসি হাসল।

'তাহলে। তোমার মা তোমাকে বাঁচতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। হ্যা,

ওটা একটা শক্তিশালী প্রতি-জাদু। আমি এখন বুঝতে পারছি- আসলে তোমার মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। দেখো, আমি ভেবেছি। তোমার আমার মধ্যে অদ্ভুত মিল রয়েছে, হ্যারি পটার। এমনকি তুমিও হয়তো লক্ষ্য করেছ। দুজনেই অর্ধ-বিশুদ্ধ রক্তের, এতিম, মাগলদের দ্বারা প্রতিপালিত। গ্রেট স্লিথারিনের পর সম্ভবত হোগার্টস-এ আমরাই দুজন পারসেলমাউথ- যারা সাপের ভাষায় কথা বলতে পারে এবং বোঝে। আমরা দুজন কোন কোন ক্ষেত্রে দেখতেও এক রকম...কিন্তু এ পর্যন্ত ভাগ্যই তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।'

হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে, উত্তেজনায় টান টান, অপেক্ষা করছে রিডল্ কখন জাদুদণ্ড তোলে। কিন্তু রিডল্-এর বাঁকা হাসি আবার বিস্তৃত হচ্ছে।

'এখন, হ্যারি আমি তোমাকে একটু শিক্ষা দেবো। চলো আমরা সালাজার স্লিথারনের উত্তরাধিকার লর্ড ভোলডেমর্ট-এর ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিখ্যাত হ্যারি পটার এবং ডাম্বলডোর তাকে যে সবচেয়ে ভাল অস্ত্র দিতে পারে তার ক্ষমতার মোকাবেলা করি।'

সে ফোকস আর বাছাই হ্যাটটার দিকে কৌতুহলোদ্দীপক দৃষ্টি দিল, তরপর হেটে দূরে গেল। হ্যারির বোধশক্তিহীন পায়ে ভয় ছড়িয়ে পড়ছে, দেখল রিডল্ দাঁড়িয়ে পড়েছে বড় পিলারগুলোর মাঝে এবং উপরে স্লিথারিনের মুখের দিকে তাকাল, ওর অনেক ওপরে প্রায়ান্ধকারে। রিডল্ তার মুখ খুলল এবং সাপের মতো হিস্ করল-কিন্তু হ্যারি বুঝতে পারছে ও কি বলছে।

'আমার সঙ্গে কথা বলো, স্লিথারিন, হোগার্টসের চারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

হ্যারি ঘুরল মূর্তিটাকে দেখার জন্যে, ফোকস কেঁপে উঠল তার কাঁধের উপর।

স্লিথারিনের বিরাটাকারের পাথরের মুখ নড়ছে। ভয়ে আক্রান্ত হ্যারি দেখল ওর মুখ খুলছে, বড় আরো বড় হচ্ছে এক সময় বিশাল একটা গর্ত তৈরি হলো।

এবং কিছু একটা মূর্তিটার মুখের ভেতরে নড়ছে। গর্তের গভীর ভেতর থেকে কিছু একটা টলতে টলতে উঠছে।

হ্যারি পিছিয়ে গেলো, চেম্বারের অন্ধকার দেয়ালে গিয়ে ঠেকল। চোখ বন্ধ করল সজোরে, অনুভব করে ফোক্স-এর পাখা তার গাল স্পর্শ করছে, পাখিটা উড়ে গেলো। হ্যারি চিৎকার করতে চাইল, 'আমাকে ছেড়ে যেও না!' কিন্তু সাপের রাজার সঙ্গে একটা ফিনিক্সের কি লড়বার কতটুকু ক্ষমতা?

চেম্বারের পাথরের মেঝেতে বিশাল কিছু একটা পড়ল, হ্যারির মনে হলো ওটা কেঁপে উঠল। সে জানে কি হতে যাচ্ছে, সে আন্দাজ করতে পারছে, প্রায় দেখতে পাচ্ছে দৈত্যাকার সরিসৃপটা স্লিথারিনের মুখ থেকে পাঁক খুলছে।

এরপর সে শুনতে পেলো রিডল্-এর হিস্‌স্... ওকে হত্যা করো।'

বাসিলিস্ক এগোচ্ছে হ্যারির দিকে, সে শুনতে পাচ্ছে ওটার ভারী শরীর প্রকান্ডভাবে পিছলিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ধুলোমাখা মেঝে দিয়ে। এখনো চোখ বন্ধ, দেয়ালের পাশে পাশে দৌড়াল হ্যারি, হাত মেলে ধরে দিশা ঠিক করার চেষ্টা করছে। হাসছে রিডল্...

পড়ে গেল হ্যারি। পাথরের উপর জোরে পড়েছে এবং মুখে রক্তের স্বাদ পেলো। সাপটা ওর থেকে এক ফুটও দূরে নয়, ওটা আসছে, শুনতে পাচ্ছে ও।

ওর ঠিক উপরে প্রচন্ড শব্দে যেন থুথুর বিস্ফোরণ হলো এবং তারপর ভারী কিছু একটা তাকে এত জোরে মারল যেন তাকে দেয়ালের সঙ্গে পিষে ফেলল। হ্যারি অপেক্ষা করছে ওর শরীরে বিষদাঁত বসার, শুনছে আরো হিস হিস শব্দ, কিছু একটা পাগলের মতো পিলারগুলোর সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খাচ্ছে।

আর সে থাকতে পারল না। চোখটা সরু করে যতটা খুললে দেখা যায় ততটা খুলল হ্যারি কি ঘটছে দেখার জন্যে।

প্রকান্ড সাপটা, উজ্জ্বল, বিষাক্ত সবুজ, ওক গাছের গুড়ির মতো মোটা, শূণ্যে দাঁড়িয়ে গেছে অনেক দূর, এবং বিরাট ভোতা মাথাটা মাতালের মতো দুলছে পিলারগুলোর মাঝখানে। হ্যারি কাঁপছে, সাপটা এদিকে ফিরলেই চোখ বন্ধ করে ফেলার জন্যে প্রস্তুত ; এখন সে দেখল সাপটার মনোযোগ অন্যদিকে গেলো কিসে।

ওটার মাথার উপর উড়ে বেরাচ্ছে ফোকস এবং বাসিলিস্ক ওর তরবারির সমান লম্বা বিষদাঁত দিয়ে ওটাকে ছোবল মারা চেষ্টা করছে।

ফোকস ডাইভ দিল। ওর লম্বা সোনালী ঠোট দৃষ্টির বাইরে ডুবে গেলো এবং হঠাৎ কালো রক্তের একটা ঝর্ণা মেঝেটা ভিজিয়ে দিল। সাপটার লেজটা একটা ঝাপটা দিল, অল্পের জন্য বেঁচে গেল হ্যারি এবং হ্যারি ওর চোখ বন্ধ করবার আগেই ওটা ঘুরল। হ্যারি সোজা তাকাল ওটার মুখটার দিকে এবং দেখল ওটার চোখ, ওটার বড় বড় দুই ফোলা হলুদ চোখই ফুটো করে দিয়েছে ফিনিক্স পাখিটা; রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে এবং সাপটা যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে থুথু নিক্ষেপ করছে।

'না!' হ্যারি শুনল চিৎকার করল রিডল্। *'পাখিটাকে ছেড়ে দাও! পাখিটাকে ছাড়ো! ছেলেটা তোমার পেছনে! এখনও ওর গন্ধ পাবে! ওকে মারো!'*

অন্ধ সাপটা দুলল, বিভ্রান্ত, এখনো মারাত্মক। ফোকস এখনো ওটার মাথার উপর চক্কর মারছে, গাইছে ওর ভুতুড়ে গান, এবং বাসিলিস্কের আঁশটে নাকের এখানে ওখানে ঠোকর মারছে, রক্ত পড়ছে ওটার চোখ থেকে।

'সাহায্য কর, আমাকে সাহায্য কর,' বিড় বিড় করছে হ্যারি পাগলের মতো, 'কেউ, যে কেউ!'

সাপের লেজটা চাবুকের মতো বাড়ি মারল মেঝের উপর দিয়ে। হ্যারি চট করে নিচু হয়ে গেলো। নরম কিছু একটা ওর মুখে মারল।

বসিলিস্কটা হ্যারির হাতে বাছাই হ্যাটটা উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। হ্যারি ওটা চট করে ধরে ফেলল। ওটাই এখন ওর একমাত্র ভরসা। মাথায় পড়ল ওটা এবং মেঝেতে ঝাপ দিল, বসিলিস্কের লেজ আরেকটা ঝাপটা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

'সাহায্য করো...আমাকে সাহায্য করো...' হ্যারি ভাবল, ওর চোখ হ্যাটের ভেতরটায় স্থির। *'প্লিজ আমাকে সাহায্য করো!'*

জবাবে কোন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো না হ্যারি। পরিবর্তে হ্যাটটা সঙ্কুচিত হলো, যেন একটা অদৃশ্য হাত দৃঢ়ভাবে চিপে দিয়েছে।

হ্যারির মাথার উপরে কোনকিছু খুব শক্ত এবং ভারী কিছু পড়ল ভোতা আওয়াজ করে, ওকে প্রায় ফেলেই দিয়েছিল। চোখে তারা দেখল হ্যারি, উপরটা ধরে মাথার উপর থেকে হ্যাটটা নামাতে গেল ও, এবং ওটার নিচে লম্বা এবং কঠিন কিছু পেল সে।

ঝিকমিক একটা রুপার তলোয়ার পাওয়া গেল হ্যাটের নিচে। ওটার হাতল চকচক করছে ডিমের সমান সাইজের রুবি পাথরে।

'ছেলেটাকে মারো! পাখিটাকে ছেড়ে দাও! ছেলেটা তোমার পেছনে রয়েছে! শোঁকো-ওর গন্ধ নাও!'

দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি, প্রস্তুত। বাসিলিস্কের মাথাটা নিচে নামছে, ওটার শরীর পাঁকাচ্ছে, পিলারে মারছে ওর দিকে ফিরছে সাপটা। ও দেখতে পাচ্ছে বড় বড় রক্তাক্ত চোখের কোটর, মুখটা হা করছে, ওকে গিলে খাওয়ার মতো হা, দুপাশে ওর হাতের তলোয়ারের সমান দাঁত, পাতলা, চকচকে এবং বিষভর্তি...

অন্ধ সাপটা লাফ দিল। হ্যারি সরে গেল এবং ওটা চেম্বার দেয়ালে আছাড় খেল। আবার লাফ দিল, এবং ওটার ছেরা জিহ্বা হ্যারির এক পাশে বাড়ি মারল। দুই হাতে তলোয়ারটা তুলল হ্যারি।

বাসিলিস্কটা আবার লাফ দিল, এবার দিশা ঠিক হলো। তলোয়ারটা সাপের মুখের ভেতর দিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে ওটা একেবারে হাতল পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল হ্যারি।

উষ্ণ রক্ত হ্যারির হাত ভিজিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু কনুইয়ের ঠিক ওপরে প্রচন্ড ব্যথায় অসাড় হয়ে যাচ্ছে। লম্বা একটা বিষদাঁত প্রবেশ করছে ওর হাতে, গভীর

থেকে আরো গভীরে। একটা প্রবল ঝাঁকি দিয়ে বাসিলিস্ক এক দিকে কাঁত হয়ে পড়ে যেতেই বিষদাঁতটা ভেঙ্গে গেল।

হ্যারিও পড়ে গেল দেয়ালের দিকে। শরীরে বিষ ছড়ানো বাসিলিস্কের দাঁতটা ধরল মুঠো করে, একটানে বের করে নিয়ে আসল। কিন্ত অনেক দেরী হয়ে গেছে। তীব্র ব্যথা এবং জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষতস্থান থেকে। বিষদাঁতটা ফেলে দিয়ে ও দেখছে নিজের রক্তই ওর কাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছে, ধীরে ধীরে ওর দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন হচ্ছে টের পেলো হ্যারি। চেম্বারটা আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে মিষিয়ে যাচ্ছে যেন।

টকটকে লাল একটা একটা দলা ওর পাশ দিয়ে সাতরে গেল যেন এবং হ্যারি শুনতে পেল ওর পেছনে নখের আওয়াজ।

'ফোক্স,' বলর হ্যারি ভারি গলায়। 'তুমি সত্যি অসাধারণ, ফোক্স...' ও টের পেল যেখানে সাপের বিষদাঁত ওর হাতে ঢুকেছিল সেখানে পাখিটা ওর সুন্দর মাথা রাখল।

পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে শুনল হ্যারি, ওর সামনে একটা ঘন ছায়া এসে দাড়াল।

'তুম শেষ, তোমার মরণ হয়ে গেছে, হ্যারি পটার,' ওর উপর থেকে রিডল্-এর গলাস্বর বলল। 'মৃত্যু। এমনকি ডাম্বলডোরের পাখিটাও জানে। দেখতে পাচ্ছো ওটা কি করছে, পটার? ওটা কাঁদছে।'

হ্যারি চোখ পিট পিট করল। ফোক্স-এর মাথাটা একবার দৃষ্টিতে এসেই মিলিয়ে গেল। মোটা মোটা মুক্তোর মতো চোখের জলের ফোটা গড়িয়ে পড়ছে চকচকে পাখাগুলোর মধ্যে দিয়ে।

'আমি এখানে বসে বসে তোমার মৃত্যুটা উপভোগ করব, হ্যারি পটার। সময় নাও। আমার অতো তাড়া নেই।'

ঘুম পাচ্ছে হ্যারি পটারের। ওর চারপাশের সব কিছুই মনে হয় ঘুরছে।

'তাহলে এইভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে বিখ্যাত হ্যারি পটার,' শোনা যাচ্ছে যেন বহু দূর থেকে আসা রিডল্-এর কণ্ঠ। 'একাকী চেম্বার অব সিক্রেটস-এ বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত, অবশেষে ডার্ক লর্ডের কাছে পরাজিত, যাকে চ্যালেঞ্জ করাটাই ছিল বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। তাড়াতাড়িই তুমি তোমার প্রিয় মাডব্লাড মায়ের কাছে চলে যাচ্ছ, হ্যারি...সে তোমাকে বারো বছরের সময় ধার করে এনে দিয়েছিল...কিন্তু শেষ পর্যন্ত লর্ড ভোল্ডেমর্ট তোমাকে শেষ করতে পারল, যেমন তুমি জান তাকে পারতেই হবে।'

এই যদি মৃত্যু হয়, ভাবল হ্যারি, তাহলে মৃত্যু তো অত মন্দ নয়। এমনকি

ব্যথাটাও ওকে ছেড়ে যাচ্ছে...

কিন্তু এটাই কি মৃত্যু? অন্ধকার হওয়ার চেয়ে চেম্বারটা আবার ওর দৃষ্টিতে ফিরে আসছে। হ্যারি মাথা ঝাঁকাল এবং সে দেখতে পাচ্ছে ওই যে ফোক্স, এখনও তার হাতে মাথা দিয়ে আছে। ক্ষতের চারপাশে মুক্তোর মতো একটা অশ্রুজল চকচক করছে- শুধু ক্ষতটাই আর নেই।

'সরে যা, এই পাখি,' হঠাৎ রিডল্-এর কণ্ঠ বলল। 'আমি বলছি ওর কাছ থেকে *সরে যা!'*

হ্যারি ওর মাথা তুলল। হ্যারির জাদুদণ্ডটা রিডল্ তাক করে রয়েছে ফোক্স-এর দিকে; বন্দুকে গুলি করার মতো প্রচন্ড শব্দ হলো এবং ফোক্স আবার উড়ল লাল-সোনালী ঘূর্ণির মধ্যে।

'ফিনিক্সের অশ্রুজল...' বলল রিডল্ শান্ত স্বরে, হ্যারির হাতের দিকে তাকিয়ে। 'নিশ্চয়ই...রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে...আমি ভুলে গিয়েছিলাম...'

সে তাকাল হ্যারির চেহারার দিকে। 'কিন্তু এতে কোন তফাৎ হচ্ছে না। আসলে, আমি এভাবেই পছন্দ করি। শুধু তুমি আর আমি, হ্যারি পটার...তুমি আর আমি...'

সে জাদুদণ্ডটা তুলল।

তারপর, পাখার এক ঝাপটায়, ফোক্স উড়ে এলো মাথার ওপরে এবং কিছু একটা পড়ল হ্যারির কোলের উপর-*ডায়রিটা*।

এক মুহূর্তের জন্য, হ্যারি এবং রিডল্ দুজনই, তখনও জাদুদণ্ড তোলা, দেখল ডায়রিটাকে। তারপর, কোন চিন্তা না করে, কোন বিবেচনা না করে, যেন সব সময় এটাই করতে চেয়েছে, হ্যারি মেঝে থেকে বাসিলিস্কের বিষদাঁতটা তুলে নিল এবং ওটা সজোরে ঢুকিয়ে দিল একেবারে ডায়রিটার মাঝখানে।

একটা দীর্ঘ, ভয়াবহ, কান ফাটানো তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। ডায়রি থেকে স্রোতের মতো কালি বেরিয়ে আসছে, হ্যারির হাত ভরে দিল, মেঝেতে বন্যা বইয়ে দিল। রিডল্ প্যাঁক দিচ্ছে মোচড় খাচ্ছে, আর্তনাদ করছে এবং আঁচড়াচ্ছে এবং তারপর...

চলে গেছে সে। শব্দ করে হ্যারির জাদুদণ্ডটা মেঝেতে পড়ল এবং তারপর নিরবতা। নিরবতা শুধু ডায়রি থেকে তখনও *ফোটা ফোটা* কালি পড়ছে সমানভাবে। বাসিলিস্কের বিষ ওটাকে পুড়িয়ে ঠিক মাঝখান দিয়ে গর্ত করেছে।

একটা ঝাড়া দিয়ে, হ্যারি উঠে দাড়াল। ওর মাথা ঘুরছে, যেন এই মাত্র ফ্লু পাউডার দিয়ে অনেক মাইল দূর থেকে এসেছে সে। ধরে ধীরে, জাদুদণ্ড আর বাছাই হ্যাটটা তুলে নিল ও এবং অনেক জোরে একটা বড় টান দিয়ে বাসিলিস্কের মুখ থেকে চকচকে তলোয়ারটা খুলে নিল।

চেম্বারের শেষ প্রান্ত থেকে ভেসে এলো গোঙানীর আওয়াজ। জিনি নড়ছে। হ্যারি দ্রুত ওর কাছে গেলো, উঠে বসেছে জিনি। ওর বিস্মিত দৃষ্টি ঘুরছে মৃত বাসিলিস্কের বিরাট কায়া থেকে, হ্যারি এবং হ্যারির রক্ত মাখা কাপড়ে, তারপর ওর হাতের ডায়রিতে। কেঁপে উঠে সে একটা বড় দম নিল তারপর চোখের পানি পড়তে লাগল তার দুগাল বেয়ে।

'হ্যারি-ওহ, হ্যারি-না-নাস্তার টেবিলে আমি তোমাকে সব বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পার্সির সামনে *বলতে পারিনি*। আমি, হ্যারি-কিন্তু আমি-আমি শপথ করছি আ-আমি করতে চাইনি-রি-রিডল আমাকে বাধ্য করেছে, সে আমাকে তার প্রভাবে নিয়ে ফেলেছিল-আর-তুমি কি ভাবে ওই-ওটাকে মেরেছ? রিডল্ কো-কোথায়? শেষ যা মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে আমি ওই ডায়রিটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছি-'

'সব ঠিক আছে,'বলল হ্যারি, ডায়রিটা তুলে ধরে জিনিকে বিষদাঁতের করা গর্তটা দেখালো, 'রিডল্ শেষ। দেখো! সে এবং বাসিলিস্ক দুজনই খতম। চলো জিনি, এখান থেকে বেরোতে হবে-'

'আমাকে বহিস্কার করা হবে!' জিনি কাঁদছে, হ্যারি ওকে দাঁড়াতে সাহায্য করল। 'যখন থেকে বি-বিল হোগার্টস-এ এসেছে এবং এখন আমাকে ছাড়তে হবে আর-*মা এবং বাবাই বা কি বলবে?*

ফেক্স ওদের জন্য অপেক্ষা করছে, চেম্বারের প্রবেশ পথের উপর উড়ছে। হ্যারি জিনিকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে; মৃত বাসিলিস্কের নিশ্চল দেহটা পার হলো, যেন প্রতিধ্বনিত বিষাদের মধ্য দিয়ে আবার ফিরে এলো সুড়ঙ্গে। হ্যারি শুনল, পেছনে পাথরের দরজা দুটো বন্ধ হয়ে গেলো ক্ষীণ একটা হিস্স্ করে।

সুড়ঙ্গ ধরে কয়েক মিনিট এগোবার পর, দূরে ধীরে ধীরে পাথর সরাবার আওয়াজ হ্যারির কানে এলো।

'রন!' হ্যারি চিৎকার কলল, দৌড়ে গেলো। 'জিনি ঠিক আছে! আমি নিয়ে এসেছি!'

ও শুনতে পেলো রন একটা দম আঁটকানো উল্লাস ধ্বনি করল। পরের বাঁকটা ঘুরে দেখল ভেঙ্গে পড়া পাথরের দেয়ালের মধ্যে করা ফাকটার মধ্যে দিয়ে অস্থির রন তাকিয়ে আছে প্রবল আগ্রহ নিয়ে।

'জিনি!' ফাকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল রন ওকে প্রথমে তুলে নেয়ার জন্যে। 'তুমি বেঁচে আছো! আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না! কি হয়েছিল?'

সে ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে চেয়েছিল, কিন্তু ও রনকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল, কাঁদছে জিনি।

'কিন্তু তুমি তো ঠিক আছো, জিনি,' বলর রন, ওর দিকে হাস্যোজ্জ্বল মুখে

তাকিয়ে। 'এখন সব শেষ হয়ে গেছে, এটা-ওই পাখিটা কোত্থেকে এলো আবার?'

জিনি পর ফোক্‌স ভেতরে চলে এসেছে ফাকটা দিয়ে।

'ও ডাম্বলডোরের,' বলর হ্যারি, ফাকের মধ্যে দিয়ে নিজেকে গলিয়ে।

'এবং তুমি একটা *তলোয়ার* পেলে কোথায়? বলল রন, হ্যারির হাতে চকচকে অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে।

'এখান থেকে বেরিয়ে সব ব্যাখ্যা করব,' বলল হ্যারি জিনির দিকে একটা অপাঙ্গে তাকিয়ে।

'কিন্তু-'

'পরে,' বলল হ্যারি দ্রুত। সে মনে করছে না, কে চেম্বার খুলেছে এটা এখনও রনকে সমিচীন হবে না, অন্তত জিনির সামনে নয়। 'লকহার্ট কোথায়?'

'ওখানে পেছনে,' বলল রন, হেসে সুড়ঙ্গ থেকে পাইপের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে। 'ওর অবস্থা খারাপ। এসো দেখবে।'

ফোক্‌স-এর পেছন পেছন ওরা এগিয়ে গেলো। ওর বিশাল লাল টকটকে দুই ডানা অন্ধকারের মধ্যে মৃদু সোনালী আভা ছড়াচ্ছে। ওরা একেবারে পাইপের মুখ পর্যন্ত হেটে গেল। গিল্ডরয় লকহার্ট বসে রয়েছে, নিজের মনে গুণ গুণ করছেন।

'ওর স্মৃতি হারিয়ে গেছে,' বলল রন। 'মেমরি চার্ম আত্মঘাতি হয়েছে। ওঁকেই আঘাত করেছে আমাদের বদলে। এখন নিজে যে কে সে সম্পর্কে কোন ধারণাও নেই, কোথায় সে আথবা কে আমরা সেটাও বুঝতে পারছে না। আমি ওকে বলেছে এখানে এসে অপেক্ষা করতে। ও এখন নিজের জন্যেই বিপদ।'

ওদের সবাইকে দেখল লকহার্ট, ভালভাবেই।

'হ্যালো,' সে বলল। 'অদ্ভুত যায়গা, এটা, তাই না?' তোমরা কি এখানে থাক?'

'না,' বলল রন, হ্যারির দিকে ভ্রু তুলে।

হ্যারি ঝুঁকে দীর্ঘ বাঁকা অন্ধকার পাইপের ভেতরটা দেখল।

'তুমি কি ভেবেছ এটার ভেতর দিয়ে কিভাবে উপরে যাব?' বলল সে রনকে।

রন ওর মাথা নাড়ল, কিন্তু ফিনিক্স পাখি ফোক্‌স হ্যারির পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে ওর সামনে এসে ডানা ঝাপটাচ্ছে, অন্ধকারে ওর ছোট ছোট চোখ উজ্জল দেখাচ্ছে। ওর লম্বা সোনালী লেজের পাখাগুলো নাড়ছে। হ্যারি অনিশ্চিতভাবে ওর দিকে তাকাল।

'মনে হচ্ছে ও চাচ্ছে যে তুমি ওর লেজটা ধরে থাকো...' বলল রন, ওকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনে হচ্ছে। 'কিন্তু একটা পাখির পক্ষে তোমাকে উপরে টেনে

তোলার জন্য তুমি অনেক ভারি।'

'ফোক্স,' বলল হ্যারি, 'কোন সাধারণ পাখি নয়।' সে অন্যদের দিকে তাকাল। 'আমাদের একজন আরেকজনকে ধরে থাকতে হবে। জিনি, রনের হাত ধরো। প্রফেসর লকহার্ট-'

'সে তোমার কথা বলছে,' রন বলর তীব্র স্বরে লকহার্টকে।

'আপনি জিনির আরেক হাত ধরবেন।'

তলোয়ার এবং বাছাই হ্যাটটা কোমরে গুঁজল হ্যারি, রন ধরল হ্যারির কাপড়ের পেছনটা, হ্যারি আঁকড়ে ধরল ফোক্স-এর লেজের অদ্ভুত রকমের উষ্ণ পাখাগুলো।

একটা অসাধারণ আলো মনে হচ্ছে ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং পরের মুহূর্তে, হুশ, পাইপ ধরে উপরের দিকে উড়ছে ওরা। হ্যারি শুনতে পাচ্ছে নিচে লকহার্ট এদিক ওদিক বাড়ি খাচ্ছে, বলছে, 'আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ঠিক ম্যাজিকের মতো!' ঠাণ্ডা বাতাস যেন চাবুক মারছে হ্যারির চুলে। এবং যাত্রাটা এনজয় করা হতে বিরত হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল- ওরা চারজনই মোনিং মার্টলের বাথরুমে ভেজা মেঝেতে এসে পড়ল। এবং লকহার্ট যখন ওর হ্যাটটা ঠিক ঠাক করছেন, তখন পাইপটাকে ঢেকে রেখেছিল যে সিঙ্কটা, ওটা আবার ধীরে ধীরে নিজের যায়গায় ফিরে যাচ্ছে দেখা গেলো।

মার্টল খল খল করে উঠল।

'তুমি এখনও জীবিত,' ফাঁকা স্বরে বলল সে হ্যারিকে।

'হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই,' বলল সে কঠোরভাবে, চশমা থেকে রক্ত আর চটচটে আঠা মুছতে মুছতে।

'ওহ, আচ্ছা...আমি শুধু ভাবছিলাম, যদি তুমি মারা যেতে আমার টয়লেটটা শেয়ার করার জন্যে তোমার জন্যে আমন্ত্রণ থাকত,' বলল মার্টল, লজ্জায় সাদা হয়ে গেল সে।

'অহ!' বলল রন, বাইরের অন্ধকার জনশূন্য করিডোরে বেরিয়ে এলো ওরা বাথরুম ছেড়ে। 'হ্যারি! আমার মনে হয় মার্টল তোমাকে *পছন্দ করে ফেলেছে!* তোমার প্রতিযোগী আছে জিনি!'

কিন্তু এখনও নিরবে পড়ছে চোখের জল জিনির গাল বেয়ে।

'এখন কোথায়?' বলল রন, জিনির দিকে একটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দিয়ে হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলো।

ফোক্স পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, করিডোরে সোনালী আভা। ওরা ওর পেছন পেছন যাচ্ছে। এবং কয়েক মুহূর্ত পর নিজেদের আবিস্কার করল প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর অফিসের বাইরে।

হ্যারি নক করল এবং ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ডব্বি'র পুরস্কার

হ্যারি, রন, জিনি আর লকহার্ট প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের অফিসের দরজায় এসে দাঁড়ালো ময়লা, চটচটে আঠাল রস আর রক্ত (হ্যারির ক্ষেত্রে) মাখানো। মুহূর্তের মধ্যে নিরবতা নেমে এলো । তারপর একটা চিৎকার শোনা গেল।

'জিনি!'

মিসেস উইসলির চিৎকার। আগুনের সামনে বসে কাঁদছিলেন সে অবস্থায় লাফিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার উইসলিও। এবং দুজনেই জড়িয়ে ধরলেন তাদের মেয়েকে।

হ্যারি, অবশ্য তাকিয়ে ছিল ওদের কে ছাড়িয়ে। প্রফেসর ডাম্বলডোর দাঁড়িয়ে আছেন চুল্লির পাশে, হাস্যোজ্জ্বল, প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের পাশেই, লম্বা করে শ্বাস নিচ্ছিলেন তিনি বুক চেপে ধরে। হুউশ করে ফোক্স হ্যারির

কানের পাশ দিয়ে এবং ডাম্বলডোরের কাঁধের উপর গিয়ে বসল। ঠিক এই সময়ই মিসেস উইসলি শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন হ্যারি আর রনকে।

'তোমরা ওকে বাঁচিয়েছ! তোমরা ওকে বাঁচিয়েছ! *কিভাবে* করলে তোমরা?'

'আমার মনে হয় আমরা সবাই জানতে চাই সেটা,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দুর্বলভাবে।

মিসেস উইসলি হ্যারিকে ছেড়ে দিলেন, একটু দ্বিধা করে ও এগিয়ে গেলো ডেস্কের দিকে এবং ওটার উপর রাখল একটা বাছাই হ্যাট, রুবি পাথর খঁচিত তালোয়ার এবং রিডল্-এর ডায়রির অবশিষ্ট যেটুকু ছিল।

তারপর ও বলতে শুরু করল সব কিছু। প্রায় পনরো মিনিট ধরে সে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন সেই নিরবতার মধ্যে বলে গেল: সে বলল অশরিরী সেই কণ্ঠস্বরের কথা, কি ভাবে হারমিওন অবশেষে বুঝতে পারল যে আসলে সে পানির পাইপের মধ্যে থেকে আসা বাসিলিস্কের কথা শুনছে, কি ভাবে সে আর রন বনের ভেতরে মাকড়সাদের অনুসরণ করেছে, আরাগগ ওদের বলেছে বাসিলিস্কের শেষ শিকার কোথায় মারা গিয়েছিল; কিভাবে সে আন্দাজ করল যে মোনিং মার্টল-ই সেই শেষ শিকার এবং চেম্বার অব সিক্রেটস-এর ঢোকার পথটা ওর বাথরুমেই হতে পারে...

'চমৎকার,' হ্যারি থামতেই প্রফেসর ম্যাকগোনাগল মন্তব্য করলেন, 'তাহলে তোমরা পেয়ে গিয়েছিলে প্রবেশ পথটা এবং পাবার পথে স্কুলের শ'খানেক নিয়ম ভেঙে, যদি আমি যোগ করতে পারি- কিন্তু ওখান থেকে জ্যান্ত বেরিয়ে আসলে কিভাবে তোমরা, পটার?'

হ্যারি, তার কণ্ঠ ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গেছে এত কথার পর, তাদের বলল সময়মত ফোক্স-এর আগমন এবং বাছাই হ্যাটের তলোয়ার দেয়ার কথা। কিন্তু এরপর সে একটু আমতা আমতা করল, এ পর্যন্ত সে রিডল্-এর ডায়রি অথবা জিনি প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে। ও দাঁড়িয়ে মিসেস উইলির কাঁধে মাথা দিয়ে, তখনও নিরবে পানি গড়াচ্ছে তার দু'গাল বেয়ে। যদি ওরা ওকে বহিস্কার করে? ভয়ে ভয়ে ভাবল হ্যারি। রিডল্-এর ডায়রি এখন কাজ করে না..? শেষ পর্যন্ত ওরা কি ভাবে প্রমাণ করবে যে রিডল্-ই ওকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নিয়েছে?

সহজাত প্রবৃত্তিতে সে প্রফেসর ডাম্বলডোরের দিকে তাকাল, ক্ষীণ হাসলেন তিনি, তার অর্ধচন্দ্র চশমার কাছ থেকে আগুনের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

'*আমার* সবচেয়ে বেশি আগ্রহ,' বললেন ডাম্বলডোর শান্তভাবে, 'যে কিভাবে এখানে লর্ড ভোলডেমর্ট জিনিকে তার মায়াজালে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, অথচ আমার সূত্রগুলো জানাচ্ছিল যে সে বর্তমানে আলবেনিয়ার

জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে।।'

স্বউষ্ণ, পরিপূর্ণ এবং চমৎকার স্বস্তির আবেগ বয়ে গেল হ্যারির মনের ওপর দিয়ে।

'ও-ওটা আবার কি?' বললেন মিস্টার উইসলি, কণ্ঠে হতবুদ্ধির ভাব। *'ইউ নো হু?* জিনিকে জাদু করেছে? কিন্তু জিনি তো না...জিনি ছিল না...ছিল?'

'এই ডায়রিটা?,' হ্যারি তাড়াতাড়ি, হাতে তুলে নিয়ে ডাম্বলডোরকে দেখিয়ে। 'রিডল্ লিখেছিল ষোল বছর বয়সে।'

ডাম্বলডোর হ্যারির হাত থেকে ডায়রিটা নিলেন। এবং তার লম্বা নাকের ডগা দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওটার পোড়া আর ভেজা পাতা গুলির দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'ব্রিলিয়ান্ট,' বললেন আস্তে করে। 'অবশ্য সেই হচ্ছে এ পর্যন্ত হোগার্টস-এর সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র।' তিনি উইসলিদের দিকে ফিরে তাকালের, ওদের দু'জনই তখন সম্পূর্ণ হতভম্ব।

'খুব কম লোকই জানে যে এক সময় লর্ড ভোল্ডেমর্টকে টম রিডল্ ডাকা হতো। আমি তাকে পড়িয়েছি পঞ্চাশ বছর আগে, হোগার্টস-এই। স্কুল ছাড়র পর সে উধাও হয়ে যায়...অনেক দেশ ঘুরেছে...ডার্ক আর্টস-এ এমনভাবে ডুবে যায়, আমাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের যারা তাদের সঙ্গে হাত মেলায়, অনেকগুলো বিপদজনক, ম্যাজিকাল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে, যে, যখন সে লর্ড ভোল্ডেমর্ট হিসেবে আবার দেখা দেয় তাকে প্রায় চেনাই সম্ভব হয়নি। লর্ড ভোলডেমর্টের সঙ্গে এখানকার মেধাবী, সুদর্শন ছেলেটির, যে এক সময় এখানে হেড বয় ছিল, কেউ সহজে কোন যোগসূত্রই পায়নি।'

'কিন্তু জিনি,' বললেন মিসেস উইসলি, 'আমাদের জিনির কি করবার থাকতে পারে— *ওর*-সঙ্গে?'

'ওর ডায়রি!' 'জিনি বলল, কাঁদছে। আমি ওটাতে লিখছিলাম, এবং ও সারা বছর ধরে লিখত—'

'জিনি!' বললেন মিস্টার উইসলি হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন তিনি। 'আমরা কি তোমাকে *কিছুই* শেখাইনি? আমি তোমাকে সব সময় কি বলেছি? নিজের জন্য চিন্তা করতে পারে এমন কোন কিছুকেই বিশ্বাস করবে না, *যদি না জান সে কি চিন্তা করছে*। ডায়রিটা তুমি আমাকে বা তোমার মাকে দেখালে না কেন? এ রকম একটা সন্দেহজনক জিনিস, *পরিস্কার* যে এটা ডার্ক ম্যাজিকে পরিপূর্ণ!'

'আমি জা-জানতাম না,' কাঁদল জিনি। 'মাম যে বইগুলো কিনে দিয়েছিল তারই একটার মধ্যে অমি ওটা পেয়েছিলাম। আমি ভে- ভেবেছিলাম কেউ হয়তো ওটা ভুলে রেখে গেছে...'

'মিস উইসলিকে এখনই সরাসরি হাসপাতালে যেতে হবে,' মাঝখানে বাঁধা দিলেন প্রফেসর ডাম্বলডোর দৃঢ় কণ্ঠে। 'এটা ওর জন্যে ভয়াবহ একটা অভিজ্ঞতা ছিল সন্দেহ নেই। কারো কোন শাস্তি হবে না। ওর চেয়ে অনেক প্রবীণ এবং জ্ঞানী জাদুকরদেরও লর্ড ভোলডেমর্টের ধোঁকাবাজিতে পড়েছে।' হেঁটে গিয়ে দরজাটা খুললেন তিনি। 'সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং সম্ভবত এক মগ গরম চকলেট। ওটা সব সময়ই আমাকে আনন্দ দেয়,' জিনির দিকে চেয়ে সস্নেহে চোখের পলক ফেলে বললেন তিনি। 'মাদাম পমফ্রে এখনো জেগে আছেন, মেনড্রেক জুস খাওয়াচ্ছেন– বাসালস্কের শিকার যারা, তারা যে কোন সময় জেগে উঠতে পারে।'

'তাহলে, হারমিওন, ঠিক আছে!' রনের চেহারা উজ্জ্বল হলো।

মিসেস উইসলি জিনিকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, এবং মিস্টার উইসলি তাকে অনুসরণ করলেন, এখনো মনে হচ্ছে সাংঘাতিক রকম নাড়া খেয়েছেন ভদ্রলোক।

'কি জান মিনারভা', বললেন প্রফেসর ডাম্বলডোর চিন্তিতভাবে প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে, 'আমার মনে হয় এত ঝামেলার সফল সমাপ্তিতে একটা ভাল ফিস্টের দাবি রাখে। আমি কি আপনাকে অনুরোধ করতে পারি কিচেনকে এ ব্যাপারে খবর দিতে।'

'ঠিক,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দ্বিধাহীন চিত্তে, দরজার দিকে যেতে যেতে। 'পটার আর উইসলির ব্যাপারে ফায়সালা করবার জন্যে আপনার কাছে দিয়ে যাচ্ছি, দেব?'

'নিশ্চয়ই,' বললেন ডাম্বলডোর।

অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। এবং হ্যারি আর রন অনিশ্চিতভাবে প্রফেসর ডাম্বলডোরের দিকে তাকাল। *ফয়সালা* বোঝাতে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন? নিশ্চয়ই-*নিশ্চয়ই*-তাদের এখন শাস্তি দেয়া হবে না?

'আমার মনে হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে, আর যদি স্কুলের কোন নিয়ম ভাঙো তবে তোমাদেরকে আমার বহিস্কার করতে হবে,' বললেন ডাম্বলডোর।

রন মুখ খুলল ভয়ে।

'এ থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট যারা তাদেরকেও অনেক সময় নিজের কথাই নিজেকে হজম করতে হয়,' বললেন ডাম্বলডোর মুচকি হেসে। 'তোমরা দু'জনই স্কুলের প্রতি বিশেষ সার্ভিস দেয়ার জন্যে বিশেষ পদক পাবে এবং দেখা যাক– হ্যাঁ, প্রত্যেকে গ্রিফিন্ডরের জন্য দু'শ করে পয়েন্ট পাবে।'

লকহার্টের ভ্যালেন্টাইন ফুলের মতো গোলাপী হয়ে গেলো রন, মুখ বন্ধ করল।

'কিন্তু আমদের মধ্যে একজন এই ভয়ঙ্কর অভিযানে তার ভূমিকার ব্যাপারে একেবারেই চুপ করে রয়েছেন,' ডাম্বলডোর যোগ করলেন। 'এতো বিনয় কেন, গিল্ডরয়?'

সচকিত হলো হ্যারি। প্রফেসর লকহার্টের কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। ঘুরে সে দেখল লকহার্ট দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঘরের এক কোণে, এখনও মুখে অনিশ্চিত হাসি। ডাম্বলডোর যখন তার সঙ্গে কথা বললেন তখন কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে চাইলেন তিনি, ডাম্বলডোর কার সঙ্গে কথা বলছেন দেখার জন্যে।

'প্রফেসর ডাম্বলডোর,' রন বলল তাড়াতাড়ি, 'নিচে চেম্বার অব সিক্রেটস-এ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। প্রফেসর লকহার্ট—'

'আমি কি একজন?' বললেন লকহার্ট মৃদু বিস্ময়ে। 'হা ঈশ্বর। আমার মনে হয় আমি কোন কাজে লাগিনি, লেগেছি?'

'উনি একটা মেমরি চার্ম করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জাদুদণ্ডটা উল্টো ওকেই ঘায়েল করেছে,' রন ব্যাপারটা আস্তে করে ডাম্বলডোরকে বোঝালো।

'হায় হায়,' বললেন ডাম্বলডোর মাথা নেড়ে, ওঁর লম্বা রূপালী গোঁফ কেঁপে উঠল। 'নিজের তরবারিতে নিজেরই প্রাণবধ, গিল্ডরয়?'

'তরবারি?' ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন লকহার্ট। 'আমার নেই। যদিও ওই ছেলেটার আছে।' হ্যারিকে দেখিয়ে বললেন। 'ও তোমাকে ধার দেবে।'

' কিছু যদি মনে না করো, তুমি কি প্রফেসর লকহার্টকেও হাসপাতালে নিয়ে যাবে? বললেন ডাম্বলডোর রনকে।'হ্যারির সঙ্গে আমি আরো কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই...'

স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন লকহার্ট। দরজা বন্ধ করতে করতে ডাম্বলডোর আর হ্যারির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল রন।

আগুনের পাশে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন প্রফেসর ডাম্বলডোর।

'বসো, হ্যারি,' বললেন তিনি, হ্যারি বসল, অস্বস্তিকরভাবে নার্ভাস বোধ করছে।

'প্রথমত, হ্যারি আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চাই,' বললেন ডাম্বলডোর, আবার চোখ পিট পিট করলেন। 'চেম্বারে নিশ্চয়ই তুমি আমার প্রতি সত্যিকার অর্থেই নিঃশর্ত বিশ্বস্ততা দেখিয়েছ। অন্য কিছুই নয় শুধু ওটাই তোমার কাছে ফোক্‌স-কে নিয়ে যেতে পেরেছে।'

ফিনিক্সটাকে আদর করলেন তিনি, ও উড়ে গিয়ে ওঁর হাঁটুতে বসলেন।

আনাড়ির মতো হাসল হ্যারি, ডাম্বলডোর তাকিয়ে দেখছেন তাকে।

'এবং তাহলে টম রিডল্-এর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?' চিন্তিত ভাবে বললেন ডাম্বলডোর। 'আমি ধারণা করি সে তোমার ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল...'

হঠাৎ অনেকক্ষণ ধরে যেটা ওকে খোঁচাচ্ছে সেই কথাটা হ্যারির মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

'প্রফেসর ডাম্বলডোর...রিডল্ বলেছে আমি তার মতো। অদ্ভুত সাদৃশ্য, বলেছে সে...'

'*বলেছে* সে, এখন? বললেন ডাম্বলডোর, ওঁর মোটা রূপালি ভ্রূর নিচে দিয়ে চিন্তিতভাবে হ্যারির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আর তুমি কি ভাবো হ্যারি?'

'আমি মনে করি না আমি ওর মতো! বলল হ্যারি, সে যতটা জোরে বলতে চেয়েছিল তার চেয়ে জোরে বলে ফেলল। 'আমি বলতে চাচ্ছি, আমি-আমি গ্রিফিন্ডরে, আমি...'

সে থেমে গেল, একটা ওঁত পেতে থাকা সন্দেহ যেন ওর মনে আবার দেখা দিয়েছে।

'প্রফেসর,' এক মুহূর্ত পর সে আবার বলতে শুরু করল,'বাছাই হ্যাটটা আমাকে বলেছে আমি- আমি স্লিথারিনে ভাল করব। কিছু সময়ের জন্য প্রত্যেকে ভেবেছে আমিই স্লিথারিনের উত্তরাধিকার...কারণ আমি পারসেলটাং বলতে পারি...'

'তুমি পারসেলটাং বলতে পারো, হ্যারি,' শান্তভাবে বললেন ডাম্বলডোর, 'কারণ লর্ড ভোলডেমর্ট— যে সালাজার স্লিথারিনের সর্বশেষ জীবিত উত্তরাধিকার— পারসেলটাং বুঝতে পারে। আমার যদি খুব ভুল না হয়ে থাকে, যে রাতে সে তোমাকে কপালের ওই দাগটা দিয়েছে সে রাতেই সে তার কিছু ক্ষমতা তোমাকে দিয়েছে। সে যে ইচ্ছে করে দিয়েছে তা নয়, আমি নিশ্চিত...'

'ভোলডেমর্ট তার কিছুটা *আমার মধ্যে* দিয়ে দিয়েছে?' বলল হ্যারি, বজ্রাহত।

'নিশ্চিতভাবেই সেরকম মনে হচ্ছে।'

'তাহলে আমার স্লিথারিনে থাকা উচিৎ,' মরীয়া হয়ে ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকিয়ে। 'বাছাই হ্যাটটা আমার মধ্যে স্লিথারিনের ক্ষমতা দেখতে পেয়েছিল, এবং ওটা-'

'তোমাকে গ্রিফিন্ডরে দিয়ে দিয়েছে,' শান্তভাবে বললেন ডাম্বলডোর। 'আমার কথা শোন, হ্যারি। সালাজার স্লিথারিন তার বাছাই করা প্রিয় ছাত্রদের

মধ্যে যে সব গুণ সঞ্চারিত করেছিলেন, তার অনেকগুলিই হয়তো তোমার মধ্যে রয়েছে। তার নিজের দুর্লভ গুণ, পারসেলটাঙ...সম্ভাবনাশক্তি...দৃঢ়তা...নিয়মের প্রতি এক ধরনের অসম্মান,' তিনি যোগ করলেন, তাঁর গোঁফ আবার কাঁপছে। 'তারপরও বাছাই হ্যাট তোমাকে গ্রিফিন্ডরে পাঠিয়েছে। তুমি জান কেন এমন হলো। ভাবো।'

'আমাকে গ্রিফিন্ডরে পাঠিয়েছে,' পরাজিতের স্বরে বলল হ্যারি, 'কারণ আমি স্লিথারিনে যেতে চাইনি...'

'ঠিক তাই,' বললেন ডাম্বলডোর, হাস্যোজ্জ্বল আবার। 'যেটা তোমাকে টম রিডল্ থেকে খুবই *ভিন্নতর* করেছে। আমাদের ক্ষমতার চেয়ে বেশি, আমাদের পছন্দ-অপছন্দই, হ্যারি, দেখায় আমরা সত্যিকারভাবে যে কি।' হ্যারি চেয়ারে বসে আছে, আঘাতে হতবুদ্ধি যেন, স্থির। 'তুমি যদি প্রমাণ চাও, যে তুমি গ্রিফিন্ডরই, তাহলে আমি তোমাকে আরো ভাল করে *এটা* দেখবার জন্যে অনুরোধ করব।'

ডাম্বলডোর প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের ডেস্কে গেলেন, রক্ত মাখানো রূপালী তলোয়ারটা তুলে নিলেন এবং হ্যারির হাতে তুলে দিলেন। বিমর্ষ হ্যারি ওটা ওল্টালো, আগুনের আভায় চুণিগুলোতে যেন আগুন ধরে গেলো। এখন সে দেখল হাতলে খোদাই করা নামটা।

গড্রিক গ্রিফিন্ডর।

'শুধুমাত্র একজন সত্যিকারের গ্রিফিন্ডরই ওটা হ্যাটের নিচে থেকে বের করতে সক্ষম, হ্যারি,' সহজভাবে বললেন ডাম্বলডোর।

মিনি খানেকের জন্য কেউই কথা বললেন না।

তারপর ডাম্বলডোর প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুললেন, এবং একটা পালকের কলম এবং কালির দোয়াত বের করলেন।

'তোমার এখন যেটা দরকার, হ্যারি, তা হচ্ছে কিছু খাবার এবং ভাল একটা ঘুম। তুমি নিচে ফিস্টে যাও, ইতোমধ্যে আমি আজকাবানে একটা চিঠি লিখে ফেলি- আমাদের গেমকিপারকে ফেরত পেতে হবে। এবং আমাকে ডেইলী প্রফেটের জন্য একটা বিজ্ঞাপনও খসড়া করতে হবে,' যোগ করলেন তিনি চিন্তিত ভাবে। 'আমাদের একজন নতুন ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস শিক্ষকেরও প্রয়োজন হবে। শেষ পর্যন্ত আমরা ওদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে পেরেছি, পারিনি?'

উঠে দাঁড়িয়ে হ্যারি দরজার দিকে গেলো। দরজার হাতলে শুধু হাতটা দিয়েছে, অমনি, দড়াম করে খুলে গেল ওটা এতো জোরে যে দেয়ালে লেগে ফিরে এলো।

লুসিয়াস ম্যালফয় দাঁড়িয়ে রয়েছে, দরজায়, চেহারায় ক্রোধ। এবং ওর বগলের নিচে, সংঘাতিক রকমে ব্যান্ডেজে মোড়া, ডব্বি

'গুড ইভিনিং লুসিয়াস,' বললেন ডাম্বলডোর প্রশান্তভাবে।

রুমে ঢোকার সময় মিস্টার ম্যালফয় হ্যারিকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলে দিয়েছিল, পেছনে পেছনে দ্রুত ছুটছে ডবি, ওর আলখাল্লার প্রান্তটা ধরে আছে, ওর চোখে মুখে সাংঘাতিক ভয়ের ভাব।

'তাহলে!' বললেন লুসিয়াস ম্যালফয়, ওর শীতল ভাবলেশহীন চোখ দু'টো স্থির হয়ে আছে ডাম্বলডোরের উপর। 'তুমি আবার ফিরে এসেছ। গভর্ণররা তোমাকে সাসপেন্ড করেছে, তারপরও তুমি হোগার্টস-এই ফিরে আসা ঠিক মনে করেছ।'

'বেশ, দেখো লুসিয়াস,' বললেন ডাম্বলডোর, নির্মল হাসি দিয়ে, 'অন্য এগারোজন গভর্ণর আজ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সত্যি বলতে কি শিলাবৃষ্টির মতো যেন পেঁচাগুলি পড়ছিল। ওরা শুনেছে যে আর্থার উইসলির মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানে আমাকে ফেরত চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ওরা ভেবেছেন আমিই কাজটার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত। ওঁরা আমাকে খুব অদ্ভুত কথাও বলেছেন, জানো! কয়েকজন তো মনে হলো, ভেবেছেন ওরা যদি আমাকে সাসপেন্ড করতে মত না দিতেন, তবে তুমি তাদের পরিবারকে শাপ দেয়ার হুমকি দিয়েছ।'

স্বাভাবিকের চেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন মিস্টার ম্যালফয়। কিন্তু ওর চোখে এখনও ক্রোধ।

'তাহলে-তুমি কি হামলা বন্ধ করতে পেরেছে?' বিদ্রুপ করলো লুসিয়াস ম্যালফয়। 'অপরাধীকে ধরতে পেরেছ?'

'আমরা ধরেছি?' হাসলেন ডাম্বলডোর।

'আচ্ছা? বললেন ম্যালফয় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। 'কে সে?'

' গতবারের ব্যক্তিই, লুসিয়াস,' বললেন ডাম্বলডোর। 'কিন্তু এবার, লর্ড ভোল্ডেমর্ট অন্য আরেকজনের মাধ্যমে কাজ করছিল। ওর ডায়রির সাহায্যে।'

মিস্টার ম্যালফয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তিনি মাঝখানে বড় গর্তসহ কালো বইটা তুলে ধরলেন। হ্যারি অবশ্য নজর রেখেছে ডব্বির দিকে।

গৃহ-ডাইনীটা কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছে! ওর বড় বড় দুই চোখ হ্যারির ওপর স্থির, বার বার ডায়রিটা দেখাচ্ছে, তারপর মিস্টার ম্যালফয়ের দিকে দেখাচ্ছে এবং তারপর নিজের কপালে জোরে জোরে হাত দিয়ে ঘুষি মারছে।

'ও তাই...,' ধীরে ধীরে মিস্টার ম্যালফয় বললেন ডাম্বলডোরকে।

'একটা বেশ চতুর প্ল্যান,' ডাম্বলডোর বললেন অকম্পিত স্বরে, চোখ এখনও মিস্টার ম্যালফয়ের চোখের ওপর। 'কারন, এই যে হ্যারি-' মিস্টার ম্যালফয় হ্যারির দিকে দ্রুত এবং তীক্ষ্ণ একটা দৃষ্টি হানলেন, 'এবং তার বন্ধু রন এই বইটি যদি বের করতে না পারত, তাহলে– জিনি উইসলিকেই সব দায় নিতে হতো। কেউ প্রমাণ করতে পারত না যে সে তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় কিছুই করেনি...'

মিস্টার ম্যালফয় কিছুই বললেন না, হঠাৎ মনে হলো তার মুখের ওপর যেন একটা মুখোশ পরানো রয়েছে।

'এবং ভাবো,' ডাম্বলডোর বলে চলেছেন, 'তাহলে কি হতো...উইসলিরা আমাদের প্রখ্যাত বিশুদ্ধ-রক্ত পরিবারগুলির অন্যতম। ভাবোতো একবার আর্থার উইসলি এবং তার মাগল প্রটেকশন আইনের উপর এর কি প্রভাব পড়ত? যদি তার নিজের মেয়ে মাগল-জাতদের উপর হামলা করে, ওদের হত্যা করে! ভাগ্য ভাল যে ডায়রিটা পাওয়া গিয়েছিল, এবং এর মধ্যে থেকে রিড্‌ল্‌-এর স্মৃতি মুছে দেয়া হয়েছে। না হলে, কে জানে আবার কি পরিণতি হতো...'

মিস্টার ম্যালফয় যেন জোর করে কথা বললেন।

'খুবই ভাগ্যের কথা,' আড়ষ্টভাবে বললেন তিনি।

এবং তখনও ওর পেছন থেকে ডব্বি দেখাচ্ছে, প্রথমে ডায়রিটার দিকে এবং তারপর লুসিয়াস ম্যালফয়ের দিকে এবং পরে নিজের কপালে জোরে ঘুষি মারছে।

হঠাৎ হ্যারি বুঝতে পারল। সে ডব্বিদের সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল, ডব্বি পেছনে এক কোণায় সরে গেলো, নিজেকে শাস্তি দেয়ার জন্যে নিজের কান মলছে সে।

'কি ভাবে জিনি ওই ডায়রিটা পেলো, আপনি কি জানতে চান না মিস্টার ম্যালফয়?' বলল হ্যারি।

লুসিয়াস ম্যালফয় ঘুরে ওর দিকে তাকালো।

'আমি কিভাবে জানবো বোকা মেয়েটা কেমন করে এটা পেয়েছে?'

'কারণ, আপনিই ওটা ওকে দিয়েছিলেন,' বলল হ্যারি। 'ফ্লারিশ এবং ব্লটস-এ, আপনি ওর পুরনো ট্রান্সফিগিউরেশন বইটা তুলে নিয়ে, ডায়রিটা ওটার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, দেননি?'

হ্যারি দেখল মিস্টার ম্যালফয়ের হাতের মুঠো একবার খুলছে একবার বন্ধ হচ্ছে।

'প্রমাণ করো,' হিসহিসিয়ে বললেন।

'ওহ না, কেউ এটা প্রমাণ করতে পারবে না,' বললেন ডাম্বলডোর, হ্যারির

দিকে চেয়ে হেসে। 'এখন যখন রিডল্ ডায়রিটা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এখন তো নয়ই। অন্যদিকে আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে চাই, লুসিয়াস, লর্ড ভোলডেমর্টের স্কুলের পুরনো কোন জিনিষ কাউকে দেবে না। যদি এরপর আর কোন কিছু এই ভাবে কোন নির্দোষ হাতে পাওয়া যায়, আমার মনে হয় আর্থার উইসলি, নিশ্চিত করবে যে, ওগুলোর সূত্র খুঁজতে খুঁজতে যেন তোমার কাছে পৌছানো যায়...'

লুসিয়াস ম্যালফয় দাঁড়ালেন এক মুহূর্তের জন্য, এবং হ্যারি পরিষ্কারভাবে দেখল ওর ডান হাত বাঁকা হচ্ছে যেন জাদুদণ্ডটা বের করবার জন্যে নিশপিশ করছে। এর পরিবর্তে, গৃহ-ডাইনীটার দিকে ফিরলেন।

'আমরা যাচ্ছি, ডব্বি!'

দরজাটা খুললেন তিনি এবং যেই না গৃহ-ডাইনীটা দৌড়ে ওর কাছে গেল, এক লাথি মেরে ওটাকে দরজা পার করালেন লুসিয়াস ম্যালফয়। ওরা শুনতে পেলো করিডোর ধরে ডব্বি যন্ত্রণায় কাঁতরাতে কাঁতরাতে যাচ্ছে। হ্যারি দাঁড়াল এক মুহূর্ত, গভীরভাবে চিন্তা করল। তারপর ওর মাথায় এলো ব্যাপারটা।

'প্রফেসর ডাম্বলডোর,' সে বলল দ্রুত, 'আমি কি ওই ডায়রিটা মিস্টার ম্যালফয়কে ফেরৎ দিতে পারি, প্লিজ?'

'নিশ্চয়ই, হ্যারি,' বললেন ডাম্বলডোর শান্তভাবে। 'কিন্তু তাড়াতাড়ি করো, ফিস্ট আছে মনে রেখো।'

ছোঁ মেরে ডায়রিটা নিয়ে হ্যারি দৌড়ে অফিস থেকে বের হয়ে এলো। সে শুনতে পাচ্ছে ডব্বির যন্ত্রণাকাতর চিৎকার করিডোরের কোণা দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি করতে হবে, ভাবছে প্ল্যানটা কাজ করবে কি না, হ্যারি ওর একটা জুতা খুলে ফেলল, একটা নোংরা, চটচটে মোজা টেনে খুলল এবং ডায়রিটা ওটার ভেতর ভরল। অন্ধকার করিডোর ধরে দৌড়ে গেল সে।

সিঁড়ির ওপরেই ওদেরকে ধরে ফেলল।

'মিস্টার ম্যালফয়,' হাঁপাচ্ছে সে, পেছনে থামল, 'আপনার জন্যে একটা জিনিস রয়েছে।'

এবং দুর্গন্ধযুক্ত মোজাটা জোর করে মিস্টার ম্যালফয়ের হাতে গুঁজে দিল।

'কি বাজে–?'

ডায়রি থেকে মোজাটা টেনে ছিড়ে ফেলে একদিকে ছুড়ে ফেলল, তারপর ক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ডায়রিটার পেছন থেকে হ্যারির দিকে তাকালেন।

'তুমিও একদিন তোমার মা-বাবার মতোই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতিই বরণ করবে, হ্যারি পটার,' বললেন তিনি নম্রভাবে। 'ওরাও নাক-গলানো গাঁধা ছিল।'

যাওয়ার জন্যে ফিরলেন তিনি।

'আয়, ডব্বি। আমি বলছি *আয়!*'

কিন্তু ডব্বি নড়ল না। ও হ্যারির নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত মোজাটা ধরে রয়েছে, ওটার দিকে তাকাচ্ছে যেন ওটা একটা অমূল্য রত্ন।

'প্রভু ডব্বিকে একটা মোজা দিয়েছে,' অবাক হয়ে বলছে গৃহ-ডাইনীটা। 'প্রভু এটা ডব্বিকে দিয়েছে।'

'কি ওটা?' থুথু ফেললেন মিস্টার ম্যালফয়। 'কি বললি?'

'ডব্বি একটা মোজা পেয়েছে,' বলল ডব্বি, বিশ্বাস করতে পারছে না। 'প্রভু ছুড়ে দিয়েছেন, এবং ডব্বি ধরে ফেলেছে, এবং ডব্বি— ডব্বি এখন মুক্ত।'

লুসিয়াস ম্যালফয় যেন জমে পাথর হয়ে গেলেন। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন গৃহ-ডাইনীটার দিকে। তারপর হ্যারির দিকে ক্রুদ্ধ ম্যালফয় লাফ দিলেন।

'তুমি আমার চাকর তাড়িয়েছ, হ্যারি!'

কিন্তু ডব্বি চিৎকার করে উঠল, 'খবরদার তুমি হ্যারি পটারের ক্ষতি করবে না!'

একটা বিকট শব্দ হলো এবং মিস্টার ম্যালফয় উড়ে পেছন দিকে গেলেন। তার পেছনেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছেন তিনি, এক একবারে তিনটা করে ধাপ, একেবারে নিচে পড়লেন তালগোল পাঁকিয়ে। উঠে দাঁড়ালেন, রাগে জ্বলছে মুখ এবং জাদুদণ্ডটা বের করলেন, কিন্তু ডব্বি একটা লম্বা আঙুল তুলল হুমকির ভঙ্গিতে।

'তুমি এখন চলে যাবে,' ভয়ঙ্করভাবে বলল ডব্বি আঙুল তুলে। 'তুমি হ্যারি পটারকে স্পর্শও করবে না, তুমি এখন চলে যাবে।'

লুসিয়াস ম্যালফয়ের কোন উপায় নেই। ওদের দিকে একটা শেষ ক্ষিপ্ত দৃষ্টি ছুড়ে, আলখাল্লাটা উড়িয়ে নিয়ে ওদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

'হ্যারি পটার ডব্বিকে মুক্তি দিয়েছে!' তীক্ষ্ণ চিৎকারে বলল গৃহ-ডাইনীটা, হ্যারির দিকে তাকিয়ে, ওর বিরাট দুই গোলকের মতো তার দুই চোখে কাছের জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। 'হ্যারি পটার ডব্বিকে মুক্ত করেছে!'

'সামান্যই আমি করতে পেরেছি, ডব্বি' বলল হ্যারি, দাঁত বের করে হেসে। 'শুধু প্রতিজ্ঞা করো আর কখনো আমার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করবে না।'

গৃহ-ডাইনীটার কুৎসিৎ বাদামী মুখটা হঠাৎ একটা চড়া দেঁতো হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল।

'আমার শুধু একটা প্রশ্ন, ডব্বি,' বলল হ্যারি, ও হ্যারির মোজাটা টানছে কাঁপা হতে। 'তুমি আমাকে বলেছিলে এর কোন কিছুই যার নাম নিতে নেই তার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, মনে আছে? কিন্তু—'

'এটা একটা সূত্র, স্যার,' বলল ডব্বি, ওর চোখ বড় হয়ে গেছে, যেন এটা ঘটতই। 'ডব্বি আপনাকে একটা সূত্র দিচ্ছিল। ডার্ক লর্ড ওর নাম পরিবর্তন করার আগে, ওর নাম নেয়া যেত, বুঝতে পেরেছেন?'

'ঠিক,' বলল হ্যারি দূর্বলভাবে। 'আমার এখন যাওয়া উচিৎ। ফিস্ট আছে একটা, এবং আমার বন্ধু হারমিওন এখন নিশ্চয়ই জেগে উঠেছে...'

হ্যারির কোমর জড়িয়ে ধরল ডব্বি।

'হ্যারি পটার ডব্বির জানার চেয়ে অনেক বড়! কাঁদল সে। 'বিদায় হ্যারি পটার!'

এবং একটা শেষ বিকট আওয়াজ করে অদৃশ্য হয়ে গেলো ডব্বি।

* * * *

হ্যারি বেশ কয়েকটা হোগার্টস ফিস্ট-এ গেছে, কিন্তু কোনটাই এটার মতো ছিল না। প্রত্যেকেই তাদের রাতের পাজামা পরে ছিল এবং সারারাত চলেছে ফিস্ট। হ্যারি জানে না কোনটা ওর কছে সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, হারমিওনের চিৎকার করতে করতে ছুটে আসা, 'তুমি সমাধান করেছ! তুমি সমাধান করেছ!', না হাফলপাফ টেবিল থেকে জাস্টিনের উঠে আসা এবং তাকে সন্দেহ করার জন্যে বার বার ক্ষমা চাওয়া, অথবা রাত সাড়ে তিনটায় এসে হ্যাগ্রিডের ওকে আর রনকে কাঁধের ওপর এতো জোরে ঠেসে ধরা যে ওরা ওদের প্লেটের উপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল ওরা, অথবা তার আর রনের চারশ পয়েন্টে পরপর দ্বিতীয়বারের গ্রিফিন্ডরের জন্যে হাউজ কাপ জয় করা অথবা প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের দাঁড়িয়ে বলা যে স্কুলের তরফ থেকে উপহার হিসেবে সব পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে ('ওহ না,' বলল হারমিওন), অথবা ডাম্বলডোরের ঘোষণা, দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রফেসর লকহার্ট আগামী বর্ষে ফিরে আসতে পারবেন না, কারণ তাকে চলে যেতে হচ্ছে তার স্মৃতি ফিরে পাওয়ার জন্যে। শিক্ষকদেরও কেউ কেউ এ ঘোষণার আনন্দে যোগ দিলেন।

'লজ্জার ব্যাপার,' বলল রন, বিস্কুট নিতে নিতে। 'ও আমার উপরেও প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছিল।'

* * * *

গ্রীষ্মের বাকী সময়টা কড়া সূর্যালোকের মধ্যেই কাটল। হোগার্ট্স স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছে। ছোট খাট দুই একটা পার্থক্য ছাড়া। ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস ক্লাস বাতিল করা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ হারমিওনকে রন বলল এমনিতেই আমাদের প্রচুর প্র্যাকটিস হয়ে গেছে এবং লুসিয়াস ম্যালফয়কে স্কুল গভর্ণরের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ড্র্যাকো আর আগের মত হাবভাব করে স্কুলে ঘুরে বেড়ায় না যেন ও এটার মালিক ছিল। বরং তাকে এখন মনমরা এবং গোমড়া বলে মনে হয়। এদিকে জিনি উইসলি আবার পুরোপুরি খুশি।

দ্রুতই হোগার্ট্স এক্সপ্রেসে চড়ে বাড়ি ফেরার সময় এসে গেলো। হ্যারি, রন, হারমিওন, ফ্রেড, জর্জ । এবং জিনি নিজেদের জন্যে একটা কামরা পেলো।

ছুটির আগের শেষ কয়েক ঘণ্টা তাদেরকে ম্যাজিক করতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং এই সময়টার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করল ওরা। ওরা খেলল, এক্সপ্লোডিং স্ন্যাপ, ফ্রেড এবং জর্জের শেষ কয়েকটা ফিলিবাস্টা আতশবাজিতে আগুন ধরিয়ে দিল, এবং একে অন্যকে ম্যাজিক দিয়ে অস্ত্রমুক্ত করা প্র্যাকটিস করল। হ্যারি এটাতে খুব দক্ষ হয়ে উঠছিল।

ওরা যখন প্রায় কিংস ক্রসের কাছাকাছি তখন হ্যারির কিছু একটা মনে হলো।

'জিনি– তুমি পার্সিকে কি করতে দেখেছিলে, যে ও চায়নি তুমি কাউকে বলো?'

'ওহ, সেই কথা,' বলল জিনি খিল খিল করে হেসে। 'বেশ– পার্সির একজন *গার্লফ্রেন্ড* আছে।'

ফ্রেড জর্জের মাথায় এক গাদা বই ফেলে দিল।

'কি?'

'ওই র‍্যাভেনক্ল প্রিফেক্টটা, পেনেলোপে ক্লিয়ারওয়াটার,' বলল জিনি। 'ওকেই সে পুরো গ্রীষ্ম ধরে চিঠি লিখছিল। স্কুলের বিভিন্ন জায়গায় সে ওর সাথে দেখা করছিল গোপনে। একদিন খালি ক্লাসরুমে ওরা চুমু খাচ্ছিল আমি হঠাৎ ওখানে গিয়ে পড়ি। ওর উপর যখন হামলা হলো- তোমরা জানো পার্সি এতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল! তোমরা ওকে টিজ করবে না প্লীজ, করবে?' সে জানতে চাইল শঙ্কার সাথে।

'স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি,' বলল ফ্রেড, মনে হচ্ছে যেন ওর জন্মদিন সময়ের আগে চলে এসেছে।

'অবশ্যই নয়,' বলল জর্জ চাপা হেসে।

হোগার্টস এক্সপ্রেসের গতি কমে এলো এবং এক সময় থেমেও গেল।

হ্যারি ওর পালকের কলম এবং এক টুকরো পার্চমেন্ট বের করে রন এবং হারমিওনের দিকে তাকাল।

'এটাকে টেলিফোন নাম্বার বলে,' সে বলল রনকে, একটা নাম্বার দুবার লিখে, পাতাটা দুটুকরা করে দুজনের হাতে ধরিয়ে দিল। 'আমি গত গ্রীষ্মে তোমার ড্যাডকে টেলিফোন ব্যবহারের নিয়ম বলে দিয়েছিলাম, উনি জানবেন। ডার্সলিদের ওখানে আমাকে ফোন করো, ও.কে? আগামী দু'মাস শুধু ডাডলির সঙ্গে কথা বলে থাকতে হবে এটা আমি ভাবতেই পারি না...'

'তোমার আঙ্কল এবং আন্টি তোমার জন্যে গর্ববোধ করবেন, করবেন না?' বলল হারমিওন, ট্রেন থেকে নামতে নামতে, সকলের সঙ্গে জাদুকরা দেয়ালটার দিকে যেতে যেতে। 'যখন তারা শুনবে এ বছর তুমি কি করেছ?'

'গর্ববোধ?' বলল হ্যারি। 'তুমি কি পাগল হলে? ওই সময় আমি মরতে পারতাম এবং আমি মরিনি বলে ওরা আমার উপর ক্ষিপ্ত হবেন সাংঘাতিক...'

এবং এক সাথে ওরা গেট দিয়ে প্রবেশ করল আবার মাগল বিশ্বে।